ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সমগ্র রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড





সুভাষচন্দ্র বসু

সমগ্র রচনাবলী

শ্রীসুকুমার রায়

সমগ্র রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

আনন্দ

সম্পাদনা শিশিরকুমার বসু

© নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো কলিকাতা ১৯৮৭

প্রথম সংস্করণ ১ অক্টোবর ১৯৮৭
তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১১

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন ব প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7066-094-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

SUBHAS CHANDRA BASU SAMAGRA
RACHANABALI: Volume III
[Anthology]
by
Subhas Chandra Bose
edited by
Sisirkumar Bose

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২০০.০০

সূচী

পত্রাবলী ৯
গোড়ার কথা ১৬৭
নূতনের সন্ধানে ১৭৩
নির্দেশিকা ২২৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এমিলিয়ে শেঙ্কল-বসু
অনিতা পাফ
শরৎচন্দ্র-বিভাবতী বসু সংগ্রহ
বাসন্তী দেবী
দিলীপকুমার রায়
সন্তোষকুমার বসু
নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
হরিচরণ বাগচি
গোপাললাল সান্যাল
অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়
আরতি দত্ত

নিবেদন

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। নানা কারণে এই খণ্ডটি প্রকাশে অনেক বিলম্ব হওয়ায় আমরা পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

রচনাবলীর প্রথম খণ্ডেই আমরা সুভাষচন্দ্রের ২০৮ খানি চিঠি প্রকাশ করেছি। তার মধ্যে ৭৫টি ১৯১৩ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে লেখা এবং সেগুলি সুভাষচন্দ্রের অসমাপ্ত আত্মজীবনীর পরিপূরক। বাকি ১৩৩টি চিঠি ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে লেখা এবং তার মধ্যে অধিকাংশই বর্মার বন্দীশালা থেকে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবার পর নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালা অনেক সমৃদ্ধ ও সংগঠিত হয়েছে, গবেষণার কাজ এগিয়েছে এবং বহু চিঠিপত্র প্রকাশের জন্য ভাষান্তরিত করা হয়েছে। আজ আমরা ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে লেখা আরও ১৮০ খানি চিঠি এই খণ্ডে প্রকাশ করলাম। কেবল সুভাষচন্দ্রের চিঠি নয়, তাঁকে লেখা বেশ কিছু চিঠিও যোগ করে যথাসম্ভব গুছিয়ে আমরা দেশবাসীকে উপহার দিচ্ছি। প্রথম খণ্ডে ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত এই পর্যায়ের যথা, ১৯২৩ থেকে ১৯৩২-এর চিঠিপত্র এক সাথে পড়তে হবে।

১৯২১ থেকে ১৯৩২ সাল ছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সময়। সময়টিকে দুই ভাগে বিচার করা যায়। প্রথম, ১৯২১ থেকে ১৯২৭ এবং দ্বিতীয়, ১৯২৭ থেকে ১৯৩২। ১৯২১ সালের শেষে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করার পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বের শেষ হয় ১৯২৭ সালের প্রথমে যখন তিনি বর্মায় সুদীর্ঘ কারাবাসের পর ঘরে ফেরেন। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত এই অধ্যায়ের পত্রাবলীর সঙ্গে আমরা এই খণ্ডে আরও ১৪৪টি চিঠি যোগ করেছি। ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ বা পরবর্তী ৫ বছরের আরও ৪৪টি চিঠি আমরা এই গ্রন্থে সাজিয়ে দিলাম কারণ বিষয়গত বিন্যাস। উপরোক্ত দুই পর্বের চিঠিপত্রের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। ১৯২১ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত শিক্ষানবীশির পর ১৯২৮ থেকে ১৯৩২-এ সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের জাতীয় জীবনে নবাগত যুবশক্তির মুখপাত্র ও সদ্যোজাত ভারতীয় বামপন্থার ধারক রূপে আবির্ভূত হন।

১৯২৩ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত পত্রাবলীর মধ্যে তরুণ সুভাষচন্দ্রের মানসলোকের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে। সংগ্রহের অধিকাংশ চিঠিই মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে লেখা অথবা সুভাষকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র। তাছাড়া আছে অন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নানা বিষয়ে পত্র বিনিময়। চিঠিগুলিতে কোন বিষয়ই বাদ পড়েনি : বাঙ্গলার রাজনীতির সমসাময়িক ধারা, উত্তর কলিকাতা থেকে রাজবন্দী সুভাষচন্দ্রের আইনসভায় নির্বাচন প্রসঙ্গ, হিন্দু-মুস্‌লিম সম্প্রীতি ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রথার প্রবর্তন, জনজীবনে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা, বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির চরিত্র, কলিকাতা পৌরসভার নানাবিধ সমস্যা ও গঠনমূলক কাজকর্মের পরিকল্পনা, 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার পরিচালনার সমস্যা, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত নানা প্রশ্ন, বিদেশী রাজত্বে রাজনৈতিক বন্দীদের নির্যাতনভোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সময় সুভাষচন্দ্র কি ধরনের বইপত্র পড়তেন, বিশেষ করে বন্দী থাকাকালীন, বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে বেশ বোঝা যায়। একদিকে আমরা দেখছি এক গভীর মননশীলতা এবং জীবনের গভীরতম প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা, অন্য দিকে পারিবারিক সব ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ, তা কনিষ্ঠদের শিক্ষা, কর্মজীবন, বিবাহ বা অন্য যে কোন বিষয়েই হোক। মেজদাদা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ পত্র বিনিময় থেকে দেশের তথা জগতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে দুই ভ্রাতার আদর্শগত ও ব্যক্তিগত অচ্ছেদ্য বন্ধনের এক অপূর্ব দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

১৯২৭ সালে মুক্তিলাভের পর বাসন্তী দেবী ও বিভাবতীকে লেখা চিঠিগুলি থেকে আমরা এক গভীর অনুভূতির পরিচয় পাই যা ছিল সুভাষ-চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য।

চিঠিপত্র ছাড়া প্রবন্ধ ও বক্তৃতার এক আকর্ষণীয় সংকলন এই খণ্ডে আছে। প্রথম খণ্ডে

আমরা সুভাষচন্দ্রের দুইটি আদর্শগত প্রবন্ধ 'তরুণের স্বপ্ন' ও 'দেশের ডাক' প্রকাশ করেছি। আর একটি মৌলিক রচনা "গোড়ার কথা" দিয়ে এই খণ্ডের প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালার শুরু। ১৯২৭ সালে মান্দালয় থেকে ফিরে ঐ বছরের শেষ থেকেই সুভাষচন্দ্র সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত তিনি বাঙ্গলায় ও দেশের বিভিন্ন প্রদেশে নানা সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। সেই সময় তিনিই ছিলেন ভারতের নবজাগ্রত যুবশক্তির প্রতিভূ। সেজন্য ছাত্র ও যুব সম্মেলনগুলিতে তাঁর ভাষণগুলি বেছে নিয়ে এই খণ্ডে প্রকাশ করা হল। ১৯৩০ সালে 'নূতনের সন্ধান' গ্রন্থে এগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। আজ ভারতের যুবসমাজ সব দিক দিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত এবং প্রেরণার উৎস ও নূতন নেতৃত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আশা করি এই সঙ্কট মুহূর্তে নেতাজীর এই বক্তৃতাগুচ্ছ দেশের যুবসমাজকে নতুন করে উজ্জীবিত করবে।

বর্মায় বন্দী থাকাকালীন এবং মুক্তির পর ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত আরও বহু মূল্যবান উপাদান নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো সংগ্রহ করেছেন। বর্তমানে সেগুলি অনুবাদ করা হচ্ছে। তার মধ্যে আছে বর্মার বন্দীশালায় সুভাষচন্দ্র যেসব বই পড়েছিলেন তার উপর তাঁর নিজের হাতে লেখা টীকা, মন্তব্য ও আলোচনা। আরও আছে ১৯২৯ সালে প্রভূত পরিসংখ্যান দিয়ে লেখা বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনের উপর তাঁর একটি দীর্ঘ গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধ। অনেকগুলি ঐতিহাসিক ভাষণও ঐ সময়ের মধ্যে পড়ে, যেমন কলিকাতা, লাহোর, করাচি কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতা, মেয়রের বক্তৃতা ইত্যাদি। এগুলি আমরা চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশ করব।

এই খণ্ডটির জন্য অনেক অনুবাদ করতে হয়েছে। শ্রী শেখর বসু নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে সে কাজ সম্পন্ন করেছেন। চিঠিপত্রগুলি ঠিকমত সাজাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন শ্রী শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু। আনন্দ পাবলিশার্স উঁচু মানের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সব দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। এঁদের সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশা করি নেতাজী রচনাবলীর এই নূতন সংযোজন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হবে।

জয়হিন্দ্

শিশিরকুমার বসু

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো
নেতাজী ভবন
৩৮/২ লালা লাজপত রায় রোড
কলিকাতা-২০
৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

পত্রাবলী



১ ॥ শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর খোলা চিঠি।

৩৮/২, এলগিন রোড
৯-৫-২৩

প্রিয় মহাশয়,

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আসন্ন সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কাছে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি রাখছি। আপনি অনুগ্রহ করে প্রশ্নগুলির উত্তর দিলে বি, পি, সি, সি-র সদস্যরা এবং জনসাধারণ তাঁদের মতামত গঠনের ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন। বলা বাহুল্য, জনস্বার্থে আমি আপনাকে এই অনুরোধ করছি। সংখ্যালঘু দলের সদস্যরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এবং সংবাদপত্রে প্রচারিত বিবৃতিতে তাঁদের অভিমত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে এখন আপনার মতামত খোলাখুলিভাবে জানানো উচিত। সঠিক বিচারের জন্য জনসাধারণ উভয় দলের মতামত জানতে চায়।

(১) মহাশয়ের কি মনে হয়, আইন অমান্য আন্দোলনের সাহায্য ছাড়া ভারতের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে রফায় আসা সম্ভব নয় ?

(২) যদি আপনার উত্তর নঙর্থক হয়, জনতার দাবী মেটাবার জন্যে আমলাতন্ত্রের ওপর কোন্ পদ্ধতিতে চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব ! এ-ব্যাপারে আপনার মত কী ?

(৩) মহাশয়ের উত্তর যদি সদর্থক হয়, আপনার কি মনে হয়, আগামী ছ' মাসের মধ্যে ব্যাপক আকারে আইন অমান্য অন্দোলন শুরু করার কি কোনো সম্ভাবনা আছে ?

(৪) সত্যিই যদি এরকম কোনো সম্ভাবনা থাকে, দেশের লোককে আইন অমান্য অভিযানে নামার কাজে কীভাবে প্রস্তুত করা যায় ! এ-ব্যাপারে আপনার মত কী ?

(৫) যদি তেমন কোনো সম্ভাবনা না থাকে, আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে অর্থ ও লোকবল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশের মানুষের কাছে কোনো আবেদন রাখা কি ঠিক হবে ? এই প্রসঙ্গে আপনি কি বলেন ?

(৬) এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা জানতে চাইছি। আপনি কি মনে করেন, ৫০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক এবং ২৫ লক্ষ টাকা নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনের কাজে নামা যাবে ?

(৭) মহাশয় নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন যে, এলাহাবাদে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে সংখ্যালঘু দলের সদস্যরা আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে অংশ নেবেন। কেননা, তাঁদের মতে, নিকট ভবিষ্যতে আইন অমান্য আন্দোলনে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

(৮) মহাশয়ের স্মরণ আছে কি যে, এই বিষয়টি যশোরের সভায় উত্থাপিত হয়েছিল। ওই সভায় সকলের সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু দল অর্থ ও লোকবল সংগ্রহের প্রস্তাবটি পাশ করাতে চেয়েছিলেন। ওই সংগ্রহের উদ্দেশ্য আইন অমান্য নয়, গঠনমূলক কর্মসূচী প্রণয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করা।

(৯) মহাশয়ের মনে আছে কি সভাপতি হিসেবে ওই প্রস্তাবটি আপনি খারিজ করেছিলেন ?

(১০) আপনি যদি এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেন, মহাশয়ের পক্ষে কি সংখ্যালঘু দলকে দোষ দেওয়া সম্ভব ? গয়া কর্মসূচী অনুসারে সংখ্যালঘু দল কি আইন অমান্য আন্দোলনের

ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে অর্থ ও লোকবল সংগ্রহের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেনি ?

(১১) মহাশয়ের হয়ত স্মরণ আছে যে, সংখ্যালঘু দলের একজন সদস্য যশোরে সাবজেকট্স কমিটির সামনে একটি প্রস্তাব এনেছিলেন। ওই প্রস্তাবটি ছিল "বাঁচো এবং বাঁচতে দাও" নীতির ভিত্তিতে দুই দলের মধ্যে সমঝোতা আনা।

(১২) মহাশয়, সভাপতি হিসেবে ওই প্রস্তাবটি আপনি খারিজ করেছিলেন না ?

(১৩) এই প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, মহাশয় কি জোর দিয়ে বলতে পারেন যে, সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে "একই মন্দিরে পূজার্চনা" করতে আপত্তি তুলেছিল ?

(১৪) মহাশয় কি বলতে পারেন যে, অসহযোগী হিসেবে বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মোদ্যোগে আমাদের কিছুই করার নেই ? বিভিন্ন সরকারি দফতরের মধ্যে পড়ছে ইউনিয়ন বোর্ড, পৌরসভা, লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড এবং ব্যবস্থাপক পরিষদ।

(১৫) এই প্রসঙ্গে আপনার উত্তর যদি সদর্থক হয় আপনি কী করে আপনার অভিমতের সঙ্গে এই ঘটনাটি মেলাবেন ? ঘটনাটি হল, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী বিভিন্ন বোর্ড এবং পৌরসভা দখলের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এই অভিপ্রায় অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উল্লেখযোগ্য নেতারা হয় ইতিমধ্যে বিভিন্ন বোর্ডে এবং পৌরসভায় যোগ দিয়েছেন কিংবা যোগ দেবার চেষ্টা করছেন।

(১৬) মহাশয়ের কি মনে হয় এইরূপ ধারণা থাকার ফলে মহাত্মা গান্ধী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উল্লেখযোগ্য নেতারা অসহযোগের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছেন ?

(১৭) সর্বশ্রী রাজাগোপালাচারী, আনসারি, মোয়াজ্জম আলি, সৈয়দ মাহমুদ এবং শ্রীমতী নাইডু সংখ্যালঘু দলের সঙ্গে নিম্নলিখিত শর্তগুলির ভিত্তিতে যে সমঝোতার সুপারিশ করেছেন, মহাশয় কি তা সমর্থন করেন ? শর্তগুলি হল :

ক) কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

খ) উভয় দলই গঠনমূলক কাজে অংশ নেবে।

গ) উভয় দলই আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেবে।

ঘ) দলীয় মতানৈক্য দূর করতে হবে।

(১৮) মহাশয়ের কি মনে হয় সংখ্যালঘু দলের সদস্যদের নিজেদের কংগ্রেস বলে পরিচয় দেবার অধিকার নেই ? তাঁরা কি কংগ্রেস ছেড়ে দেবে ?

(১৯) সংখ্যালঘু দল যদি সত্যিসত্যিই এই পথে যায়, মহাশয় কি খুশি হবেন ?

বিনয়াবনত
সুভাষচন্দ্র বসু

২ ॥ আবদুল মতিন চৌধুরীকে লেখা চিঠি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বরাজ্য কমিটি

১৪৮, রসা রোড, সাউথ
কলকাতা
২১-৫-১৯২৩

প্রিয় চৌধুরিসাহেব,

আপনার চিঠি পেয়েছি। যত তাড়াতাড়ি পারি আপনাকে কিছু টাকা পাঠাবার চেষ্টা করছি আমি। আবদুল হামিদসাহেবের খবরাখবর জানতে চেয়ে আপনাকে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু টেলিগ্রাফ অফিস্ সম্প্রতি আমাকে জানিয়েছে, ডেপুটি কমিশনারের আদেশানুসারে ওই তারবার্তাটি আটক করা হয়েছে। আমি মৌলভি আবদুল হামিদকে বোম্বাই রওনা হবার নির্দেশ দিয়েছিলাম। বুঝতে পারছি না ওই বার্তাটি তাঁর হাতে পৌঁছেছে কি না ! উনি কি বোম্বাইয়ের পথে রওনা হয়েছেন ?

প্রীতিমুগ্ধ
সুভাষচন্দ্র বসু

৩ ॥ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর চিঠি।

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা, জুন ৪, ১৯২৩

মহাশয়,

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত সভায় আমি যে বক্তৃতা দিয়েছি, সেই বক্তৃতার ত্রুটিপূর্ণ বিবরণ কলকাতার কয়েকটি কাগজে বেরিয়েছে। সেই রিপোর্টগুলির প্রতি সম্প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। ওই সভায় আমি বলেছিলাম যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদকে বর্জন করার পরিকল্পনা নিলে সেই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কলকাতায় গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রায় চল্লিশ শতাংশ ভোটদাতা ভোট দিয়েছিলেন। অথচ ওই নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পরিষদীয় নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিস্তর প্রচার চালিয়েছিল। এই ঘটনাটি আমার ওই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। আমি আরো বলেছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভাড়াটিয়া অধিকার-সংক্রান্ত দুটি বিল পরবর্তী পরিষদের সভায় আনা যেতে পারে। এই দুটি বিলের গুরুত্ব বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত এবং জনসাধারণের কাছে অপরিসীম। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদ সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের ভোটদাতারা পরিষদের পরবর্তী নির্বাচনে তাঁদের প্রতিনিধি অবশ্যই পাঠাবেন। আমার এ-কথা মনে হয়। এই ধারণা থাকার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, পরিষদের বিরুদ্ধে প্রচার ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কিন্তু ওই বিলদুটি সম্পর্কে স্বরাজ্য পার্টির মনোভাব কী হবে, সে-সম্পর্কে আমি একটি কথাও বলিনি। কিছু বলা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। কারণ, দাবী নাকচ হলে তো স্বরাজ্য পার্টি সম্মিলিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবিরাম প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

আমার বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই কথা বলা যে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে পরিষদের বিরু দ্ধ-প্রচার ওই রাজ্যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সুভাষচন্দ্র বসু

৪ ॥ আবদুল মতিন চৌধুরীকে লেখা চিঠি
বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বরাজ্য কমিটি

১৪৮, রসা রোড, দক্ষিণ
কলকাতা
২০ জুন, ১৯২৩

প্রিয় চৌধুরীসাহেব,

কিরণবাবুকে লেখা আপনার চিঠিটি আমার হাতে পৌঁছেছে। আমি টেলিগ্রাফ মানি অর্ডার করে একশো টাকা পাঠিয়েছি। আশা করি বাকি দেড়শো টাকা কয়েক দিনের মধ্যেই পাঠাতে পারব। এখন আবার ভাবছি, যে-সব সদস্য বি, পি, সি, সি'র সভায় যোগ দিতে আসবেন তাঁদের পথখরচাবাবদ কিছু টাকা পাঠাতে পারলে ভাল হয়। অবশ্য তাঁরা এখানে আসার পরেও সেটা দেওয়া যেতে পারে।

বি, পি, সি, সি সভার এজেণ্ডার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বোমবাই সমঝোতার বিবেচনা। আমরা যদি এটি পাশ করাতে পারি, সভাপতি শ্যামবাবু এবং সেক্রেটারি প্রফুল্লবাবুর পদত্যাগ করার সম্ভাবনা আছে। শ্যামবাবু এবং প্রফুল্লবাবু পদত্যাগ করলে পুনর্নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। আবার নির্বাচন হলে সভাপতি পদের জন্য আমরা মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে দাঁড় করাতে পারি। সেক্রেটারি পদের জন্যে, তেমন কোনো ভাল লোক পাওয়া না গেলে, আমি প্রার্থী হতে পারি। আবার নির্বাচন হলে পরিবর্তন-বিরোধীরা সেক্রেটারি পদের জন্য মৌলভি মুজিবর রহমানকে দাঁড় করাতে পারে।

এই পরিস্থিতিটি আপনি অনুগ্রহ করে ভেবে দেখবেন, এবং কোনো সদস্যের সমর্থন পাওয়ার আশা থাকলে আপনি তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসতে পারেন। সভার অন্যান্য বিষয় নিয়ে আর কিছু ভাববার নেই। কাকে নিয়ে আসা উচিত আপনি ভেবে দেখবেন। একটাই কথা শুধু, আমরা এমন কাউকে আনতে চাই না যে আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে।

টেলিগ্রাফিক মানি অর্ডারটি যদি আটক হয়ে থাকে, আপনি অনুগ্রহ করে আর কারও নামে আমার কাছে একটি বার্তা পাঠান। তাহলে আমি আপনাকে দেবার জন্যে মহম্মদ ইলিয়াসের

কাছে টাকা পাঠাব। সিলেটের মৌলভি মহম্মদ আবদুল্লার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ওঁর সঙ্গে আপনার একটি চিঠি ছিল।

প্রীতিমুগ্ধ
সুভাষচন্দ্র বসু

৫ ॥ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর চিঠি। চিঠিটি ১৯২৩ সালের ২৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

৩৮/২ এলগিন রোড
২৪-৭-২৩

মহাশয়,

ইদানীং বিভিন্ন সভা-সমিতি এমনভাবে ডাকা হচ্ছে যে, সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত বলে মনে করি। গত ১৮ জুলাই মির্জাপুর পার্কে একটা সভা ডাকা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল যে, উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তাগণ ওই সভায় কলকাতায় উপস্থিত উল্লেখযোগ্য নেতাদের আমন্ত্রণ জানাবেন। ওই সভায় উপস্থিত হওয়ার পরে আমি জানতে পারি, শ্রীযুক্ত দাসকে ওই সমাবেশে অংশ নেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমি তখন বিশিষ্ট উদ্যোক্তাদের একজনকে শ্রীযুক্ত দাসকে আমন্ত্রণ জানাবার পরামর্শ দিই। দুর্ভাগ্যক্রমে জনসাধারণ এইসব দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, ফলে তাঁরা অন্যরকম ভেবে বসেন।

গত ২৩ জুলাই, সোমবার 'সার্ভেন্ট'-এ প্রকাশিত একটি নোটিশে দেখি যে, তুর্কি শান্তি-উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৫ এবং ২৬ জুলাই সভার ডাক দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখলাম যে, আহ্বায়কদের মধ্যে আমার নামও আছে। আমার দুর্ভাগ্য, সহযোগী উদ্যোক্তাগণ সভার ওই নোটিশ খবরের কাগজে পাঠাবার আগে নেহাত সৌজন্যের খাতিরেও এই বিষয়ে আমাকে কিছু জানাননি।

আজ সকালে আবার দেখি 'সার্ভেন্ট'-এ ওই বিষয়ে আর একটি নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে ২৫ তারিখের সভা বাতিল। তার বদলে ২৬ জুলাই দুটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই নোটিশেও স্বাক্ষরকারীদের নামের তালিকায় দেখি আমার নাম আছে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে কেউ আমাকে কিছু জানাননি।

একই দিনে দুটি আলাদা জায়গায় দুটি সভা ডাকার পরিকল্পনা আমার কাছে উদ্ভট ঠেকছে। উদ্ভট ঠেকার বড় কারণ, কাজের দিনে বেলা দুটোর সময় টাউন হলের মতো জায়গায় জনসভার ডাক। সেদিনই আবার বেলা সাড়ে-চারটের সময় অন্যত্র একই বিষয়ে আর একটি সভা। এই পরিপ্রেক্ষিতে সহযোগী উদ্যোক্তাদের কাছে আমার অনুরোধ, বেলা দুটোর সময় টাউন হলের সভা বাতিল করে সন্ধেবেলায় কোনো পার্কে একটিমাত্র সভার আয়োজন করুন। ওই সভায় সব বক্তাকেই ডাকা যেতে পারে। আশা করি, আমার এই আবেদন বৃথা যাবে না।

সুভাষচন্দ্র বসু

৬ ॥ বি, পি সি, সি সভা প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর চিঠি।

৩৮/২ এলগিন রোড
৯-৮-২৩

মহাশয়,

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আহূত সভা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে বলে আমি আশ্চর্য বোধ করছি। সভা ডাকার ব্যাপারে সেক্রেটারি আইনের ধার ধারেননি, এ নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ২৩ নং বিধির প্রয়োগ হয় শুধুমাত্র সাধারণ সভার ক্ষেত্রে। এই ধারা অনুসারে সদস্যরা সেক্রেটারির ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সভা ডাকতে পারেন। ২৪ নং বিধিতে যে নিষেধ আছে সেই নিষেধ সভা ডাকা ও সভার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ওই নিষেধের প্রশ্ন উঠতে পারে সেক্রেটারি ও সদস্যদের সভা ডাকার অধিকার নিয়ে। সেক্রেটারি সভার ক্ষেত্রে 'ডাকা' শব্দটির মনোমত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ওই

ব্যাখ্যানুসারে তাঁর বক্তব্য, ১৫ দিনের ব্যবধানে সভা ডেকে নোটিশ জারি আইনানুগ। তাঁর এই ব্যাখ্যা যথার্থ বলে ধরে নিলেও এ-কথা বলা যেতে পারে, ১৫ আগস্ট সভা ডেকে তিনি যে নোটিশ দিয়েছেন সেই নোটিশ ঠিক ১৫ দিন আগে, অর্থাৎ ৩০ জুলাই জারি করা হয়নি। এই ব্যাখ্যানুসারে ৩১ তারিখের বদলে ৩০ তারিখ এই নোটিশটি দেওয়া উচিত ছিল। সুতরাং ১৫ তারিখের সভাটি বেআইনি, এবং ক্ষমতা-বহির্ভূত বিষয়। ওই মতানুসারে ৩০ তারিখেই সভা ডাকার অধিকার বর্তেছে সদস্যদের ওপর।

কিন্তু ওই ব্যাখ্যাটি 'উদ্ভট'। ২৪ নং ধারায় 'ডাকা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'অনুষ্ঠান হওয়া'। নোটিশ জারির প্রশ্ন উঠতে পারে ২৫ নং ধারায়, ২৪ নং ধারায় নয়। বিধিগুলির ব্যাখ্যা খুব স্পষ্ট। ২৩ নং বিধির আওতায়, আমি আগেই বলেছি, শুধুমাত্র বিশেষ সভাগুলি পড়ে। এই ধারায় বলা আছে, তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে সেক্রেটারি স্বেচ্ছায় বিশেষ সভা ডাকতে পারেন। এই ক্ষেত্রে সেক্রেটারির মতই চূড়ান্ত। কিন্তু সেক্রেটারির স্বেচ্ছাচারিতা দমনের প্রশ্ন দেখা দিলে সদস্যরাও সভা ডাকতে পারেন। সভা ডাকার দাবিপত্রে কমপক্ষে ২০ জন সদস্যের স্বাক্ষর থাকলে সভাপতি তাতে সায় দিতে বাধ্য। এই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিয়ে কি সেক্রেটারি সভার মূল উদ্দেশ্যকে বানচাল করে দিতে পারেন ? না, তা পারেন না। এই নির্দেশ ওই বিধির শেষাংশে স্পষ্টভাষায় লেখা আছে। ওই ধারায় এ-কথা বলা আছে, "সদস্যদের প্রস্তাবিত সভা ডাকতে যদি সেক্রেটারি ব্যর্থ হন, সদস্যরা নিজেরাই সেই সভা ডাকতে পারেন।" সুতরাং এ-কথা স্পষ্ট, সদস্যদের ইচ্ছানুসারে সেক্রেটারি পনেরো দিনের মধ্যে এই সভা ডাকতে না পারলে সভা ডাকার অধিকার সদস্যদের হাতে চলে আসে। সদস্যরা তখন নিজেদের উদ্যোগে সভা ডাকতে পারেন। তাই যদি না হয়, "সদস্যদের ইচ্ছানুসারে ডাকা সভা"—এই বাক্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে, এবং বিধি-অনুসারে সেক্রেটারির বিরুদ্ধে যাবার যে-অধিকার সদস্যদের আছে, সেই অধিকারেরও কোনো মানে থাকে না। এই ক্ষেত্রে এ-কথা বলা অনাবশ্যক যে, সদস্যরা নোটিশ জারির পরিবর্তে (যার কোনো অর্থ হয় না) সরাসরি সভায় বসবেন। অবশ্য এই ক্ষেত্রে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পনেরো দিন আগে নোটিশ দেওয়া দরকার। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে "সদস্যদের প্রস্তাবিত সভা" এমন একটি সভা, যেটি পনেরো দিনের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

বিষয়টি একটু বিশদ করে জানাচ্ছি। বি, পি, সি, সি'র একজিকিউটিভ কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যিনি ৩১ মে'র পরে কংগ্রেস কমিটির সদস্য হবেন তিনি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে পারবেন না অথবা এইসব প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না। আমাদের মতে এই নিয়মটি ক্ষমতাবহির্ভূত এবং বেআইনী। সুতরাং এই ধারাটিকে সংশোধনের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভা ডাকার অধিকার আমাদের আছে। ২৪ নং বিধিতে 'ডাকা' শব্দটির অর্থ যদি শুধুমাত্র নোটিশ দেওয়া বোঝায়, সেক্রেটারি এ-কথাও বলতে পারেন যে, প্রস্তাবিত সভাটি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পরে অনুষ্ঠিত হবে। এরকম হলে সদস্যরা অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবেন। এ-কথা কখনোই বলা যায় না যে, সেক্রেটারি বিধিবহির্ভূতভাবে চলবেন না। আইনের ধারায় লেখা আছে, সেক্রেটারি বেআইনিভাবে চলতে পারেন, এবং যদি চলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ! বিকল্প ব্যবস্থা, সদস্যরা এই ক্ষেত্রে সভা ডাকার জন্য সেক্রেটারিকে অনুরোধ জানাতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে ১৫ আগস্ট তারিখটি ধার্য করা যথার্থ হয়েছে কি না, সে-প্রশ্নের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ওই তারিখটি যথার্থ কি অ-যথার্থ, সে-প্রশ্নের সঙ্গে সদস্যদের সভা ডাকার অধিকারবোধের কোনো সম্পর্ক নেই। সদস্যরা সভা ডেকেছেন ১১ তারিখে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—এইসব সদস্যরা ১৫ তারিখের সভায় বক্তব্য রাখতে চান না কেন ? প্রশ্নের উত্তরটি খুব স্পষ্ট। নির্বাচনকে এই সদস্যরা বেআইনি বলে মনে করেন, এবং বিশ্বাস করেন, ১৫ তারিখের মধ্যে নির্বাচন শেষ না হলেও নির্বাচন-প্রসঙ্গ বেশ জোরদার হয়ে উঠবে। তাছাড়া, বোম্বাইতে এ, আই, সি, সি অধিবেশন হওয়ার পর থেকে সেক্রেটারি এবং পরিষদ যে-ভাবে চলছেন তাতে তাঁদের ওপর আমাদের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। বি, পি, সি, সি'র সভায় তাঁদের অনেকেই আমাদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাঁরা পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের কেউই পদত্যাগ করেননি। কংগ্রেসের বিশেষ

অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য আইন প্রণয়ন করে জানানো হয়েছে যে, ৩১ মে'র পরে যাঁরা সদস্যপদ নিয়েছেন, তাঁরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। অথচ এই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য। কয়েকজন ইলেকশন অফিসার স্বেচ্ছাচারীর মতো এমন কয়েকজনের নাম কেটে দিয়েছেন যাঁরা বি, পি, সি সি'র নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। এইসব কারণে বর্তমান একজিকিউটিভের প্রতি আমাদের কোনো আস্থা নেই। সদস্যরা এখন যদি সভা ডাকার অধিকার প্রয়োগ করতে বিরত থাকেন, তাঁদের কি সুবিচার পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা আছে ? সভাপতি সভার তারিখ আরো পিছিয়ে দিতে পারেন। সভা দিন-পনেরোর জন্য পিছিয়ে দেওয়া যাবে। পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, ১৫ আগস্টের আগেই নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। জনসাধারণের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, সেক্রেটারি ১৫ আগস্ট সভার তারিখ স্থির করার সময় ভালভাবেই জ্ঞাত ছিলেন যে, কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসবে আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে। তিনি তখন এ-কথাও জানতেন যে, সদস্যরা সভা ডেকেছেন প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি সমালোচনা করার জন্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ আগস্ট সভা ডাকার কারণ হল ওই সভার উদ্দেশ্যকে বানচাল করে দেওয়া। শুধু তাই নয়, তিনি প্রতিনিধি নির্বাচন এমন এক পদ্ধতির সাহায্যে সম্পন্ন করতে চান, যে-পদ্ধতিটি সদস্যদের বিচারে ত্রুটিপূর্ণ এবং আপত্তিকর।

পরবর্তীকালে কয়েকজন উদ্যোগী পরিবর্তন-বিরোধী এ-কথাও বলতে পারেন যে, সেক্রেটারির ওই সভা ডাকার কোনো অধিকার ছিল না। ফলত, ১৫ তারিখের ওই সভাটি বেআইনি। এই বিচারে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কি 'বিধি-বহির্ভূত' হয়ে যাচ্ছে না ? সদস্যরাই বা তাঁদের উদ্দেশ্যকে বিপন্ন হতে দেবেন কেন ?

সেক্রেটারির কার্যাবলীর দুটি ব্যাখ্যা আমি দিলাম। দুটি ব্যাখ্যাই এই কথা বলে যে, সেক্রেটারি তাঁর দায়িত্বপালনে সংশয়াতীতভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ৩১ জুলাই সেক্রেটারির ওই নোটিশ দাখিল করার আগেই সভা ডাকার অধিকার বর্তেছে সদস্যদের ওপর। ১১ আগস্টের সভাটি আইনসম্মত, এবং ১৫ আগস্টের সভাটি বেআইনী। অতএব আমি বি, পি, সি, সি'র সদস্যদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন ১১ আগস্টের সভায় যোগ দেন।

সুভাষচন্দ্র বসু

৭ ॥ শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত এবং স্বরাজ্য পার্টি প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর চিঠি।

শনিবার, অক্টোবর ২৭, ১৯২৩

মহাশয়,

কুমিল্লার শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্তর বিরুদ্ধে কিছু লেখার জন্য আমাকে কলম হাতে নিতে হচ্ছে, আমার কাছে এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিন্তু শ্রীদত্ত সংবাদপত্রে এবং জনসাধারণের মধ্যে এমন প্রচার চালাচ্ছেন যে, আমি তাঁর বিরুদ্ধে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি।

শ্রীদত্ত ২০ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি চিঠির মাধ্যমে এমন কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করেছেন যেগুলি সম্পর্কে আমি অবহিত নই। সুতরাং তাঁর কয়েকটি বিবৃতি তুলে ধরে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। শ্রীদত্ত বলেছেন, "স্বরাজ্য অফিসে আমার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, ইত্যাদি।" শ্রীদত্ত ত্রিপুরা কেন্দ্রে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী—এই রিপোর্টটি শ্রীযুক্ত এইচ কে সরকার যখন অস্বীকার করেছিলেন তখন স্বরাজ্য পার্টির প্রায় সব সদস্যই দিল্লিতে ছিলেন। হেমন্তবাবুর এই অস্বীকার করার ঘটনাটি আমি দিল্লি থেকে ফেরার পরে প্রথম শুনলাম। শ্রীদত্ত তাঁর চিঠিতে জানিয়েছেন যে, দেশবন্ধু দাস তাঁকে বলেছেন, হেমন্তবাবুর ওই অস্বীকার করার ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। দেশবন্ধুর মতে ঘটনাটি দুঃখজনক। আমি আশা করব, শ্রীদত্ত তাঁর এই উত্তেজিত মানসিক অবস্থার মধ্যেও দেশবন্ধুর বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলবেন না। স্বরাজ্য পার্টির সদস্যদের পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নামা কী করে সম্ভব ? শ্রীদত্ত অভিযোগ করেছেন, স্বরাজ্য পার্টি তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি।

তাঁর এই অভিযোগ আমাকে বিস্মিত করেছে ! তিনি কি এ কথা বুঝতে পারছেন না যে, স্বরাজ্য পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে তিনিই তাঁদের অসম্মান করেছেন। আমি শ্রীদত্তকে খুব স্পষ্ট করে জানাতে চাই, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, দেশবন্ধুর সঙ্গে শ্রীদত্তের শেষ সাক্ষাৎকারের সময় পর্যন্ত স্বরাজ্য পার্টির সদস্যরা তাঁর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

আমি নিজেকে বারবার এ-প্রশ্ন করেছি যে, শ্রীদত্তের মতো একজন মানুষ কী করে এত নীচে নামতে পারেন। তিনি যে-বিষয়ে মিথ্যে বিবৃতি দিয়েছেন এবং আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন সেই বিষয়টি আমার বিচারে নগণ্য। শ্রী আই বি দত্ত অথবা শ্রী এ সি দত্ত স্থানীয় কাউন্সিলে নির্বাচিত হলেন কি হলেন না—তা নিয়ে জনসাধারণের তেমন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁদের যে-কোনো একজন কাউন্সিলে এলে ভাল কাজই করতেন। আমরা অবশ্য সম্মিলিতভাবে শ্রী এ সি দত্তকেই সমর্থন করেছিলাম, কেননা তাঁর অতীত কার্যাবলীর প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও দীর্ঘদিনের। কিন্তু যখন আমরা দেখলাম শ্রীদত্ত পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা মানতে রাজি নন, ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে রাখছেন না দল বা জনসাধারণের স্বার্থ, তখন আমরা নিরুপায় হয়ে তাঁর প্রতি আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেছি। দেশবন্ধু এবং শ্রীদত্তের সাক্ষাৎকারের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, অ্যাসেমব্লি নির্বাচনে না দাঁড়াবার পক্ষে শ্রীদত্ত যে যুক্তিগুলি দেখিয়েছিলেন, সেগুলি নেহাতই ব্যক্তিগত। শ্রীদত্ত বলেছিলেন, স্থানীয় কাউন্সিল ছেড়ে অ্যাসেমব্লি নির্বাচনে দাঁড়ালে তাঁর বন্ধুরা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। শুধু তাই নয়, বিরোধীরা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবেন। এই অবস্থায় কুমিল্লায় বাস করা তাঁর পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। এই কথার উত্তরে দেশবন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, স্থানীয় কাউন্সিল ছেড়ে না দেওয়ার পেছনে তাঁর সুপ্ত অহংকারবোধ বোধহয় কাজ করছে। এই কথার উত্তরে শ্রীদত্তর কিছুই বলার ছিল না। ওই সাক্ষাৎকারে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলের কাছে এ-কথা স্পষ্ট যে, দুই দত্তের বিরোধ একেবারেই ব্যক্তিগত পর্যায়ের।

শ্রীদত্ত স্বরাজ্য পার্টির সদস্যপদ পেয়েছিলেন তাঁর যোগ্যতাবলী বিচারের আগেই। পার্টির নিয়মানুসারে সদস্যরা পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য। শ্রীদত্ত যদি একজন প্রকৃত স্বরাজী হতেন, মর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের মতো তিনি পার্টির সিদ্ধান্ত সহজেই মেনে নিতেন। এবং সেই ঘটনা তাঁর উদারতার প্রমাণ দিত। কিন্তু পার্টি অথবা পার্টির নেতা তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছেকে মেনে নিতে পারেনি বলে তিনি এখন গোটা দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ এনেছেন।

শ্রীদত্ত বলেছেন, "স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল আমাকে যে মনোনয়ন-পত্র দিয়েছে, সেটি শ্রীযুক্ত দাস এখন সরিয়ে রাখতে চাইছেন, ইত্যাদি।" এই বিবৃতিটি সর্বৈব মিথ্যা। দেশবন্ধু শ্রীদত্তকে অ্যাসেমব্লি নির্বাচনে দাঁড়াতে বলেছিলেন পার্টির গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যের পক্ষ থেকে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে নয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, অতীতে শ্রীদত্তর যোগ্যতাবলী স্বরাজ্য পার্টি কাউন্সিলের কোনো আনুষ্ঠানিক সভায় সমর্থিত হয়নি। সদস্যদের ঘরোয়া বৈঠকে ওই সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং শ্রীদত্তর এ-কথা বলার অধিকার নেই যে, "স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল আমাকে যে মনোনয়ন-পত্র দিয়েছে, সেটি শ্রীযুক্ত দাস এখন সরিয়ে রাখতে চাইছেন।" শ্রীদত্ত এ-কথাও প্রচার করেছেন, দেশবন্ধু তাঁকে নাকি বলেছেন, তিনি অ্যাসেমব্লির পক্ষে অপরিহার্য হলেও বঙ্গীয় কাউন্সিলের পক্ষে নন। আমার মনে হয় না, বঙ্গীয় কাউন্সিল অথবা অ্যাসেমব্লি নির্বাচনে শ্রীদত্তর দাঁড়াবার যোগ্যতা নিয়ে দেশবন্ধু কখনো কোনো প্রশ্ন তুলেছিলেন। দেশবন্ধু নাকি বলেছেন, যে-কোনো তৃতীয় শ্রেণীর লোককেই স্থানীয় কাউন্সিলে পাঠানো যেতে পারে—এই কথাটির সত্যতা সম্পর্কে আমার ঘোরতর সংশয় আছে। আমি নিশ্চিত, দেশবন্ধু শ্রী আই বি দত্তকে কখনোই তৃতীয় শ্রেণীর লোক বলে মনে করেন না।

শ্রীদত্ত দেশবন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ইন্দুবাবুকে অ্যাসেমব্লিতে পাঠানো যেতে পারে। দেশবন্ধু এই কথার উত্তরে শ্রীদত্তকে জানিয়েছিলেন কী-কী কারণে (এই যুক্তিগুলি অবশ্যই শ্রীদত্তর তৈরি) তিনি ইন্দুবাবুকে অ্যাসেমব্লিতে পাঠাতে চান না। এখানে ওই যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করতে চাই না আমি। কারণ, ওগুলি দেশবন্ধু দাস ও শ্রী আই বি দত্তর প্রতি সুবিচার করেনি। দেশবন্ধু কেন ইন্দুবাবুকে অ্যাসেমব্লি-নির্বাচনে দাঁড়াতে জোর করেননি, সেই কারণটি শ্রীদত্ত সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে, দেশবন্ধু এবং শ্রীদত্তর শেষ

সাক্ষাৎকারে দেশবন্ধু শ্রীদত্তকে বলেছিলেন, ইন্দুবাবু ফুসফুসের অসুখে ভুগেছেন বলে ডাক্তাররা তাঁকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হাজার-দুয়েক ওপরের কোনো জায়গায় থাকতে নিষেধ করে দিয়েছেন। বছরের কিছুটা সময় অ্যাসেমব্লি-সদস্যদের সিমলায় কাঁটাতে হবে বলে দেশবন্ধু ইন্দুবাবুর কাছে এমন কোনো প্রস্তাব রাখেননি যাতে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।

শ্রীদত্ত খোলাখুলিভাবে জানিয়েছেন,পার্টি-ফাণ্ডে তিনি কোনো অর্থ-সাহায্য দেননি বলে প্রার্থীপদে তাঁর যোগ্যতাবলী বিবেচিত হয়নি। ইন্দুবাবুর হয়েছে, কেননা স্বরাজ্য-ফাণ্ডে তিনি টাকা ঢেলেছেন। প্রতিনিধিদের খরচখরচাও মিটিয়েছেন অনেকখানি। এই প্রসঙ্গে আমি শ্রীদত্তকে জানাতে চাই, ত্রিপুরার একজন ভদ্রলোক (শ্রী আই বি দত্ত নয়) ত্রিপুরার প্রতিনিধিদের খরচখরচা চালাবার কাজে সামান্য অর্থ দিয়েছিলেন, কেননা তাঁদের তেমন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। এই খাতে সামান্য ওই আর্থিক সাহায্য ছাড়া বাকি সব খরচ নেওয়া হয়েছে পার্টি-ফাণ্ড থেকে। শ্রী আই বি দত্ত এই ব্যাপারে আমাদের কোনো সাহায্য দেননি। সুতরাং শ্রীদত্ত এই আপত্তিকর মন্তব্যটি করে ইন্দুবাবু ও স্বরাজ্য পার্টির প্রতি সুবিচার করেননি।

আমাদের পার্টির ভূমিকা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। আমরা সব সময় চেয়েছি, পার্টির উদ্দেশ্যসাধনে দুই দত্তই এগিয়ে আসুন। এই সমস্যার সমাধান এইভাবে হতে পারে, আমরা ওই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর একজনকে অ্যাসেমব্লি-নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্যে অনুরোধ জানাতে পারি। ইন্দুবাবুর পক্ষে অ্যাসেমব্লি-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সহজ ছিল। শারীরিক অসুস্থতা না থাকলে তাঁর কাছে এই অনুরোধ আমরা অনায়াসেই রাখতে পারতাম। শ্রীদত্তকে আমরা এই ব্যাপারটি স্পষ্ট করে জানিয়ে অ্যাসেমব্লি-নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, শ্রীদত্ত দেশবন্ধুকে বলেছিলেন, নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টির প্রভাব খুব একটা কাজ করবে না। প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে অন্য নানা কারণ। পার্টি এবং এর প্রভাব সম্পর্কে শ্রীদত্তর ধারণা ভাল ছিল না। সুতরাং ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে একটা ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বিরুদ্ধ প্রচারে নেমেছেন। এটিকে স্বরাজ্য পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানও বলা যেতে পারে।

সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে দেশবন্ধু শ্রীদত্তকে প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে বুঝিয়ে নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা, উদারতা এবং সৌজন্যের কথা ভেবে দেশবন্ধুর কথায় শ্রীদত্তর রাজি হওয়া উচিত ছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে, শ্রীদত্ত দলীয় শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত না হয়েই স্বরাজ্য পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। অনুমান করা যায়, তাঁর নজর ছিল শুধুমাত্র আসন্ন নির্বাচনের দিকে। অযৌক্তিক একগুঁয়েমি থাকার ফলে শ্রীদত্ত কোনো আবেদনে কর্ণপাত করেননি। এবং এই জন্যেই, আমি স্পষ্ট করে জানাতে চাই, তিনি স্বরাজ্য পার্টির গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যের সমর্থন হারিয়েছেন।

শ্রীদত্ত অশোভন ইঙ্গিতের সাহায্যে জানিয়েছেন, স্বরাজ্য পার্টির একজন সদস্য হিসেবে প্রার্থীপদ টাকার বিনিময়ে কেনা যেতে পারে। আমি সবিনয়ে জানাচ্ছি, শ্রীদত্ত যেন স্বরাজ্য প্রার্থীদের তালিকাটি ভাল করে দেখেন। প্রার্থীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিলে তিনি এ-কথা জেনে খুশি হবেন যে, স্বরাজ্য পার্টির পৃষ্ঠপোষকতা বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়।

সুভাষচন্দ্র বসু

৩৮/২ এলগিন রোড
২৬-১০-২৩

৮ ॥ বি, পি, সি, সি'র বার্ষিক সভা সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর চিঠি।

রবিবার, ডিসেম্বর ৯, ১৯২৩

মহাশয়,

পয়লা ও তেসরা ডিসেম্বরের 'সার্ভেন্ট'-এ বি, পি, সি, সি'র বার্ষিক সভার যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি ভুল তথ্য আছে। এ-বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

প্রথমেই জানাচ্ছি ওই সভাটি বি, পি, সি, সি'র অফিসে হয়নি, হয়েছে অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট হলে।

পয়লা ডিসেম্বরের রিপোর্টে লেখা হয়েছে যে, শ্রীযুক্ত সি, আর, দাস এবং দলের অন্যান্য সভ্য 'সার্ভেন্ট'-এর কর্মীদের সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা তুলেছিলেন। এ-বিষয়ে আপনাকে জানাচ্ছি, আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন একজন পরিবর্তন-বিরোধী, তিনি হলেন ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল। তিনি অডিটারের রিপোর্টে প্রকাশিত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি চেয়েছিলেন। উভয় দলের বেশ কয়েকজন সদস্য এই বিষয়ে আলোচনা চালিয়েছিলেন। তাঁরা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও বিস্তৃত খবরাখবর জানতে চেয়েছিলেন বারবার। বি, পি, সি, সি'র আয়ব্যয়ের হিসেব নিয়ে আলোচনা চলেছিল। কিন্তু আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম এই ধরনের সভার রিপোর্টেও দলীয় রাজনীতি ঢুকে পড়েছে। আমি সভাকে জানিয়েছিলাম, আমার পক্ষে সেই সন্ধ্যায় বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় দুটি কারণে। প্রথম কারণ, ভাউচারগুলি অডিটারের কাছে আছে। দ্বিতীয় কারণ, যে-সময়ের হিসেব চাওয়া হয়েছে সেই সময় আমি সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলাম না। সুতরাং প্রার্থিত যাবতীয় তথ্য সভায় পেশ করার জন্যে আমি সময় চেয়েছিলাম। ফলে সভা সেদিনের মতো মুলতুবি হয়। আলোচনা চলার সময় শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ প্রস্তাব দেন যে, আয়ব্যয়ের হিসেবটি গৃহীত হোক। অপর একজন পরিবর্তন-বিরোধী শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায় বলেন, হিসেবপত্র বিচার-বিবেচনা করার জন্যে একটি সহকারী-কমিটি গঠন করা হোক। আসলে ওই আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত করার জন্যে এই প্রচেষ্টা। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সি, আর, দাস বলেন, হিসাবপত্র নিয়ে আলোচনা সারা বছরে মাত্র একবার হয়েছে, সুতরাং শ্রীযুক্ত নাগ অথবা শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায়ের প্রস্তাব মেনে নিয়ে আলোচনাটি বন্ধ করা ঠিক হবে না। তিনি আরও বলেন, বাংলা থেকে সংগৃহীত টাকাপয়সা বি, পি, সি, সি'র ভাণ্ডারে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ওই অর্থ নিজেদের ভাণ্ডারে জমা করে। এই পদ্ধতিটির বিরুদ্ধে বি, পি, সি, সি'র তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত। এই বিষয়ে তিনি উভয় দলের সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। বর্ধমানের একজন পরিবর্তন-বিরোধী সদস্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায় শ্রীযুক্ত দাসের বক্তব্যের সমর্থনে বক্তৃতা দেন।

সভা সেদিনের মতো মুলতুবি হওয়া অনিবার্য ছিল, কারণ সদস্যদের প্রার্থিত তথ্যগুলি সেই সন্ধ্যায় পেশ করা যায়নি। কেন যায়নি আমি আগেই জানিয়েছি। এরপর প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, সভার অন্যান্য কার্যক্রম সেই সন্ধ্যায় গ্রহণ করা হবে, না কি সবকিছু পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত মুলতুবি থাকবে। আটটা বেজে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। এজেণ্ডার পরবর্তী বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হলে সেই আলোচনা কমপক্ষে আরও তিন ঘণ্টা ধরে চলবে। অতএব সভা ভাঙল। সভা কেন শনিবারের বদলে রবিবার পর্যন্ত মুলতুবি হয়েছিল তারও কারণ আছে। শনিবার বিকেলে খিলাফত কমিটির সভা ছিল। শুধু তাই নয়, ওই দিন সন্ধ্যায় আবার একাধিক জনসভা ছিল। সভার উদ্দেশ্য ছিল চেয়ারম্যানের রিপোর্টের পর্যালোচনা করা। শনিবার সকালে সভা ডাকা সম্ভব হয়নি, কারণ অডিটারের সঙ্গে আলোচনা করা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল।

এ-কথা বলা অযৌক্তিক এবং অবমাননাকর যে, সভাপতি গোলমাল এড়াবার জন্য সভা মুলতুবি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ওই পরিস্থিতিতে যা করণীয় উচিত বলে মনে করেছিলেন, তাই করেছেন। আমি বিশ্বাস করি এ-ব্যাপারে প্রত্যেকেই একমত হবেন। পরিবর্তন-বিরোধী পক্ষের কয়েকজন সদস্য সভাপতির সভা মুলতুবি করার অধিকার নিয়ে অমার্জিতভাবে প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু সংবাদপত্রের খবরে এই ঘটনাটির কোনো উল্লেখ নেই দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। সভাপতির আড়ালে যে-সব ভাষা ব্যবহার হয়েছে, সেগুলি আমি এখানে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করছি না।

তেসরা ডিসেম্বর 'সার্ভেন্ট'-এ প্রকাশিত রিপোর্টটির শিরোনাম বিচিত্র। ওই খবরটিতে কয়েকটি অসত্য বিবৃতি স্থান পেয়েছে। দক্ষিণ কলকাতা থেকে একজন সদস্য নির্বাচনের প্রসঙ্গে অনেকের সঙ্গে সর্বশ্রী বি, চক্রবর্তী, বি, সি, পাল এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। নির্বাচনের জন্য শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের নাম প্রস্তাবিত হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ আছে। তিনি ওই এলাকার একজন বিশিষ্ট এবং সক্রিয় কর্মী। তাছাড়া বি, পি, সি, সি'র

সদস্যপদ নিতে সর্বশ্রী চক্রবর্তী এবং পাল আগ্রহী কি না আমাদের জানা ছিল না বলে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের নাম এসেছে। এ-বিষয়ে আরও একটু তথ্য দেওয়া যেতে পারে। সভার বেশ কয়েকজন সদস্য ভেবেছিলেন যে, ওঁদের নাম (অর্থাৎ সর্বশ্রী পাল এবং চক্রবর্তীর) প্রস্তাবিত হয়েছে দলীয় পরিকল্পনা অনুসারে ; এর ফলে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের নির্বাচন ব্যাহত হবে। আমি সর্বশ্রী চক্রবর্তী এবং পালকে এই আশ্বাস দিতে চাই, তাঁরা যদি সত্যিই বি, পি, সি, সি'র সদস্যপদ নিতে ইচ্ছুক হন, আমি এবং আরও অনেকে তাঁদের দলভুক্তিকে স্বাগত জানাব।

স্যার পি, সি, রায় এবং শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী কেন নির্বাচিত হলেন না, সে-সম্পর্কে বক্তব্য রাখা জরুরি। শেষোক্ত ব্যক্তির নাম সভায় উত্থাপিত হয়নি বলে সদস্যরা ভোটপ্রয়োগের কোনো সুযোগ পাননি। সভায় তাঁর নাম উত্থাপিত না হওয়ারও কারণ আছে। তাঁর সাম্প্রতিক মনোভাব থেকে এ-কথা স্পষ্ট হয়নি যে, তিনি বি, পি, সি, সি'র সদস্যপদ নিতে ইচ্ছুক।

উত্তর কলকাতা থেকে নির্বাচনের জন্য স্যার পি, সি, রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং আরো কয়েকজনের নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। ওই দুজনের (স্যার পি, সি, রায় এবং মৌলানা আজাদ) মধ্যে কে মনোনয়ন পাবে সভা স্থির করেছিল। কংগ্রেসের নীতি অনুসারে আমার মনে হয়, বি, পি, সি, সি' স্যার পি, সি, রায়ের বদলে মৌলানা আজাদকে নির্বাচন করে কোনো ভুল করেনি। স্যার পি, সি রায়ের নাম অন্য কোনো কেন্দ্র থেকে প্রস্তাব করা যেতে পারে। কিন্তু এখানেও একটি প্রশ্ন আছে, তাঁর প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। কয়েকজন সদস্য হয় সঠিকভাবে কিংবা ভুল করে ভেবেছিলেন, তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়েছে নেহাতই দলীয় কারণে। শ্রীযুক্ত দাস স্যার পি, সি, রায়ের মনোনয়নের বিরুদ্ধে ছিলেন, এ-কথা ঠিক নয়।

এ-কথাও সত্যি নয় যে, বিরুদ্ধে একটিমাত্র ভোট পড়লেও শ্রীযুক্ত দাস সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করবেন। শ্রীযুক্ত দাস এ-ধরনের কোনো কথা বলেননি। শ্রীযুক্ত দাস এ কথা কারও কাছে বলেছেন বলেও আমার জানা নেই। পরিবর্তন-বিরোধী দলের সদস্যরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্যে শ্রীযুক্ত দাসকে অনুরোধ করা হলে তিনি কি সে-অনুরোধ রাখবেন। এ কথার উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম, এই ব্যাপারে শ্রীযুক্ত দাসের মনোভাব আমি স্পষ্ট করে জানি না। কিন্তু কোনো বিরুদ্ধ মত না থাকলে আমি শ্রীযুক্ত দাসকে সভাপতির পদ গ্রহণ করতে রাজি করাব। কিন্তু আমার এই কথা থেকে কখনো এ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না যে, তাঁর বিরুদ্ধে একটি ভোট পড়লেও শ্রীযুক্ত দাস সভাপতির পদ গ্রহণ করবেন না।

এ-কথাও সত্যি নয় যে, একজিকিউটিভ কাউন্সিলে পরিবর্তন-বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পাঁচ অথবা ছ'জন সদস্য আছেন। ওই সংখ্যা আরও বড়, এবং নির্বাচিত পরিবর্তন-বিরোধী সদস্যরা যদি সদস্যপদ নিতে অস্বীকার করেন, এই ব্যাপারে বি, পি, সি, সি-কে দোষ দেওয়া চলবে না। ২৪-পরগণা নির্বাচনী বিরোধ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "সভাপতি শ্রীযুক্ত দাস সহকারী-কমিটির সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলে ঘোষণা করেছেন।" এই বিবৃতিটি সম্পূর্ণ অসত্য। আসলে প্রেসিডেন্টের রুলিং ছিল অন্যরকম। তাতে বলা হয়েছে, রিটার্নিং অফিসার পরিচালিত নির্বাচনটি বাতিল করার ক্ষমতা সহকারী কমিটির আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন বাতিল করা ঠিক হয়েছে কি না, সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে সভা। আমি এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি, সহকারী কমিটির নির্বাচন বাতিল করার অধিকার আছে কি না—এই ব্যাপারে প্রস্তাবের উত্থাপক সভাপতির রুলিং চেয়েছিলেন। তিনি ওই বিষয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেননি।

সর্বশেষে, মহাশয়, আমি অত্যন্ত পরিতাপ ও বিস্ময়ের সঙ্গে এ-কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, একটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্রে অসমর্থিত ও ভ্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করা ঠিক নয়। বি, পি, সি, সি কমিটির সভা থেকে সাধারণভাবে প্রেসকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে আশা করা যায়, দায়িত্বশীল সংবাদপত্রগুলি সেক্রেটারির রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

সুভাষচন্দ্র বসু
সেক্রেটারি বি, পি, সি, সি

৯ ॥ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর এই চিঠিটি ১৯২৪ সালের ১৯ মার্চ, বুধবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

মহাশয়,

স্বর্গত অধ্যাপক শ্রী এম, ঘোষের স্মৃতিরক্ষার্থে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই উদ্যোগের সঙ্গে আমি নিজেকে সর্বতোভাবে যুক্ত করতে চাই। তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র হবার সৌভাগ্য অবশ্য আমার হয়নি, কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র থাকার সময় তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে আমার। তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর চরিত্র ছিল একজন প্রকৃত বিদ্যানুরাগীর মতো, তিনি শান্ত ও লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। এই সব কারণেই তিনি জীবদ্দশায় ব্যাপক পরিচিতি পাননি। তা সত্ত্বেও সমস্ত সাহিত্যানুরাগী মানুষ এবং সাধারণ ছাত্রসমাজ, যাঁরা খ্যাতি এবং প্রকৃত গুণের তফাত ধরতে পারেন, তাঁরা তাঁকে বরাবরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও দেখবেন। আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিলাম তখন এমন কোনো অধ্যাপককে দেখিনি যিনি বিদ্যাচর্চায় এবং পাণ্ডিত্যে প্রয়াত অধ্যাপকের চাইতে বেশি সম্মান পেয়েছিলেন।

প্রয়াত অধ্যাপকের চরিত্রের আর একটি উজ্জ্বল দিক আমি দেখেছি। ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। সেই সূত্রে যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি তিনি সস্নেহে আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আর পাঁচজন অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর স্বভাবের মিল ছিল না, পদোন্নতি বা বেতনবৃদ্ধি নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত যে, তিনি একজন প্রকৃত অর্থে বিদ্বানব্যক্তি, সর্বদা প্রিয় গ্রন্থের অধ্যয়নে মগ্ন।

তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, এবং এই প্রসঙ্গে আমি একটি আবেদন রাখতে পারি, পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ হলে তাঁর যেন একটি আবক্ষমূর্তি স্থাপন করা হয়। আমার মতে ওই আবক্ষ মূর্তিটি প্রেসিডেন্সি কলেজের বদলে কোনো পাবলিক হল বা গ্রন্থাগারে স্থাপন করাই ভাল। ঐরূপ কোনো স্থানে স্থাপিত হলে স্মৃতিসৌধে জনসাধারণের গতিবিধি অবাধ হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরা অধ্যাপক ঘোষের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজে মুক্তহস্তে সাহায্য করবেন।

১০ মার্চ, ১৯২৪
৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা

সুভাষচন্দ্র বসু

১০ ॥ কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারিকে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর চিঠি।

৩৮/২ এলগিন রোড
ভবানীপুর, কলকাতা
২৩ এপ্রিল, ১৯২৪

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারি সমীপে,—

প্রিয় মহাশয়,

আমি জানতে পারলাম যে, আজ বিকেলে আয়োজিত কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় কর্পোরেশনের প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার পদের প্রার্থী হিসেবে আমার নাম প্রস্তাবিত হবে।

এই প্রসঙ্গে আমি আপনার মাধ্যমে কর্পোরেশনকে জানাতে চাই যে, অলডারম্যান শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক আছে; তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

আমার অনুরোধ, আপনি আমার এই চিঠিটি মেয়রের কাছে উপস্থিত করুন, এবং আজ বিকেলে কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় চিঠিটি পাঠ করে এই বিষয়ে তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করুন।

আপনার অনুগত,
সুভাষচন্দ্র বসু

১১ ॥ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির নিকট সুভাষচন্দ্র বসুর চিঠি।

শুক্রবার, ২৫ এপ্রিল, ১৯২৪

মহাশয়,

নানাবিধ কাজকর্ম থাকার ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারির পদের প্রতি সুবিচার করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সম্মানজনক এই পদের দায়িত্ব আমি কিছুকাল বহন করছি। এই পদ এখন আমি ত্যাগ করতে চাই। আশা করছি, আপনি যত শীঘ্র সম্ভব কমিটির একটি সভা ডেকে এই শূন্যস্থান পূরণের উদ্যোগ নেবেন।

বিনীত

সুভাষচন্দ্র বসু

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা

১২ ॥ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দে সমীপে—
১৩ কলেজ স্কোয়ার

২৪/৯/২৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। ৮৩ হ্যারিসন রোড প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই ব্যাপারে শচীনবাবু যদি ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসার, শ্রীজে, সি, মুখোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেন, ভাল হয়। শ্রীমুখোপাধ্যায় বাজার-সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখাশোনা করেন। আমিও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব। ঐ বাড়িটি অবশ্য ভাড়া পাওয়া যাবে কি না, এই মুহূর্তে আমি ঠিক বলতে পারছি না।

বাবু রমেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে, আপনি তাঁকে কোন্ পদে নেবার কথা লিখেছেন বুঝতে পারছি না। এটি যদি রিভার সার্ভেয়ারের পদ হয়, বিষয়টি ড্রেনেজ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে, এবং এই ধরনের কারিগরি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ আমি মেনে নিই। আর একটি পদ খালি ছিল (ড্রেনেজ ডিপার্টমেন্টের টোম্পোরারি সুপারভাইজরের পদ : বেতন ২০০ টাকা), কিন্তু সেই পদে সম্প্রতি ড্রেনেজ ইঞ্জিনিয়ারের সুপারিশে এক ভদ্রলোককে নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রণাম নেবেন।

বিনীত

সুভাষ

১৩ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
২৪-১১-২৪
রাত দশটা

স্নেহের সুভাষ,

তোমার ইচ্ছানুসারে আমি দি ইংলিশম্যান এবং দি ক্যাথলিক হেরাল্ড-এর বিরুদ্ধে তোমার নামে মামলা দায়ের করেছি। মানহানির জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকেই ৫০,০০০ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়েছে। নালিশপত্র রচনা করেছেন শ্রীএন, এন, সরকার। মেসার্স ডাট অ্যাণ্ড সেন তোমার অ্যাটর্নি নিযুক্ত হয়েছেন। আমার মনে হয় গত শনিবার আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, মেসার্স ডাট অ্যাণ্ড সেনকে আমাদের অ্যাটর্নি হিসেবে নিয়োগ করা উচিত।

তোমার নামে মামলা দায়ের করার ব্যাপারে তোমার মৌখিক সম্মতি আমার বিচারে যথেষ্ট। কিন্তু অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য আমি মেসার্স ডাট অ্যাণ্ড সেনকে নির্দেশ দিয়েছি, আমাকে যেন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে জেলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। আগামী তিন-চারদিনের মধ্যে তোমার একটি সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে ওঁরা সম্ভবত তোমার কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইবেন।

মামলা দায়ের করার সংবাদ সম্ভবত আগামীকালের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হবে।

ওই মামলা দুটির শুনানি সম্পর্কে অ্যাটর্নিরা তোমাকে ওয়াকিবহাল রাখবেন। আশা করি তুমি ভাল আছ। আমরা ভাল আছি।

ইতি—
মেজদাদা
(শরৎচন্দ্র বসু)

১৪॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

চিঠি বিলির জন্য মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
৯/১২

৩৮/১, এলগিন রোড
৫-১২-২৪
সন্ধে সাতটা

স্নেহের সুভাষ,

আমি ভেবেছিলাম যে দু তারিখের পরেই তোমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে, তাই হল শেষ পর্যন্ত। এখন আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি, তোমাকে ওরা কী ভাবে রেখেছে ওখানে! অর্থাৎ তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কীরকম! আমার মনে হয়, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এখানে যত খারাপ ছিল তত খারাপ নয় ওখানে। তোমাকে শীতের পোশাক-আশাক কী-কী দেওয়া হবে, সে-সম্পর্কে আর কিছু শুনেছ? এগুলো যথাসময়ে না পাওয়ার ফলে তুমি খুব কষ্ট পাবে এই আশঙ্কায় আমি তোমাকে একটা কোট, একটা ওভারকোট আর একটা কম্বল পাঠিয়েছি। খুবই সাধারণ জিনিস, তবে সরকারি পোশাক পাওয়ার আগে পর্যন্ত এতে তোমার কাজ চলে যাবে বলে মনে হয়।

সরকারি ভাতার প্রসঙ্গে আর কিছু শুনলে তুমি? কলকাতা থেকে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল অথচ ভাতা দেবে না, এমন ব্যাপার তো কখনোই হতে পারে না।

গত সাক্ষাৎকারে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, সে-বিষয়ে শ্রীসরকারের কোনো পরামর্শ নেবার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ আমার বিচারে সেটাই ঠিক।

তুমি যে মামলা দায়ের করেছিলে সেই মামলায় **দি ইংলিশম্যান** কোর্টে হাজিরা দিয়েছে। লিখিত বিবৃতি দেবার সময় এখনও হয়নি। লিখিত বিবৃতিটি দাখিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সারমর্ম আমি তোমাকে জানাব। **দি ক্যাথলিক হেরাল্ড** এখনও পর্যন্ত কোর্টে হাজিরা দেয়নি।

দি স্টেটসম্যান-এর বিরুদ্ধে তোমার মামলা দায়ের করা ঠিক হবে কি না, সে-ব্যাপারে আমি এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি। নামকরা উকিলরা এখন খুব ব্যস্ত, সুতরাং এই বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে উঠিনি এখনও। আইন যদি তোমার অনুকূলে থাকে, আমি মামলা দায়ের করতে কোনো দ্বিধা করব না।

বিড়লাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি নিয়ে আমি দুর্গা খৈতানের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি কাগজপত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখার পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন। মামলাটি আপোস-রফার অবকাশ তখন খতিয়ে দেখা যাবে। আমি অ্যাটর্নি ধীরেন মিটারের (শ্রীএচ এন ডাটের অংশীদার) সঙ্গেও এ-বিষয়ে কথা বলেছি। তিনি বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখার পরে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তুমি যে বইগুলি চেয়েছ সেগুলি আমি আর কয়েকদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব।

তোমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি এবং সার্চ ওয়ারেন্টের কপি চেয়ে মেসার্স ডাট অ্যাণ্ড সেন মিস্টার আর্মস্ট্রংয়ের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে, সে চিঠির উত্তর অবশ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

প্রত্যেক সপ্তাহে মিউনিসিপাল গেজেটের একটি কপি তোমার কাছে পাঠাবার জন্যে সরকারকে অনুরোধ জানাতে পারো। সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ দেখি না।

তোমার বকেয়া মাইনে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে কর্পোরেশনের সেক্রেটারিকে লিখেছি। সেটা এখনও অবশ্য আমার হাতে পৌঁছায়নি।

বাড়িতে যখন চিঠি লিখবে—তোমার স্বাস্থ্য, খাবার-দাবার এবং পোশাক-আশাক সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবে।

মা এখন এখানে। ভাল আছেন তিনি। আর সবার খবরও ভাল।

ইতি—
তোমার মেজদাদা
(শরৎচন্দ্র বসু)

১৫ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

চিঠি বিলির জন্য মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
১৫/১২
এস পি
১৫/১২/২৪

৩৮/২, এলগিন রোড
১২-১২-২৪
রাত ৮টা

স্নেহের সুভাষ,

তোমার ৮ তারিখের লেখা চিঠি আজ সকালে পেয়েছি। ৫ কি ৬ তারিখে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্টের প্রযত্নে তোমাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছি। সে চিঠি তুমি হয়ত ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছ, না পেলে শিগগিরই পাবে।

দি ইংলিশম্যান এবং ভারতের **দি ক্যাথলিক হেরাল্ড**-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার যাবতীয় খবরাখবর তোমাকে জানাব।

দি ইংলিশম্যান কোর্টে হাজিরা দিয়েছে, আশা করছি এক পক্ষকালের মধ্যেই তারা লিখিত বিবৃতি দাখিল করবে। দি ক্যাথলিক হেরাল্ড-এর ওপর এখনও সমন জারি করা হয়নি, মনে হয় দু-একদিনের মধ্যেই করা হবে। ওই মামলাদুটি সম্পর্কে তোমার যদি সলিসিটরদের কোনো বিশেষ নির্দেশ দেবার থাকে, তুমি আমাকে জানাতে পারো। সলিসিটরদের সরাসরি জানাতে চাইলে ৬ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলকাতা—এই ঠিকানায় লিখো।

তোমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির একটি কপি চেয়ে তোমার সলিসিটররা মিস্টার আর্মস্ট্রংকে চিঠি দিয়েছিলেন। উত্তরে আর্মস্ট্রং জানিয়েছেন, কপি পাঠানো সম্ভব নয়। সলিসিটররা আর্মস্ট্রংয়ের কাছে আবার একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। আমার ধারণা, কর্তৃপক্ষ কপি সরবরাহ করতে বাধ্য। কারণ, ১৯১৮ সালের ৩ নং বিধি অনুসারে একজন বন্দী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বন্দী থাকার কারণগুলি জানতে পারে।

মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওপর কিছু বই তোমাকে পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে আমি মিস্টার রামিয়াকে চিঠি লিখছি। আলিপুর জেল থেকে তোমার আসবাবপত্রগুলি সরিয়ে আনার কথাও লিখব।

সামনের বড়দিনের ছুটিতে তোমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করব আমি।

সরকার হঠাৎ ধানবাদে চলে গেছেন। **দি স্টেটসম্যান**-এ প্রকাশিত নিবন্ধটি সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ এখনও নেওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে তিনি শিগগিরই ফিরে আসছেন, ফিরে এলে এ-ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিয়ে যা করা সমীচীন তাই করব।

তোমাকে মিউনিসিপ্যাল গেজেট পাঠানোর ব্যাপারে আজ বিকেলে আমি মিস্টার জে, সি, মুখার্জির সঙ্গে কথা বলেছি।

গত মাসের ২৯ তারিখে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে আমি মেয়রকে চিঠি লিখে তোমার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলাম। লিখেছিলাম, কর্পোরেশনের কাজ যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেইজন্য সুভাষ চায় চিফ একজিকিউটিভ অফিসার পদের ভার উপস্থিত আর কারও ওপর দেওয়া হোক। আজ বিকেলেই কর্পোরেশনের একটি বিশেষ সভায় আমরা মিলিত হয়েছিলাম। মিস্টার জে, সি, মুখার্জি তিন মাসের জন্য চিফ একজিকিউটিভ অফিসার পদে নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি কাজের দায়িত্ব নিচ্ছেন ১৫ ডিসেম্বর থেকে। এই সময়ের জন্য বিনা

বেতনে তোমার ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) মিস্টার মুখার্জির জায়গায় ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসার পদে নিযুক্ত হয়েছেন। মিস্টার রশিদ খান এসেছেন সেকেণ্ড ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসারের পদে।

মা এখন এখানে। ভাল আছেন তিনি। বাবা এখন কটকে, তিনিও ভাল আছেন। আমরাও ভাল আছি।

৩৮/১ এলগিন রোডে তোমার বাগানটা আরও ভাল করবার চেষ্টা করছি। তুমি যখন ফিরে আসবে, আমার বিশ্বাস, বাগানে তখন অসংখ্য গোলাপ দেখতে পাবে। শুধুই কাঁটা, গোলাপ নেই—এমন ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটবে না।

বড়মামাবাবু (মিস্টার জে, এন, ডাট) সেদিন তোমার খবর নিচ্ছিলেন। তিনি যখন এখানে এসেছিলেন তাঁর সেই প্রিয় উদ্ধৃতিটির কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল।

"কাল বামুন, কটা শূদ্র, বেঁটে মুসলমান,
ঘরজামাই, পুষ্যিপুত্র সব বেটাই সমান।"

বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে তোমার প্রসঙ্গে, কথাটা বোধহয় খাটতে পারে।

সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখতে ভুলো না। ওখানে তোমার খাবারদাবার ভাল নয়, গরম পোশাক যথেষ্ট নয়, এ ছাড়া আরও অনেক অসুবিধে আছে ; কিন্তু আমার বিশ্বাস এত সব অসুবিধে সত্ত্বেও তুমি ভাল থাকবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

শুভার্থী
শরৎ
(শরৎচন্দ্র বসু)

১৬ ॥ তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর লেখা চিঠি।

চিঠি বিলির জন্য মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
এস, পি
২৩/১২

১, রেনি পার্ক
বালিগঞ্জ
কলকাতা ১৯ ডিসেমবর, '২৪
বিকেল ৪টে

প্রিয়বরেষু সুভাষবাবু,

আপনার ১৫ তারিখের লেখা চিঠি এইমাত্র পেলাম। আপনার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে বাংলার চিফ সেক্রেটারির কাছে একটি আবেদনপত্র জমা দিচ্ছি।

অনেক আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু সাক্ষাৎকারের সংখ্যা সীমিত জেনে ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার অর্থই হল আপনার এক আত্মীয়কে আপনার দর্শন থেকে বঞ্চিত করা।

অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে রবিবার রওনা হচ্ছি। এর আগে আপনার সঙ্গে দেখা করার আবেদন মঞ্জুর হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং স্থির করেছি, বেলগাঁও থেকে ফিরে আসার পরেই আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব।

আপনি কেমন আছেন এ-কথা জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। আমি জানি, আপনার অসাধারণ নৈতিক সাহস যে-কোনো অসহনীয় পরিবেশের মধ্যেও আপনার মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখতে সাহায্য করে।

স্বেচ্ছায় যাঁরা দুঃখবরণ করেছেন আপনি তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম, দেশবাসী তা জানে, সে-কথা আমি আর একবার স্মরণ করছি।

প্রীত্যর্থী
টি, সি, গোস্বামী

১৭ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

চিঠি বিলির জন্য মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
এস, পুলিশ
১৫/১/২৫

৩৮/২, এলগিন রে
১১/১/:
রাত এগারো

স্নেহের সুভাষ,

পুরী থেকে ফিরে আসার পর থেকেই তোমাকে চিঠি লেখার কথা ভাবছি, কিন্তু শেষ পর্য একটু দেরিই হয়ে গেল।

তোমার ১৬ ডিসেম্বরে লেখা চিঠিটি আমি পুরী রওনা হবার আগেই পেয়েছি এবং তোমা ২৪ ডিসেম্বরের চিঠিটি পেয়েছি পুরীতে। ৩ তারিখে লেখা তোমার চিঠিটি পেয়েছি পরশুদিন

(১) **শীতবস্ত্র এবং ভাতা প্রসঙ্গে বক্তব্য :**

আমার মনে হয় এ বিষয়ে তোমার গভর্নর-জেনারেলকে লেখা উচিত, নাহলে পরে হয়ং বলা হবে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি। তোমাকে ৪৫০ টাকা বাড়ি ভাড়া না দেওয়া পেছনে কোনো কারণ থাকতে পারে না।

(২) **আলিপুর জেলের জিনিসপত্র প্রসঙ্গে :**

ওরা কমোড, টাইপ-রাইটার ইত্যাদি ফেরত পাঠিয়েছে। কিন্তু যে কমোডটা এসেছে, সেট আমরা এখান থেকে পাঠাইনি। এ-ব্যাপারে ওদের লিখব ভেবেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর লিখিনি। রামিয়া সেক্রেটারিয়েট টেবিল ইত্যাদিও ফেরত এনেছে।

(৩) বিড়লা ভাইদের সঙ্গে মামলাটির আপোস-মীমাংসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে। বাবু প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকাকে (সলিসিটর এবং মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলর) আমি রফা করার ব্যাপারে কথা বলতে বলেছিলাম, তিনি জানিয়েছেন বিড়লারা ১০,০০০ টাকা চায়। মিস্টার এচ, এন, ডাট এখনো কিছু জানাননি। আমি ধীরেন মিটারকে বিষয়টি আর একবার মনে করিয়ে দিয়েছি।

(৪) তুমি কি মিউনিসিপ্যাল গেজেট নিয়মিতভাবে পাচ্ছ? গেজেট যাতে নিয়মিত পাঠানো হয় সেটা দেখার জন্যে আমি রামিয়াকে নির্দেশ দিয়েছি।

(৫) তোমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির একটা কপি তোমাকে না দেওয়ার পেছনে কোনো কারণই থাকতে পারে না। তবে এই ব্যাপারে আবার চিঠি দেওয়ার কোনো দরকার নেই।

(৬) মিস্টার ডি, সি, ডাট (কালেক্টর, কর্পোরেশন) সামনের এপ্রিলে অবসরগ্রহণ করছেন। অর্থ, ভূসম্পত্তি এবং সাধারণ কর্মসমিতির গত সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কালেকটর পদের প্রার্থীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে।

(৭) তোমার বাগানে যে গোলাপচারাগুলি লাগিয়েছি সেগুলি বেশ তরতর করে বেড়ে উঠছে। আমরা পরে ওখানে একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট বানাবার চেষ্টা করব।

(৮) মদের দোকান সম্পর্কিত আমার মোশানটি এ-মাসে উঠতে পারে। আশা করছি, মোশানটি আমি ঠিকমতে উপস্থিত করতে পারব।

(৯) পুরী যাবার আগে লোন্‌স স্টেট্‌মেন্ট এবং মনসাতলা প্রকল্প নিয়ে তোমাকে লেখার জন্যে সন্তোষবাবুকে বলে গিয়েছিলাম। মনে হয়, তিনি তোমাকে লিখেছেন।

(১০) স্টুয়ার্ট স্মিথকে তোমার বার্তা দিয়েছি। তোমার বার্তা পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন এবং একটি চিঠি লিখে আমাকে জানিয়েছেন যে, কর্পোরেশন-সংক্রান্ত নিবন্ধ **দি স্টেটসম্যান** যতদিন পর্যন্ত ছাপতে চাইবে, ততদিনই তিনি লিখে যাবেন।

(১১) তোমাদের জন্য কিছু বই চেয়ে দিলীপকে চিঠি লিখেছি। ও কি তোমাকে চিঠি দিয়েছে?

(১২) নেলুকে এখনও কোনো কাজে ঢোকানো যায়নি। সুরেশ কটকে গেছে, কাল ফিরে আসবে। ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, তুমি বোধহয় জানো সে কথা।

(১৩) বড়মামাবাবু বেশ বহাল তবিয়াতে আছেন এবং তাঁর কাজকর্মে যথেষ্ট উন্নতি

করছেন। কর্পোরেশন প্রতি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য-সমিতিগুলির যে প্রকল্প নিয়েছে সেই ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ নিচ্ছেন, এবং তাঁর নিজের ওয়ার্ডে কী করা যায় ভাবছেন। তাঁর সেই প্রিয় উদ্ধৃতিটিতে অনেক সত্য লুকিয়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস। ওই ব্যাপারে আমিও তোমার মতো খুঁতখুঁতে ছিলাম, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে বড়মামাবাবুর উদ্ধৃতির সত্যতা আমি তত বেশি করে টের পাচ্ছি।

(১৪) টেনিসনের গ্রন্থাবলী এবং একটি অভিধান কি বুক কোম্পানি তোমার কাছে পাঠিয়েছে ?

(১৫) কর্পোরেশনের ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসার পদে মিস্টার এস, সি, রয় এবং রশিদ খানের নিয়োগ সরকারি অনুমোদন লাভ করেছে। তাঁরা কাজে যোগ দিয়েছেন।

(১৬) বিজয়কাকা (বি, কে বসু) পরশুদিন এখানে এসেছিলেন। তিনি জানালেন, জেলা বোর্ডের নির্বাচন এখনই হচ্ছে না। তাঁর মতে, স্থানীয় বোর্ডের নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসাটাই ভাল। নির্বাচনে প্রার্থীপদে দাঁড়াবার যোগ্যতা তোমার আছে, কেননা কোদালিয়ার জমির জন্যে আমরা রোড সেস দিয়েছি। এ-ব্যাপারে যা করণীয় যথাসময়ে তোমাকে আমি জানাব।

(১৭) আমি সপ্তাহখানেকের মধ্যে ১০০ টাকা তোমাকে পাঠাচ্ছি, বইপত্রের জন্য ওখানকার কলেজ লাইব্রেরিতে টাকাটা জমা করে দিও।

(১৮) তুমি তোমার সোফার এবং চাপরাশিদের যে বখশিস দিতে সেটা এখনও দেওয়া হচ্ছে।

(১৯) কর্পোরেশনের সলিসিটর অবসরগ্রহণকালীন ছুটির জন্য আবেদন করেছেন। বিষয়টি ভূসম্পত্তি এবং সাধারণ কর্মসমিতির পরবর্তী সভায় বিবেচনা করা হবে।

(২০) মিস্টার জে, সি, মুখার্জি সাময়িকভাবে তোমার পদে নিযুক্ত হয়েছেন বলে নিয়োগপত্র দেবার ক্ষমতা তাঁর ওপরেই বর্তেছে।

(২১) তোমার জুতো, স্লিপার, জামাকাপড় এবং আচার ও ভাজামসলা শিগগিরই পেয়ে যাবে।

(২২) **মামলাসংক্রান্ত সংবাদ**

দি ইংলিশম্যান তাদের লিখিত বিবৃতি আগামী মঙ্গলবার দাখিল করবে। তোমার সলিসিটররা ওই বিবৃতির কপি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

দি ক্যাথলিক হেরাল্ড-এর ওপর এখনও সমন জারি করা হয়নি, কেননা পত্রিকা-সম্পাদক ফাদার গিল্‌কে চিনিয়ে দিতে পারে এমন লোক জোগাড় করা হয়ে ওঠেনি। সম্প্রতি আমি সেরকম একজন লোক পেয়েছি, সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই সমন জারি করা হবে।

দি স্টেটসম্যান-এর বিরুদ্ধে নালিশপত্র প্রায় প্রস্তুত। সামনের সপ্তাহেই মামলা দায়ের করা হবে।

আগামীকাল সুরেশের সঙ্গে মা এখানে আসছেন। বাবা এখন কটকে। ওখানকার সবাই ভাল আছেন। আশা করি তুমি কুশলে আছ।

শুভার্থী
শরৎ
(শরৎচন্দ্র বসু)

পুনশ্চ :

সি, আর, দাসের নির্দেশে পৃথ্বীশের চাকরি চলে গেছে। আমি এ-ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই, কেননা কনট্রাকটর উগরা সিংকে সাহায্য করার যে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল, সেটা প্রমাণ করা যায়নি। আমি কর্পোরেশনের মধ্যে কোথাও তাকে নিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।

কর্পোরেশনে ১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তোমার বেতন পাওনা আছে, ওই টাকাটা কি আমি তুলে নেব ? ১৫ ডিসেম্বর থেকে তোমার ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। কর্পোরেশনের প্রস্তাব অনুসারে ১৫ ডিসেম্বর থেকে তিন মাসের জন্য বিনা বেতনে তোমার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে, কেননা যে-সময়ে তুমি কাজ করবে না সেই সময়ের **বেতন গ্রহণ করতে তুমি নিজেই অনিচ্ছুক**। কিন্তু ৩ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত তোমার বেতনের ব্যাপারে কিছুই স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এখন বলো আমার কী করা উচিত। বাড়িভাড়া ইত্যাদি মেটাবার জন্যে টাকার দরকার আছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের এ-ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে যাতে কেউ এ-কথা বলার সুযোগ না

পায় যে, কাজ না করে তুমি বেতন নিয়েছ।

শ, চ, ব

১৮ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর চিঠি।

মুক্ত
পুলিশের স্বাক্ষর অবোধ্য

৩৮/২, এলগিন রোড
২৪-১-২৫
রাত ৯টা

কল্যাণীয়েষু সুভাষ,

তুমি আমার চিঠিগুলি পেয়েছ কি না বুঝতে পারছি না। আমি তোমাকে দুটি চিঠি লিখেছি—প্রথমটি পুরী থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে, দ্বিতীয়টি একটি রেজিস্ট্রিকৃত খামে। 'দি ইংলিশম্যান'-এর বিরুদ্ধে আনা তোমার মামলার অভিযোগপত্র ও লিখিত বিবৃতির কপিও তোমার কাছে পাঠিয়েছি।

তোমার নীরবতার জন্যে আমি উদ্বিগ্ন নই। উদ্বেগের একমাত্র কারণ—চিঠিগুলি তোমার কাছে ঠিকমতো পৌঁছেছে কি না, সেই কথা ভেবে।

বাবা সরস্বতী পূজার ছুটিতে এখানে আসবেন, ছুটি শুরু হবে এ-মাসের ২৫ তারিখ থেকে। মা এখন এখানে, এবং বেশ ভালই আছেন।

'দি স্টেটসম্যান'-এর বিরুদ্ধে তোমার মামলাটি আগামী সোমবার দাখিল করা হবে, এ-ছাড়া উপস্থিত আর কিছু লেখার নেই। স্যার বিনোদ মিটার অভিযোগ-পত্রটি তৈরি করেছেন।

আশা করি তুমি কুশলে আছ।

পরম শুভার্থী
শরৎচন্দ্র বসু

১৯ ॥ সুধীরকুমার রুদ্রের চিঠি।

১২, মুর রোড
এলাহাবাদ
২৫ জানুয়ারি, ১৯২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৪ তারিখের লেখা চিঠিটি পেয়ে আমার যে কী আনন্দ হয়েছে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। জেল-কর্তৃপক্ষ ওই চিঠিটি পাঠিয়েছে ১১ তারিখে।

সুভাষ, আমাকে মনে করার জন্যে তোমাকে যে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব ঠিক করে উঠতে পারছি না। তুমি এখন জেলে বন্দী, শারীরিক নির্যাতন হয়ত সহ্য করতে হচ্ছে না, কিন্তু মানসিক অশান্তিতে নিশ্চয়ই কষ্ট পাচ্ছ। এই অবস্থায় আমাকে স্মরণ করেছ, যে আমি আনন্দে আছি। নিঃসন্দেহে তোমার একটি মহৎ কাজ, এবং এ-কথা আমি কখনোই ভুলব না। তবে এ ধরনের কাজ তোমাকেই মানায়। আমাদের প্রিয় কেম্ব্রিজের সেই দিনগুলিতে এই ভাবেই তো তোমাকে দেখেছিলাম ; কী আন্তরিক, নিঃস্বার্থ এবং নির্ভীক ছিলে তুমি ! তোমার চরিত্রের এই মহৎ গুণগুলি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে। তুমি সারা দেশে বিস্ময়, তোমার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে যারা তোমার অত্যন্ত অনুরাগী, আমি তাদের মধ্যে একজন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তোমার থেকে আমি আলাদা, কিন্তু তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অকৃত্রিম।

আবার যখন তুমি এলাহাবাদে আসবে তখন আমি এবং আমার স্ত্রী যেন তোমাকে আমাদের অতিথি হিসেবে গ্রহণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হই। দুঃখের খবর, আমার স্ত্রী তার কানের চিকিৎসার জন্যে লক্ষ্ণৌ গেছে, কয়েক সপ্তাহ পরে ফিরবে। তবে তোমার মতো মানুষরা যে মহান আত্মত্যাগ করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে, সে-সবের তুলনায় এ-ঘটনাটি কিছুই নয়।

দিলীপ রায়ের সঙ্গে লক্ষ্ণৌতে দেখা হয়েছিল। ও ওখানে একটি সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিল। ওকে বেশ তাজা আর খুশি দেখাচ্ছিল। তোমাকে নিয়ে আমরা যথারীতি অনেক কথা বললাম। আসলে আমাদের যখনই দেখা হয়, তোমার কথা এসে যায়ই।

ফাদার ব্যানার্জি এখানে আছে, ও এখন সত্যিই পিতা। ওর পরিবারে সদস্যের সংখ্যা বেড়েছে, মেয়ে হয়েছে একটি। সন্তানসংখ্যা দুটি হল। ওল্ড জাং বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়েছে, এখন আর খদ্দর আর গান্ধী-টুপি পরে ভারিক্কি চালে সারা দেশে ঘুরে বেড়ায় না। কিছুকাল আগে খদ্দর আর গান্ধী-টুপি পরা বেশ ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এ-কথার মধ্যে কোনো ভুল নেই। বেশ কিছু নাক-উঁচু-মার্কা লোক, যাদের আমি জানি, এইসব পোশাক পরে পাদপ্রদীপের আলোয় আসার জন্যে মেতে উঠেছিল রীতিমত। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের মতো লোকের মধ্যে যেটুকু স্বাদেশিকতা আছে, এদের মধ্যে সেটুকুও নেই। এটা সত্যিই দুঃখজনক।

এবার চিঠি শেষ করছি। তোমার জন্যে রইল বন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। আমার স্ত্রী এখানে থাকলে সেও তোমার শুভেচ্ছা কামনা করত। তোমার স্বাস্থ্য ও দ্রুত মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি।

তোমার পরম শুভানুধ্যায়ী
সুধীর কে, রুদ্র

২০ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
২৪/২/২৫
রাত ১১টা

স্নেহের সুভাষ,

এস্, এস্, আরোন্দা জাহাজ থেকে লেখা তোমার ২৯/১/২৫ তারিখের চিঠি আমি পেয়েছি, কিন্তু উত্তর দিইনি। তার কারণ, ভেবেছিলাম ইতিমধ্যে মান্দালয় থেকে লেখা তোমার আর একটি চিঠি পেয়ে যাব।

মাকে লেখা ৩১/১/২৫ তারিখের চিঠিতে তুমি লিখেছিলে, পরের সপ্তাহেই আমাকে চিঠি দেবে। তোমার নীরবতায় এখন আমি রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। তবে আমার বিশ্বাস, তুমি ভাল আছ।

তোমার ওখানে থাকার ব্যবস্থা কেমন হয়েছে আমাকে বিস্তারিতভাবে জানাবে। ঠিক কী ধরনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তোমার? খাবারদাবার কী রকম?

তুমি এখন অর্ডিনান্সে বন্দী, তার ফলে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার কি কোনোরকম বদল হয়েছে?

ওখানে তোমাকে কি কোনো বই বা কাগজপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে? শারীরিক ব্যায়াম চর্চা করার জন্য কি কোনো ব্যবস্থা আছে? সম্প্রতি আমাদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেড়েছে। সুনীল এবং সুরেশের দুটি কন্যাসন্তান হয়েছে।

সুরেশ এখন কটকে। শিকারপুর বাগানে ও এখন বাড়ি বানাচ্ছে।

সুধীর এখনও বেকার।

তোমার বাড়িভাড়া সম্পর্কে কি সরকারের কাছ থেকে আর কিছু জানতে পারলে?

তোমার যদি আরও কিছু জামাকাপড়ের দরকার হয়, আমাকে অবশ্যই জানাবে।

আশা করি তুমি ভাল আছ। আমরা ভাল আছি। বাবা কটকে আছেন। মা এখন এখানে।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
শরৎ
(শরৎচন্দ্র বসু)

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

পুনশ্চ :

রামিয়ার চিঠিটি এর সঙ্গে পাঠাচ্ছি। যা ভাল বোঝো, কোরো।

২১ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
শনিবার, ২৮/২/২৫

স্নেহের সুভাষ,

তোমার ১২ তারিখে লেখা চিঠিটি আমার হাতে এসে পৌঁছেছে ২৬ তারিখ, বৃহস্পতিবার। ঐ চিঠি পাওয়ার পরে, চিঠি পাঠাতে এত বিলম্ব হবার কারণ জানতে চেয়ে আমি মিস্টার আর্মস্ট্রংকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে জানিয়েছেন, চিঠি ডাকে ফেলার ব্যাপারে "তাঁর অফিস অযথা বিলম্ব করেনি"। আসলে কিন্তু মান্দালয় কর্তৃপক্ষ চিঠি ছাড়ার ব্যাপারে দেরি করেছিল।

তোমার ২০ তারিখে লেখা চিঠিটি এইমাত্র পেলাম। তুমি তোমার শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুই লেখোনি তো!

১২ তারিখে লেখা চিঠিতে তুমি জানিয়েছিলে যে, মান্দালয়ে পৌঁছবার পর থেকেই তোমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। আমি মান্দালয় জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, তোমার শরীর কেমন আছে। গতকাল রাতে তাঁর উত্তর পেয়েছি, তিনি জানিয়েছেন, তুমি ভাল আছ। কিন্তু যতক্ষণ না তোমার কাছ থেকে কুশলসংবাদ পাচ্ছি, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

কর্পোরেশনে অনুষ্ঠিত সভাগুলির বিশদ বিবরণ তোমার কাছে পাঠাবার ব্যাপারে গোয়েন্দা দফতর আপত্তি তুলেছে। তারা অবশ্য মিউনিসিপাল গেজেট পাঠানোর ক্ষেত্রে বাধা দেয়নি। এখন থেকে তুমি নিয়মিতভাবে গেজেট পাবে। তোমার কাছে পাঠাবার জন্যে মিউনিসিপাল গেজেটের কয়েকটি কপি এখন আমার কাছে আছে। পরের ডাকে কপিগুলি পাঠাব।

তোমার ১২ তারিখে লেখা চিঠিটির এক জায়গায় সেনসর করা হয়েছে। চিঠিটির প্রায় দশটি লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে ভাল করে।

আমরা এখন ৩৮/১-য়ে আছি, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই বাড়িতেই থাকব। না থাকলে বাড়ি এবং সংলগ্ন জমি মনুষ্যবাসের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়বে। জানি না বাড়িওয়ালা কী করবেন! তুমি যতদিনের জন্য বাড়িটি নিয়েছ ততদিনের ভাড়া নেবার অধিকার অবশ্য তাঁর আছে। আমার ধারণা ছিল, বাড়িভাড়া দেবার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে দেখা দেবে না, কেননা আর কিছু না হোক, ভাড়াটা অন্তত দিয়ে দেবার ক্ষেত্রে সরকার আপত্তি তুলবে না। এখন দেখছি আমি ভুল ভেবেছিলাম। এ-নিয়ে সরকারকে তোমার আর কিছু লেখার দরকার নেই। আমি এখান থেকে কী করতে পারি দেখব।

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ—মিউনিসিপাল গেজেটের শেষ যে সংখ্যাটি পেয়েছ, সেটি কোন্ তারিখের?

মদের দোকান সম্পর্কিত প্রস্তাবটি আমি তুলব। সামনের সপ্তাহে এটি ওঠার সম্ভাবনা আছে।

সলিসিটর সম্পর্কে এখনও কিছু স্থির হয়নি। সাধারণ মতানুসারে উকিল হচ্ছে সিনিয়র, এবং একজন সলিসিটর হচ্ছে তার সহকারী। আমি এই মতের বিরুদ্ধে; কিন্তু উকিল কাউনসিলররা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং সম্ভবত তাঁরা সাধারণ মতটিকেই প্রতিষ্ঠিত করবেন।

এন্তাজ আলি মিস্ত্রির প্রশংসাপত্রগুলি ফেরত দেবার জন্যে আমি রামিয়াকে চিঠি লিখছি।

হ্যাঁ, এবার ঘাটতি বাজেট। বাজেট সাব-কমিটি এটি পরীক্ষা করছেন, এবং আমার বিশ্বাস তাঁরা ব্যয়সঙ্কোচ করতে সমর্থ হবেন। আমি সাব-কমিটির মধ্যে নেই, কেননা অত বড় কাজে সময় দেবার মতো যথেষ্ট সময় আমার হাতে নেই।

বিল্—তোমার নামে কমলালয় এবং ইয়াং অ্যাণ্ড কোং-এর যে বিলগুলি ছিল সেগুলি মেটানো হয়ে গেছে। গ্র্যাজুয়েট ব্রাদার্স এবং ফ্রেণ্ডস্ তোমার কাছ থেকে কিছু পাবে। যথা শীঘ্র তাদের পাওনা মিটিয়ে দেব।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-লোকাল সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্টের একটি কপি সংগ্রহ করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

পৃথ্বীশ—মেয়র শহরে ফিরে আসার পরে পৃথ্বীশকে কর্পোরেশনের কোনো একটা কাজে

ঢোকাতে পারব বলে আশা করি।

ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার এস্, সি, মিত্র—মিস্টার মিত্রকে ইনক্রিমেন্ট পাইয়ে দেবার ব্যাপারে আমাকেই সবচেয়ে বেশি দায়ী করা যেতে পারে। ভদ্রলোক আমাকে এবং সন্তোষবাবুকে খুব ধরেছিলেন, অন্য কোনো কারণে নয়, নেহাতই ভদ্রতাবোধ থেকে তাঁকে ইনক্রিমেন্ট দেবার ব্যাপারটি আমরা সমর্থন করেছিলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত অকপটভাবে আমাদের জানিয়েছিলেন যে, সামনের অক্টোবরে তাঁর ৫৫ বছর বয়স হবে, সুতরাং আমরা যেন এটা বিবেচনা করে দেখি।

তোমার খরচপত্তর—তোমার খরচপত্তর এখন যাহোক মেটানো যাবে, এবং তোমার বন্দীদশার শেষে একটা মোটা বিল সরকারের কাছে জমা দেব। তুমি মুক্ত হলে বিষয়টি নিয়ে চাপ দিতে পারো, এমন কি দরকার হলে সেক্রেটারি অব স্টেট পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে।

অভিযোগ—তোমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি কর্তৃপক্ষ তোমাকে নোট পর্যন্ত করতে দেয়নি বলে আমি একটুও অবাক হইনি। তোমাকে যখন অর্ডিনান্সের আওতায় বন্দী করা হয়েছে, আমার ধারণা, তোমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি তোমাকে পড়ে শোনানো হবে। রেগুলেশান থ্রি থেকে অর্ডিনান্সের আওতায় তোমাকে আনার ফলে তোমার প্রতি ব্যবহারে কি কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ?

তুমি ব্যায়াম করা এবং পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছ কি না—আমাকে অবশ্যই জানাবে। তুমি কি কোনো বইপত্র পাচ্ছ?

আমি বাবাকে চিঠি লিখে জানাব যে, তোমার নামে আসা চিঠিপত্রগুলি তিনি যেন ১৩ ইলিসিয়াম রো-তে পাঠিয়ে দেন।

তোমার হাইকোর্টের মামলাগুলি—**দি ক্যাথলিক হেরাল্ড** দুঃখ প্রকাশ করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছে। লিখিত বিবৃতি দাখিল করার ব্যাপারে **দি স্টেটসম্যান**-এর হাতে সময় আছে এখনও।

আমরা ভাল আছি। আশা করি তুমি আরও ভাল আছ।

তোমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী
শরৎ
(শরৎচন্দ্র বসু)

২২ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
১৩/৩/২৫
রাত ৯টা

স্নেহের সুভাষ,

গত মাসের ২৭ তারিখে লেখা তোমার চিঠিটি গতকাল পেয়েছি। মান্দালয় থেকে লেখা তোমার মোট তিনটি চিঠি আমি পেয়েছি। বাকি দুটি চিঠি ১২/২/২৫ এবং ২০/২/২৫ তারিখে লেখা।

আমার মনে হয়, এখন পর্যন্ত তুমি আমার দুটি চিঠি পেয়েছ। তোমার গত মাসের ১২ তারিখে লেখা চিঠিটি ২৬ তারিখে পেয়েছি, ঐ চিঠিটি পাবার পরেই তোমাকে আমার প্রথম চিঠিটি লিখেছিলাম।

বাবা গত রবিবার এখানে এসেছিলেন। বুধবারেই কটক রওনা হয়ে গেছেন। তিনি ভাল আছেন। মা এখন এখানে, মাসখানেক থাকবেন।

তোমার বৌদিদি গত তিন সপ্তাহ যাবৎ প্রকৃতপক্ষে শয্যাশায়িনী। তবে তেমন গুরুতর অসুখ নয়, তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাঁর সেই পুরনো আধি-ব্যাধির প্রকোপ বেড়েছে—মাথাধরা, বুক ধড়ফড় করা, জ্বর ইত্যাদি।

তুমি কিন্তু আমাকে জানাওনি যে, মান্দালয়ে জীবনধারণের সাধারণ সুযোগ-সুবিধাগুলো পাচ্ছ কি না। তোমার ৫/২/২৫ তারিখে লেখা চিঠিতে কিছু বিস্তারিত খবরাখবর ছিল, কিন্তু তোমার চিঠি থেকে জানতে পারি যে, চিঠিটি আটক করা হয়েছিল। ৩১/১/২৫ তারিখে

বাবাকে লেখা তোমার চিঠিটি ওরা আটক করেছে জেনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই ধরনের ছোটখাট খোঁচা দিয়ে কর্তৃপক্ষের কী লাভ হয় আমি অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারিনি। যাই হোক, এগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমরা ভাল আছি। আশা করি তোমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। তোমাকে কি ওখানে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, না কি একেবারেই আলাদা করে রাখা হয়েছে। এ-সব তথ্য জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। ইতি—

শুভার্থী
শরৎ
(শরৎচন্দ্র বসু)

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

তোমার মামলাসংক্রান্ত সংবাদ—আমরা যে-ভাবে চাইব সেই ভাবে **দি ক্যাথলিক হেরাল্ড**-এর সম্পাদকমণ্ডলী ক্ষমাপ্রার্থনা করে সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু শর্ত হল, তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আমরা যেন তাঁদের অব্যাহতি দিই। উত্তরে আমি জানিয়েছি, তাঁরাই গোলমালের সূত্রপাত করেছে, এবং অন্যান্য সংবাদপত্র এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। তোমার অনুমতি না পেলে আমি তাঁদের অব্যাহতি দিতে পারি না।

এ-বিষয়ে আমার মত হল, তাঁদের অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এস, সি, বসু

২৩ ॥ জানকীনাথ বসুর লেখা চিঠি

কটক
১৭ মার্চ, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু সুভাষ,

২৭ ফেব্রুয়ারি লেখা তোমার চিঠি পেয়েছি, তুমি ভাল আছ জেনে খুশি হলাম।

এ-মাসের ৮ তারিখে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম, ১২ তারিখের সকালে ফিরে এসেছি। তোমার মা এখনও ওখানেই আছেন।

এখানে বেশ গরম পড়তে শুরু করেছে, যত শীঘ্র সম্ভব পুরীতে চলে যাব।

এখানকার এবং কলকাতার সবাই ভাল আছে।

তোমার কুশলসংবাদ জানাবে।

তোমার পরম শুভার্থী
জে· এন· বসু

২৩ক ॥ শরৎচন্দ্র বসুর চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
২৮ মার্চ, ১৯২৫
সকাল ৮টা

স্নেহের সুভাষ,

তোমার ১৪/৩/২৫ তারিখে লেখা চিঠিটি সবে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি সম্প্রতি অস্থায়ী চিফ একজিকিউটিভ অফিসারকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন যে, "সরকার আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, কর্পোরেশন এবং তার গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলির এজেণ্ডা ও আলোচনার মুদ্রিত কপিগুলি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর নিকট পাঠানো যেতে পারে।" সুতরাং এই অনুমতি যতদিন বহাল থাকবে ততদিন তুমি ঐ কপিগুলি পাবে।

ইস্টারের ছুটিতে তোমার সঙ্গে মান্দালয়ে দেখা করার অনুমতি চেয়ে পুলিশের ডি, আই, জি-কে লিখেছি। অনুমতি পেলে আমি যাব।

পরের চিঠিতে তোমাকে বিস্তৃত খবরাখবর জানাব।

তোমার পেটের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়েছে কি ? তোমার জন্যে কি ওরা বাংলার চাল আনিয়েছে ?

আশা করি তুমি ভাল আছ। আমরা ভাল আছি।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
মেজদাদা
(শরৎচন্দ্র বসু)

২৪ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
কলকাতা, ৪/৪/২৫

স্নেহের সুভাষ,

তোমার গত মাসের ২১ তারিখে লেখা চিঠিটি আমি আজ সকালে পেয়েছি।

বাংলা সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি (রাজনৈতিক শাখা) মিস্টার গ্লাডিংকে তোমার খবরাখবর জানার জন্যে চিঠি দিয়েছিলাম। তাঁর কথামতো আজ সকালে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছিলাম। আমার চিঠি পেয়ে বর্মায় তিনি চিঠি লিখেছিলেন, তাঁর সেই চিঠির উত্তর তিনি আমাকে দেখালেন। চিঠিতে লেখা আছে, তোমাকে ভালভাবে রাখা হয়েছে, তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল, এবং এ-ব্যাপারে তোমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি তাঁকে দেখালাম, বর্মা থেকে এই রিপোর্টটি পাঠানো হয়েছে পয়লা মার্চে, আর আজ হচ্ছে চৌঠা এপ্রিল। তিনি আমার কথাটি মেনে নিয়ে বললেন, আপনি তো মান্দালয়ে যাচ্ছেন, সুতরাং সব কিছু নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। আমি তাঁকে জানালাম, আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত বিষয়টি কিন্তু মুলতুবি রইল। এই প্রসঙ্গে আমি তাঁকে জানালাম যে, তোমার চিঠিতে স্পষ্ট লেখা আছে তুমি ডিসপেপসিয়া এবং ফ্লুতে ভুগছ।

আগামী শুক্রবারের জাহাজে আমি বর্মার পথে রওনা দিচ্ছি। আশা করছি, মান্দালয় পৌঁছব ১৪ তারিখে।

সুরেশ এখন দেশলাই তৈরির ব্যবসায় নামছে। শিকারপুর বাগানে কারখানা তৈরি করছে ও। ঐ বাগানে গাছপালা বিশেষ নেই এবং জায়গাটি কারখানার উপযোগী।

তোমার বৌদিদি আরোগ্যের পথে। মনে হয়, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও সপ্তাহ দুয়েক লেগে যাবে। এই গ্রীষ্মে উনি আর পাহাড়ে যেতে রাজি নন। কলকাতায় রীতিমত গরম পড়ে গেছে এখন।

বাবা এখন পুরীতে, উনি ভাল আছেন। মা এখন এখানে আছেন, তবে শিগগিরই পুরীতে চলে যাবেন। দুজনেই সুস্থ আছেন।

আগামী ৯ মে সুনীল ইংল্যাণ্ডের পথে রওনা হচ্ছে। সুনীলের পসার বেশ জমে উঠছিল, আমার মনে হয় এই সময় কলকাতা ছেড়ে ও ভুল করছে। তবে যাবার ব্যাপারে ও খুব আগ্রহী। হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ও আরও শিক্ষা নিতে চায়।

তোমার ওখানে যাবার সময় সঙ্গে কিছু পুরনো দাদখানি চাল আর সন্দেশ নিয়ে যাব।

আশা করি তুমি ভাল আছ। আমরা ভাল আছি।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
মেজদাদা
(শরৎচন্দ্র বসু)

২৫ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
২২/৪/২৫
বুধবার

স্নেহের সুভাষ,

চমৎকার একটি সমুদ্রযাত্রার শেষে গতকাল বিকেলে আমি এখানে নিরাপদে এসে পৌঁছেছি। এবার সমুদ্র হ্রদের মতো শান্ত ছিল, তার ফলে যাত্রা বেশ স্বচ্ছন্দ হয়েছে।

বাংলায় বদলির জন্য তোমার আবেদনপত্র কি কলকাতায় পাঠানো হয়েছে?

মান্দালয়ে আমরা যে-সব বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম তার উল্লেখ করে যত তাড়াতাড়ি পারি মিস্টার গ্লাডিংকে আমি চিঠি লিখব। জানি না তিনি এখন এখানে আছেন না দার্জিলিঙে চলে গেছেন!

গতকাল ফিরে আমি তোমার ৩ তারিখের লেখা চিঠিটি পেয়েছি। খামের ওপর অবশ্য এলগিন রোড পোস্টঅফিস থেকে ১৫ তারিখের ছাপ পড়েছে। চিঠি পড়ে জানতে পারলাম যে, তুমি দার্জিলিঙের চা চেয়েছিলে। দুর্ভাগ্যবশত ওই বিষয়টি আমার কিংবা তোমার বৌদিদি—কারও মাথাতেই আসেনি।

দাদখানি চাল খেয়ে কি কোনো উপকার পাচ্ছ? বুঝতে পারছি না তোমার রাঁধুনি ঠিকমতো ভাত রাঁধতে পারবে কি না! চাল একাধিকবার ধুয়ে নিতে হবে, সাধারণ চালের চাইতে তিন-চার গুণ বেশি সময় লাগে ভাত হতে। তোমার রাঁধুনিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিলে আমার মনে হয়, ও ব্যাপারটা ধরতে পারবে।

মেয়র এখনো শহরে ফিরে আসেননি। মনে হয়, তিন-চার দিনের মধ্যে ফিরবেন। যে-সব পৌরসমস্যার কথা তুমি বলেছিলে সেগুলি, এবং রাস্তাঘাট ও বিদ্যাধরী নদী নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসব।

আমরা ভাল আছি। আশা করি তুমিও অনুরূপ। পরের চিঠিতে বিস্তারিত খবর জানাব।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
শরৎ
(শরৎচন্দ্র বসু)

পুনশ্চঃ

তোমার যদি ছোটখাট কোনো জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়, তুমি আমাদের বন্ধু ইসমাইল আত্তাসকে (কটকের হাজী আত্তাসের পুত্র) লিখতে পারো। ও খুব আনন্দের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করবে। ওর ঠিকানা নীচে লিখে দিলাম।

মিস্টার এইচ, এম, আত্তাস
প্রযত্নে আবদুল রহিম ওসমান অ্যাণ্ড কোং
৪৫, প্রাইভেট লেন
মোগল স্ট্রীট
রেঙ্গুন

২৬ ॥ দিলীপকুমার রায়ের চিঠি।
পত্রোত্তর দেওয়া হয়েছে।
এস· সি· বি·

৩৪, থিয়েটার রোড
কলকাতা
৬-৫-২৫

প্রিয় সুভাষ,

মাস-দেড়েক আগে তোমাকে একটি দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিলাম। চিঠিটি তোমার হাতে পৌঁছেছে কি না বুঝতে পারছি না। চিঠিতে আবেগের মাত্রা বেশি ছিল, সুতরাং আশঙ্কা হচ্ছে, পুলিশ

কর্তৃপক্ষ এই চিঠিটি তোমার হাতে পৌঁছে দেওয়া সমীচীন বোধ করেনি। এবারের চিঠিটি আবেগবর্ণিত, তথ্যভিত্তিক, আশা করি এটি তোমার হাতে পৌঁছবে।

নিম্নলিখিত বইগুলি প্রথমে আলিপুর,পরে বহরমপুর জেলে পাঠিয়েছিলাম, এগুলি পেয়েছ কিনা জানতে চাই।

১) আইকেরাস অন দ্য ফিউচার অব সায়ান্স বাই বার্ট্রান্ড রাসেল
২) লাইফ অ্যান্ড লেটার্স (২য় খণ্ড) বাই আনাতোল ফ্রাঁস
৩) ওপিনিয়নস অব জেরম কয়েগনার্ড বাই আনাতোল ফ্রাঁস
৪) গার্ডেন অব এপিকিউরাস বাই আনাতোল ফ্রাঁস
৫) মাদার অব পার্ল বাই আনাতোল ফ্রাঁস
৬) প্রসপেক্টস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন বাই বাট্রান্ড রাসেল
৭) প্রবলেম অব চায়না বাই বার্ট্রান্ড রাসেল
৮) আইনস্টাইন দ্য সার্চার বাই এ রাশিয়ান
৯) মাই ডেজ অ্যান্ড ড্রিমস বাই কার্পেন্টার
১০) দি রিসার্চ ম্যাগনিফিসেন্ট বাই এইচ জি ওয়েলস
১১) ডিসএনচ্যান্টমেন্ট বাই মন্টেগু

বইগুলি তুমি পেয়েছ কিনা জানতে চাই, না পেলে বই হারাবার জন্যে আরও বই পাঠানো যুক্তিযুক্ত হবে না। যদি পারো দয়া করে কয়েকছত্র লিখে পাঠিও আমাকে, কিংবা তোমার দাদার মাধ্যমে জানিও কোনো বিশেষ বইয়ের দরকার আছে কি না তোমার ; বই পছন্দের ভার আমার ওপরেও ছেড়ে দিতে পারো।

আমি ভালই আছি। আমি একটি বড় আকারের বাংলা এবং ইংরেজি বই লিখছি। শেষোক্ত বইটিতে আছে আমার নেওয়া চারজন বিখ্যাত মানুষের সাক্ষাৎকার। বইটি প্রকাশিত হলেই তোমাকে এক কপি পাঠিয়ে দেব।

প্রিয় বন্ধু, তোমার জন্যে আমার অকৃত্রিম ভালবাসা ও শুভেচ্ছা।

প্রীতিকামী
দিলীপ (কুমার রায়)

২৭ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
৭/৫/২৫

স্নেহের সুভাষ,

তোমাকে লেখা বাবার একটি চিঠি আজ বিকেলে পেয়েছি। চিঠিটি এর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

সুনীল বোম্বে থেকে ইংল্যাণ্ডের পথে রওনা হয়ে গেছে। তার নিজের বিভাগে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য সে স্যার রাসবিহারী ঘোষ ফেলোশিপ পেয়েছে। তার নিজের খরচপত্র সেখানে চালাবার জন্যে তার রোজগারের একটা ভাল অংশ সঞ্চয়ও করেছে ইতিমধ্যে।

.....

মান্দালয়ে আমরা যে-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, সে-সবের উল্লেখ করে মিস্টার গ্লাডিংকে একটি চিঠি লিখেছি। গত মাসেব ২৪ তারিখে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলাম, উত্তর পেয়েছি ৮ দিন পরে। তিনি জানিয়েছেন যে, বিষয়টি তিনি অনুধাবন করে দেখছেন। আগামী শনিবার এ-ব্যাপারে তাঁকে আর একবার মনে করিয়ে দেব।

মান্দালয়ে গরম পড়েছে কী রকম ! মনে হয় এলাকাটা এখনো চুল্লির মতো হয়ে ওঠেনি।

তুমি যে বইগুলি চেয়েছিলে সেগুলি পাঠিয়ে দেবার জন্যে রামিয়াকে নির্দেশ দিয়েছি। ও এর মধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছে কি না জানি না ! হাওড়া ব্রিজের ওপর লেখা শাস্ত্রীর নিবন্ধটি তুমি পেয়েছ ?

বিদ্যাধরী বিশেষ কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্টটি প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে আমি মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদককে চিঠি লিখেছি। রিপোর্ট প্রকাশিত হলে জনসাধারণ রিপোর্টটি সমালোচনা করার সুযোগ পাবে।

তোমার পেটের অবস্থার কি কোনো উন্নতি হয়েছে?

তোমাকে বাংলায় বদলি করার অনুরোধ জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলে, সরকারের কাছ থেকে তার কোনো উত্তর পেয়েছ কি?

আমরা ভাল আছি। আশা করি তুমিও ভাল আছ।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
শরৎ
(শরৎচন্দ্র বসু)

২৮ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

চিঠি বিলির জন্য মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৩৮/১, এলগিন রোড
১১/৫/২৫

১২/৫

স্নেহের সুভাষ,

তোমার ২৫ তারিখে লেখা চিঠি ৮ তারিখে পেয়েছি। তোমার টেলিগ্রামটি বিলি করা হয়নি, আর এ-কথা আমাকে জানানোও হয়নি যে, ওটি আটক করা হয়েছে। মান্দালয় থেকে ফিরে আসার পরে মিস্টার গ্লাডিংকে লেখা আমার চিঠিতে আমি এই অভিযোগ করেছিলাম যে, পত্র আটক করার কথা পত্রপ্রাপকদের না জানানো অন্যায়। মিস্টার গ্লাডিংয়ের কাছ থেকে সে-চিঠির উত্তর এখনো পাইনি, জানি না কখনোই পাব কি না! তবে আজ তাঁকে সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে একটা চিঠি লিখছি।

তোমার বন্দীদশা নিয়ে তুমি যে আইনের প্রশ্নগুলি তুলেছিলে, তার উত্তর দিচ্ছি। তোমাকে প্রথমে রেগুলেশনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছিল, তারপর তোমাকে মান্দালয়ে অপসারণের আগে জানানো হয়েছে যে, তুমি অর্ডিনানসের আওতায় ধৃত—এই ধারায় ৬ মাসের বেশি বন্দী করে রাখা যায় না। কিন্তু ইতিমধ্যে বেঙ্গল ক্রিমিনাল অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট পাশ হয়েছে, এবং তদনুসারে তুমি ঐ আইনের আওতায় চলে এসেছ। আমি এখন এই বিষয়টির সতর্ক পর্যালোচনা করছি, এবং যদি কোথাও আইনের ফাঁক দেখতে পাই যথাযথ ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করব না। পরের চিঠিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাব।

তুমি তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তোমার চিঠিতে কিছুই লেখোনি। গরমে কি খুব কষ্ট পাচ্ছ? তোমার হজমের গোলমাল মিটেছে?

.....

মিস্টার সি, আর, দাসের শরীর এখনো সুস্থ হয়নি। তিনি আজ বিকেলে পাবনার পথে রওনা হয়ে গেছেন, ওখানে দিন-দুয়েক থাকার পরে দার্জিলিংয়ে যাবেন। সরকারের বাড়ি 'স্টেপ অ্যাসাইড'-এ থাকবেন।

আমরা ভাল আছি। আশা করি তুমি শারীরিক দিক থেকে কুশলে আছ।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
শরৎ

২৯ ॥ দিলীপকুমার রায়ের লেখা চিঠি।

৩৪, থিয়েটার রোড
কলকাতা
১৫ মে, ১৯২৫

স্নেহের সুভাষ,

চিঠির ঠিকানায় সুপরিচিত হাতের লেখা দেখে আমার কী যে আনন্দ হয়েছিল কী বলব, তবে এই চিঠিতে সেই আনন্দের যথাযথ বর্ণনা দেবার চেষ্টা না করাই ভাল। উষ্ণ আবেগের প্রতি অকরুণ সেন্সরের সন্দিগ্ধ মনোভাবের কথা আশঙ্কা করে আমার হৃদয়োচ্ছ্বাসকে দমন করছি। সুতরাং আমার চিঠিতে যদি শ্রমের ছাপ ধরে যায়, আমার বিশ্বাস তুমি তা মার্জনা করে নেবে, তাই না ?

তোমার সুন্দর চিঠিটি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বেশ কয়েকবার পড়ার পরে আমি অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছি। চিঠির সর্বত্র সেই তোমাকেই পেলাম, তার ফলে তোমার-আমার মধ্যে এখন যে দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান তৈরি হয়েছে, সে-কথা কিছুটা ভোলা গেল। পত্রদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যে শারীরিক দূরত্ব থাকে, সেই দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করে চিঠি। চিঠির কাজ হল পত্রলেখকের ব্যক্তিত্বকে অল্প-বিস্তর পৌঁছে দেওয়া প্রাপকের কাছে। এটুকু করতে না পারলে সে-চিঠি চিঠিই নয়। তোমার চিঠি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুতরাং তোমার এই সহৃদয়তার জন্য তোমাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, এই ধন্যবাদের সঙ্গে অবশ্যই ইউরোপীয় কায়দার কোনো সম্পর্ক নেই।

সত্যিই এটি তোমার সহৃদয়তা। তোমাকে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে দাবী করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তা সত্ত্বেও তোমার চিঠিটিকে সহৃদয়তার প্রমাণ বলে মনে করি। একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক সুন্দর একটি কথা বলেছেন, তা হল, "যে নিজেকে ভালবাসার দাবীদার বলে মনে করে, সে ছাড়া আর সবাই ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য।" প্রকৃত বন্ধুত্বের স্বাদ যে একবার অন্তত পেয়েছে, সে দুর্লভ অভিজ্ঞতার অধিকারী। প্রকৃত বন্ধুতা হল শুদ্ধ ভালবাসা। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, এই ভালবাসার মাধুর্য যদি এইরকম হয়, তোমার মতো একজন বন্ধুর শুদ্ধ ভালবাসা পাওয়া কত বেশি আনন্দের। যাকে শ্রদ্ধা করা যায় তাকে সচরাচর ভালবাসা যায় না, আবার যাকে ভালবাসা যায় তার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু যেখানে এই উভয় বৃত্তির সহাবস্থান, সেই ভালবাসায় সুরের মূর্চ্ছনা শোনা যায়। তোমার কি তাই মনে হয় না ?

আমি মনে করি, মানুষের দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা আছে। কিছু বেদনা আমাদের পরিশুদ্ধ করে। কিন্তু কিছু দুঃখ আছে যেগুলো আমাদের মহৎ করে না, এইসব দুঃখের পরিণতি শুধুই বেদনাদায়ক। উন্মাদ-রোগ, কিছু বংশগত অসুখ অথবা নিদারুণ দারিদ্র্য এই সব দুঃখের মধ্যে পড়ে। ডস্টয়েভস্কির 'ব্রাদার্স কারামোজোভ' শীর্ষক গ্রন্থটি আমি তোমাকে পাঠাব। অসামান্য দার্শনিক উপন্যাস আমি যেক'টি পড়েছি বা পড়ব, এই উপন্যাসটি তার মধ্যে একটি। মহান এক শিল্পীর কলমের আঁচড়ে ওই ধরনের বিয়োগান্তক কিছু ঘটনা এই উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, একজন রাজনৈতিক বন্দীর জীবন—সে যদি অবশ্য তার যৌবনের বেশ কিছু বছর জেলে কাটাতে বাধ্য না হয়—তত মর্মান্তিক নয়, বিশেষ করে তার যদি তোমার মতো দার্শনিক মনোভাব থাকে। কিন্তু যে বন্দী যথেষ্ট দার্শনিক বোধসম্পন্ন নয়, তার বেলা ? মেটারলিংক এক জায়গায় খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, জীবনের বিয়োগান্তক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির তফাতের মধ্যেই উন্নয়ন বা অবনয়নের ক্ষমতা নিহিত আছে। পুত্রের মৃত্যুতে সক্রেটিসের চিন্তাশক্তি প্রসারিত হয়েছিল, কিন্তু ডিক কার্টার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করেছিলেন। কয়েক ধরনের বিয়োগান্তক ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। হয়ত একদিন মেনে নিতে পারব, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি মহান বারট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে একমত। রাসেল বলেছেন, এ-কথা মেনে নেওয়া ভাল যে, আমাদের এই দুঃখকষ্ট-ভরা পৃথিবীতে এমন কিছু-কিছু জিনিস আছে, যেগুলির হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে চাই।

তোমার অভিজ্ঞতাও অনুরূপ কি না আমি জানি না। সম্ভবত বর্তমান নিগ্রহের শেষে তুমি

আরও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু যাঁরা দার্শনিক বোধসম্পন্ন নন (অহংকার করছি না, অধিকাংশ মানুষই এই শ্রেণীর) তাঁদের পাহাড়প্রমাণ দুঃখের কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়। দার্শনিক বোধহীন মানুষরা ব্যক্তিগত নিগ্রহ ও নির্যাতন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে না।

জীবনের আপাত-অসঙ্গতির মধ্যে মহত্তর বিষয় সম্পর্কে তোমার ক্রমোপলব্ধির কথা জানতে পেরে উদ্দীপ্ত হয়েছি। তথাকথিত অসুন্দর বিষয়ের মধ্যে মহত্তর উদ্দেশ্য আমিও কখনো-কখনো লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সে উপলব্ধি এখনও আমার হয়নি। তবে আমার বিশ্বাস, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আঘাত ও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে সেই উপলব্ধির স্তরে আমি পৌঁছতে পারব একদিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার নির্ভীক আত্মা প্রকৃত সত্যের স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে তোমাকে দ্রুত সাহায্য করবে। জনসাধারণের জন্য দুঃখবরণ করে তুমি সেই "প্রকৃত সত্যের মর্মমূলে উপনীত হবে আশা করা যায়।"

হ্যাঁ, আমি এ-কথাও বিশ্বাস করি যে, ক্লেশ ও আত্মত্যাগের মধ্যে না গেলে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই পৃথিবীতে এটিই হল প্রকৃত আনন্দের সংজ্ঞা। অন্য কোনো পথে এই আনন্দের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। কিছু-কিছু আত্মত্যাগ (আমাদের সুখ-সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য) আছে, যেগুলির কারণ বোঝা যায়—যেমন, উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছবার আদর্শে স্থির থেকে দুঃখবরণ করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য একজন মানুষ তার অনেক শখ-সাধ বিসর্জন দেয়। কিন্তু নিগ্রহ যদি কারও ওপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, সে আর আনন্দ পায় না, পায় কি? অবশ্য আমি বিশ্বাস করি যে,প্রকৃত অর্থে যিনি দার্শনিক তিনি যে-কোনো অভিজ্ঞতাতেই সমৃদ্ধ হন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর গভীর আদর্শবোধ থেকে উৎসারিত হতে পারে, আবার একেবারে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়াও হতে পারে। কিন্তু এইসব অকারণ বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে মানুষের মন বিদ্রোহ করে, এবং সে এগুলির অপসারণ চায়, নয় কি? তা না হলে সংস্কার অথবা সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন ইত্যাদি কথাগুলি নিশ্চয়ই অর্থহীন হয়ে পড়ত। এ-সব কথা অবশ্য তুমি জানো, সুতরাং আমার এবার চুপ করে যাওয়াই ভাল।

ইদানীং আমি খুব পরিশ্রম করছি। সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়া, ফরাসি, জার্মান ও ইংরেজি পাঠ, বাংলায় একটি উপন্যাস লেখা, আমার কয়েকটি সাক্ষাৎকারের ইংরেজি সংকলন প্রণয়ন ইত্যাদি নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত। আমার বইগুলি প্রকাশিত হলেই তোমার কাছে পাঠাব। এ-ছাড়া আরও কয়েকটি ইংরেজি বই পাঠাব তোমাকে, এই বইগুলি পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি। বইগুলি মনে হয় তোমারও ভাল লাগবে। সামনের সপ্তাহের গোড়ার দিকে আমি এক মাসের জন্যে দার্জিলিং যাচ্ছি, ওখানে আমি সি, আর, দাসের অতিথি হব। তুমি আমাকে অবশ্য বরাবর এখানেই চিঠি দিতে পারো।

গতকাল নীরেন, ধূর্জটি আর আমি তোমাকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললাম। তোমার চিঠিটি সবারই খুব ভাল লেগেছে। ক্ষিতীশের সঙ্গে দেখা হয় মাঝেমধ্যে, আর দেখা হলেই দর্শন নিয়ে আমরা বহুক্ষণ ধরে কথা বলি।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের জীবন-দর্শনের একটি পর্যালোচনা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সুতরাং তাঁর কিছু-কিছু বই আবার পড়ছি। তাঁর সাম্প্রতিক বই "হোয়াট আই বিলিভ" চমৎকার, তবে নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর কিছু মন্তব্য তোমাকে নির্ঘাত আহত করবে। বইটি তোমার কাছে শিগ্‌গিরই পাঠিয়ে দেব। রাসেলের "প্রস্‌পেক্‌ট্‌স্‌ অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন" এবং "আইকেরাস" আমার কাছে পাঠাতে পারবে এখন? রাসেলের নিবন্ধ রচনার কাজে বইদুটি আমার লাগবে। বইদুটি এখানে কোথাও পাইনি। পেলে তোমার কাছে চাইতাম না।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিও।

তোমার অনুরাগী
দিলীপ (কুমার রায়)

৩০ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
বুধবার
২৭/৫/২৫

স্নেহের সুভাষ,

তোমার ১৬ তারিখে লেখা চিঠি গতকাল পেয়েছি। এর আগে তোমার আরও দুটি চিঠি পেয়েছি, কিন্তু সে-দুটি চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করেছি বলে মনে হচ্ছে না।

বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছ জেনে খুব খারাপ লাগছে। তোমার এই নতুন ব্যাধির কথা বাবাকে জানাইনি, জানালে তিনি আবার দুশ্চিন্তা করতেন। মনে হয়, মান্দালয়ের আবহাওয়া তোমার সহ্য হচ্ছে না, যদিও বেশ কিছুদিন তোমার ওখানে থাকা হয়ে গেল।

তোমার বদলির আবেদনপত্রটির কী হল বুঝে উঠতে পারছি না। ১৩ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে গ্লাডিং আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর সরকার ঐ ধরনের কোনো আবেদনপত্র হাতে পায়নি।

২৫ এপ্রিলের পরে ওখানে তোমার বন্দী থাকার বিষয়ে আমার মতামত জানিয়ে কিছুদিন আগে মান্দালয় জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। আমার বক্তব্য তোমাকে জানাবার অনুরোধও করেছিলাম। তুমি কি সে খবর পাওনি? তবে এ-বিষয়ে তোমার আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না, কেননা নতুন আইনানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এখন সরকারের।

গত তিনদিন এখানে যাচ্ছেতাই গরম পড়েছিল। আজ অবশ্য বৃষ্টি পড়েছে। অনুমান করছি, তোমাদের ওখানেও একই ধরনের গরম।

সুনীলের বছরখানেক ইংল্যাণ্ডে থাকার ইচ্ছে। হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ স্যার টমাস লুইসের অধীনে ও কাজ শিখতে চায়। ইংল্যাণ্ডে যাবার আগে অবশ্য ওর কন্টিনেন্টাল গবেষণাগারে কাজ শেখার কোনো পরিকল্পনা ছিল না।

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমি একমত, কর্পোরেশনের জন্য আমাদের আরও শিক্ষিত হেলথ অফিসার দরকার। তবে সঠিক লোক পাওয়া মুশকিল। ইংলিশ ডি, পি, এচ ডিগ্রীধারী ডাক্তার পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ডক্টর বিশ্বাস সমেত যাদের আমি দেখেছি তাদের মান যথেষ্ট নিচু।

মোটর ভেয়িকল্‌স ডিপার্টমেন্ট-সংক্রান্ত সন্তোষবাবুর রিপোর্ট এবং তোমার কাছে কর্পোরেশনের যে-সব কাগজপত্র আছে, সেগুলির খোঁজ করছে রামিয়া। তুমি ঐ কাগজপত্রগুলি যত তাড়াতাড়ি পারো পাঠিয়ে দিও।

আজ সকালে আমরা কর্পোরেশনের অর্থ ও ই, জি, পি কমিটির বিশেষ সভায় নতুন ঋণ সম্পর্কে সরকারি চিঠির উত্তরে ড্রাফটটি বিবেচনা করেছি। রামতারণবাবু এখন দার্জিলিংয়ে, উনি টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন যে, আমরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তরটা পাঠিয়ে দিই। সম্ভবত উনি ওখানে কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করে ঋণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

গোপালি এবং সতী পরীক্ষা মোটামুটি ভালই দিয়েছে। কিন্তু ওরা কোনো ভাল ক্লাস পাবে বলে আমার মনে হয় না।

সুধীর আগামীকাল জামশেদপুর রওনা হচ্ছে। ওখানকার টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের চাকরিতে ও যোগ দেবে। পয়লা জুন ওর কাজে যোগ দেওয়ার কথা।

সুরেশ ওর কটকের দেশলাই কারখানার জন্যে কিছু জিনিসপত্র কিনতে কয়েক দিন হল কলকাতায় এসেছে। ও-ও কাল চলে যাবে।

তোমার মেজবৌদিদি এখন ভাল আছেন। আমরা আগামী শুক্রবার দিন পাঁচ-ছয়ের জন্যে কার্শিয়াং যাবার কথা ভাবছি। পরের মঙ্গল, বুধ ছুটি—এই ছুটিটা ব্যবহার করতে চাই। এই সুযোগে সি, আর-এর সঙ্গে দেখাও করা যাবে। শুনেছি, দার্জিলিংয়ে ওঁর শরীরের উন্নতি হচ্ছে।

আশা করি তুমি ভাল আছ। আমরা ভাল আছি।

তোমার শুভানুধ্যায়ী
শরৎ
(শরৎচন্দ্র বসু)

৩০ক ॥ জানকীনাথ বসুর লেখা চিঠি

কটক
৯-৬-২৫
(মঙ্গলবার)

কল্যাণীয়েষু সুভাষ,

১৬মে তারিখে লেখা তোমার চিঠিটি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি।

তোমার মা, সরলা ও তার ছেলেমেয়েরা এবং সতী এখনও পুরীতে আছে। ওরা সবাই বেশ ভাল আছে। কটকের কথা বাদ দাও—পুরীতেও এখন বেশ গরম পড়ে গেছে।

মান্দালয়ে এখন নিশ্চয়ই নিদারুণ গরম।

শরৎ চার-পাঁচ দিনের জন্যে কার্শিয়াঙে গিয়েছিল, ও গত বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফিরে এসেছে।

সুনীল লন্ডনে পৌঁছে গেছে—ও ঘোষ রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছে, ওখানে এক বছর গবেষণার কাজ চালাবে।

সুধীর ১ জুন জামসেদপুরে কাজে যোগ দিয়েছে—ও ভাল আছে।

পলি এখানে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে আছে—ও এখন ভাল আছে।

আমাদের শিকারপুর বাগানে দেশলাই কারখানার মেসিনপত্র বসাবার কাজে সুরেশ এবং গোপালি এখন খুব ব্যস্ত।

আমরা সবাই বেশ ভাল আছি।

আমাদের আশীর্বাদ নিও। আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে।

তোমার পরম শুভার্থী
জে· এন· বসু

৩১ ॥ দিলীপকুমার রায়ের চিঠি
পত্রোত্তর দেওয়া হয়েছে
এস· সি· বি·
২৫-৬-২৫

৩৪ থিয়েটার রোড
কলকাতা
১৫-৬-২৫

প্রিয় সুভাষ,

রাসেলের 'প্রসপেক্টস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন' এবং 'ফ্রি থট অ্যান্ড অফিসিয়াল প্রোপাগান্ডা' আমার কাছে এখন পাঠিয়ে দিতে পারবে ? বইদুটি আমার ভীষণ দরকার, কারণ বার্ট্রান্ড রাসেল ও তাঁর দর্শন নিয়ে আমি একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখব বলে ঠিক করেছি।

সপ্তাহ দুয়েক আগে তোমার কাছে তোমার চিঠির একটি উত্তর এবং নিম্নলিখিত বইগুলি পাঠিয়েছিলাম, সেগুলি তুমি পেয়েছ কি না তোমার যে-কোনো একজন ভাইকে চিঠি লিখে জানিও, আমি জেনে নেব।

১) রোমাঁ রোলাঁ বাই স্টিফেন জাইগ
২) অ্যাটোনমেন্ট বাই টমসন
৩) ব্রাদার্স কারমাজোভ বাই দস্তয়েভস্কি
৪) দি কামিং রেস বাই নলিনী গুপ্ত
৫) স্মোক বাই টুর্গেনিভ

ভালবাসা নিও
প্রীতিকামী
দিলীপ (কুমার রায়)

৩২ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
২৬-৬-২৫

কল্যাণীয়েষু সুভাষ,

ইদানীং তোমাকে আর চিঠি লিখে উঠতে পারিনি, কারণ খুব স্পষ্ট। দেশবন্ধুর প্রয়াণের আকস্মিকতায় আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছি। মহাপুরুষের উপযুক্ত একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য আমরা এখন অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করছি।

শ্রীমতী দাস মন শক্ত করে আঘাত সামলে উঠছেন। তাঁর শরীরের অবস্থা এখন বিশেষ ভাল নয়, কিন্তু উদ্বেগের কারণ নেই। এই সময় মহাত্মাজীর উপস্থিতি একাধিক কারণে খুব কাজে এসেছে।

বিভিন্ন কারণে জনমানস এখন বিক্ষুব্ধ, এইসব নিয়ে আগামী রবিবার তোমাকে চিঠি লেখার চেষ্টা করব।

তোমার প্রস্রাব অবিলম্বে পরীক্ষা করাবে, এবং তোমার মেরুদণ্ডের ব্যথার ব্যাপারে ক্যাপ্টেন স্মিথের পরামর্শ নেবে। এ-ব্যাপারে কোনোরকম অবহেলা করবে না। এই বিষয়ে বাবাকে আমি কিছুই জানাইনি।

আমরা ভাল আছি।

তোমার পরমশুভার্থী
শরৎ

৩২ক ॥ শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি

মান্দালয় জেল
২৬-৬-২৫

পূজনীয় দাদা,

কিছুদিন যাবৎ আপনার কাছ থেকে কোনও চিঠিপত্র পাইনি। দুঃখজনক ওই ঘটনা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নানা কাজের চাপে আপনি বোধহয় সময় করে উঠতে পারছেন না।

সুধীরবাবু যেন স্বর্গত দেশবন্ধুর বিভিন্ন কাগজপত্র, চিঠি, নোট ইত্যাদি যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করে রাখেন—সুধীরবাবুকে এই নির্দেশ দেবার জন্য আপনাকে আগের চিঠিতেই লিখেছিলাম। কারণ ওইগুলি জীবনীগ্রন্থ রচনার কাজে লাগবে। এটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত প্রয়োজন, যাঁরা দেশবন্ধুর কাছাকাছি ছিলেন তাঁরা এখন শোকে মুহ্যমান, সুতরাং এই বিষয়টি তাঁদের নজরে নাও আসতে পারে।

মথুর নামে দেশবন্ধুর একজন ব্যক্তিগত ভৃত্যের কথা হয়তো আপনার মনে আছে। দেশবন্ধু যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন তখন মথুর ওখানকার একজন কয়েদি ছিল এবং সে দেশবন্ধুর খুব সেবাযত্ন করেছিল। মথুর এর আগে সাত-আটবার জেল খেটেছে, তা সত্ত্বেও দেশবন্ধু এই লোকটিকে বেশ পছন্দ করতেন। জেল থেকে খালাস পাওয়ার পর মথুর দেশবন্ধুর সঙ্গেই ছিল। আমি জানি মথুরকে দেশবন্ধু বেশ স্নেহ করতেন এবং তিনি তার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। মহৎ ওই মানুষটির প্রতি মথুরের ভালবাসা এত প্রগাঢ় ছিল যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেও এখন আরও অনেকের মতো তাঁর অভাব গভীরভাবে অনুভব করছে। লোকটির অতীত জীবনের কিছু ছাপ এখনও আছে, যেমন ও একটু বদরাগী গোছের ; এটুকু বাদ দিলে ও এখন আগাগোড়া সংশোধিত মানুষ। এই লোকটির ব্যাপারে সুধীরবাবু কী ব্যবস্থা নেবেন জানি না। নির্মমভাবে খরচ কাটছাঁট করতে গিয়ে উনি বিস্তর সমস্যার মধ্যে পড়তে পারেন। মথুরকে যদি ওরা ছেড়ে দিতে চায় আমি ওকে রাখতে চাই—আমি না ফেরা পর্যন্ত আপনি আপনার কাছেই ওকে রেখে দেবেন। মথুর চালাক-চতুর এবং পরিশ্রমী, ঘরসংসারের সবরকম কাজকর্মই জানে, সুতরাং ও বেশ কাজে আসবে। মথুরকে আশ্রয় দিয়ে আমি পরলোকগত মানুষটির ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানাতে পারব। আপনি আপনার সুবিধামতো এ-বিষয়ে সুধীরবাবু কিংবা শ্রীমতী দাসের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারেন।

আমার আবেদনপত্রের উত্তরে জানানো হয়েছে যে, আমাকে বাংলায় বদলি করা সম্ভব নয়।

৩৩ ॥ ইন্সপেকটর জেনারেল অব প্রিজন্‌স,
বর্মা

মান্দালয় জেল
৮/৭/২৫

প্রিয় মহাশয়,

আর্ল উইনটারটন হাউস অব কমন্‌স্‌-এ প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, "মান্দালয় জেলে বন্দীদের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটি স্বাস্থ্যকর এবং আরামপ্রদ।" আপনি এখানে থাকার সময় ওই বিবৃতির সূত্র ধরে আমাদের স্নানাগারের ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। এই স্নানাগারটি গত পাঁচ মাস যাবৎ আমরা ব্যবহার করছি। সেই সময় আমাকে বলা হয়েছিল, একটি নতুন স্নানাগার নির্মাণের কাজ খুব দ্রুত শুরু হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই কাজে হাত দেওয়া হয়নি। আপনি জানেন যে, বর্তমান স্নানাগারের ছাত এবং দেয়াল বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি। বৃষ্টি পড়লে ছাত ফুটো হয়ে জলই শুধু পড়ে না, ওই চাটাই থেকে দুর্গন্ধও বার হয়। পূর্ত দফতর না কনট্রাকটর—স্নানাগার নির্মাণের কাজ কে নেবে আমি অবশ্য জানি না! তবে এ-ব্যাপারে এখনই উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এই বিষয়ে আপনি যদি পূর্ত দফতরের তৎপরতা কিছুটা বাড়াতে পারেন, আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত
এস, সি, বসু

৩৪ ॥ ইন্সপেকটর জেনারেল অব প্রিজন্‌স,
বর্মা

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
৯/৭/২৫

প্রিয় মহাশয়,

আর্ল উইনটারটন মান্দালয় জেলে অন্তরীণ বাংলার রাজবন্দীদের সম্পর্কে ৯ জুন অথবা কাছাকাছি তারিখে হাউস অব কমন্‌স-এ প্রদত্ত এক বিবৃতিতে লন-টেনিসের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের এখানে এমন কোনো লন্‌-ই নেই যেখানে টেনিস খেলা যেতে পারে। সুতরাং আর্ল উইনটারটনের মতো একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর হাউস অব কমন্‌স্‌-এ প্রদত্ত অসত্য বিবৃতিটি আমাদের বিস্মিত করেছে।

চিফ জেলারের সৌজন্যে এখানে একটি টেনিস কোর্ট আছে ঠিকই, কিন্তু এই কোর্টটি এত খারাপভাবে বানানো যে, সামান্য বৃষ্টি পড়লেই এটি জলে ভেসে যায় এবং ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। কোর্টটি যদি সিমেন্টে বাঁধাই হত, কোর্টের অবস্থারই শুধু উন্নতি হত না, বৃষ্টির জলও নেমে যেত দ্রুত।

আর্ল উইনটারটনের বিবৃতিতে ব্যাডমিন্টনেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু মাস-দুয়েক হল এখানকার ব্যাডমিন্টন কোর্টের কোনো সংস্কার হয়নি। ফলে খেলা বন্ধ হয়ে গেছে।

বিবৃতিতে পিং-পংয়ের উল্লেখও আছে। কিন্তু যথার্থ পিং-পং টেবিল কখনোই আমাদের সরবরাহ করা হয়নি। একটা ডাইনিং টেবিলকে পিং-পং টেবিল বানানো হয়েছে। কিন্তু সেই টেবিলটি এত অসমান এবং তাতে এত ফাটল যে, পিং-পং খেলা ছেড়ে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি।

আর্ল উইনটারটনের সযত্ন-নির্মিত বিবৃতি থেকে এই ধারণা হতে পারে যে, আমরা যথেষ্ট সুখ-সুবিধার মধ্যে বাস করছি। আমি ওই চিত্রের অপর দিকের একটি অংশ দেখাতে চাই, সেই উদ্দেশ্যেই এই চিঠি লেখা।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। কিছুকাল আগে বেশ কিছু খরচপত্র করে সাঁতারের উপযোগী একটা পুকুর কাটানো হয়েছিল এখানে। শুরুতে ঠিক হয়েছিল, পুকুরটি পরিস্রুত জলে ভর্তি করা হবে, এবং পুকুরের জল যাতে বন্ধ না হয় সেই জন্যে

প্রতিদিন বিশুদ্ধ জলের যোগান দেওয়া হবে। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল না। পুকুরটিতে প্রতিদিন টাটকা জলের যোগান নেই। ফলে জল খারাপ হয়ে যায় দ্রুত, এবং পুকুর শূন্য করে জল পালটানো হয়। এর ফলে প্রতি মাসে সামান্য কয়েকটা দিন আমরা ওই পুকুর ব্যবহার করতে পারি।

আমি এই বিষয়টি সুপারিনটেনডেন্টের নজরে এনেছি, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। চিফ জেলার জানিয়েছেন, বাড়তি জলের যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটি সত্যভাষণ নয়, শূন্য পুকুর ভরতে মাত্র দিন-তিনেক সময় লাগে। এর অর্থ এই হল যে, পুকুরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জল প্রতিদিন সরবরাহ করা কিছুই অসম্ভব ব্যাপার নয়। পুকুর ভর্তি থাকলে অবশ্য আমাদের এত জলেরও দরকার হবে না রোজ। কিন্তু প্রতিদিন জলের সরবরাহ করলে পুকুরের জল দীর্ঘতর সময়ের জন্য বিশুদ্ধ থাকে। এ-ক্ষেত্রে পুকুর জলশূন্য করার প্রয়োজন দেখা দেবে দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে। ফলে, জলের সাশ্রয় হবে।

সকলেই জানেন যে, চিফ জেলার প্রথম থেকেই সাঁতার কাটার উপযোগী পুকুর নির্মাণের বিরুদ্ধে ছিলেন। তবে তাঁর কৌশল কার্যকর হয়েছে, মূল পরিকল্পনাটি বানচাল করতে সফল হয়েছেন তিনি।

বিভিন্ন খাতে শুধুমাত্র সরকারি বরাদ্দ থাকলেই যে আমাদের সুখ-সুবিধা বাড়ে না, আশা করি এই কথাটা আমি স্পষ্ট করতে পেরেছি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলেই সরকারের সদিচ্ছা বিনষ্ট করতে পারে—এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সরকার যদি সত্যিই আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখতে চান, তাঁদের দেখা উচিত অধীনস্থ কর্মচারীরা তাঁদের আদেশ যথাযথভাবে পালন করছেন কি না!

বিনীত
এস, সি, বসু
(মান্দালয় জেলে অন্তরীণ বাংলার
রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

৩৫ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
১৫/৭/২৫
সন্ধে ৭টা

স্নেহের সুভাষ,

চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে আমি খুব অনিয়মিত হয়ে পড়েছি বলে অত্যন্ত দুঃখিত। আমার মনে হয়, ২৬ জুন তোমাকে আমি শেষ চিঠি লিখেছি। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে নানা বিষয়ে আমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, এখানকার খবরাখবর সম্পর্কে তোমাকে ওয়াকিবহাল রাখার ব্যাপারে আমার কর্তব্যচ্যুতি হয়েছে। তবে আমি বিশ্বাস রাখি তুমি আমার অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে, সুতরাং আমার নীরবতা প্রসঙ্গে আর বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে যাচ্ছি না।

তোমার ১৯ জুনের চিঠি পেয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, ১৭ জুন জেল সুপারিনটেনডেন্টের কাছে পাঠানো আমার টেলিগ্রামটি তুমি পাওনি। ওই টেলিগ্রামে দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ ছিল। ১৭ জুনের বিকেলে টেলিগ্রামটি নিশ্চয়ই মান্দালয়ে পৌঁছেছে, এটি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলে কী ক্ষতি হত আমি ভেবে পাচ্ছি না।

আমি তোমার ১৯ জুনের চিঠিটি শ্রীমতী দাস এবং ভোম্বলকে দেখিয়েছি। আলিপুর জেলে থাকার সময় দেশবন্ধু যে নোটগুলি লিখেছিলেন সেগুলি এখন শ্রীমতী রায়ের কাছে আছে। নোটগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করা হবে। শ্রীমতী দাস আমাকে জানিয়েছেন যে, শোকবার্তাগুলি তিনি তাঁর কাছে রেখে দিচ্ছেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অজ্ঞাতই থেকে গেল। ডঃ ডি, এন, রায় (হোমিওপ্যাথ) দার্জিলিংয়ে তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। তাঁর মতে অসুখটি ছিল সাধারণ পালাজ্বর, এবং তিনি এর ওপর তেমন কোনো গুরত্বই দেননি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এর মূলে ছিল কিডনির গোলমাল, ডঃ রয় তা ধরতে পারেননি। তাঁর প্রস্রাবে অ্যাসিটোন এবং অ্যালবুমেন ছিল, এবং মৃত্যুর তিনদিন আগে তাঁর পা ফুলে গিয়েছিল। পা ফোলার উপসর্গটি ডঃ ডি, এন, রয়ের

নজরে আনা হয়েছিল, কিন্তু তিনি এর মধ্যে ভয়ের কিছুই দেখতে পাননি। একটা বিষয় খুব স্পষ্ট, সাধারণ জ্বর কখনোই তাঁর জীবনাবসানের কারণ হতে পারে না। মূলে নিশ্চয়ই কিডনির গোলমাল ছিল (দুর্ভাগ্যক্রমে চিকিৎসায় তা ধরা পড়েনি)। কিছু লোকের ধারণা, দার্জিলিংয়ের উচ্চতর এলাকার আবহাওয়া তাঁর সহ্য হয়নি। কিন্তু আমি এ-কথা মানি না, তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া আকস্মিভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়নি, অন্য কোনো অসুখ নিশ্চয়ই ছিল। ২ জুন দার্জিলিংয়ে তাঁর কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়েছিলাম তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে, তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তিনি শ্রীমতী দাসকে সঙ্গে নিয়ে পয়লা জুন কার্শিয়াঙে এসেছিলেন, গিদ্ধাপাহাড়ে আমাদের সঙ্গে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে ছিলেন। কার্শিয়াঙে তাঁর একটি ফোটো তুলে রাখতে পারলে ভাল হত!

শ্রীমতী দাস ভেঙে পড়েননি, শক্ত আছেন। আমি প্রায়ই তাঁর কাছে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসি। তিনি এবং তাঁর দেশবরেণ্য স্বামী আমাদের প্রতি বরাবরই সদয় ছিলেন, তাঁদের ওই সহৃদয়তার ঋণ পরিশোধ করার কোনো উপায় আমার জানা নেই।

তুমি জেনে খুশি হবে যে, আমরা ভোম্বলকে **ফরোয়ার্ডের** ম্যানেজিং ডিপার্টমেন্টে নিয়ে নিয়েছি। তাকে মাসে ২০০ টাকা করে অ্যালাউন্স দেওয়া হবে। ভোম্বল মোহিনীবাবুর কাছ থেকে সংবাদপত্র এজেন্সির ভারও নিয়েছে, তার ফলে রোজগার কিছুটা বাড়বে। ও যদি সবকিছু ঠিকমতো চালাতে পারে, আমার বিশ্বাস, ওর মাসিক আয়ে সংসার ভালভাবেই চলে যাবে। ওর অবস্থার উন্নতি হবে ভেবেই **ফরোয়ার্ডে** ওকে আনার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। প্রস্তবটি আসলে রাঙামামাবাবুর, আমি সেটি কার্যকর করার ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ নিয়েছি।

দেশবন্ধুর এত সস্নেহ ব্যবহার পেয়েও মথুর তাঁর মুখরক্ষা করল না। ও ১৪৮ নং বাড়ি থেকে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে চম্পট দিয়েছে। সুতরাং তুমি ওকে নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। ভোম্বল হাজরা রোডে একটা ভাল বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে পয়লা আগস্ট থেকে। ভাড়া একটু বেশি, তবু আমি ওকে ওই বাড়িটাই নিতে পরামর্শ দিয়েছি (ওর সদাশয় বন্ধুরা অবশ্য ওকে অন্য উপদেশ দিয়েছিল), কেননা শ্রীমতী দাসকে আজেবাজে কোনো বাড়িতে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

দেশবন্ধু যে পদগুলি অধিগ্রহণ করেছিলেন, সেই পদগুলি পূরণের প্রশ্নে সম্প্রতি বেশ উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। শেষে স্থির হয়েছে (মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে) যে, শূন্য পদ তিনটি জে, এম, সেনগুপ্ত গ্রহণ করবেন। অন্য কোনো এক ব্যক্তিকে দেশবন্ধুর শূন্য পদগুলি দেওয়া আমার বিচারে একটি বড় মাপের ভুল। কিন্তু মহাত্মার সিদ্ধান্তটি মেনে নেওয়া হয়েছে।

যে-সব ছাত্র তোমার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছিল, তারা তা ঠিকভাবে পাচ্ছে। এই বিষয়ে তোমার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আমি বিপিন এবং অন্যান্যদের বলে দিয়েছি, এই বন্দীদশার মধ্যে তোমাকে যেন অকারণে উদ্বিগ্ন করা না হয়। আরও বলেছি, যা-যা দরকার হবে আমাকে যেন ওরা নির্দ্ধিধায় সরাসরি জানায়।

২৬ জুনের চিঠিসহ অন্যান্য চিঠিতে তুমি যা-যা জানতে চেয়েছিলে, সে-সবের উত্তর মনে হয় আমি দিতে পেরেছি। তোমার ২ তারিখের লেখা চিঠি আজ সকালে পেয়েছি। হরিচরণ গতকাল সন্ধেয় এখানে এসেছিল, তুমি যে চিঠিটা ওকে লিখেছ সেটি ও আমাকে দেখিয়েছে। আমি অনিলবাবুর সঙ্গে কথা বলে হরিচরণের অ্যালাউন্স বাড়াবার চেষ্টা করব। এটা সত্যিই ওর প্রাপ্য। যদি সেবক সমিতির বন্ধুরা ওর অ্যালাউন্স বাড়াতে রাজি না হয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে হরিচরণকে প্রতি মাসে ১৫ টাকা করে সাহায্য দিতে প্রস্তুত। আমি অবশ্য বুঝতে পারছি না এই প্রস্তাবটিকে ও কীভাবে নেবে—অন্যের ওপর নির্ভরশীল হবার ব্যাপারে সে অনিচ্ছুক হতে পারে। তবে আমি এ-ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বলব, এবং ওর মতামত তোমাকে জানাব।

ইনস্‌পেক্‌টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স তোমাকে জানিয়েছে যে, অতিরিক্ত আহার তোমার শারীরিক অসুস্থতার কারণ হতে পারে—এই তথ্যটি আমাকে চমৎকৃত করেছে। তাঁর এই রোগনির্ণয়টি বেশ মৌলিক বলা যেতে পারে! এই মৌলিকতার জন্য তাঁকে পুরস্কার দেওয়া উচিত।

আমার পরের চিঠিতে তুমি "অধিক আলো" পাবে, কথাটি আমি কী প্রসঙ্গে লিখেছিলাম কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছি না। বিষয়টি বারবার মনে করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে এবার আর আমি কলকাতা ছাড়ছি না। ছুটিতে কিছু অর্থোপার্জনের চেষ্টা করব, কেননা অর্থের বড় প্রয়োজন। কার্শিয়াঙে যাব অক্টোবর মাসে। বাবা কোথায় তাঁর ছুটি কাটাবেন, সে-ব্যাপারে এখনও মনস্থির করে উঠতে পারেননি। তাঁর অবশ্য ভুবনেশ্বরে যাবার ইচ্ছেই বেশি।

তোমার গত দুটি চিঠিতে তুমি তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুই লেখোনি। তোমার সেই মেরুদণ্ডের ব্যথার খবরে উদ্বিগ্ন আছি। তুমি কি একটু সর্ষের তেল মালিশ করে দেখবে ? এটি কিন্তু তোমার অবহেলা করা উচিত হবে না।

আমরা ভাল আছি। আশা করি তুমি আরও ভাল আছ।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
শরৎ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

৩৬ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
২৭-৭-২৫
সন্ধ্যা ৬টা

চিঠি বিলির জন্য মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
ডি, আই, জি, পুলিশ আই, বি
২৭-৭-২৫

চিঠি পরীক্ষিত ও মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
১০/৮
ডি.আই.জি, আই.বি,সি.আই.ডি

প্রিয় সুভাষ,

আশা করি, আমার আগের চিঠিগুলো তুমি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছ। আমি তোমার ১৭ তারিখে লেখা চিঠিটি ২৪ তারিখে পেয়েছি। গোপালি আর সতী পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। সতী বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে (মাধ্যমিক বিভাগের প্রথম বর্ষে) ভর্তি হয়েছে। ও আর আই এসসি-তে ফিরে যেতে চায় না। গোপালি আবার বঙ্গবাসী কলেজেই ভর্তি হয়েছে।

শ্রীমতী দাশের বাড়িতে কাল রাত্রে গিয়েছিলাম আমি। তিনি তোমাদের যৌথ চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। তিনি তোমার চিঠিও পেয়েছেন। সময়-সুযোগ পেলেই তিনি তোমার চিঠির উত্তর দেবেন। তাঁকে কাল রাত্রে একটু ভাল দেখলাম।

লর্ড রোনাল্ড্‌সের নতুন বইগুলো তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে বুক কোম্পানিকে নির্দেশ দিয়েছি কি না, এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। যাইহোক, ওগুলো যাতে তোমার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছয়, সে-ব্যাপারে আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি। স্যার তাম্মানির বইটি কৌতূহলোদ্দীপক, তবে 'জাতি গড়ে উঠছে' নামকরণটি আমার কাছে যথার্থ বলে মনে হয়নি। এটি আসলে তাঁর আত্মজীবনী।

তোমার কুশল কামনা করি। আমরা ভাল আছি।

শুভার্থী
শরৎ

৩৬ক ॥ শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি

মান্দালয় জেল

১-৮-২৫

পূজনীয় দাদা,

এ-সপ্তাহে আপনার কাছ থেকে কোনও চিঠিপত্র পাইনি। আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন।

কর্পোরেশন অফিস থেকে এ-পর্যন্ত আমার কাছে যে-সব বইপত্র পাঠানো হয়েছে সেগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে রামিয়াকে নির্দেশ দেবেন। কলকাতা থেকে পাঠানো বইগুলো আমার কাছে পৌঁছেছে কিনা আমি তালিকা মিলিয়ে দেখতে চাই।

মাসিক বসুমতীর আষাঢ় সংখ্যায় ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবন্ধুর ওপর একটি নিবন্ধ লিখেছেন। নিবন্ধটি বেশ ভাল—দেশবন্ধুর জীবনের শেষ সাতদিনের অনেক তথ্য এতে আছে। তথ্যগুলি কতখানি সঠিক আমি জানি না—তবে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ঐতিহাসিক হিসেবে যথার্থ তথ্য সংগ্রহ করেছেন আশা করা যায়। নিবন্ধটি সময় করে পড়ে নেবেন—পড়তে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।

পরে সময় পেলে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটিও পড়ে নেবেন, ওই পত্রিকাতেই আছে। রচনাটি মূল্যবান।

পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া ঠিক করলেন কি শেষ পর্যন্ত ? ভ্রমণ বাতিল করা ঠিক নয়, যেতে পারলে অবশ্যই যাবেন।

দেশবন্ধু সম্পর্কে অধিকাংশ রচনাই পল্লবগ্রাহী এবং অন্তঃসারশূন্য। শুধুই বাগাড়ম্বর, আর কিছু নেই। লেখকদের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা বেশি করে লেখা উচিত ছিল। পাঠকরা এই ধরনের লেখাই পড়তে চায়, এই সব রচনা মানুষের চরিত্রের নানা দিককে উন্মোচিত করে। এইদিক থেকে শরৎবাবুর রচনাটি যথার্থ। দেশবন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন কথাবার্তার উল্লেখ এবং বিশ্লেষণ করে ও আপাততুচ্ছ ঘটনার অবতারণা করে তিনি তাঁর দেখা ওই মানুষটির একটি চিত্র নির্মাণ করেছেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগটিও এই পথে।

দেশবন্ধুর কর্মজীবনের একটি দিক সাধারণভাবে এখনও পর্যন্ত অনালোচিত থেকে গেছে, পরবর্তীকালে এই দিকটি নিশ্চয়ই আলোচিত হবে এবং বাঙালির চিন্তাজগতে অবশ্যই তা গভীর প্রভাব ফেলবে। 'নারায়ণ'-এর বিভিন্ন স্তম্ভে চিন্তার ওই ক্ষেত্রটির চর্চা করেছেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিতায় এবং অন্যান্য লেখকদের রচনায় যে প্রাচীন ও জাতীয় সংস্কৃতির চর্চা হয়েছে তিনি তাঁর পুনরভ্যুত্থান চেয়েছিলেন—একইসঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন অগভীর আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরতে, যার চর্চা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে ; এঁরা জাতীয়তাবাদের মৌলিক সত্যকে অনুধাবন করতে চাননি। রবীন্দ্র-বিরোধী পক্ষের লেখকরা 'নারায়ণ'-এ যে-সব প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলির কিছু-কিছু আমি মন দিয়ে পড়বার চেষ্টা করছি, আমার দৃঢ় ধারণা ভবিষ্যতে এইসব লেখকের রচনা গভীরভাবে সমাদৃত হবে। দেশবন্ধু তাঁর চিন্তার এই ক্ষেত্রে এক ভদ্রলোককে পথিকৃৎ বলে মনে করতেন। তাঁর নাম বাবু গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, হাইকোর্টের উকিল।

আমার বকবকানি এবার থামানো দরকার, নাহলে চিঠিটি পরের ডাকে ধরানো যাবে না।

মনে হয় আগস্ট মাসেও এবার গরম পড়বে।

বিনীত

সুভাষ

৩৭ ॥ মান্দালয় জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে
লেখা চিঠি।

মান্দালয়,
৫/৮/২৫

প্রিয় মহাশয়,

আমার দাদার কাছ থেকে জানতে পারলুম যে, গত ১৭ জুন তিনি আপনাকে প্রেরিত একটি তারবার্তায় শ্রীযুক্ত সি, আর দাসের মৃত্যুসংবাদ আমাকে জানাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এরকম কোনো তারবার্তা আপনার কাছে পৌঁছেছে কি না সে-সম্পর্কে অদ্যাবধি কিছুই জানতে পারিনি। যদি তারবার্তাটি আপনার কাছে আদপেই পৌঁছে না থাকে, আমি বিষয়টি পোস্ট-মাস্টার জেনারেলের গোচরে আনার জন্য দাদাকে চিঠি লিখব। গত ১৭ জুন নাগাদ এরকম কোনো তারবার্তা আপনার কাছে পৌঁছেছে কি না আমাকে জানালে আমি খুশি হব।

বিনীত
এস, সি, বসু

৩৮ ॥ ব'র্মার ইন্সপেকটর-জেনারেল
অব প্রিজন্‌স্‌-কে লেখা চিঠি।

মান্দালয়
৫/৮/২৫

প্রিয় মহাশয়,

আমার মনে হয় না আমি এখনও পর্যন্ত আমার একান্তই ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। কিন্তু এখন করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার হয়ত মনে আছে, প্রায় দু-মাস আগে আপনার সঙ্গে আমার যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই সাক্ষাতে আমরা আহার্য-ভাতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তখন আমি আপনাকে বলেছিলাম, ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্ন জরুরি হলেও আমি প্রথমেই ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই না। আমি স্পষ্টভাবে আপনাকে জানিয়েছিলাম, প্রথমেই সাধারণ ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। ওই পরিবর্তন ঘটার পরে আমি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলব। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি সযত্নে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পরিহার করে গিয়েছি। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমার আহার্য-ভাতার বিষয়টি আমার অজ্ঞাতেই বিবেচিত হয়েছে। আপনি জ্ঞাত আছেন, বাংলার যে-কোনো অঞ্চলের তুলনায় মান্দালয়ের দ্রব্যমূল্যের হার অনেক বেশি। এইসব কারণে সাধারণ আহার্য-ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন আপনি। ওইসব কারণগুলি আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারছি না আপনি কোন্ যুক্তিতে আমার আহার্য-ভাতা স্থিতিশীল রাখার সুপারিশ জানালেন বাংলার সরকারকে।

আপনি সম্ভবত জ্ঞাত আছেন, আমাদের পদ ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে সরকার আমাদের সুযোগ-সুবিধা দিতে আইনত বাধ্য। স্বাধীন মানুষ হিসেবে কী ধরনের জীবনযাত্রায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম, তার উল্লেখ এখন আমি করছি না। কারণ, সেটা যাচাই করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, বাংলা সরকার আমার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে অবহিত হয়ে আমার আর্থিক ভাতার পরিমাণ স্থির করেছিলেন। জীবনযাত্রার একটি বিশেষ মানকে মেনে নিয়ে এবং তদনুসারে আর্থিক ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করে বাংলা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে আমরা মনে করি। যখন আমি আলিপুরে ছিলাম তখন আমার গড় আহার্যভাতা ছিল দৈনিক প্রায় দশ টাকা। আমার মনে হয় এই জেলের সুপারিনটেনডেন্ট (ক্যাপ্টেন স্মিথ) আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট মারফত এ-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে বহরমপুরে বদলি হওয়ার পরে আমার প্রতিদিনের বরাদ্দ ছিল ৬/১০ টাকা। মান্দালয়ে বদলি হওয়ার পরে প্রথম কয়েক মাস আমার আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না। তার ফলে আমি কোনো অসুবিধের মধ্যে পড়িনি। কিন্তু সাধারণ বরাদ্দের হার দিনপ্রতি তিন টাকা নির্দিষ্ট হওয়ার পরে মাত্র ৬/১০ টাকা দৈনিক ভাতায়

আমার পক্ষে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিনিসপত্রের দাম বেশ বেড়ে যাওয়ার ফলে জীবনযাত্রার মান অব্যাহত রেখে এই টাকায় আমার পক্ষে চলা সম্ভব নয়, সুতরাং আর্থিক বরাদ্দের হার বাড়ানো দরকার। আলিপুর সেন্ট্রাল এবং বহরমপুর জেলে আমি অনেক ভাল ছিলাম। আর পাঁচজনের ক্ষেত্রে যে-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে সেই নীতি আমার ক্ষেত্রে কেন গ্রহণ করা হবে না বুঝে উঠতে পারছি না।

বাংলার কারাগারে আমাদের জীবনযাত্রার যে মান ছিল সেই মান এখানে বজায় রাখা আপনাদের কর্তব্য, সে-কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। জীবনযাত্রার মান কী হওয়া উচিত সে-প্রশ্ন বিবেচনা করবেন বর্মা সরকার নয় বাংলা সরকার। বাংলা সরকার আমার ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার একটি বিশেষ মান নির্দিষ্ট করেছিলেন। সরকারের নির্ধারিত সেই মান, যা বাংলাতে অনুসরণ করা হয়েছিল, তা বর্মাতেও মানা উচিত। এ-জন্য আমার ভাতা এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো দরকার। আহার্য বিষয়ে আপনি আপনার চিঠিতে (নং ১০৫২৯/১০৩ সি) যে মন্তব্য করেছেন সেই মন্তব্য আমার বিচারে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। তবে, সে-সম্পর্কে পরবর্তী চিঠিতে আমি আমার বক্তব্য রাখব।

এখানে আসার ছ-মাস পরেও আহার্য-ভাতা প্রসঙ্গে আমাকে লিখতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু, সরকারের চাকা যদি এত মন্থরগতিতে ঘোরে, সে দোষ অবশ্যই আমার নয়।

বিনীত
এস, সি, বসু

৩৯ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
৭/৮/২৫

প্রিয় মহাশয়,

আমরা নিম্নলিখিত তারবার্তাটি বর্মার মহামান্য গবর্নর, বাংলার মহামান্য গবর্নর এবং ভারতবর্ষের মহামান্য ভাইসরয় ও গবর্নর-জেনারেলকে পাঠাব বলে মনস্থ করেছি। এগুলি সত্বর পাঠাবার ব্যাপারে আপনি যদি আদেশ দেন আমরা বাধিত হব।

বিনীত
মান্দালয় সেন্ট্রাল জেলে অবরুদ্ধ
বাংলার বন্দী ও রাজবন্দীরা

১। বর্মার মহামান্য গবর্নর, রেঙ্গুন
২। বাংলার মহামান্য গবর্নর, কলকাতা
৩। ভারতবর্ষের মহামান্য ভাইসরয় ও গবর্নর-জেনারেল, দিল্লি

তারবার্তা :

স্থানীয় জেল-কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত অসম্মানজনক ও খারাপ ব্যবহার, ভাতার নিম্নহার এবং অন্যান্য অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা আজ সকাল থেকে অনশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের অভিযোগগুলি অবিলম্বে তদন্ত করার আবেদন জানাচ্ছি।

মান্দালয় জেলে অবরুদ্ধ বাংলার
বন্দী ও রাজবন্দীরা

(সহবন্দীদের পক্ষ থেকে এই তারবার্তা ও চিঠিটির খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।)

৪০ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
১০-৮-২৫
সন্ধ্যা ৭টা

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ২২ জুলাইয়ে লেখা চিঠি আমি ৫ আগস্ট পেয়েছি।

তোমার চিঠি পাওয়ার পরেই আমি 'ফরোয়ার্ড' অফিসকে জানিয়ে দিয়েছি যে, একটি 'দেশবন্ধু সংখ্যা' যেন অবিলম্বে আর্মস্ট্রংয়ের কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করা হয়, তিনি যেন সংখ্যাটি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেন। সংখ্যাটি ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে কিনা আমার আর খোঁজ নেওয়া হয়ে ওঠেনি, তবে আমার ধারণা পাঠানো হয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে রাঙামামাবাবুর কাছ থেকে আজ রাতেই আমি অবশ্য খবর পেয়ে যাব।

ফরোয়ার্ডের বোর্ড অব ডিরেকটরস-এর মধ্যে দেশবন্ধুর স্থানে কাকে নেওয়া হবে এখনো আমরা স্থির করে উঠতে পারিনি। গত বাৎসরিক সভায় আমরা শ্রীযুক্ত গোস্বামী, শ্রীযুক্ত চন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে বোর্ডের মধ্যে নিয়েছি। আমাদের এখন সব মিলিয়ে ছজন ডিরেকটর—বাকি তিনজনের মধ্যে আছেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, বাবু প্রভুদয়াল এবং আমি।

ভোম্বল ফরোয়ার্ডে যোগ দেবে কি না—সে বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি আমাদের। আমাদের কাছে উত্তর পাঠাবার আগে ভোম্বল বিষয়টি নিয়ে তার আত্মীয়দের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। আমার মনে হয় আমাদের পত্রিকায় যোগ দেবার ব্যাপারে সবাই ওকে সুপরামর্শই দেবে।

শ্রীযুক্ত পি, কে, চক্রবর্তী এখন ফরোয়ার্ডের সম্পাদক। সত্যবাবু বেশ ভাল কাজ করছেন। আমার মতে শ্রেষ্ঠ সম্পাদকীয় তিনিই লেখেন।

আনন্দের খবর, বাবা এখন অনেক ভাল আছেন। তাঁর সেই শারীরিক যন্ত্রণা এখনও আছে, তবে আশা করছি তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবেন।

এ-বছর কাজের চাপ খুব বেশি, কিন্তু আমি সব মিলিয়ে ভালই আছি।

লর্ড রোনাল্ড্সের যাবতীয় বই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে আমি এইমাত্র বুক কোম্পানিকে চিঠি লিখে দিলাম। আমি কোম্পানিকে এ-কথাও জানিয়েছি যে, তুমি মাঝেমধ্যে ওদের কাছে বইয়ের তালিকা পাঠাবে ; কোম্পানি যেন সেই তালিকা অনুসারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বইপত্র তোমাকে পাঠিয়ে দেয়।

তুমি ভাল আছ এই সংবাদ পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি।

আমরা ভাল আছি।

পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
শরৎ

৪১ ॥ চিফ সেক্রেটারি
বর্মা সরকার

মান্দালয় জেল
১০-৮-২৫

প্রিয় মহাশয়,

আমরা জেনেছি, বাংলা সরকার বন্দী ও রাজবন্দীর বিছানা, জামাকাপড় ইত্যাদি বাবদ মাথাপিছু বছরে ২২৫ টাকা দেবার সুপারিশ জানিয়েছেন ভারত সরকারের কাছে। বরাদ্দ ওই

অর্থের মধ্যে গরম জামাকাপড়ের খরচ ধরা হয়েছে কি না জানা যায়নি। কোন্ হিসেবের ভিত্তিতে এই অর্থের পরিমাণ স্থির করা হয়েছে তাও পরিষ্কার নয়। সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার তুলনায় ওই টাকার পরিমাণ খুবই কম, তার ওপর যদি এই অর্থের মধ্যে গরম জামাকাপড়ের খরচ ধরা হয়, তাহলে তো অবস্থা আরো সঙ্গীন। মাথাপিছু মোট খরচের একটা হিসেব তৈরি করার চেষ্টা করেছি আমরা। এই হিসেব তৈরি করার সময় আমরা মান্দালয়ের আবহাওয়া ও এখানকার পরিবেশ স্মরণে রেখেছি। এই প্রসঙ্গে আমরা এ-কথাও জানাচ্ছি যে, এখানকার ঘরগুলি কাঠের তৈরি বলে শীত-গ্রীষ্মে আমাদের কষ্টের মাত্রা খুব বেড়ে যায়।

এই সরকারের উপদেশ বা পরামর্শ অনুসারে বাংলা সরকার ভারত সরকারের কাছে উপরোক্ত সুপারিশ করেছেন কি না সে-কথা আমাদের জানা নেই। আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কোনোরকম খোঁজখবর না নিয়ে বর্মা সরকার যদি এরকম কোনো সুপারিশ করে থাকেন, তাহলে সেটি খুবই দুঃখজনক।

এর আগে বাংলা সরকার যে তালিকাটি তৈরি করে বিভিন্ন জেলে বিলি করেছেন, সেই তালিকার তুলনায় আমাদের তালিকাটি হয়ত প্রথম দৃষ্টিতে আপনার দীর্ঘতর বলে মনে হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাকে জানানো দরকার যে, ওই তালিকাটি কখনোই যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে তালিকার রদবদল করতেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বাংলা সরকারের তালিকায় খেলাধুলোর পোশাকের কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু বাংলাদেশে টেনিস শু ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হত। তালিকায় অনুল্লেখিত জিনিসগুলি সত্যি-সত্যি বাংলাদেশের জেলে সরবরাহ করা হয়েছে কি না—সে-সম্পর্কে কোনো সংশয় দেখা দিলে তা নিরসনের উপায় আছে। বাংলাদেশের জেলে থাকার সময় সরকারি খরচে যে-সব জিনিস আমরা পেতাম তার একটি তালিকা মান্দাল'য় জেলে বদলি হওয়ার সময় আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনি মিলিয়ে দেখতে পারেন। আমরা যা চেয়েছি তা পেয়েছি, কিন্তু সরকারি তালিকায় তার কোনো উল্লেখ না থাকলে সে দোষ আমাদের নয়। তখন আমরা দরকারি সব জিনিস চাওয়ার পরে পেয়েছি বলে সরকারি তালিকা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আমাদের ধারণা ছিল সরকারি তালিকা নেহাতই একটা রুটিনমাফিক ব্যাপার।

আমরা আমাদের তালিকাটি নিম্নলিখিত পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি।

ধারা 'ক'—সুতির পোশাক
ধারা 'খ'—গরম পোশাক
ধারা 'গ'—সাধারণ জামাকাপড়
ধারা 'ঘ'—খেলাধুলোর পোশাক
ধারা 'ঙ'—বিছানাপত্র

প্রতিটি বস্তুর সারা বছরের চাহিদার কথা মনে রেখে আমরা তালিকাটি প্রস্তুত করেছি। কিন্তু বাংলা সরকারের তালিকার বস্তুগুলি এককালীন সরবরাহের জন্য। অধিকাংশক্ষেত্রে এগুলি পুনরায় যোগান দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সারা বছরের সমগ্র প্রয়োজন মেটাবার তালিকাটি প্রথম নজরে বিরাট বলে মনে হতে পারে। বাংলা সরকারের এককালীন যোগানের তালিকার সঙ্গে তুলনা টানলে এই ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়।

ওভারকোট, কম্বল ইত্যাদি জিনিস বারবার পালটাবার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। এগুলি উন্নত মানের হলে কয়েক বছর দিব্যি চলে যেতে পারে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হল, সরকার যদি চান এই বস্তুগুলি বাৎসরিক খরচের আওতা থেকে বাদ দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করতে পারেন। প্রতি বছর যে জিনিসপত্রগুলি পালটাবার প্রয়োজন হয় সেগুলির ভিত্তিতে বাৎসরিক খরচের পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। লাল কালির দাগ-দেওয়া এবং 'ক'-শীর্ষক বস্তুগুলি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। এই জিনিসগুলি শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুসারে পালটানো যেতে পারে।

আমাদের উদ্ধৃত মূল্যগুলি আনুমানিক, অতীতের মূল্যতালিকার ভিত্তিতে লেখা। মূল্যতালিকায় অসঙ্গতি থাকলে সংশোধন করা যেতে পারে।

আমাদের হিসেবটি সংক্ষেপে এখানে দাখিল করা হল :

ক : সুতির পোশাক	টা: ১২৮/৪/
খ : গরম পোশাক	টা: ৩১১/৮/
গ : সাধারণ জামাকাপড়	টা: ১৩১/১২/
ঘ : খেলাধুলোর পোশাক	টা: ৮১/৮/
ঙ : বিছানাপত্র	টা: ১১৬/

যে জিনিসগুলি পোশাক বা বিছানা খাতে আসে না সেগুলিও এই বিভাগে রাখা যায় কি না পরিষ্কার হওয়া দরকার। বাইরের জিনিসগুলির খরচ মেটানোর জন্যে বিছানা ও পোশাকের বরাদ্দ সংকোচন করা ঠিক হবে না।

উপরোক্ত হিসেবের পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে—বিছানা, পোশাক ইত্যাদি খাতে বরাদ্দের (২২৫ টাকা) পরিমাণ অত্যন্ত কম। সুতরাং উক্ত ভাতা বৃদ্ধির অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাকে।

আপনার অনুগত
মান্দালয় জেলের বন্দীরা

পুনশ্চঃ এই পত্রটি লেখার সময় আমরা জানতে পারলাম যে, ভারত সরকার বাংলা সরকারের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছে।

এস, সি, বি
১৩-৮-২৫

৪১ক ॥ জানকীনাথ বসুর চিঠি

কটক
১৬-৮-২৫

কল্যাণীয়েষু সুভাষ,

২৫ জুলাইয়ে লেখা তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি, তুমি ভাল আছ জেনে খুশি হলাম। কটিবাতের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছি এখন, আমাকে নিয়ে একেবারেই উদ্বিগ্ন হবে না। প্রথমদিকে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধপত্র খেয়েছিলাম, পরে ছিলাম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়।

দেশের এ-প্রান্ত থেকে গরম প্রায় চলে গেছে এবং সেপ্টেম্বরে ভুবনেশ্বরে গরম থাকবে না—ওখানকার জলহাওয়া একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

কটক ছেড়ে ভুবনেশ্বরের পথে রওনা হব ২৬ আগষ্ট।

তোমার মায়ের শরীর খারাপ, তবে তেমন কিছু নয়।

কারখানায় এখনও কাজ শুরু হয়নি। সুরেশ কারখানা নিয়ে খুব খাটছে। অন্যান্যরা ভাল আছে। আশা করি তুমি ভাল আছ।

তোমার পরম শুভার্থী
জে· এন· বসু

৪২ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল ১৮-৮-২৫

প্রিয় মহাশয়,

আমি আপনার কাছে কলকাতা কর্পোরেশনের কয়েকটি ফাইল পাঠাচ্ছি, ফাইলগুলি কলকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারির কাছে পাঠাতে হবে। ঠিকানা—৫, কর্পোরেশন স্ট্রিট, কলকাতা। এগুলি সি আই টি দফতরের মাধ্যমে কিংবা সরাসরি পাঠানো যেতে পারে। যা ভাল বোঝেন করবেন। তবে অনুগ্রহ করে দেখবেন যাতে ফাইলগুলির প্যাকিং ভালভাবে হয়; কাগজপত্রগুলি মূল্যবান, এগুলি নষ্ট হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বিনীত
এস সি বসু

৪৩ ॥ ডি আই জি, সি আই ডি, বেঙ্গল সমীপে

মান্দালয় জেল
১৯-৮-২৫

প্রিয় মহাশয়,

আমি এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গত কারণেই একটা খাম পাঠাচ্ছি। খামের ভেতরের চিঠিটিতে তারিখ দেওয়া আছে ২৭-৭-২৫। ডাকবিভাগের ছাপ এবং আপনার স্বাক্ষরেও ওই একই তারিখ। চিঠিটি আপনি পাশ করার পরে অন্যান্য অফিসাররা এটি আর একবার পরীক্ষা করেন ১০-৮-২৫ তারিখে। কিন্তু চিঠিটি আমার হাতে এসে পৌঁছেছে গতকাল, অর্থাৎ ১৮-৮-২৫ তারিখে। ওই সঙ্গে ১০-৮-২৫ তারিখে লেখা একই ব্যক্তির আরও একটি চিঠি আছে। আপনি এই ঘটনাটির কারণ অনুসন্ধান করলে আমি বাধিত হব।

বিনীত
এস সি বসু

চিঠির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট : একটি খাম
এস সি বি

৪৪ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি
পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
২৪-৮-২৫
ডি আই জি, আই বি, সি আই ডি,
বেঙ্গল-এর পক্ষে

৩৮/১, এলগিন রোড
২২ আগস্ট, ২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ১ তারিখের চিঠিটি ১১ তারিখে পেয়েছি।

মিস্টার রামিয়া তোমাকে যে বইগুলি পাঠিয়েছেন, সেগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য আমি ভদ্রলোককে নির্দেশ দিয়েছি।

হ্যাঁ, মাসিক বসুমতির আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত রাখাল দাসের নিবন্ধটি আমি পড়েছি। নিবন্ধে বর্ণিত তথ্যগুলি ঠিক। রচনাটির সর্বত্র ব্যক্তিমানুষের স্পর্শ থাকার ফলে এটি বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

তোমাকে আমি বোধহয়, ইতিমধ্যেই লিখেছি যে, ২৯ মে কার্শিয়াঙে গিয়েছিলাম। সেখানে দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ২ জুন। মৃত্যুর তিনদিন আগে যাঁরা তাঁকে দেখেছে তাঁদের কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। সেদিন আমরা নানা বিষয় নিয়ে গল্প করেছিলাম। তুমি যদি কখনো তাঁর জীবনী লেখো আমি দেশবন্ধুর অন্তিম দিনগুলির অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্য তোমাকে সরবরাহ করতে পারব।

আমি 'নারায়ণ'-এর গ্রাহক ছিলাম সত্যি, কিন্তু সংখ্যাগুলি আমার খুব ভাল করে পড়া হয়নি। নারায়ণের সব সংখ্যা বাড়িতে আছে বলেও মনে হয় না। তুমি কি নারায়ণের প্রতিটি সংখ্যাই চাও ? বাবু গিরিজাশংকর রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার ইদানীং দেখা হয়নি। দেশবন্ধুর জীবনী লেখার কোনো ইচ্ছে তাঁর আছে কিনা জানি না।

শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় কিছুদিন আগে দেশবন্ধুর জীবনী রচনা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর এই মনোবাসনায় জনসাধারণ খুশি হয়েছে বলে মনে হয় না।

বুক কোম্পানি আমাকে জানিয়েছে যে, লর্ড রোনাল্ডসের গ্রন্থাবলী ডাকযোগে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের লেখা চিঠিটি এই সঙ্গে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি।

অসহযোগের ওপর লেখা আর্থার গ্রিফিথের বইটি কি তোমার কাছে আছে ? বইটি আমি লাইব্রেরিতে পাচ্ছি না।

তুমি এখন কেমন আছ ? হেমন্তকুমার সরকারের প্রশ্নের উত্তরে সরকার জানিয়েছে যে, তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পরে তোমার ১০ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে। যতদূর আমার মনে পড়ছে, তুমি মাসদুয়েক আগে আমাকে লিখেছিলে মান্দালয়ে আসার পরে তোমার ৬ পাউণ্ড ওজন কমেছে।

তোমার বৌদিদিকে লেখা চিঠিটা পড়তে বেশ উৎসাহ বোধ করছিলাম।

আমরা ভাল আছি। কবে কলকাতা ছাড়ব সে-ব্যাপারে এখনও কিছু মনস্থির করিনি।

শুভার্থী
শরৎ

৪৫ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
২৯-৮-২৫
রাত ন'টা

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ১৮ তারিখে লেখা চিঠিটা সবে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।

আমি একটি মামলার কাজে আজ ঢাকায় যাচ্ছি। আমি ওখানে তিনদিন থাকব, আশা করছি শুক্রবার সকালে ফিরে আসব। স্যার বিনোদ মিটার এবং সুধীর রায় আমার বিপক্ষে সওয়াল করবেন।

আমার যত দূর মনে পড়ছে, আলীপুরে থাকাকালীন তুমি আমাকে বলেছিলে, মোটর ভেয়িকলস্ ডিপার্টমেন্টের ওপর সন্তোষবাবুর প্রস্তুত করা রিপোর্টটি তোমার কাছে আছে। আমার অবশ্য ভুল হতে পারে।

কর্পোরেশন অফিসের মাধ্যমে একটি বইয়ের তালিকা তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে আমি রামিয়াকে নির্দেশ দিয়েছি।

তোমার পাঠানো বইয়ের তালিকাটি আমি বুক কোম্পানিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদের এ-কথাও জানিয়ে দিচ্ছি যে, বইগুলো যেন তিন কিস্তিতে পাঠানো হয়।

পুজোর পরে কার্শিয়াঙে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। বিকল্পে পূর্ববঙ্গে স্টিমার সফর।

আমরা ভাল আছি।

শুভার্থী
শরৎ

৪৬ ॥ সুপারিনটেনডেণ্ট,
মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল

৩-৯-২৫

প্রিয় মহাশয়,

মিস্টার পেন্‌ফোল্ড আমাদের সদ্য জানিয়েছেন যে, বাংলা সরকারের পক্ষে দুর্গাপূজার খাতে অতিরিক্ত অর্থসাহায্য করা সম্ভব নয়। এর ফলে একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, কেননা ওই উৎসবটি পালন করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আগামীকাল সকালে ডি সি এবং আপনার সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাই। সুতরাং আপনি যদি এই ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে ডিসি-কে অনুরোধ করেন, আমরা বাধিত হব। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিটি দিনই এখন আমাদের কাছে মূল্যবান।

বেসরকারি অতিথিদেরও যথা শীঘ্র আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিলে বাধিত হব।

আশা করি, ইতিমধ্যে প্রতিমা নির্মাণের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

বিনীত
এস সি বসু
(রাজ্যের বন্দী এবং রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

৪৭ ॥ ডি আই জি, আই বি, সি আই ডি (বেঙ্গল)
১৩, এলিসিয়াম রো, কলকাতা।

১২-৯-২৫

প্রিয় মহাশয়,

সুপারিনটেনডেন্ট সম্প্রতি আমাকে জানিয়েছেন যে, ২০ আগস্ট শ্রীযুক্ত এন সি কেলকার, এম এল এ-কে (পুনা) লেখা আমার চিঠিটি আপনি আটক করেছেন। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, আমি নাকি ওই চিঠিতে সরকারের কাজের সমালোচনা করেছি। এই ঘটনায় আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছি, কারণ আমার ধারণা, ওই চিঠিতে আমি আপত্তিকর কিছুই লিখিনি। যাইহোক, ওই চিঠিটি আমার কাছে ফেরত পাঠালে আমি তথাকথিত আপত্তিকর অংশ সংশোধনের অবকাশ পাব। সংশোধনের পরেও চিঠিটি যদি আপনার কাছে আবার আপত্তিকর ঠেকে, আপনি পুনরায় ওটি আটক করতে পারেন।

বিনীত
এস সি বসু

৪৮ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
১২-৯-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ২৭ আগস্টের চিঠিটি ৮ তারিখে পেয়েছি। তুমি হয়ত কাগজে পড়ে থাকবে যে, ঢাকার ওয়াকফ সম্পত্তি মামলার কাজে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। আমার বিপক্ষে ছিলেন স্যার বিনোদ। আমার মনে হয়, আমি ওখানে বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছি।

এ-মাসের আগে আমি আর কলকাতা ছাড়ছি না। তারপর কর্মসূত্রে বাইরে যেতে হবে। আমাদের গ্রাম কোদালিয়ায় দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরখা-কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনের কাজ শুরু করব আমি। বাবা-মা এখানে আসার অপেক্ষায় আছি। পুজোর সপ্তাহে কাজ শুরু করার ইচ্ছে আছে।

আমি জানি, তুমি চাও না আমার ছুটিটা আমি এখানে নষ্ট করি। কিন্তু আমি ভরসা দিচ্ছি, আমার শরীর এ-বছর খুবই ভাল যাচ্ছে। পাহাড়ে যদি দিন-চল্লিশেক কাটাতে পারি, তাহলেই যথেষ্ট।

মান্দালয়ে যাবার পরে তুমি তোমার শরীরের ওজন ইত্যাদি জানিয়েছ বলে আমি খুব খুশি। এগুলি পাওয়ার ফলে আমি সরকারি বক্তব্যের বিরোধিতা করতে পারব।

হ্যাঁ, তোমার বইয়ের তালিকাটি আমি বুক কোম্পানির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। মনে হয়, ওরা তোমাকে বইপত্র পাঠাতেও শুরু করে দিয়েছে।

তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমি আগামী সোমবার তোমার জেল-সুপারিনটেনডেন্টের কাছে ৩০০ টাকা মানিঅর্ডার করব।

রোনাল্ডসের বইগুলি পড়া হয়ে গেলে ওগুলি তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারো, অবশ্য পাঠাতে যদি কোনো অসুবিধে না হয়। বইগুলি আমি পড়তে চাই। আর্থার গ্রিফিথের 'হাঙ্গারির পুনরভ্যুত্থান' বইটি কি তোমার কাছে আছে?

আমরা ভাল আছি। আশা করি তুমি কুশলে আছ। ভালবাসা নিও।

শুভার্থী
শরৎ

৪৯ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয় জেল
২১-৯-২৫

প্রিয় মহাশয়,

রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচনের বিধিসম্বলিত একটি পুস্তিকা আপনি যদি আমার জন্য মান্দালয়ে ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন, বাধিত হব।

বিনীত
এস সি বসু

৫০ ॥ মিস্টার পেনফোল্ডকে লেখা চিঠি

মান্দালয় জেল
২১-৯-২৫

মিস্টার পেন্‌ফোল্ড,

বর্মার মহামান্য রাজ্যপালকে দেবার জন্য একটা স্মারকপত্র পাঠালাম। আমার খাতায় এই চিঠির একটি নকল আছে। আপনি যদি আজ এটা পাঠিয়ে দেন, আপনার অফিস-রেকর্ডের চিঠির একটা নকল আমি করে দিতে পারি।

এস সি বসু

৫১ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয় জেল
২১-৯-২৫

প্রিয় মহাশয়,

আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের পক্ষ থেকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ডেপুটি কমিশনার, বর্মার ম্যাজিস্ট্রেট এবং বর্মার অন্যান্য বে-সরকারি অতিথিদের আগামী শুক্রবার বিকেল সাড়ে-চারটেয় চা-চক্রে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান, বাধিত হব। আমাদের আমন্ত্রিতদের তালিকায় অবশ্যই আপনি আছেন, আশা করি আপনি আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন।

বে-সরকারি অতিথিদের অন্যতম শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র জাভেরি একটু গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ, তিনি এই অনুষ্ঠানে হয়ত খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন না। সুতরাং বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে তাঁকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আপনি আমন্ত্রণপত্রে আমাদের পক্ষ থেকে এই অনুরোধও জানাবেন, যদি আমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউ-কেউ পূজার অন্যান্য দিনে, অর্থাৎ ২৪—২৭-এর মধ্যে আসতে চান, আমরা তাঁদেরও সাদরে গ্রহণ করব। আমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউ-কেউ, যেমন মিস্টার জাভেরি, হয়ত পূজানুষ্ঠান দেখার ব্যাপারে আগ্রহী।

বিনীত
এস সি বোস
(রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষ থেকে)

৫২ ॥ চিফ জেলার সমীপে

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
২৬-৯-২৫

স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ সম্পর্কিত রচনাবলীটি অনুগ্রহ করে সুপারিনটেনডেন্টের কাছে পৌঁছে দেবেন।

এস সি বসু

৫৩ ॥ দিলীপকুমার রায়ের লেখা চিঠি।

বারাণসী
২৭/৯/২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার শেষদুটি চিঠির উত্তর আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। শেষ চিঠিটি কয়েকদিন আগে পেয়েছি ভাগলপুরে, ওখানে আমি গতকাল পর্যন্ত আমার এক কাকার বাড়িতে ছিলাম।

তোমার তেজোদীপ্ত ও সুরচিত চিঠিগুলি আমাদের যে কী পরিমাণে উদ্দীপ্ত করে, তুমি তা ধারণাও করতে পারবে না। আমাদের আগামীকালের প্রিয়তম নেতা হিসেবে তোমার দিকে আমরা আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে আছি। না, আমার মন্তব্য শুনে তির্যক ভঙ্গিতে হেসো না। তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাকে তোমার সহজাত বিনয়ের সাহায্যে উড়িয়েও দিও না। হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক, আমাদের এই প্রজন্ম তোমার প্রতি বিশ্বাসে অবিচল ; তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাদের অদূর ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে। চতুর্দিকের অপরিসীম হতাশার মধ্যে তোমার অনুগত বন্ধুরা তোমার কাছে অনেককিছু প্রত্যাশা করে, অবশ্য এ-কথায় তুমি খুশি হবে কি না জানি না। কেননা এই প্রত্যাশাকে তুমি হয়ত শুধুমাত্র বন্ধুত্বের পক্ষপাতমূলক আচরণ হিসেবে ভেবে নেবে। অবশ্য, এ-কথা তুমি মনে করলেও আমি বলব, তোমার প্রতি আস্থা ও অনুরাগ আমাদের নৈরাশ্য দূর করতে সাহায্য করে। আমাদের এই বিশ্বাসটি অকৃত্রিম, সুতরাং তোমাকে প্রশংসা করা অকারণ নয়।

আমাদের প্রিয়তম নেতার আকস্মিক প্রয়াণে তুমি কতখানি শোকাহত হয়েছ, আমি অনুমান করতে পারি। আমাদের চাইতে তুমি তাঁকে অনেক বেশি জেনেছ। গত মার্চে পাটনায় তাঁকে কিছুটা অন্তরঙ্গভাবে জানার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ওখানে তাঁর ভাই বিচারপতি পি, আর, দাসের বাড়িতে ছিলেন তিনি। তাঁর চরিত্রের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। তুমি হয়ত জানো যে, একজন মানুষের বহিরঙ্গের বদলে তাঁর চরিত্রের অন্তরঙ্গ দিকটির প্রতি আমি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। একটি মহৎ ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তি বেশ বড় হতে পারে, তাঁর দেশবাসীর কাছে এর তাৎপর্য হয়ত আরও বড় (যদিও এটা বিতর্কের বিষয়), কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বের নির্যাস পাওয়া যায় তাঁর অন্তরঙ্গ চেহারায়—মানুষটি এখানে একেবারেই নিখাদ। অন্তরঙ্গ এই মানুষটির সান্নিধ্যে এসে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার সেই অভিজ্ঞতা অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমার স্মৃতিভাণ্ডার এই ব্যক্তিত্বের সৌরভে আমোদিত হয়ে আছে। তিনি আমাকে দার্জিলিঙে তাঁর সঙ্গে থাকার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তার ফলে আমি অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত থেকে গেলাম, একে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যায়! তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল, ওই ব্যক্তিত্ব একজন 'পরদেশীকেও' 'স্বদেশী' করে তুলত, পথের লোককেও আপন করত। এই ব্যাপারে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে তাঁর বেশ মিল আছে।

আমার বইয়ের প্রথম নিবন্ধটি রচনা করেছি, বিষয় রোমাঁ রোলাঁ। রাসেল এবং অরবিন্দের ওপর নিবন্ধ রচনার কাজ চলছে এখন। 'আর্য' থেকে অরবিন্দের দার্শনিক রচনাগুলি পাঠ করছি। পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে এ-পর্যন্ত যে-কজন মৌলিক দার্শনিক ও গঠনমূলক কর্মে বিশ্বাসী চিন্তাবিদকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, আমার বিচারে অরবিন্দ তাঁদের একজন। এই তত্ত্বটি আমার নিবন্ধের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হবে। দর্শনের জন্য তিনি রাজনীতি ছেড়েছেন—এই ঘটনাটি তোমাকে হয়ত আহত করেছে। ঘটনাটি একদা আমাকেও বেদনাহত করেছিল। কিন্তু এখন আমি ধর্মীয় বা দার্শনিক কার্যক্রমের প্রতি সংশয়বাদের যাথার্থ্যকে ঘোরতরভাবে সন্দেহ করছি। বিষয়টি বেশ বড়, নিকট ভবিষ্যতে একদিন আমরা এটি নিয়ে আলোচনায় বসতে পারি। তোমাকে জানি বলেই তাঁর সম্পর্কে তোমার ধারণা সম্পর্কেও আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এ-বিষয়ে আমি নিঃসংশয় যে, একটি দেশ বা জাতি যতই অধঃপতিত হোক না কেন (প্রশ্নাতীতভাবে আমরাও অধঃপতিত), কিছু সাধক বা ভক্তের অবশ্যই সন্ধান পাওয়া যাবে, যাঁরা মানব-সভ্যতার মন্দিরে জ্ঞান এবং সংস্কৃতির দীপ অনির্বাণ রাখার জন্য জীবন পণ করেছেন। যে-সময় সমগ্র জাতি লাঞ্ছিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, ঠিক সেই সময় এই আত্মকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডকে (?) উপযোগবাদী অথবা বস্তুবাদী লোকেরা হয়ত অভিশাপ দেবে।

কিন্তু যে প্রয়োজন সাধনের জন্য আমরা এসেছি, সেই প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে নিছক দেশোন্নতি করার সদিচ্ছা শেষ পর্যন্ত কত দূর কার্যকর হবে, সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। বিখ্যাত ড্যানিশ সমালোচক রদনের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার—যখন সব কথা ও কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অবদান ও উচ্চকোটির সাংস্কৃতিক সম্পদের অধিকারী হবে কোনো সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী নয়, সমগ্র মানবজাতি। আমরা যদি বোধশক্তির সাহায্যে পরমবস্তু আহরণ করতে না পারি, প্রকৃত অর্থে যদি আমাদের আত্মিক উন্নয়ন না হয়, আমরা আমাদের দেশ তথা সমগ্র মানবজাতির প্রতি আমাদের পবিত্র ঋণ পরিশোধ করতে পারব না। (মনে হয়, আমি বড়-বড় কথা বলছি না।) রোমাঁ রোলাঁও ঠিক একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের প্রথম কাজ হবে মহৎ হওয়া, তারপর পৃথিবীর অন্যান্য মহৎকর্মের সমর্থনে এগিয়ে আসা।" আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তুমি হয়ত এই আদর্শের মধ্যে পরার্থবাদের চাইতে অহংবাদের প্রকাশ দেখবে বেশি করে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আজ হোক আর কাল হোক, তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে। যাইহোক, এ প্রসঙ্গ এখন থাক।

যদ্দূর মনে পড়ছে, 'স্মোক' তোমাকে পাঠানো হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত। ও নিয়ে অবশ্য ভেবো না। রাসেলের 'প্রসপেক্টস অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন' বইটা ফেরত পেয়েছি। তাঁর 'ফ্রি থট অ্যাণ্ড অফিসিয়াল প্রপাগাণ্ডা' এবং 'আইকেরাস অন দ্য ফিউচার অব সায়ান্স' বইদুটি কি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারবে ? রাসেলের ওপর নিবন্ধ রচনার কাজে বইদুটির প্রয়োজন হবে আমার।

বাবার বইগুলি তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি দিচ্ছি। মনে হয়, আমার চিঠি পাওয়ার এক পক্ষকালের মধ্যে বইগুলি তুমি পেয়ে যাবে।

কয়েকদিন আগে আমি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কাছ থেকে একটি দীর্ঘ চিঠি পেয়েছি। ঐ চিঠিতে তিনি আমাদের দেশে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। আমি চেষ্টা করব যাতে কলকাতা সেনেট তাঁকে তিন বছরের মেয়াদে সবেতন উপাচার্যের পদ গ্রহণ করার জন্য ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানায়। এই প্রস্তাবে অবশ্য তাঁরা রাজি হবেন কি না আমার সংশয় আছে।

সম্প্রতি একজন যোগীর সাক্ষাৎ পেয়ে খুব আকৃষ্ট হয়েছি। তাঁর সম্পর্কে অবশ্য এ-চিঠিতে বিশেষ কিছুই লিখছি না। শুধু এই পর্যন্ত বলতে পারি, তিনি একজন আশ্চর্য মানুষ, তাঁর দিব্যদৃষ্টি ও গভীর জ্ঞান আছে। তাঁর ক্ষমতা প্রায় অলৌকিক। অরবিন্দ যে কাজ করছেন, সেই কাজের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা।

এই চিঠিটা তুমি পেলে কি না তাড়াতাড়ি জানাবে।

তুলসীর বাড়িতে কয়েকদিনের জন্যে আছি। খুব হৈ-চৈ হচ্ছে এখন। গান-বাজনাও হচ্ছে প্রচুর। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে দারুণ হত ! তোমারও বেশ ভাল লাগত।

মাসখানেকের জন্যে রাজপুতানায় বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। শুনেছি সেখানে বেশ কয়েকজন গুণী সঙ্গীতজ্ঞ আছেন। আমার গান-বাজনার চর্চা মন্দ চলছে না। মাঝেমধ্যে ক্ষিতীশের সঙ্গে দেখা হয়। ও কর্পোরেশনের জন্য খুব খাটছে। ওর কাছেই শুনলাম, কর্পোরেশন তোমার অভাব অনুভব করছে প্রতি মুহূর্তে।

তোমার উষ্ণ সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছি, তুমি আমাদের চেয়ে সর্বঅর্থে শ্রেষ্ঠ।

এখনকার মতো থামছি। আমার উষ্ণ ভালবাসা ও বিজয়ার আলিঙ্গন নিও। আমার হৃদয় এখন পাখায় ভর করে তোমার দিকে উড়ে চলেছে।

প্রীত্যর্থী
দিলীপকুমার রায়

৫৪ ॥ দিলীপকুমার রায়ের চিঠি

বারাণসী
৩০-৯-২৫

প্রিয় সুভাষ,

পরশুদিন আমি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, সঠিক কোষ্ঠী পেলে তিনি নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। বলা বাহুল্য এ-কথা আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু পরশুদিন ভৃগু সংহিতার সাহায্যে তিনি তোমার সম্পর্কে যে-সব কথা বললেন সেগুলি শুনে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। ভৃগু সংহিতার কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। এবার বলছি কী ঘটেছিল। সেটা জানাবার জন্যেই এ-চিঠি, না হলে মাত্র দিন-তিনেক আগে তোমাকে একটা সুদীর্ঘ চিঠি পাঠাবার পরে এখন আবার চিঠি লিখতে বসতাম না।

আমি আমার দুজন বন্ধুর সঙ্গে জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে তোমার কুণ্ডলী বা রাশিচক্র দেখালাম, এটি আমি তোমার এক বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তোমার নাম বলেছিলাম এস বসু। তোমার সম্পর্কে আর কিছুই জানাইনি জ্যোতিষীকে, তিনি নিজেও তোমার পরিচয় জানতেন না, মন্তব্যগুলি যথার্থ প্রমাণিত হওয়ার আগে তোমার আসল পরিচয় সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দিইনি আমি। শ্লোক আউড়ে তিনি তোমার সাধারণ প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে চিত্র দিয়েছেন, সেটি আমি একটি কাগজে টুকে নিয়েছি, প্রায় ত্রিশটি পয়েন্ট। মনে হয়, এগুলি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তিনি তোমার সম্পর্কে জানিয়েছেন।

(১) গৌরবর্ণ, (২) মোটামুটি ভাল স্বাস্থ্য, (৩) সুদর্শন, (৪) ইউরোপীয় বিদ্যা এবং ইংরেজিতে সুপণ্ডিত, (৫) ইউরোপ সফর করেছেন একবার, (৬) সরকারি চাকরির উচ্চপদ পেয়েছিলেন, (৭) কঠিন পরীক্ষায় পাশ করেছেন, (৮) ভাল ছাত্র এবং আমাদের ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, (৯) অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ, (১০) বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ করেন না, (১১) একটি বা দুটি ভ্রাতার মৃত্যু হবে, (১২) ২৮ বছর বয়স পূর্ণ হবার পরে সুন্দরী ও বিদুষী মহিলার সঙ্গে বিবাহ হবে, (১৩) ৩০ বা ৩২ বছর বয়সে পুত্রসন্তান লাভ করবেন, (১৪) দেশ-বিদেশে যশোলাভ (দেশ-দেশান্তরে কীর্তি), (১৫) পুনরায় ইউরোপ-সফর, (১৬) সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্রের জন্য বিখ্যাত, (১৭) পিতা একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, (১৮) অত্যন্ত দানশীল প্রকৃতি, (১৯) তপশ্চর্যাপূর্ণ জীবন, (২০) পরমায়ু ৭০—৭১ বয়স পর্যন্ত, (২১) ধর্মপ্রাণ এবং সৎ, (২২) অবৈধ প্রণয়ে আগ্রহী নন, (২৩) ২৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে ঘোরতর মানসিক সংকটে পড়বেন, (২৪) ২৯ বছর বয়সে মুক্তি পাবেন, (২৫) ২৯ থেকে ৩২ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ হবে, (২৬) সমৃদ্ধির জীবন শুরু হবে ৩১ বছর বয়সে, (২৭) ২৭ থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত বন্দীজীবন, (২৯) দয়ালু প্রকৃতির।

তোমার চরিত্র সম্পর্কে তিনি যে চিত্রটি তৈরি করেছেন সেটি বিস্ময়কর ভাবে সত্য। অন্তত আমার মতে তাই।

চিঠি এখন আর বড় করছি না।

কাল আগ্রার পথে রওনা হচ্ছি, তারপর রাজপুতানায় যাব। তুমি আমাকে কলকাতার ঠিকানায় চিঠি দিও :— ৩৪ থিয়েটার রোড।

আমার ভালবাসা নিও।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
দিলীপ

৫৫ ॥ মিস্টার পেন্‌ফোল্ডকে লেখা চিঠি

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
২-১০-২৫

বাংলার বন্দী বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের পক্ষ থেকে এই চিঠির সঙ্গে একটি আবেদনপত্র পাঠাচ্ছি। আবেদনপত্রটি সংশ্লিষ্ট সমনের সঙ্গে নির্দিষ্ট আদালতে অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন।

এই সঙ্গে ঐ আদালতে ১৭ টাকা মানি অর্ডার করে পাঠাবেন, মানি অর্ডারের সঙ্গে মামলার

নম্বর ও বন্দীর নামও উল্লেখ করবেন। মানি অর্ডারের টাকা এবং কমিশন অফিসে গচ্ছিত আমার টাকা থেকে যেন নিয়ে নেওয়া হয়। এই ব্যাপারে সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতি নেওয়া আছে আমার।

এস· সি বসু

৫৬ ॥ চিফ জেলারকে লেখা চিঠি

মান্দালয় জেল
৫-১০-২৫

চিফ জেলার,

আমি ভেবেছিলাম আপনি এ-কথা জানেন যে, একজন আত্মপক্ষ সমর্থক বিচারাধীন মামলায় দাখিল করার জন্যে আদালতে যে-কোনো বিবৃতি পাঠাতে পারেন। আপনি যদি সেই বিবৃতিতে হস্তক্ষেপ করেন, সেটি আপনি আপনার নিজের দায়িত্বেই করবেন। লিখিত বিবৃতিটি গোপনীয়। আদালতের কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা যায় না।

বিজয় ঘোষ-সংক্রান্ত কাগজপত্র আমি অফিসে পাঠিয়েছি ২ তারিখে। আজ ৫ অক্টোবর, কিন্তু কাগজপত্রগুলি এখনও যথাস্থানে পাঠানো হয়নি। ইতিমধ্যে আমি জেলারকে তিনবার তাগাদা দিয়েছি (দুবার লিখিতভাবে, একবার মুখে)। যদি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং টাকাপয়সা যথাসময়ে আদালতে না পৌঁছয়, এবং তার ফলে যদি এক্সপার্টি ডিক্রি দেওয়া হয়—ক্ষতিপূরণ কে দেবে ?

এস সি বসু

৫৭ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

গিধ্‌ধাপাহাড়
কার্শিয়াং, ৬-১০-২৫

প্রিয় সুভাষ,

আমরা এখানে ১ তারিখে পৌঁছেছি। বাবা কটকে ফিরে গেছেন। গতকাল তাঁর আদালত খুলে গেছে। মা এখন কলকাতায় আছেন, ডলিকে আশা করছি, অরুণার বিয়ের কথাবার্তাও চলছে।

রিসিভারের আবেদনপত্রের বিরোধিতা করার জন্যে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। স্যার বি সি মিটার এবং সুধীর রায় আমার বিপক্ষে ছিলেন। তুমি শুনে খুশি হবে যে আমি সফল হয়েছি। মামলার শুনানির সময় মক্কেলরা আবার আমাকে নিয়ে যাবেন কি না জানি না। সে-সব অবশ্য অনেক পরের ব্যাপার।

আমি সূর্যোদয় দেখার জন্যে পরশুদিন টাইগার হিলে গিয়েছিলাম। অসামান্য দৃশ্য। আমি রাত আড়াইটের সময় কার্শিয়াং থেকে মোটরে রওনা হয়েছিলাম, ঘুমে পৌঁছলাম ভোর প্রায় চারটের সময়। ঘুম থেকে আমি ঘোড়ায় গিয়েছিলাম। রাজ্যপালও সূর্যোদয় দেখতে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোককে আমি আগে কখনো দেখিনি। ভদ্রলোককে যে এত বাজে দেখতে আমার ধারণা ছিল না। ওঁর কাজকর্ম যে মূর্খামিতে ভরা হবে এটা আর কী এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার !

হ্যাঁ, পূজার সপ্তাহে আমরা কোদালিয়ায় গিয়েছিলাম। আমাদের চিকিৎসা-কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে, এবং শুনেছি আমাদের নিযুক্ত চিকিৎসক বেশ ভাল কাজ করছেন। চিকিৎসা-কেন্দ্রটি সফল হলে গ্রাম উন্নয়নের কাজে আমরা আরও অনেক দূর অগ্রসর হব।

দাদা এবং বৌদিদি ছুটির বাকি অংশটা কটক, পুরী এবং ভুবনেশ্বরে কাটাবেন। ন'মামাবাবু এখন কলকাতায়। তিনি বাগবাজারে একটি বাড়ি নিয়েছেন। ন'মামাবাবুর শরীর-স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না।

হ্যাঁ, বড়মামাবাবু তাঁর ওয়ার্ড হেল্‌থ অ্যাসোসিয়েশনের একজন উৎসাহী সেক্রেটারি হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করেছেন।

কাঞ্চী এখন ৩৮/২-এ আছে। ওর সার্জারি এখন ধর্মতলা ক্রসিংয়ের খুব কাছে ওয়েলেসলি স্ট্রিটের একটি বাড়ির দোতলায়। বাড়িটি কোথায় তুমি আন্দাজ করতে পারবে। এই দ্বিতল

বাড়িটি আগে রিট্‌জ বোর্ডিং বা রিট্‌জ হোটেলের দখলে ছিল।

টি· এম· ও· করে তোমাকে যে ২০০ টাকা পাঠিয়েছিলাম সেটা তুমি পেয়েছ আশা করি। টি· এম· ও-র রসিদ দেখে জানতে পারলাম ওই টাকা তোমাদের চিফ জেলারের হাতে পৌঁছেছে ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে। আমাদের ˚বিজয়ার আশিস ও শুভেচ্ছা নিও।

শুভার্থী

শরৎ

(শরৎচন্দ্র বসু)

৫৮ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

গিধ্‌ধাপাহাড়

কার্শিয়াং, ৮-১০-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা চিঠিটি গতকাল পেয়েছি। আমাদের গ্রাম-উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কোদালিয়ার মানুষজন বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে। যে সমিতিটি গঠন করা হয়েছে তার সদস্য হলেন বাবু কালীচরণ ঘোষ এবং বাবু মণীন্দ্র এন ঘোষ। কালীচরণ একজন সক্রিয় সদস্য, এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কাজকর্ম এখনও আমরা শুরু করিনি, চিকিৎসা কেন্দ্রটি পুরোপুরি চালু হওয়ার পরে ওই প্রকল্পে হাত দেব। কলকাতা থেকে পাঠানো আমার শেষ চিঠিটির সঙ্গে খবরের কাগজের একটি কাটিং পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে, ওই রিপোর্টটি পড়ে তুমি নিশ্চয়ই কাজকর্মের হদিশ পেয়েছ কিছুটা।

তোমার ওখানে দুর্গোৎসব পালন করেছ জেনে আমরা খুব খুশি হয়েছি। পুরোহিতের কাজ কে করেছিলেন ?

তুমি এবং তোমার মান্দালয়ের সহবন্দীদের জন্য ন'টি ধুতি ও ন'টি চাদরের একটি পার্সেল পাঠিয়েছিলাম। আশা করি বিজয়ার দিন কিংবা তার আগেই সেটি তোমার কাছে পৌঁছেছে।

গুজব উঠেছে তুমি খুব শিগ্‌গিরই এখানে ফিরে আসছ, কিন্তু তোমার মেজবৌদিদি ওই গুজবে কান দিতে চাইছেন না।

এখন পর্যন্ত যামিনী কবিরাজ শ্যামাদাসের চাইতে বেশি সফল, এটি আমার কাছে দুঃখের ঘটনা। আমি শ্যামাদাসকে সাহায্য করার চেষ্টা করে অংশত সফল হয়েছিলাম, কিন্তু আমি কোনো উপলক্ষে অনুপস্থিত থাকলেই ঘটনাবলী তার বিরুদ্ধে চলে যায়। দেশবন্ধুর পরিকল্পনা অনুসারে একটি ভাল আয়ুর্বেদিক কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব।

আমি এখানে নবেম্বরের ৬-৭ তারিখ পর্যন্ত থাকব। 'ফরোয়ার্ডের' দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উৎসবে যোগ দেবার জন্য এ-মাসে একদিনের জন্য নীচে নামব।

ফরোয়ার্ডের কপি তোমাকে পাঠাবার অনুমতি চেয়ে গত মাসের ১৮ তারিখে গ্লাডিংকে চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো উত্তর পাইনি।

আশা করি তোমরা কুশলে আছ। আমরা ভাল আছি।

সামনের শীতের জন্য তোমার কী-কী জামাকাপড় লাগবে জানিও।

শুভার্থী

শরৎ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

৫৯ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

গিধ্‌ধাপাহাড়
কার্শিয়াং, ৯-১০-২৫

চিঠি পেয়েছি
২০-১০-২৫
উত্তর দিয়েছি
২৩-১০-২৫
এস· সি· বি
প্রিয় সুভাষ,

গত চিঠিতে উল্লেখিত বিষয়ের কাটিং পাঠাচ্ছি।

চিকিৎসক এই মাসের ১ তারিখে কাজ শুরু করেছেন। সেজজ্যাঠামশাই এবং বাবা সেদিন কোদালিয়ায় গিয়েছিলেন। বাবা লিখেছিলেন যে, ডাক্তারবাবু ভালই কাজ করছেন। আশা করি, ডাক্তারের উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়বে না।

আজ আর কিছু লিখছি না। আশা করি তুমি ভাল আছ।

শুভার্থী
শরৎ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সংযুক্ত : খবরের কাগজের কাটিং

কোদালিয়া কেন্দ্র
২৪ পরগনা

পল্লী সংস্কার

মহাষ্টমীতে (২৫ সেপ্টেম্বর) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুর কোদালিয়স্থ বাসভবনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'মা ও দেশ'-শীর্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চিত্রাবলীর সাহায্যে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে একটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী উমাচরণ ঘোষ, জানকীনাথ বসু (সভাপতি, পল্লীসংস্কার সমিতি), সুরেন্দ্রনাথ শীল (সমিতির সেক্রেটারি এবং কোষাধ্যক্ষ) কালীচরণ ঘোষ (সহ-সম্পাদক), তারাপ্রসন্ন বসু (সহকারী কোষাধ্যক্ষ), অমূল্যকুমার নন্দী, বঙ্কিমচন্দ্র রায়চৌধুরী, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত মেডিক্যাল অফিসার), বি· এন· দত্ত (ফরোয়ার্ড),এইচ·সি· সিন্‌হা (ফরোয়ার্ড), প্রিয়নাথ বসু, সতীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ জন ভদ্রলোক এবং ২০০ জন ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশও ছিল এই সভায়।

দশমীর দিন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুর গৃহে একটি চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। চিকিৎসাকেন্দ্রটির নাম দেওয়া হয়েছে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুর মাতা স্বর্গতা কামিনী দাসীর নামে। কোদালিয়ার একজন বয়স্ক বাসিন্দা শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পল্লী সংস্কার সমিতির সেক্রেটারি এবং কোষাধ্যক্ষ সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমিতি ও চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় জানান, কোদালিয়াবাসী এবং সংলগ্ন হরিণাভি, মালঞ্চ, মহীনগর এবং চিংড়িপোতা গ্রামের মানুষদের কাছে তাঁদের কী প্রত্যাশা।

মেসার্স বটকৃষ্ট পাল অ্যাণ্ড কোং চিকিৎসাকেন্দ্রের জন্য ওষুধপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়মূল্যে সরবরাহ করেছেন।

ডাঃ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় কার্যভার গ্রহণ করবেন ১৯২৫ সালের ১ অক্টোবর।

আশা করা যায়, এই চিকিৎসাকেন্দ্রটি অদূর ভবিষ্যতে গ্রামের একটি আদর্শ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হবে।

৫৯ক ॥ জানকীনাথ বসুর চিঠি

কটক

১৩-১০-২৫

কল্যাণীয়েষু সুভাষ,

তোমার ৫ ও ২৫ তারিখে লেখা চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি, তোমার শরীর ভাল আছে জেনে খুশি হলাম।

তুমি আমার এবং তোমার মায়ের ঁবিজয়ার আশীর্বাদ নিও।

কোদালিয়ায় দুর্গাপূজা ভালভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে, কোনও কাজে কোনওরকম বিঘ্ন হয়নি।

ওখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে, চিকিৎসালয়ের ভার নিয়েছেন বালীর কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম· বি·। এ-ব্যাপারে ওখানকার সবাই খুব উৎসাহ নিচ্ছেন।

আমাদের কটকের বাড়িতে দুর্গাপূজা ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে, সুরেশ পূজার ব্যাপারে খুব উদ্যোগী ছিল।

ডলি, ছেলেমেয়েরা সরলার সঙ্গে গোরক্ষপুর থেকে কলকাতা এসেছে।

সতীশ এবং বৌমা অল্প কয়েকদিনের জন্যে ওয়ালটেয়ারে গেছে।

কটিবাতের হাত থেকে এখন মুক্তি পেয়েছি, তোমার মা এখন কলকাতায়, তিনি ভাল আছেন। আমি ১৫ তারিখে কলকাতা ছাড়ছি।

তোমরা মান্দালয় জেলে দুর্গোৎসব করেছ জেনে খুশি হলাম। বিভিন্ন খবরের কাগজে এই উৎসবের রিপোর্ট আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছি।

ভুবনেশ্বরে আমরা বেশিদিন ছিলাম না। আমাদের সবাই কলকাতায় এসেছে ২১ সেপ্টেম্বর, আমি এসেছি ৩ অক্টোবর।

কলকাতা এবং কার্শিয়াংয়ের সবাই ভাল আছে।

তোমার কুশল কামনা করি। আমার আশীর্বাদ নিও।

তোমার পরম শুভার্থী

জে· এন· বসু

৬০ ॥ চিফ সেক্রেটারি,

বর্মা সরকার

মান্দালয় জেল

১৪-১০-২৫

প্রিয় মহাশয়

কিছুদিন আগে আমাদের পোশাকবাবদ ভাতার প্রশ্ন তুলেছিলাম আপনার কাছে। কিন্তু এই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো জবাব পাইনি। শীত এসে গেল প্রায়, সুতরাং অবিলম্বে প্রয়োজনীয় গরম পোশাক পাওয়া প্রয়োজন আমাদের। বিছানা এবং পোশাকবাবদ সারা বছরের জন্য মাত্র ২২৫ টাকার ভাতা পর্যাপ্ত নয়। এই পরিস্থিতিতে ভাতার পরিমাণ বাড়াবার সংবাদ না পেলে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় গরম পোশাক কেনা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং এই বিষয়ে আপনার মতামত সত্বর জানতে পারলে বাধিত হব।

বিনীত

এস· সি· বসু এবং এস· সি· মিত্র

(রাজ্যের বন্দীদের পক্ষ থেকে)

৬১ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট

মান্দালয় জেল

১৪-১০-২৫

প্রিয় মহাশয়,

আপনি যদি বর্মার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স-এর নিকট থেকে ১৯২৪ সালের বেঙ্গল জেল অ্যাডমিনিসট্রেটিভ রিপোর্টের একখানি কপি এবং জেল কমিশনের রিপোর্টের

একখানি কপি আমার জন্য সংগ্রহ করে দেন বাধিত হব।

বিনীত
এস· সি· বসু

৬২ ॥ পোস্ট-মাস্টার জেনারেল
বিহার ও উড়িষ্যা

মান্দালয় জেল
১৪-১০-২৫

প্রিয় মহাশয়,

আমি এই সঙ্গে একটি চিঠির খাম পাঠাচ্ছি, খামের ওপরের শিলমোহর খাম পাঠাবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করবে। চিঠিটি পুরী থেকে লেখা হয়েছে এবং সেখান থেকেই ডাকে ফেলা হয়েছে। খামের শিলমোহর তার প্রমাণ। খামে কলকাতার ঠিকানা লেখা, কিন্তু কটকের শিলমোহর খামের ওপর এল কী ভাবে ? চিঠিটি কটকে আটকানো হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে, এবং তার ফলে চিঠি বিলিতে দেরি হয়েছে বেশ। এই ব্যাপারে আপনি অনুসন্ধান চালালে বাধিত হব।

বিনীত
এস· সি· বসু

৬৩ ॥ বঙ্গদেশ সরকারের রাজনৈতিক দফতরে ভারপ্রাপ্ত মাননীয় সদস্যের প্রতি

মান্দালয় জেল
১৪-১০-২৫

প্রিয় মহাশয়,

শ্রীযুক্ত এন· সি· কেলকার, এম· এল· এ-কে ২০-৮-'২৫ তারিখে যে চিঠিটি লিখেছিলাম সেই চিঠিটি আই· বি· বেঙ্গল, ডি· আই· জি, পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। অভিযোগ, ওই চিঠিতে নাকি সরকারি কার্যকলাপের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়েছে। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে আমি ডি· আই· জি-কে অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিলাম, চিঠিটি যেন আমার কাছে ফেরত পাঠানো হয়। পাঠালে আমি চিঠিটি খুঁটিয়ে পড়ে 'আপত্তিকর' অংশ বাদ দেবার সুযোগ পাব। এর উত্তরে আমাকে জানানো হল, আই· বি· সি· আই· ডি-র বাজেয়াপ্ত করা চিঠি পত্রলেখককে ফেরত পাঠানো হয় না। এই প্রসঙ্গে এ-কথাও লেখা আছে, মিঃ কেলকারকে লেখা চিঠিটি কেন আপত্তিকর—সে-কথা পূর্বেই জানানো হয়েছে। এই সূত্রে আমি আমার বক্তব্য আপনাকে জানাচ্ছি।

১। আমি যতদূর জানি, আমার ওই চিঠিতে আপত্তিকর কিছু ছিল না ; সুতরাং এই বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মত জানবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

২। আমার চিঠি এই প্রথম নয়, এর আগেও বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সুতরাং রাজ্যের বন্দী এবং রাজবন্দীদের সুবিধার্থে আপনাকে আমি এই অনুরোধ জানাচ্ছি যে, রাজনৈতিক দফতর যেন 'আপত্তিকর' শব্দটির একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। আমাকে জানানো হয়নি মিঃ কেলকারকে লেখা আমার চিঠির কোন্ অংশ আপত্তিকর বিবেচিত হয়েছে। আমাকে শুধু এইটুকু জানানো হয়েছে, আমার চিঠিতে সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা ছিল। সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা একটি অস্পষ্ট ব্যাখ্যা, আর এটি ব্যাপকতর অর্থে ধরলে চিঠিপত্র লেখাই তো অসম্ভব হয়ে পড়বে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, রাজ্যের কোনো বন্দী অথবা কোনো রাজবন্দী যদি লেখেন, তাঁর শরীর টিকছে না অথবা কোনো বিশেষ এলাকার জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়—এই কথাগুলি সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা হিসেবে ধরা যেতে পারে।

৩। বাজেয়াপ্ত চিঠিগুলি পত্রলেখককে কেন ফেরত পাঠানো হয় না, বিশেষ করে যখন ফেরত পাঠাবার অনুরোধ জানানো হয়! রাজ্যের বন্দী বা রাজবন্দীদের লেখা চিঠিগুলির মালিক সরকার নয়, এবং এ-বিষয়ে আমি জ্ঞাত নই যে, রাজদ্রোহমূলক না হলে সেন্সর চিঠিপত্র আইনত বাজেয়াপ্ত করতে পারে কি না।

সুতরাং সরকারের কাছে আমার অনুরোধ, বাজেয়াপ্ত পত্রগুলি পত্রলেখকদের কাছে ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে সরকার যেন একটি আদেশ জারি করেন।

বিনীত
এস· সি· বসু

৬৪ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর চিঠি

গিধ্‌ধাপাহাড়
কার্শিয়াং, ১৮-১০-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ২ তারিখের লেখা চিঠিটি ১৬ তারিখে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।

তোমার নির্দেশাদি আমি রামিয়াকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার চিঠির প্রয়োজনীয় অংশবিশেষও আমার চিঠিতে তুলে দিয়েছি।

রাজ্য পরিষদের নির্বাচনী তালিকায় তোমার নাম না থাকলে তোমার পক্ষ থেকে দাবীপত্র পেশ করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছি শ্রীযুক্ত কিরণশংকর রায়কে। স্বাক্ষরিত সাদা কাগজও পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁর কাছে।

সুনীলের লণ্ডনের ঠিকানা—৮৬, সাউথ হিল পার্ক, হ্যামস্টেড, লণ্ডন, এন·ডবলিউ· ৩।

ফরোয়ার্ড-এর দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে যোগদানের জন্য ২৪ তারিখে কলকাতায় যাচ্ছি। কলকাতা থেকে তোমাকে ১০০ টাকা পাঠাব। ২৬ তারিখে আবার ফিরে আসব কার্শিয়াঙে।

সরকার তোমার কাছে 'ফরোয়ার্ড' পাঠাবার অনুমতি দেয়নি, এ-কথা কি তোমাকে জানিয়েছি ?

আমরা ভাল আছি। তুমি কুশলে আছ আশা করি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

শুভার্থী
শরৎ

৬৪ক ॥ শরৎচন্দ্র বসুর চিঠি

গিধ্‌ধাপাহাড়
কার্শিয়াং
২৪-১০-২৫

প্রিয় সুভাষ,

৯ তারিখে লেখা তোমার চিঠি ২১ তারিখে পেয়েছি।

খদ্দরের ধুতি ও চাদরের পার্শেলটি শেষ পর্যন্ত তোমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ওই সামান্য পূজা-উপহার তোমাদের ভাল লেগেছে জেনে আমরা খুব খুশি হয়েছি।

খবরের কাগজ পড়ে জানলাম যে তোমাদের দুর্গা প্রতিমার মূর্তিটি সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে। পূজার খরচ চালাবার জন্যে সরকার থেকে কি খরচ পেয়েছ তোমরা ? মদ্য বর্জন অভিযান কোন্ পদ্ধতিতে শুরু করা হবে—এখনও তা স্থির করিনি। কর্পোরেশন প্রস্তাবের সরকারি উত্তর এসেছে (সভার সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণে তুমি হয়তো তা দেখেছ) ; পরের মাসে আমি কলকাতায় ফিরে এলে এ-নিয়ে বিতর্ক হবে। বিতর্ক শেষ হওয়ার পরে মদ্যবর্জন অভিযানের পদ্ধতির কথা আমি জানাব।

আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তোমার অভিমত আমি কর্পোরেশনের সদস্যদের কাছে জানাব (বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা সমিতির সদস্যদের কাছে), তাঁদের মতামতও জানাব তোমাকে। এটিও আমার কলকাতায় না ফেরা 'পর্যন্ত হচ্ছে না।

তুমি বেশ মৃদুভাবে জানিয়েছ, "হেমেন্দ্রবাবুর লেখা দেশবন্ধুর জীবনী ভাল হবে না।" আমার মতে রচনাটি পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। তুমি হয়তো খবরের কাগজ মারফত জেনে থাকবে যে, শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় দেশবন্ধুর জীবনী লিখতে মনস্থ করেছেন। সেটি কেমন হবে অনুমান করা কঠিন।

কোদালিয়ার কাজকর্মের সাম্প্রতিক খবর সন্তোষজনক। আমাদের চিকিৎসালয়ের

চিকিৎসকের কাছে প্রতিদিন গড়ে ১৫/১৬ জন রোগী আসছে। গরিব এবং অভাবী মানুষদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। গ্রাম সমিতির বিচারে যাদের সাধ্য আছে তাদের কাছ থেকে ওষুধের দাম নেওয়া হচ্ছে। ১৭ তারিখ পর্যন্ত ওষুধ বিক্রি বাবদ ৬৪/৬৫ টাকা পাওয়া গেছে। ওই তারিখ পর্যন্ত ডাক্তার বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ৫৯ জন রোগীকে দেখেছে। ১৭ দিনের হিসেবে এই অগ্রগতির হার মন্দ নয়।

২৬ তারিখে ফরোয়ার্ডের বার্ষিক উৎসব, ওই উৎসবে যোগ দেবার জন্যে আমি আজ বিকেলে কলকাতার পথে রওনা হচ্ছি। ৩৮/১-এর মাঠ এবং এর দক্ষিণের ফাঁকা জমিটা দেখে আসা, কেরোসিন তেল ছড়াবার দরকার আছে কি না দেখতে হবে। ৩৮/১ বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে। ফাঁকা জমিতে হয়তো জল দাঁড়ায়।

ব্যক্তিগত

চিররঞ্জন ধরতে গেলে কিছুই করছে না। ও ওর মা এবং পরিবারের জন্য হাজরা লেনে মোটামুটি ভালই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ও এবার বোধহয় উন্নত মানের জীবনযাত্রার পথ ধরবে, কিন্তু তা নয়, ও আবার ওর পুরনো পথে ফিরে গেছে; তিন-চারদিন যাবৎ ওর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি আবার হাজরা লেনের বাড়িতে ফিরে এসেছে। শ্রীমতী দাস এখন শ্রীযুক্ত···হালদারের বাড়িতে আছেন (২০ মুলেন স্ট্রিট), কল্যাণী ওখানে ওর এক ছেলের সঙ্গে আছে। সুধীর, তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা উট কামণ্ডে গেছে আর সেই জন্যেই শ্রীমতী দাসকে শ্রীযুক্ত হালদারের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

চিররঞ্জন বসুমতী থেকে তার বাবার বইপত্র ছাপা ও বিক্রির একটা বন্দোবস্ত করেছে। কী বন্দোবস্ত করেছে তার বিস্তারিত খবর আমি জানি না। কিন্তু নলিনী সরকার আমাকে জানিয়েছেন যে, চুক্তিপত্রটি তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন। চুক্তিপত্রের শর্ত সামান্য রদবদল করে শ্রীযুক্ত দাসের পরিবারকে বাড়তি কিছু আর্থিক সাহায্য পাইয়ে দেওয়া যায় কি না তিনি তা দেখবেন।

পৃথ্বীশ এখনও পর্যন্ত কোনও কাজ যোগাড় করে উঠতে পারেনি। আমি বিষয়টি শ্রীযুক্ত জে· সি· মুখার্জিকে প্রায়ই মনে করিয়ে দিচ্ছি।

কলকাতায় ফিরলে তোমার বাড়তি চশমাটির খোঁজ করব, খুঁজে পেলে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে। গোপালি কয়েকদিন আগে কলকাতায় গেছে। ও ফিরেছে কি না জানি না।

কিরণশঙ্কর রায় জানিয়েছেন যে, স্টেট কাউন্সিল নির্বাচনের ভোটার-তালিকায় তোমার নাম তোলার জন্যে তোমার আবেদন-পত্র দাখিল করেছেন। আজ সকালেই দেখলাম যে, ১২,০০০ টাকার আয়ের ওপর আয়কর দিলে আমি ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করব। জানি না তালিকায় আমার নাম আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলেও এখন আর কিছুই করার নেই, কারণ প্রতিবাদপত্র দাখিল করার শেষ দিন ছিল ২০ তারিখ।

২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা চিঠিতে এমন কি আপত্তিকর বিষয় ছিল যে তা কালি দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে। আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

দৈনিক 'ফরোয়ার্ড' তোমার কাছে নিয়মিতভাবে পাঠাবার জন্যে সরকারের অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফরোয়ার্ডের ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়েছিলাম—দেশবন্ধু সংখ্যার একটা কপি মিঃ আর্মস্ট্রংয়ের মাধ্যমে যেন তোমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শুনেছি ওটি ছাড়পত্র পেয়েছে। দেশবন্ধু সংখ্যাটি আর্থিক দিক থেকেও সফল হয়েছে।

আজ এই পর্যন্ত থাক। ৬ নভেম্বর সপরিবারে এখান থেকে ফিরে যাব। আশা করি তুমি ভাল আছ। আমরা ভাল আছি।

শুভার্থী
শরৎচন্দ্র বসু

পুনশ্চ ॥ আমার চিঠির জবাবে রামিয়া যে চিঠিটি দিয়েছে সেটি এর সঙ্গে পাঠালাম। এ-বিষয়ে আমার কী করণীয় পরিষ্কারভাবে জানাবে। তোমাকে জানাতে ভুলে গিয়েছি—বেবি ভাল

আছে। খবরটি এখানে এসে পেয়েছি। দুঃখিত। দাদা ভাল আছেন এ-কথা বলা যায় না। তিনি এখন ওয়ালটেয়ারে।

শুভার্থী
শরৎচন্দ্র বসু

৬৫ ॥ ডেপুটি কমিশনার,
মান্দালয়

মান্দালয় জেল
৫-১১-২৫

প্রিয় মহাশয়,

আপনি যদি অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের এখানে একবার আসেন, আমরা বাধিত হব। জেলের অ্যাক্টিং সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে আমাদের এমন কিছু মতান্তর হয়েছে যার পরিণাম হয়ত সুখের হবে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য আপনার হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়।

বিনীত
এস· সি· বসু
(রাজ্যের বন্দী এবং
রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

৬৬ ॥ চিফ জেলার সমীপে

মান্দালয়
সকাল সাড়ে দশটা
৯-১১-২৫

প্রিয় মহাশয়,

কিছুকাল ধরে লক্ষ্য করছি বাইরে থেকে আসা আমাদের চিঠিপত্রগুলি এই অফিসে ২/৩ দিন পড়ে থাকার পরে বিলি হচ্ছে। এমনকি, আজ সকালে আমরা যে চিঠিগুলি পেয়েছি সেগুলি অফিসে গত শনিবার এসে পৌঁছেছে—চিঠিগুলি শনিবারেই বিলি হওয়া উচিত ছিল। চিঠিপত্রগুলি অকারণে দেরি করে বিলি করার কারণ কি আপনি দয়া করে দর্শাবেন? চিঠিপত্রগুলি শনিবার আমাদের হাতে এসে পৌঁছলে ওগুলির উত্তর আমরা আজকের ডাকে দিতে পারতাম, এখন উত্তর দেবার জন্যে আমাদের সামনের রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কলকাতার সি· আই· ডি-র পাঠানো তারবার্তা এসেছে শনিবার অর্থাৎ ৭ তারিখে, কিন্তু এটি সবেমাত্র আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। কলকাতা থেকে তারবার্তা পাঠাবার দরকারটা কী যদি সেটা অকারণে এখানে দু-দিন পড়ে থাকে—এ প্রশ্নটি কি আমি আপনাকে করতে পারি? এই তারবার্তাটি যদি প্রকাশের জন্য যথাসময়ে কলকাতায় না পৌঁছয়, আমি এই নিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেব।

বিনীত
এস· সি· বসু

৬৭ ॥ চিফ জেলার সমীপে

মান্দালয় জেল
১১-১১-২৫

প্রিয় মহাশয়,

চিঠিপত্র এবং তারবার্তা আমাদের কাছে দেরিতে বিলি করার জন্যে আপনার কাছে যে নোট্‌টি পাঠিয়েছিলাম তার একটি উত্তর আশা করছি। আমাদের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি জ্ঞাত আছেন, এই বিষয়টি নিয়ে কিছুকাল আগে গোলমাল হয়েছিল, এবং সুপারিনটেনডেন্টের মধ্যস্থতায় সন্তোষজনক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমি বুঝতে পারছি না সেই একই গোলমাল আপনি আবার কেন সৃষ্টি করছেন।

বিনীত
এস· সি· বসু

৬৮ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয় জেল
১১-১১-২৫

জরুরি

প্রিয় মহাশয়,

আশা করি আপনি ইতিমধ্যে জ্ঞাত হয়েছেন যে, গত দু-তিন সপ্তাহ যাবৎ আমাদের চিঠিপত্র দিন-দুয়েক পরে পরে বিলি হচ্ছে। চিঠিপত্রগুলি যেদিন পৌঁছয় সেদিনই আমাদের হাতে আসার কথা। আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্ম আছে। উপরন্তু মিস্টার মিত্র এবং আমি রাজ্য পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী। সুতরাং নির্বাচনসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে আমাদের নির্বাচনী এজেন্ট, সমর্থক এবং রিটার্নিং অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হচ্ছে। চিঠিপত্র বিলির ব্যাপারে দেরি হওয়ার ফলে আমরা পরবর্তী ডাক ধরতে পারছি না, এবং এই জন্যে আমাদের বেশ অসুবিধের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আমার মনে হয়, চিঠি বিলি ব্যবস্থায় অহেতুক বিলম্ব হওয়ার ফলে রাজ্য পরিষদ নির্বাচনে আমাদের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আমার যা জানা আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা বলতে পারি, রাজ্যের বন্দী-বিষয়ক যে-কোনো জিনিসই গোপনীয় বিবেচিত হয়। সুতরাং কোনো খামের ওপর যদি 'গোপনীয়' শব্দটি লেখা থাকে, তার মানে এই নয় যে জেল-কর্তৃপক্ষ চিঠি বিলিব্যবস্থায় অযথা দেরি করবেন। আশা করি আপনি অবিলম্বে এই বিষয়টি তদন্ত করবেন।

বিনীত
এস. সি. বসু

৬৯ ॥ বার্মা কারাগারে ইন্সপেক্টর-জেনারেল সমীপে,
মান্দালয় জেলের সুপারিনটেনডেন্ট মারফত

মান্দালয় জেল
১৩-১১-২৫

প্রিয় মহাশয়,

শীতবস্ত্রের প্রসঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আমাকে এ-পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

১। কম্বল—১
২। উলের চাদর—১
৩। স্পোর্টিং কোট—১ — দর্জির কাছে আছে এখন।
৪। ওভারকোট—১
৫। ফ্লানেল শার্ট—২ — (এগুলি গায়ের মাপে নয়, সুতরাং
৬। টুপি — আমি ব্যবহার করতে পারব না।)
৭। মোজা—১ জোড়া
৮। মাফলার

আগামী শীতে আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা দিচ্ছি :—

১। দুটি সম্পূর্ণ স্যুট/কোট,
ওয়েস্ট কোট, ট্রাউজার।
২। উলের আণ্ডারভেস্ট—২
৩। উলের মোজা—২
৪। ফ্লানেল শার্ট—২
৫। সোয়েটার—১
৬। কম্বল—১ — (অথবা আর একটি কম্বল এবং
৭। তোশক—১ — তোশকের দুটি কভার।)

৮। টুপি
৯। কলার
১০। টাই
১১। পাজামা স্যুট—২
১২। গ্লাভস—১ জোড়া
১৩। উলের মোজা—১ জোড়া

প্রসঙ্গক্রমে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমার শরীর এখন ভাল যাচ্ছে না। এখানে আসার পরে আমার ১৬ পাউণ্ড ওজন কমেছে, ওজন এখনও কমছে।

বিনীত
এস. সি. বসু

৭০ ॥ শ্রীযুক্ত এস. শেপার্ড সমীপে

মান্দালয় জেল

প্রিয় মিস্টার শেপার্ড,
আমার বাড়ি থেকে পাঠানো কিছু সব্‌জি এবং ভারতীয় মিষ্টির উপহার আপনাকে পাঠাচ্ছি, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করলে বাধিত হব।

বিনীত
এস. সি. বসু

মিস্টার এস. শেপার্ড, আই. এম. এস.
সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

৭১ ॥ দিলীপকুমার রায়ের চিঠি

লক্ষ্ণৌ
২১-১১-২৫

প্রিয় সুভাষ,
৯-১০-২৫ তারিখে লেখা তোমার সর্বশেষ এবং দীর্ঘ চিঠিটির জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার ব্যক্তিত্বের কথায় যাচ্ছি না, তোমার চিঠি যে আমাকে কতখানি প্রেরণা দেয় তুমি তা ভাবতেও পারবে না। (যাঁদের কাছ থেকে আমি প্রকৃত অর্থে উপকার পেয়েছি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তোমার বিচারে আমি যদি কখনো একটু বেশি পরিমাণে 'উদার' হয়ে পড়ি, আমাকে ক্ষমা কোরো।) 'স্বভাবো শতিরিচ্যতে'—এই সংস্কৃত উক্তিটি তুমি জানো, অর্থাৎ কেউ তাঁর স্বাভাবিক প্রকৃতিকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি সম্পর্কে তোমার উদার মন্তব্যটি অতিশয়োক্তিকেও ছাপিয়ে যায়। এ-কথাটা আর সবার চাইতে তোমারই ভাল জানার কথা।

শিল্পকে দরিদ্র জনসাধারণের কাছাকাছি আনার প্রয়োজন আছে—তোমার এই মন্তব্যের সারবত্তায় আমি বিশ্বাসী। আমি প্রায়ই ভাবি যে আমরা, অর্থাৎ তথাকথিত অভিজাত ব্যক্তিরা, শিল্পকে সামান্য কয়েকজন সৌভাগ্যবান মানুষের দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করে রাখার ঝুঁকি নিচ্ছি। এই মনোভাব থাকার ফলে আমার এ-কথা প্রায়ই ভুলে যাই যে, যে-শিল্পের আবেদন শুধুমাত্র সামান্য কয়েকজন সুযোগসুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেই শিল্প অদূর ভবিষ্যতে রক্তশূন্যতায় ভোগে। এই ধারার বিরুদ্ধে টলস্টয়ের নির্মম সমালোচনা এবং শ্লেষাত্মক উক্তি সুবিদিত। সেদিন আমি ইংল্যাণ্ডের একজন শিল্প-সমালোচকের 'খ্রিষ্টধর্ম ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ'-শীর্ষক সুন্দর রচনাটি পড়ছিলাম। তিনিও এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। লিখেছেন, "জনসাধারণের জীবন এবং সর্বজনীন চাহিদা থেকে বিযুক্ত হলে শিল্প কখনোই উন্নত হতে পারে না। শিল্প একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর খেলার বিষয় হলে কয়েকজন প্রতিভাধর হয়ত স্বমহিমায়

আলোকিত হবেন, কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

এ-কথা আমি মানি। এবং আমি নিশ্চিত, এ-ব্যাপারে তুমিও দ্বিমত পোষণ করবে না। (ধরতে গেলে তুমি তোমার সর্বশেষ চিঠিতে এই কথাগুলিই লিখেছ।) এ-ব্যাপারে সরলীকৃত বিবৃতি দেখা যায়, কিন্তু আমার বিচারে সমস্যাটি এত সহজ নয়। আমরা পরে কখনো এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করব, এখন শুধু সংক্ষেপে আমার প্রধান আপত্তিগুলি তোমাকে জানাচ্ছি।

শিল্প অর্থাৎ উন্নতমানের শিল্পের আবেদন প্রথমাবস্থায় কখনোই শাশ্বত হতে পারে না, এমনকি সর্বজনীন হওয়াও সম্ভব নয়। এই কারণেই আজকের প্রতিটি সভ্য সমাজে নকল শিল্পের এত চাহিদা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার এক বন্ধু রোনাল্ড রিমন কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিলেন, নাটক ও সাহিত্যের নামে ইউরোপে এখন যা চলছে তার ওপর তিনি বীতশ্রদ্ধ ; অথচ বহুসংখ্যক লোক ঐসব ব্যাপারে নাকি মুগ্ধ। তিনি আরও বলেছিলেন, আধুনিক ইউরোপের তথাকথিত শিল্পের শস্তা ও নোংরা আবেদনে বহুলোক মজে আছে, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। অথচ আর একদিকে, তাঁর প্রিয় মহৎ শিল্পের আবেদন ঐ-সব মানুষের কাছে বিন্দুমাত্র নেই। ঠিক একই ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই হয়েছে। তুমি অবশ্য বলবে, "বন্ধু, শিক্ষার সাহায্যে জনসাধারণের রুচিকে উন্নত করো।" কিন্তু প্রশ্ন হল, ঐ শিক্ষা দেওয়া কি এতই সোজা, বিশেষ করে যখন দেখি গণতান্ত্রিক দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই খারাপ। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি না হয় ধরে নিলাম, অবস্থার উন্নতি হবে, কিন্তু সবকিছুর যথাযথ পরিবর্তন হওয়ার পরেও কি রুচির প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে না ? আমি অবশ্য এ-কথা বলতে চাই না যে, আমার বক্তব্যে বিতর্কের অবকাশ নেই, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোন বক্তব্য নিয়েই বা তর্ক উঠতে পারে না ? আমি শুধু এ-কথাই বলতে চাই যে, একজন অত্যন্ত আশাবাদীর জীবনেও এমন একটা সময় আসে যখন তিনি তাঁর বিশ্বাস এবং প্রকৃত ঘটনার ভেতরকার অনতিক্রম্য ব্যবধানের (এমন অবস্থা প্রায়ই ঘটে) সংকটের মধ্যে পড়েন। মহৎ শিল্পের ব্যাপক সমাদর কোথাও নেই, কিন্তু ম্যাট গোল্ড, রাইডার হ্যাগার্ড, পাঁচকড়ি দে, পল দ্য লক প্রমুখ শস্তা লেখকের বাজার রমরমা। একজন বিখ্যাত নৈরাশ্যবাদীর মতে সভ্যতার অবিরাম পরিবর্তন ঘটছে, এবং এই পরিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের দুঃখের মাত্রা বাড়ছে।

কিছুকাল আগে জীবনের এইসব বৈপরীত্য নিয়ে গভীর এক সংকটের মধ্যে পড়েছিলাম আমি, ঠিক সেই সময় অরবিন্দের রচনাবলী আমার হাতে আসে। তাঁর বিস্ময়কর গ্রন্থ 'দি লাইফ ডিভাইন' পড়ে আমার ক্ষতবিক্ষত আত্মা শান্তি লাভ করে। তিনি এ-কথা জানান যে, মানুষের আনন্দের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এই পৃথিবীর কোনো ভৌগোলিক এলাকার ইতিহাস বিরুদ্ধ কথা বলতে পারে। যাইহোক, ঐ-সব বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে এই চিঠিতে এখন আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই, শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের শিল্পের পক্ষে রাতারাতি জনপ্রিয় হওয়া সম্ভব কি না সে-সম্পর্কে আমার সংশয় আছে। আসলে গ্রহণক্ষমতার বিষয়টি একটি বড় বিষয়, এই পথের মূল বাধাটিকে আমরা আদর্শবাদের প্রশ্ন হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত।

এই সমস্যায় অরবিন্দ একসময় কী রকম বিচলিত হয়েছিলেন, সে-কথা তিনি গত বছর আমাকে জানিয়েছেন। আমি প্রায় তাঁর ভাষাতেই তাঁর বক্তব্য রাখছি। তিনি একদিন আমাকে পণ্ডিচেরিতে বলেছিলেন, "যখন আমি যোগসাধনার পথে গিয়েছিলাম তখন আমার ধারণা ছিল, এর সাহায্যে সমগ্র মানব-প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন, পৃথিবীর রূপান্তর এবং যাবতীয় অনাচারের বিনাশ সম্ভব। কিন্তু পরবর্তীকালে আমার মোহমুক্তি ঘটে, আমি বুঝতে পারলাম, নিছক অজ্ঞতার বশে আমি অসাধ্যসাধনের স্বপ্ন দেখেছিলাম একদা। এই প্রসঙ্গে তুমি যা করতে পারো তা হল, তোমার আধ্যাত্মিক অনুভূতি গ্রহণক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অংশত বিতরণ করতে পারো। আধ্যাত্মিক অনুভূতি হলেও অন্যের সঙ্গে সংযোগসাধন সহজ কাজ নয়। বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হলেই একই সঙ্গে গ্রহণ এবং ভাব বিতরণ সম্ভব। কেউ-কেউ শুধুই গ্রহণ করেন, কিন্তু বিতরণ করতে পারেন না। সামান্য কয়েকজন ব্যক্তি শুধু দুটি বিষয়েই পারঙ্গম। ওদিকে, প্রত্যেকেই আবার গ্রহণ করতে পারেন না। সুতরাং এই সমস্যাটির সমাধান সহজ নয়। সুতরাং তুমি কী করবে ? তখন আমার এই ধারণা হয়েছিল যে, মানুষ উন্নয়ন এবং

বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে, জগতের যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের প্রতিবিধান অসম্ভব—ইতিহাস বারবার আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে…”

বিষয়টিকে আমি অন্যভাবে দেখতে চাইলেও অরবিন্দর যুক্তিগুলি আমার কাছে অখণ্ডনীয়। বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সত্য। আমি বহুবার দেখেছি, যে-সঙ্গীত সামান্য কয়েকজন ব্যক্তিকে মহৎ এক উপলব্ধির জগতে নিয়ে যায় সেই সঙ্গীতই আবার বহুলোকের কাছে অসার এবং অর্থশূন্য বলে মনে হয়। কঠিন বাস্তব জগতের এই দুঃখজনক ঘটনাটি একদা আমার আদর্শবাদ এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে আঘাত করেছিল কিছুটা। কিন্তু এর ফলে আগের চাইতে এখন আমি অনেক শক্ত হয়ে উঠেছি, ভাবাবেগের আতিশয্যে স্বপ্ন দেখা ছেড়ে হতাশার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। এখন আমি আগের চাইতে অনেক প্রাজ্ঞ, কারণ আমি ‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন (কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়) অথবা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাতি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্ ॥

উক্তিতে বিশ্বাসী।

আদর্শবাদের জগৎ ও বাস্তব জগতের সংঘর্ষের ফলে আমি নানারকম হতাশায় ভুগেছি। এটা আমার পক্ষে অবশ্য ভালই হয়েছে, কারণ এর ফলে আমি এখন ওই সব অসামান্য উক্তির সারবত্তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারছি।

খুশির ব্যাপার, অন্যান্য বিষয়ে আমরা মতৈক্যে পৌঁছেছি (তার মানে অবশ্য এই নয় যে, শেষ বিষয়ে আমরা দ্বিমত পোষণ করছি, আসলে এখানেও আমাদের মতৈক্য। তুমি একটি সাধারণ উক্তি করেছ, আমি সেটি শুধু বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছি)।

তোমার ধারণাটিকে আমি কখনোই সঙ্কীর্ণ বলে মনে করিনি। আসলে, চেষ্টা করলেও তোমার পক্ষে কখনোই সঙ্কীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তুমি যদি আমাদের দেশের তথাকথিত মঙ্গলের জন্য একজন ছোট মাপের দেশভক্ত বা সাধারণ দেশনেতা হতে চাও, তোমার ‘অধরা’ তোমার বিরুদ্ধাচারণ করবে। এ-সব কথা বলে আমি তোমার স্তুতি করছি না, কারণ ক্রমশ আমার এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের প্রভু নই—যদিও আমি মুক্তচিন্তায় অবিশ্বাসী নই। তুমি আমাদের মধ্যে ফিরে আসার পরে এই সব নিয়ে একদিন আলোচনা করা যেতে পারে। তুমি একবার আমাকে খুব চমৎকারভাবে লিখেছিলে যে, আমাদের বিভিন্নমুখী এবং অসঙ্গত কার্যক্রমের আড়ালেও কোনো উচ্চতর শক্তি বা উচ্চতর গতির ইচ্ছা সক্রিয়, এবং এই ধারণাটি ক্রমশই তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে।

শেষপর্যন্ত আমার রাজপুতানা সফর শেষ হল। তুমি শুনে খুশি হবে যে, সর্বত্রই আমি সাদরে গৃহীত হয়েছি, কয়েক বছর আগের ঘটনা হলে এটি বোধহয় সম্ভব হত না। এই সব চমৎকার অভ্যর্থনা পেয়ে তোমাকে যে ঋষির কথা বলেছি তাঁর কথা আমার মনে পড়েছে বার বার। তিনি আমাকে অবিরাম এই উপদেশই দিয়েছেন, যা কিছু ঘটছে তার মূলে আছে উচ্চতর কোনো শক্তির ইচ্ছা। (এই উপদেশের সঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্যের আশ্চর্য মিল আছে।) আমার মনে হয়, এই সাবধানবাণীটি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বহুক্ষেত্রে, নাহলে আমি গর্ব বা অহংবোধের শিকার হতাম। তোমার বিনম্র আচরণের দৃষ্টান্তও এ-ক্ষেত্রে আমাকে খুব সাহায্য করেছে।

এই চিঠিটি এক্ষুনি তোমাকে পাঠানো উচিত হবে কি না বুঝতে পারছি না। কেননা আমি শুনেছি, শিগ্‌গিরই নাকি কলকাতার কোথাও তোমাকে অন্তরীণ করে রাখা হবে। সুতরাং ভাবছি চিঠিটি পাঠাবার আগে কয়েকদিন অপেক্ষা করা যাক।

কিন্তু তুমি তোমার শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু লেখনি কেন? মাসখানেক আগে ‘বঙ্গবাসী’তে প্রকাশিত তোমার চিঠিটি তোমার চোখে পড়েছে কি না বুঝতে পারছি না, চিঠি মানে শরৎবাবুকে লেখা তোমার চিঠিটির কথা বলছি। চিঠিটি আমাকে এবং আরও অনেককে আন্তরিকভাবে স্পর্শ করেছে। তোমার এই প্রচণ্ড মানসিক অবসাদের দিনে তোমার পাশে থাকতে পারছি না, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ। তবে এই সব নিয়ে তোমাকে এখন সহানুভূতি দেখাবার কোনো মানে হয় না।

প্রীতিমুগ্ধ
দিলীপ
২৮-১২-২৫

পুনশ্চঃ

প্রিয় সুভাষ,

বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তুমি এখনও ওখান থেকে মুক্ত হওনি বলে চিঠিটা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমার আরও অনেক কিছু লেখার আছে, তবে উপস্থিত এই বারো পাতার চিঠিটাই যথেষ্ট।

আগামী মাসের ৫ তারিখে আর একটি চ্যারিটি-শোয়ের আয়োজন করছি, আশা করি এটিও সফল হবে। তুমি হয়ত ইতিমধ্যেই অনিলবাবুর কাছ থেকে এ-সম্পর্কে কিছু জেনেছ।

তোমার চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাবার প্রলোভন জয় করতে পারিনি আমি, তিনি তোমার চিঠির প্রশংসা করে চার পৃষ্ঠার একটি চিঠি পাঠিয়েছেন আমাকে। তাঁর চিঠিটি সত্যিই অসামান্য, চিঠিটি তোমাকে আমি পরে একদিন দেখাব।

আন্তরিক শুভেচ্ছা নিও।

প্রীতিমুগ্ধ
দিলীপ

৭২ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
২৬-১১-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার বেশ কয়েকটি চিঠি পেয়েছি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনো চিঠির উত্তরই এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

তুমি এদিকের সব খবর রাঙামামাবাবুর কাছ থেকে পেয়েছ। নতুন আর কিছু জানাবার নেই।

তুমি তোমার চিঠিতে যা-যা জানতে চেয়েছ সে-সব সম্পর্কে আগামী শনিবার বিস্তারিতভাবে লিখব।

রাজ্য পরিষদের নির্বাচনে একজন প্রার্থী হিসেবে তোমাকে দাঁড় করাবার প্রয়োজন হবে বলে আমার মনে হয় না। লিবার‍্যাল প্রার্থী হিসেবে বাবু লোকনাথ মুখার্জি এবং বাবু নলিনীনাথ শেঠের মনোনয়ন সম্পর্কে কারও কোনো সংশয় নেই। কোনো কারণে অবশ্য কারও মনোনয়নপত্র বাতিলের আশঙ্কা যদি দেখা দেয়, আমি তোমার মনোনয়নপত্র দাখিল করব।

আমরা ভাল আছি। তোমার চিকিৎসার ব্যাপারে রাঙামামাবাবু কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন, তিনি তোমাকে সব বিস্তারিতভাবে জানাবেন। আশা করি তুমি ভাল আছ।

শুভার্থী
শরৎ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

৭৩ ॥ সুপারিনটেনডেণ্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয় জেল
৩০-১১-২৫

প্রিয় মহাশয়,

এখানে বেশ শীত পড়ে গেছে। কিন্তু আমরা যথেষ্ট পরিমাণে গরম জামাকাপড় পাইনি। কিছু-কিছু পোশাক-আশাক—যেমন গরম আণ্ডারওয়ার, কম্বল, তোশক, গ্লাভ্‌স ইত্যাদি যথাশীঘ্র সংগ্রহ করা উচিত। সরকারি অনুদান আসার আগেই ওই খাতে আর্থিক বরাদ্দ স্থির করতে আপনি ইচ্ছুক কি না জানি না। আপনি ইচ্ছুক হলে স্বাস্থ্যের কারণেও ওই টাকা বরাদ্দ করতে পারেন। যাই হোক, গরম পোশাক প্রসঙ্গে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার অনুরোধ জানিয়ে ইন্সপেকটর জেনারেল অব প্রিজন্‌সকে অথবা স্থানীয় সরকারকে আপনি একটি তারবার্তা

পাঠাতে পারেন। আশা করি এই ব্যাপারে আপনি অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেবেন।

বিনীত
এস· সি· বসু
(রাজ্যের বন্দী এবং
রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

৭৪ ॥ মিস্টার পেনফোল্ড সমীপে

মান্দালয় জেল
৩০-১১-২৫

মিস্টার পেনফোল্ড,

গরম পোশাকের ব্যাপারে এই চিঠিটি সুপারিনটেনডেণ্টকে লেখা হয়েছে। আজ অতি অবশ্যই এই চিঠিটি আপনি তাঁর কাছে দাখিল করবেন।

এস· সি· বসু

৭৫ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
৫-১২-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ২৩ নবেমবরে লেখা চিঠিটা আজ সকালে পৌঁছেছে।

কয়েক সপ্তাহের নীরবতার পরে আমি ২৬ নবেমবর তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে সেই চিঠিটা না পেয়ে থাকলে মনে হয় দু-তিন দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে। ওই চিঠিতে আমি লিখেছি—ডাঃ দ্বারকানাথ মিটার এবং স্যার দেবপ্রসাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে তোমাকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাবার প্রয়োজন হবে না বলে অনেকেরই ধারণা। তাঁরা মনে করেন, লিবার‍্যাল প্রার্থী হিসেবে নলিনীবাবু এবং লোকনাথবাবুই যথেষ্ট। আমি অবশ্য নির্বাচনী অভিযানসংক্রান্ত বিষয়ে তোমার পরামর্শগুলি কিরণশংকরের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, পরামর্শগুলি বেশ কাজে আসবে।

তোমার দেহের ওজন কমে যাওয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে না এনে তুমি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছ। আবেদন করা আমাদের স্বভাববর্হিভূত ব্যাপার, এ-পথে যাওয়া ঠিক নয়, বিশেষ করে তোমার প্রথম আবেদনপত্রটিকে যখন যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তুমি নিশ্চয়ই রেঙ্গুনের সংবাদপত্রে দেখেছ যে, স্যার হুগ স্টিফেনসন স্বীকার করেছেন, তোমার প্রায় কুড়ি পাউণ্ড ওজন কমে গেছে। এ-বিষয়ে তাঁকে আরো প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছেন, দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে ওজন কমেনি। সুস্বাস্থ্যই কি তাহলে ওজন কমার কারণ? সেনগুপ্ত তাঁকে এই প্রশ্ন করলে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। 'দি স্টেটসম্যান' এবং 'বেঙ্গলি' তোমার হাতে পৌঁছলে তুমি এ-ব্যাপারে বিস্তারিত সংবাদ জানতে পারবে। সুতরাং ওইরকম মানসিকতার মানুষের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে লাভ নেই। দেখা যাক সরকার এখন মান্দালয় থেকে তোমার বদলির নির্দেশ দেয় কি না!

কর্পোরেশন অফিস থেকে যে বইগুলো তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে সেই সব বইয়ের একটি সম্পূর্ণ তালিকা রামিয়া গত ৯ নবেমবর আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই তালিকাটি এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম, মিলিয়ে দেখে নিও।

অস্থায়ী চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের কাছে পৃথ্বীশের নাম সুপারিশ করেছি। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, চাকরির কোনো পদ খালি হলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। কিন্তু কোনো পদ আর খালি হচ্ছে না। আমি পৃথ্বীশকে আমাদের কাগজে বাংলার জন্যে ট্রাভেলিং এজেণ্ট হিসেবে যোগ দেবার কথা বলেছি, এই বাবদ যাতায়াতের খরচ-খরচা বাদে বাঁধা মাইনে দেওয়া হবে তাকে। সে শেয়ার বিক্রি, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, কাগজের প্রচারসংক্রান্ত অভিযোগের কারণ সন্ধান ইত্যাদি নানা ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারে। সে অবশ্য আমাদের কাগজে আবার যোগ দেবে কি না সে-ব্যাপারে এখনও মনস্থির করে উঠতে পারেনি।

আমি তোমার টাইপিস্টকে বেশ কয়েক মাসের জন্যে সবেতন রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু

প্রায় মাসপাঁচেক আগে তার বাড়িতে কার যেন অসুখ হয়েছে জানিয়ে বাড়ি চলে গেছে সে। বাড়ি থেকে সে চিঠি লিখে সামান্য কিছু টাকাপয়সা চেয়েছিল, তারপর তার কাছ থেকে আর কোনো চিঠিপত্র পাইনি। এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় তার চিঠির উত্তর দিইনি বা টাকাপয়সা পাঠাইনি। আদালত চলার সময় আমি এত ব্যস্ত থাকি যে, চিঠিপত্র লেখার সময় তেমন আর পাওয়া যায় না। এরপর, 'ফরোয়ার্ড' ক্রমশ আরো বেশি করে আমার সময় নিচ্ছে। আমাদের সব দফতরেই উন্নতি হচ্ছে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী দৈনিকগুলির মধ্যে আমরাই অগ্রগণ্য। এ-কথা ইংরেজি পত্রিকাগুলিও স্বীকার করে। আজ এই পর্যন্ত থাক। ভাবতে ইচ্ছে করে ঠাণ্ডা আবহাওয়া তোমার শরীরের পক্ষে ভালই হবে। আসলে এখন প্রয়োজন হল, যোগ্য চিকিৎসকদের দিয়ে তোমাকে ভালভাবে পরীক্ষা করানো। তোমার স্বাস্থ্যহানির মূল কারণটি নির্ণয় করে ঠিকমতো চিকিৎসা না করালে তোমার শরীরের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়া মুশকিল।

আমরা ভাল আছি।

শুভার্থী
শরৎ
(শরৎচন্দ্র বসু)

৭৬ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয় জেল
১১-১২-২৫

প্রিয় মহাশয়,

আবার প্রচণ্ড শীত পড়ার আগে গরম পোশাক-আশাকের প্রসঙ্গটি পুনরায় আপনার কাছে উত্থাপন করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। গরম আণ্ডারওয়্যার, গ্লাভস, বাড়তি কম্বল (অথবা তোশক) ইত্যাদি এখন আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার কারণে খুব জরুরি। আমাদের স্বাস্থ্যের দিকটির প্রতি নজর রাখা আপনার প্রত্যক্ষ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, সুতরাং আমাদের জানা দরকার স্বাস্থ্যরক্ষার কারণে একজন মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে আপনি উক্ত দ্রব্যগুলি সত্বর কেনার জন্য অনুমোদন দিচ্ছেন কি না!

এই প্রসঙ্গে আমি কলকাতার সংবাদপত্রের একটি কাটিং পাঠাচ্ছি আপনার কাছে, সংবাদটি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উল্লেখ আছে এই সংবাদে। এগুলি অবশ্য অতিরিক্ত প্রশ্ন, প্রধান প্রশ্নগুলির উল্লেখ নেই সংবাদে। সরকারপক্ষের উত্তর দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। তাঁরা এ-ব্যাপারে কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করেননি, কেননা কোনো চিকিৎসকই সজ্ঞানে এ-কথা বলবেন না যে, শুধুমাত্র দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে প্রায় কুড়ি পাউণ্ড ওজন কমে যেতে পারে।

বিনীত
এস· সি· বসু
(রাজ্যের বন্দী এবং
রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

৭৭ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয় জেল
শুক্রবার, ১১-১২-২৫

প্রিয় মহাশয়,

আপনার সঙ্গে সদ্যসমাপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কাছে কয়েকটি চিঠি পাঠাচ্ছি, চিফ জেলার এবং আমার মধ্যে এই চিঠিগুলির বিনিময় হয়েছে। এগুলি থেকে আপনি জানতে পারবেন যে, এ-সবের মধ্যে বৃহস্পতিবারের ডাকব্যবস্থার কোনো উল্লেখ নেই। পত্রগুলি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, চিঠিপত্রগুলি পৌঁছবার আগেই

সেগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার অভিযোগ আমি তাঁর বিরুদ্ধে আনিনি। আমার নালিশটি ছিল সাধারণ প্রকৃতির এবং তার মধ্যে বৃহস্পতিবারের কোনো স্বতন্ত্র উল্লেখ ছিল না। যে অভিযোগটি আমি এনেছি সেটি আইনসঙ্গত, এবং অভিযোগটি আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি না।

বিনীত

এস· সি· বসু

পুনশ্চঃ বৃহস্পতিবারের চিঠি আমি অবশ্য সেদিন সন্ধ্যাতেই পেতে চাই (চিঠি পৌঁছবার আগে নয়), তার কারণ শুক্রবারের ডাকেই চিঠির উত্তর দিতে চাই আমরা। এটি অবশ্য স্বতন্ত্র বিষয়।

এস· সি· বসু

৭৮ ॥ ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি
বেঙ্গল সমীপে মান্দালয় জেলের
সুপারিনটেনডেন্ট মারফত

মান্দালয়
১৩-১২-২৫

প্রিয় মহাশয়,

আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দেবার জন্যে এই চিঠিটি লিখছি, পরামর্শটি গ্রহণ করা হলে আমাদের নামে আসা চিঠিপত্রগুলি আমাদের কাছে দ্রুত বিলি করা সম্ভব হবে। কিছুকাল যাবৎ আপনাদের দফতর থেকে সেনসর-করা চিঠিগুলি, এমন কি সেগুলি মান্দালয় জেলে পৌঁছবার পরেও, আমাদের কাছে বিলি করতে বেশ দেরি করা হচ্ছে। আমার মনে হয়, সেনসর-করা চিঠিগুলি ডবল কনফিডেনসিয়াল খামে পাঠাবার ফলেই এত দেরি হচ্ছে। আগে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হত না, তার ফলে জেলের কর্মচারীরা সেনসর-করা চিঠির খামগুলি খুলতে পারত। ডবল কনফিডেনসিয়াল খামে পাঠাবার ফলে সুপারিনটেনডেন্ট ছাড়া আর কেউ এই খামগুলি খুলতে পারেন না। আমাদের যদি সর্বসময়ের জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট থাকতেন তাহলে এই ব্যবস্থায় কোনো অসুবিধে দেখা দিত না। কিন্তু বর্তমান সুপারিনটেনডেন্ট মান্দালয়ের একজন স্থায়ী সিভিল সার্জেন। এখানে তিনি একজন পার্ট-টাইম অফিসার এবং সাধারণত সকালের দিকে এসে থাকেন। সুপারিনটেনডেন্ট জেল পরিদর্শন করে চলে যাবার পরেই সাধারণত চিঠিপত্রের ডাক আসে, সুতরাং সেগুলি তাঁর পরবর্তী জেল-পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয়, কিংবা চিঠিপত্রগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর কাছে। শেষোক্ত পদ্ধতিটিকে কোনোমতেই স্বাগত জানানো যায় না। সুতরাং সেনসর-করা চিঠিগুলি যদি গোপনীয়-মার্কা চিঠিপত্র থেকে আলাদা করে সাধারণ খামে পাঠানো হয়, অথবা খামের ওপরে 'শুধু চিঠি' এই কথাটি লিখে পাঠানো হয়, তাহলে জেলের কর্মচারীরা সুপারিনটেনডেন্টের জন্যে অপেক্ষা না করে কিংবা তাঁর কাছে সেগুলি না পাঠিয়ে নিজেরাই ওই খামগুলি খুলতে পারেন। আপনারা এই ধরনের অন্য কোনো পদ্ধতিরও উদ্ভাবন করতে পারেন, এর ফলে জেল-কর্মচারীরা চিঠিপত্র আসার পরেই খাম খুলে সেগুলি আমাদের মধ্যে বিলি করতে পারেন। এ-কথা বলার আবশ্যক নেই যে, সেনসর-করা চিঠিগুলি জেল-অফিসে অকারণে পড়ে থাকার ফলে আমাদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বাড়ে। যতদিন না আমরা সর্বক্ষণের জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট পাচ্ছি ততদিন পর্যন্ত আপনার অফিস উপরোক্ত পদ্ধতিটি কাজে লাগাতে পারে।

বিনীত

এস· সি· বি·

৭৯ ॥ বাংলা সরকারের রাজনৈতিক দফতরের
ভারপ্রাপ্ত মাননীয় সদস্য সমীপে,
বর্মা সরকার মারফত

মান্দালয়
১৩-১২-২৫

প্রিয় মহাশয়,

মান্দালয় জেলের বর্তমান সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশ কিছুকাল ধরেই

ভাল নয়, এই তথ্যটি আপনার গোচরে আনছি। আশা করেছিলাম, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে সম্পর্কের উন্নতি হবে, প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্টের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তা হয়নি ; ভবিষ্যতেও হবে বলেও মনে হয় না। সম্পর্ক খারাপ হওয়ার ঘটনাগুলির পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, আমি এখন সর্বশেষ ঘটনাটির উল্লেখ করছি। হঠাৎ বেশ শীত পড়ে যাওয়ায় (এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা ইট বা পাথরের তৈরি ঘরে বাস করি না। আমাদের খাঁচার মতো ঘরগুলো কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো, এইসব ঘরে কনকনে উত্তুরে হাওয়া ঢোকে।) আমরা পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রের আবেদন রেখেছিলাম সুপারিনটেনডেন্টের কাছে। সরকারের কাছ থেকে উত্তর পেতে দেরি হওয়ার জন্যে আমরা তাঁর কাছে একাধিকবার অনুরোধ রেখেছি যে—কম্বল, উলের আণ্ডারওয়্যার, গ্লাভস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আমাদের জন্যে অনুমোদন করা হোক। তাঁকে একথাও জানানো হয়েছে যে, শীতের রাত ও সকালের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের পোশাক-আশাক, এদের মধ্যে আমিও আছি, যথেষ্ট নয়। এর উত্তরে আমাদের 'নতুন জেল-কম্বল' দেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় না যে, বর্মার আই· এম· এস-এর সদস্যরা জেল-কম্বল বা ওই মানের অন্য কোনো কম্বল ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং ওই প্রস্তাব রাজ্যের বন্দীদের বা রাজবন্দীদের জন্যে, এর মধ্যে আমিও আছি, কীভাবে আসতে পারে আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তাই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে, বর্তমান সুপারিনটেনডেন্ট ১৮১৮ সালের বেঙ্গল রেগুলেশন ৩ এবং ১৯২৫ সালের বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সম্পর্কে বোধহয় অবহিত নন। রাজ্যের বন্দী এবং রাজবন্দীদের কীভাবে রাখা হবে—ওইসব আইনের ধারায় তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যে অফিসার জেলের আইনানুসারে দীর্ঘদিন ধরে কয়েদীদের দেখাশোনা করতে অভ্যস্ত তাঁর পক্ষে ১৯২৫ সালের আইন অথবা রেগুলেশনের আওতায় পড়েন এমন বন্দীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন।

খারাপ সম্পর্ক দুঃখজনক ঘটনার জন্ম দিতে পারে, এই পরিস্থিতিতে একজন সর্বক্ষণের সুপারিনটেনডেন্টের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যিনি আমাদের অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য বেশি সময় দিতে পারবেন। আশা করি আপনি এই ব্যাপারে বর্মা সরকারকে সক্রিয় করবেন।

বিনীত
এস· সি· বসু

[এই চিঠিটি শেষপর্যন্ত পাঠানো হয়নি]

৮০ ॥ মিস্টার রহিম

মান্দালয়
১৪-১২-২৫

প্রিয় মিঃ রহিম,

মিঃ চ্যাটার্জি সেলে একলা থাকতে চান—তাঁর এই ইচ্ছের কথা আমি সবে জানতে পেরেছি। আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিচ্ছি, তার ফলে তাঁর এখন ইয়ার্ড ছাড়ার দরকার হবে না। আজ সন্ধ্যায় টেনিস খেলার পরে যখন আমি বেড়াতে যাব তখন এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। গেটের কাছে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

শুভার্থী
এস· সি· বসু

৮১ ॥ বর্মার ইন্সপেকটর জেনারেল অব প্রিজন্‌স,
মান্দালয় জেলের সুপারিনটেনডেন্ট মারফত

মান্দালয়
১৫-১২-২৫

প্রিয় মহাশয়,

রাজ্যের অন্যতম বন্দী মিস্টার জে· সি· চ্যাটার্জির দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আপনার হয়ত মনে আছে যে, উনি প্রথম থেকেই স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছিলেন, এবং চট করে উত্তেজিতও হয়ে পড়তেন। আমি এখানে আসার পরে শুনেছিলাম তিনি আশঙ্কা

করছেন যে, তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে। তিনি এই নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতেন। সেইসময় কারাগার পরিদর্শনে এসে আপনি একবার বলেছিলেন, অসুখের ধরন দেখে আপনার মনে হচ্ছে এটি সম্ভবত স্নায়বিক দৌর্বল্য। তখন থেকেই আমরা লক্ষ্য করে আসছি তাঁর মানসিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে। তিনি আগের চাইতেও অনেক বেশি মনমরা, অস্থির এবং অসুখী হয়ে উঠেছেন। সেদিন মিঃ মিত্র একজনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন। এই ঘটনাগুলির প্রতি আমরা এতদিন খুব একটা গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু সাম্প্রতিক একটি ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবন করে সম্পূর্ণ বিষয়টির প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। গতকাল তিনি হঠাৎ সুপারিনটেনডেন্টকে একটি গোপন চিঠি লিখে একটি সেলে দিন-দুয়েক থাকার অনুমতি চেয়েছেন ; তাঁর অসুস্থ বোনের আরোগ্য কামনা করে তিনি নাকি ওখানে প্রার্থনা করবেন। অনুমতি পাওয়ার পরে তিনি যখন ওই সেলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন প্রকৃত তথ্যটি আমরা উদ্ঘাটন করি। তাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থা এবং আগের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিই যে, তিনি এখন মানসিক দিক দিয়ে ভয়ংকরভাবে অসুস্থ। আমরা অনেক কষ্টে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমাদের ওয়ার্ডেই তাঁর প্রার্থনা করার আলাদা ব্যবস্থা করে দেব। এই হল ঘটনাবলীর বর্তমান চেহারা। তাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার পেছনে যে কারণগুলি আছে আমার পক্ষে সেগুলির বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, তবে আমার যা মনে হয়েছে তা আপনাকে জানাচ্ছি। আমরা যখন এখানে প্রথম আসি তখনই তিনি কিছুটা স্নায়বিক দৌর্বল্যের শিকার হয়েছিলেন। সেই তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি আমার চোখে পড়েনি, আর সবসময় কেমন যেন মনমরা ভাব। চোখের গোলমাল থাকার জন্যে গত কয়েক মাস যাবত তিনি পড়াশুনো করতে পারেননি, এর ফলে অন্যত্র মনঃসংযোগ করাও সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। উপরন্তু এই স্থানের বৈচিত্র্যহীনতা (এখানে তিনি দেড় বছর যাবৎ আছেন) তাঁর স্নায়ুর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে। কয়েক মাস আগে তাঁর বোন ঘোরতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, চিকিৎসকরা তাঁর আরোগ্যলাভের আশা দিতে পারেননি। তখন থেকেই তিনি মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি তাঁর বোনের সঙ্গে একবারের জন্য সাক্ষাৎপ্রার্থনা করে বাংলা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আবেদন নামঞ্জুর হয়েছে। মনে হয় তাঁর অবস্থার অবনতি হয়েছে এর ফলে। তাঁর বোনের অসুস্থতা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে আক্ষেপ করার পরে তিনি এখন বিষাদ-রোগের শিকার হয়েছেন। তাঁর অবস্থান্তর ঘটাবার জন্যে কাল বিকেলে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি এখন স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার মধ্যে নেই, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তাঁকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। তিনি একথাও জানিয়েছেন, নির্জনবাস তাঁকে তাঁর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে, এবং তিনি তাঁর মানসিক ভারসাম্য ফিরে পাবেন। কিন্তু আমরা আশঙ্কা করছি নির্জনবাসে তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হবে। এই আশঙ্কায় তাঁর সেলে স্থানান্তর আটকেছি আমরা। নিজের জীবন সম্পর্কে অনাগ্রহ ও আত্মহত্যার যে ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন সেটি পর্যালোচনার পরে বিষয়টি আমাদের কাছে আশঙ্কাজনক ঠেকছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মনে হয়, মিঃ চ্যাটার্জির পক্ষে পরিবেশ বদল হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আশা করি আপনি এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি নেবেন।

মিঃ চ্যাটার্জির আড়ালে এই চিঠিটি আপনাকে লিখছি, কারণ তাঁর মানসিক ভারসাম্যহীনতার কথা আপনাকে জানিয়েছি একথা জানতে পারলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন।

বিনীত
এস· সি· বসু

৮২ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
১৫-১২-২৫

প্রিয় মহাশয়,

বর্মার আই· জি· পি-কে লেখা সংলগ্ন চিঠিটি থেকে মিঃ চ্যাটার্জি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাত

তথ্যাদি আপনি স্পষ্টভাবে জানতে পারবেন। তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে, আশা করি আপনি এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেবেন।

বিনীত
এস· সি· বসু

৮৩ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
১৯-১২-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৪ তারিখের লেখা চিঠিটি ১২ তারিখে পেয়েছি।

গতমাসে মান্দালয়ে এক সাক্ষাৎকারে রাঙামামাবাবুকে (শ্রীযুক্ত বি· এন· দত্ত) তুমি যে পয়েন্টগুলি দিয়েছিলে সেগুলি আমি পেয়েছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি আমি নিচ্ছি।

গতকাল শ্রী এস· এন· হালদারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁকে জানিয়েছি যে, তাঁর চিঠিটি আটক হয়েছে।

আমি এ মাসের ২ তারিখ অথবা ২৩ তারিখ কানপুর রওনা হচ্ছি।

মা তোমার চিঠি পেয়েছেন।

তোমার ভোটের কাগজপত্র বিশ্বভারতীতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ইংল্যান্ডে কখনও কি এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল যার প্রথম দুটি অক্ষর এ· বি। একজন প্রবীণ অধ্যাপকের নামের শেষে এ· বি· ডিগ্রিটি দেখেছিলাম। তোমার ডিগ্রি বি· এ ; আমি যতদূর জানি ব্যাচেলরস ডিগ্রির সংক্ষিপ্তরূপ বি· এ। আমি ব্যক্তিগতভাবে ধারাবাহিক অক্ষরে ডিগ্রি পছন্দ করি। আমি তোমার নামের শেষে বি· এ-র বদলে এ· বি দেওয়া পছন্দ করি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আলাদা।

আশা করি তুমি ভাল আছ। তোমার দেহের ওজন কমে যাওয়ার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন আছি। তোমাকে কেন ওরা ভাল কোনো জায়গায় বদলি করছে না—বুঝে উঠতে পারছি না।

শুভার্থী
শরৎ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
বি· এ· (ক্যানট্যাব)

৮৪ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয় জেল
(?) ১৯২৫

প্রিয় মহাশয়,

ইনসিন জেলে বই পাঠানোর প্রসঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের কাছে এত কমসংখ্যক বাংলা বই আছে যে, সেগুলি আমাদের পক্ষে হাতছাড়া করা অসম্ভব। ডঃ টেগোরের কয়েকটি বই পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই বইগুলির অতিরিক্ত কপি সরকারি খরচে কেনা হয়েছে আমাদের জন্যে। বাংলা বই আমাদের কাছে খুব কমই আছে, আর সেগুলির চাহিদা এত বেশি যে, অন্য গ্রন্থাগারের জন্য সেগুলি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বিনীত
এস· সি· বসু

৮৫ ॥ চিফ সেক্রেটারি
বাংলা সরকার

মান্দালয় জেল
(?) ১৯২৫

প্রসঙ্গ : দুর্গোৎসব।

প্রিয় মহাশয়,

আশা করি আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আগামী ২৪ সেপটেমবর দুর্গা পূজা শুরু হচ্ছে ; এই উৎসবটি হিন্দুরা, বিশেষ করে বাংলাদেশের সব হিন্দু উদ্‌যাপন করে। সারা বছরের পূজানুষ্ঠানের মধ্যে এটিই হল সবচেয়ে বড়। এই উৎসবটি পাঁচদিন ধরে চলে, এবং অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম এত ব্যাপক যে আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার হয়ে পড়ে।

এই পূজানুষ্ঠানটি আমরা এখানে পালন করব বলে মনস্থ করেছি, সুতরাং এব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাকে। এই উৎসব খাতে···টাকা প্রয়োজন, সরকারি অনুদান হিসেবে ওই অর্থ আমাদের দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমাদের বলা হয়েছে যে, সাধারণ পূজার্চনা করার মতো বাঙালী পুরোহিতও এখানে পাওয়া যায় না। দুর্গাপূজা করা বেশ কঠিন কাজ এবং সাধারণ পুরোহিতদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই এই পূজা সম্পন্ন করতে পারেন। সুতরাং এই পূজার জন্যে বাংলাদেশ থেকে একজন পুরোহিত নিয়ে আসা দরকার। অতএব বাংলাদেশ থেকে যথাসময়ে একজন পুরোহিত আনাবার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাকে।

আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আপনি যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন।

বিনীত
এস· সি· বসু

[চিঠিটি প্রেরিত হয়নি।]

৮৬ ॥ বর্মার মহামান্য রাজ্যপাল সমীপে।

মান্দালয়
(?) ১৯২৫

মহামান্যবরেষু,

কিছুকাল আগে আমরা আমাদের অর্থে ক্রীত অথবা আমাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে আবেদনপত্র পেশ করেছিলাম। প্রসঙ্গটি বর্মার আই· জি· পি-এর কাছে উত্থাপিত হয়েছিল, তিনি আবার বিষয়টি স্থানীয় সরকারের গোচরে আনেন, সবশেষে এটি যায় বাংলা সরকারের কাছে। এরপর আমাদের জানানো হয় যে, রাজ্যের বন্দী বা রাজবন্দীদের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার পরোক্ষভাবে জেলের শৃঙ্খলাভঙ্গ করবে বলে আবেদন নাকচ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার এই সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে আমাদের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কিছুকাল যাবত বাংলাদেশে এই বিষয়টি বিবেচনাধীন হয়ে আছে। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে আমি যখন বহরমপুর জেলে (বাংলা) ছিলাম তখন এই বিষয়টি নিয়ে বাংলার আই· জি· পি-র সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। আমি তাঁর নজরে এনেছিলাম যে, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বন্দীদের জন্য গির্জাদিবসগুলিতে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সঙ্গীতের আয়োজন আছে। গির্জাটি ওই জেলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং অর্গানের শব্দ জেলের যে-কোনো প্রান্তে পৌঁছে যায়—তা সত্ত্বেও জেলে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ ওঠেনি কখনও। আই· জি· পি· আমার যুক্তির সারবত্তা মেনে নিয়ে বলেছিলেন, বিষয়টি তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

তারপর ওই বিষয়টি কত দূর অগ্রসর হয়েছে আমার জানা নেই, কারণ গত জানুয়ারিতে আমি বাংলা ছেড়েছি। এখানে অবশ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। আমরা জেলের একপ্রান্তে বন্দী হয়ে আছি। সাধারণ বন্দীরা দিনের বেলা যেখানে কাজ করে এবং রাত্রে যেখানে ঘুমোয় সেই এলাকাটি প্রধান ব্লকে অবস্থিত, এবং এখান থেকে বেশ দূরে। বাদ্যযন্ত্রের

শব্দ অত দূর পর্যন্ত পৌঁছবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, সেতার এবং এসরাজের শব্দ ধরতে গেলে পাশের ঘরেই পৌঁছয় না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনো নিষেধ না থাকলে আমাদের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে জেলকর্তৃপক্ষরও কোনো আপত্তি নেই ; সফররত আই· জি· পি-কেও তিনি তাঁর মতামত জানিয়েছেন। ওই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারছি না. কেন বাদ্যযন্ত্র আমাদের ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। বিষয়টি স্থানীয় সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। জেল-কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন সঙ্গীত শৃঙ্খলাভঙ্গের কোনো কারণ ঘটাবে না, তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের অনুমতি না দেবার পেছনে কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

সঙ্গীতচর্চার সময়কাল নিয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি, কিন্তু প্রস্তাবটি আগাগোড়া বাতিল করার পেছনে কোনো যুক্তি নেই।

সঙ্গীত শুধু নান্দনিক প্রয়োজনেই লাগে না, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এটি সমান জরুরি। মহত্তর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে এবং অবসর বিনোদনে এর কোনো বিকল্প নেই। ভাবতে ইচ্ছে করে, মানুষের আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, সঙ্গীত তার কাছে খাদ্য ও পানীয়র মতোই প্রয়োজনীয়। জেল সংস্কারের দিক থেকেও এ-কথা বলা যায় যে, শুধু রাজ্যের বন্দী বা রাজবন্দীদের জন্যেই নয়, সকল শ্রেণীর বন্দীর জন্যই সঙ্গীতের ব্যবস্থা রাখা উচিত। বাংলা সরকার আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে গীর্জাদিবসে সরকারি খরচে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেছেন। এটি একটি ঘটনার সূত্রপাতমাত্র, অন্যান্য বন্দীদেরও এই সুযোগ দেওয়া হবে এবং সেটি শুধু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

এত ক্ষুদ্র একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই আশায় যে, আমি আপনার মধ্যে সেই উদারতা, সেই সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দেখতে চাই যেগুলির অভাব থাকলে প্রশাসন ক্লান্তিকর এবং প্রাণহীন যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। দফতরের কর্তৃপক্ষরা, যাদের মুখে সংস্কারের বুলি, যারা রাজ্যের বন্দীদের সাধারণ প্রাণীর অতিরিক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়, তাদের কাছে শৈল্পিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনের চাহিদা মেটানোর প্রশ্ন অবান্তর।

মহাশয়ের কাছে আমার এই আবেদন যে, আমার যুক্তির সারবত্তা আপনি অনুধাবন করবেন এবং আমাদের নিজস্ব খরচে সংগৃহীত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেবেন।

মহামান্যবরের একনিষ্ঠ সেবক সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

এস· সি· বসু

৮৭ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়,
(?) ১৯২৫

প্রিয় মহাশয়,

শ্রীযুক্ত দাসের মৃত্যু সংবাদ বহন করে কলকাতা থেকে যে তারবার্তাটি এসেছিল সে সম্পর্কে আপনার নোটটি আমি পড়েছি। অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, আপনি ওই ঘটনাটি সম্পর্কে একটি কথাও লেখেননি। আমার আত্মীয়-বন্ধুদের ধারণা ছিল—খবরটি যথাসময়ে আমার কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু বাংলাদেশের কেউ এসে খবরটি আমাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি ; আমার কাছে এটি খুব দুঃখের ঘটনা। খবরটি যথাসময়ে আমার কাছে পৌঁছলে কী ক্ষতি হত বুঝে উঠতে পারছি না. বিশেষ করে আপনি যখন ভালভাবেই অবগত আছেন, খবরটি সংবাদপত্রে দু-এক দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে। প্রয়াত শ্রীযুক্ত দাস এবং আমার মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল আপনি বোধহয় সে-সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। তারবার্তাটি ডি এস পি-র কাছে প্রেরণ করে আপনি আইনমাফিক কাজ করেছেন, এবং এ-সম্পর্কে আমি কোনো প্রশ্ন তুলছি না। কিন্তু সরকারি নিয়মানুসারে এবং সৌজন্যের খাতিরে খবরটি আপনি আমাকে জানাতে পারতেন, বিশেষ করে সেটি যখন স্থানীয় পুলিশ পরীক্ষা করেছিল। খবরটি আমার কাছে একেবারেই গোপন করার ইচ্ছে থাকলে সে-কথা আপনি অন্তত তারবার্তা-প্রেরককে জানাতে পারতেন।

আপনার হয়ত স্মরণ আছে যে, আই· জি· পি যখন এখানে তাঁর সর্বশেষ সফরে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার প্রয়াত শ্রীযুক্ত দাস সম্পর্কে আপনার সামনেই কথাবার্তা হয়েছিল—তা

সত্ত্বেও আপনি তারবার্তাটি সম্পর্কে আমাকে কিছু জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে এখন এই সন্দেহ দেখা দিচ্ছে যে, আমাদের নামে আসা সব চিঠিপত্র আমাদের কাছে হয়ত পৌঁছয় না।

বিনীত
এস· সি· বসু

[চিঠিটি প্রেরিত হয়নি।]

৮৮ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
(?) ১৯২৫

প্রিয় মহাশয়,

খাদ্যসংক্রান্ত বরাদ্দ ভাতার যে-সব নির্দেশ আই জি পি পাঠিয়েছেন সেগুলি মিঃ পেন্‌ফোল্ড মারফত জ্ঞাত হয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর—আমার বিশ্বাস, এ-ব্যাপারে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন। জানুয়ারির শেষের দিকে আমরা এখানে এসেছি। ছ-মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু খাদ্যবিষয়ক প্রশ্নটির কোনো নিষ্পত্তি হয়নি এখনো পর্যন্ত। আই জি পি-র অনুমত্যানুসারে প্রথম কয়েক মাস আমাদের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি আমাদের সরবরাহ করা হত, তাতে দিনের গড় খরচা দাঁড়াত ৫/৮ টাকা। তারপর আমাদের জানানো হল—মাথাপিছু প্রতিদিন ৪ টাকার বেশি খরচ যেন না হয়, আমরা এই নিয়মের মধ্যে কিছুকাল ছিলাম। এরপরে নির্দেশ এল, এই বিষয়ে বাংলা সরকার সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত পুরনো হারই বলবৎ থাকবে। আমরা এই নির্দেশও নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলাম। তারপর আমাদের জানানো হল যে, বর্মা সরকারের সুপারিশ অনুসারে বাংলা সরকার মাথাপিছু দিনপ্রতি ৩ টাকা বরাদ্দ করেছে, এটি কার্যকর হবে জুলাই থেকে। তদনুসারে ডি সি-র উপস্থিতিতে ঠিক হয়েছিল যে, তিন টাকার নতুন হার চালু হবে ১৩ জুলাই থেকে। এখন আবার এই সংবাদ এসেছে যে, ভারত সরকারের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ২ টাকার পুরনো হারকে অতিক্রম করা চলবে না।

শেষোক্ত নির্দেশের অর্থটি আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। খাদ্যবরাদ্দের হার বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে—এই ইঙ্গিতটি কি ওই নির্দেশে প্রচ্ছন্ন ? ইতিমধ্যে জুলাই মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। ভারত সরকারের আনুষ্ঠানিক সম্মতি পাওয়া যাবে—এটি ধরে নিয়ে না এগোলে জুলাই থেকে তিন টাকার নতুন হার কার্যকর করা সম্ভব নয়। ভারত সরকার যদি অক্টোবর মাসে খাদ্যবরাদ্দের হার বৃদ্ধি করে, এবং এটি যদি জুলাই থেকে কার্যকর করার নির্দেশ থাকে, আনুষ্ঠানিক সম্মতি পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে না এগোলে নির্দেশের রূপায়ণ কী করে সম্ভব ? আমাদের বিচারে কর্তৃপক্ষ, তাঁরা যাঁরাই হোন না কেন, একটি নতুন হার চালু করেছেন, এবং অত্যন্ত বিরক্তিকরভাবে সাম্প্রতিক ব্যবস্থাকে বানচাল করে পুরনো হারে ফিরে গিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের এই আচরণকে নিছক খামখেয়াল বলে মনে করতে পারছি না আমরা।

আমরা এখনই এটি বিস্তৃতভাবে সরকারের গোচরে আনব বলে মনস্থ করেছি। এই কারণে ডিসি এবং বে-সরকারি অতিথিদের সঙ্গে আমরা আগে দেখা করতে চাই। আমরা তাঁদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছি—এই মর্মে আপনি তাঁদের দ্রুত চিঠি পাঠালে আমরা বাধিত হব।

বিনীত
এস· সি· বসু

৮৮ক ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল

মান্দালয়
(?) ১৯২৫

প্রিয় মহাশয়,

আজ সকালে চিফ জেলারের কাছে আমি যে নোটটি পাঠিয়েছিলাম তার ওপরে আপনার

মন্তব্য দেখেছি ; ওই বিষয়সংশ্লিষ্ট আপনার একটি বার্তাও আমি পেয়েছি—এটিকে অবশ্য চিঠি বলা যায় না।

চিফ জেলার সম্পর্কে আমি যে ভাষা ব্যবহার করেছি, আপনার বিচারে তা একেবারেই অসমর্থনীয়। আমার ধারণা, চিফ জেলার এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আপনার চেয়ে আমি বেশি ওয়াকিবহাল। আমি এখানে ছ-মাসেরও বেশি সময় ধরে আছি—কিন্তু আপনি এসেছেন দু-মাস মাত্র। খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করার ভার আমাদের হাতে, অথচ আমাদের কোনোরকম খবরাখবর না দিয়ে চিফ জেলার হঠাৎই খাদ্যবস্তুর যোগান কমিয়ে দিলেন—এটি অত্যন্ত অপমানজনক ঘটনা। এই বিষয়ে আপনি কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করলেন না, অথচ আপনি আমার ভাষাকে 'একেবারেই অসমর্থনীয়' বলে চিহ্নিত করেছেন ; এটি আপনার ন্যায়নীতি বোধ সম্পর্কে উচ্চ ধারা তৈরি করায় না। শুধু তাই নয়, আপনি একটি আক্রমণাত্মক ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন—আপনি চিফ জেলারকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, "এ চিঠির (অর্থাৎ, চিফ জেলারকে লেখা আমার চিঠির) উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন নেই, শ্রীযুক্ত বসুকে এই বিষয়ে কোনো খবর জানাবারও দরকার নেই যতদিন পর্যন্ত না তিনি তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে ভাষা ব্যবহার করতে শেখেন।" চিফ জেলারের শঠতা সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত আছেন, আমাদের এখানে আসার পর থেকে তিনি আমাদের কতভাবে বিব্রত করেছেন—সে-তথ্যও আপনার জানা আছে। এই বিষয়টি প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট এবং ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌সের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছিল—আমাদের প্রতি আপনার সাধারণ মনোভাব যদি আর একটু বেশি সহানুভূতিসূচক হত, আমাদের অভাব-অভিযোগ যাই হোক না কেন—আপনি যদি আপনার অধস্তন কর্মচারীদের নির্দ্বিধায় সমর্থন না করতেন—আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আপনি ইতিমধ্যে যা জেনেছেন তার চাইতে অনেক বেশি জানতে পারতেন আমাদের কাছ থেকে। চিফ জেলার যদি এমন কোনো ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন যেটি আমাদের পক্ষে অপমানজনক, তাহলে যথার্থ ক্রীড়ামোদীর কায়দায় উপযুক্ত প্রতিদান পাওয়ার জন্যে তাঁর তৈরি থাকা উচিত। চিফ জেলারের সাহায্যে আপনার বীরোচিত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসার মধ্যে শৌর্যের ছাপ হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু এটি মূলত একটি অর্থহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি করার মতোই করুণ ঘটনা।

আপনি আমার পদমর্যাদা অনুসারে ভাষা ব্যবহার করার কথা লিখছেন, এবং আপনি চান আমি যেন "সভ্যসমাজে অনুশীলিত শিষ্টতাবোধের পরিচয় দিই।" এর উত্তরে আমি প্রথমেই জানাতে চাই যে, জেলের অফিসারদের আপনি কী ভাষায় সম্বোধন করেন, সে-বিষয়ে আমার কিছু জানা আছে ; তাঁদের যে-সব কথা আপনি বলে থাকেন তাও খুব একটা শিষ্ট নয়। সৌজন্য, শিষ্টাচার নিয়ে কিছু বলা আপনাকে মানায় না। প্রসঙ্গক্রমে আপনাকে জানাই, আমি যে শুধুমাত্র একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছি—তাই নয়, আমি এই দেশের এবং ইংল্যাণ্ডের সেই শিক্ষা লাভ করেছি যাকে সেরা শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। "সভ্যসমাজে অনুশীলিত শিষ্টতাবোধ" সম্পর্কে আমি তেমন অজ্ঞ নই, আপনি এ-বিষয়ে যাই ভাবতে চান না কেন। এই সূত্রে আমি এ-কথা বলতে প্রলুব্ধ হচ্ছি—"চিকিৎসক নিজের রোগ সারান।" আমি যে ভঙ্গিতে আপনাকে লিখে থাকি এবং আপনি যে ভঙ্গিতে লিখতে অভ্যস্ত—এই দুটি ভঙ্গির মধ্যে তুলনা করার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করব। "সংক্ষিপ্ততাই সেরা ব্যাপার"—আপনি বোধহয় এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ভদ্রজনদের পত্রবিনিময়ে গৃহীত দুটি স্থির নিয়ম—'প্রিয় মহাশয়' অথবা 'আপনার অনুগত'—ইত্যাদির ব্যবহার অনাবশ্যক বোধে বর্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আই· জি· পি· এবং সরকারের চিফ সেক্রেটারি আমাকে যে চিঠিগুলি লিখেছেন—সেগুলি একটু খুঁটিয়ে দেখুন। দেখলে আপনি জানতে পারবেন যে, ওইসব শব্দ ব্যবহারকে তাঁরা এখনও বাহুল্য বলে মনে করেননি।

আপনি আমার 'পদমর্যাদার' উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, এ-কথা আপনাকে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, আমি আমার অধস্তনদের প্রতি শুধু যে সুবিবেচনা দেখাই—তাই নয়, সেখানে আমার সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষাসূত্রে লব্ধ শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধও কাজ করে। মানুষ হিসেবে আমি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, উত্তেজনার কারণ না ঘটলে আমি কড়া কথা বলি না ; আমি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, সেই বোধে আঘাত লাগলে আমি মুখের ভাষায় কঠিন জবাব দিয়ে থাকি। আপনার অধস্তন অফিসার বা সাধারণ কয়েদীরা যে ধরনের অনুগত

ও আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকে, আমি কিংবা কোনো বাঙালী রাজবন্দীর কাছ থেকে আপনি সেই ধরনের ব্যবহার আশা করতে পারেন না। আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথা বিশ্বাস করে থাকেন যে, আমাদের জাতি আজ্ঞাবাহী দাসের জাত—সেটি পরিতাপের বিষয়, এবং একথা বলতে পারি, কঠিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপনার মোহমুক্তি ঘটবে।

পরিশেষে আপনাকে জানাই, আপনার কাছ থেকে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের পাঠ নেবার জন্যে আমি এখানে আসিনি, সুতরাং আপনি আমাকে মূল্যবান উপদেশ দান করা থেকে বিরত থাকতে পারেন।

আপনার অনুগত
এস· সি· বোস

(এই চিঠি প্রেরিত হয়নি।)

৮৮খ ॥ চিফ সেক্রেটারি
বাংলা সরকার

মান্দালয়
(?) ১৯২৫

প্রসঙ্গ—সঙ্গীত

প্রিয় মহাশয়,

কিছুদিন আগে আমরা স্থানীয় জেল-কর্তৃপক্ষের কাছে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলাম। সুপারিনটেনডেন্ট ক্যাপ্টেন স্মিথ জানিয়েছিলেন এ-ব্যাপারে তাঁর কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু যেহেতু এটি বিধিবহির্ভূত, বিবেচনা করে দেখার জন্য বিষয়টি তিনি বর্মার আই· জি· পি-র কাছে পাঠিয়েছিলেন। আই· জি· পি· বিষয়টি বর্মা সরকারের কাছে পাঠায়, এই সরকার আবার এটি পাঠিয়ে দেয় বাংলা সরকারের কাছে। উত্তরে বাংলা সরকার জানায়, উক্ত অনুরোধটি বাংলায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—কারণ, সঙ্গীত জেলের সাধারণ নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে। বর্মা সরকার এই মতে সায় দিয়ে আমাদের জানান, আমাদের অনুরোধটি রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

একটি ঘটনা আমরা এখন বাংলা সরকারের দৃষ্টিগোচর করাতে চাই, সেটি হল, গীর্জায় উপাসনা করার দিনগুলিতে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের খ্রীস্টধর্মাবলম্বী কয়েদীদের ক্ষেত্রে সঙ্গীত নিষিদ্ধ নয়। জেলের ঠিক মধ্যিখানে একটি গীর্জা আছে, এবং জেলের যে-কোনো জায়গা থেকে গীর্জার অর্গানের শব্দ শোনা যায়। তা সত্ত্বেও মনে করা হয়, এই সঙ্গীত জেলের নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করছে না। গত জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে বাংলার আই· জি· পি· যখন বহরমপুর জেল পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন আমি এই বিষয়টি তাঁর নজরে এনেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, সঙ্গীত ব্যবহারের বিষয়টি তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। আমরা ভাবতে পারি যে, খ্রীস্টান কয়েদীদের সঙ্গীত শ্রবণের অধিকার দেবার পরে রাজ্যের বন্দীদের এবং শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান রাজবন্দীদের ওই সুযোগ না দেওয়া কোনো দায়িত্বশীল সরকারের পক্ষে বেমানান। নান্দনিক এবং ধর্মীয় কারণে, বিশেষ করে শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান মানুষের ক্ষেত্রে সঙ্গীত অত্যাবশ্যক। তার ওপর বিনোদন হিসেবে এটি সম্ভবত তুলনাহীন। মানুষকে যদি জন্তু-জানোয়ারের ওপরে স্থান দেওয়া হয়, তাহলে এ-কথা মানতেই হয় যে, সঙ্গীত তার কাছে প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কার্লাইল একদা বলেছিলেন—"যে মানুষের প্রাণে সঙ্গীতের মূর্ছনা নেই, সে জঘন্যতম অপরাধ করতে পারে।" তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেননি যে, বিশ শতকে ভারতে অবস্থিত তার ম্যাজেস্টির বন্দীশালায় বন্দীদের মনে যাতে কোনো মহৎ ভাবের উদয় না হয় সেইজন্যে সেখানে সঙ্গীতকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হবে। জেলের মধ্যে সঙ্গীত ব্যবহারের সময়সীমা সম্পর্কিত বিধিনিষেধের তাৎপর্য আমরা অনুধাবন করতে পারি। বিশেষ কোনো ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের বিধিনিষেধের তাৎপর্যও বুঝতে পারি আমরা। বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র আছে যেগুলির শব্দবিস্তার ক্ষমতা অর্গানের চাইতে অনেক কম, এবং অর্গানের শব্দ যদি জেলের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় বাধার সৃষ্টি না করে, আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে যেমন, অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে ওই শৃঙ্খলা ভঙ্গ হওয়ার

আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। রাজ্যের হিন্দু বন্দী এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান রাজবন্দীদের ক্ষেত্রে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আগাগোড়া নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমাদের ধারণা, আমরা যদি বাংলায় থাকতাম তাহলে সঙ্গীতের বিষয়ে উদার এবং প্রগতিবাদী মনোভাব নেওয়ার ব্যাপারে সরকারের মত করাতে পারতাম আমরা। অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় বাংলার জেল-ব্যবস্থা অনেক পিছিয়ে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্মা জেলের নিয়মকানুন তো আরও জঘন্য। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা বর্মা জেলে থাকার ফলে এমন একটি প্রশাসনযন্ত্রের কাছে আবেদন-নিবেদন করছি যেটি ঘোরতরভাবে পরিবর্তনবিরোধী। আমাদের আশঙ্কা, বাংলা জেলে হিন্দু কয়েদীদের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে, সেই নজির দেখিয়ে বর্মা সরকার আমাদের সঙ্গীত ব্যবহার করতে দেবে না।

আমরা আশা করব—এই বিষয়টির নিষ্পত্তির প্রশ্নে বাংলা সরকার রাজ্যের বন্দী ও রাজবন্দীদের মর্যাদার কথাটি ভেবে দেখবেন। বাংলার আই· জি· পি· তাঁর সাম্প্রতিক জেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে বলেছেন যে, রাজ্যের বন্দী এবং রাজবন্দীদের জেলে রাখা হচ্ছে অবরোধের কারণে, শাস্তি দেবার জন্যে নয়। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, রাজ্যের বন্দী ও রাজবন্দীদের সবার ক্ষেত্রে যদি নাও হয়—অধিকাংশের ক্ষেত্রে সঙ্গীত থেকে বঞ্চিত হওয়া কঠিন শাস্তি পাওয়ার মতোই একটি ঘটনা।

জেল-সংস্কারের দিক থেকে ভাবতে গেলে বাংলা সরকারের এখন উচিত কাজ হবে, অ-খ্রীস্টান কয়েদীদের জন্যে সঙ্গীতের আয়োজন করা। ইতিমধ্যে, বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্যে সরকারের কাছে আমি আবার অনুরোধ জানাচ্ছি—রাজ্যের বন্দী এবং রাজবন্দীদের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের ওপর নিষেধাজ্ঞাটি যেন তুলে নেওয়া হয়। এইরকম একটি ব্যবস্থা নেওয়া হলে জেলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের জন্য বর্মা সরকারের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করা কিছুটা সহজ হবে।

আপনার অনুগত
এস· সি· বোস

৮৯ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল
? ১৯২৫

প্রিয় মহাশয়,

সম্প্রতি জেলের মধ্যে অনুষ্ঠিত পূজার প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হল, প্রতিমা-নির্মাতার প্রাপ্য টাকা এখনও মেটানো হয়নি। তার বিলটি এখনও কেন আটকে আছে, আমার বোধগম্য হচ্ছে না। প্রতিমা-নির্মাতা ব্যয়বরাদ্দের যে আনুমানিক হিসেব পেশ করেছিল, সুপারিনটেনডেন্ট সেটি যথাযথ ভাবে নিয়ে লিখিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তার বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতে সরকার আইনসঙ্গতভাবে বাধ্য। সুপারিনটেনডেন্ট তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে, প্রতিমা-নির্মাতাকে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, এবং তিনি তাঁকে কিছু অগ্রিম টাকাও দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রতিমা নির্মাণের খরচ মেটাবার জন্যে সরকারি সম্মতি পাওয়ার কোনো বাধা থাকতে পারে না।

বকেয়া টাকা আটকে রাখার দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রতিমা নির্মাণ এবং উৎসব শেষ হওয়ার পরে পাওনা টাকা না মেটানোর জন্যে প্রতিমা-নির্মাতাকে অযথা হয়রানির মধ্যে ফেলা হল। দ্বিতীয় কারণটি—প্রতিমা-নির্মাতা ভাবতে পারে আমরাই তার পাওনা টাকা আটকে রেখেছি। এরকম ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে আমরা আর কোনো সাহায্য পাব না। পাওনা টাকা মেটাতে অযথা দেরি করার ফলে ভবিষ্যতে আমরাই অসুবিধের মধ্যে পড়ব। মান্দালয়ে আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকতে হতে পারে। তার ফলে ভবিষ্যতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান

পালনের ক্ষেত্রে আমরা এইসব লোকের সাহায্য নাও পেতে পারি, তখন জেল-কর্তপক্ষের সঙ্গে আমাদের গোলমাল অবশ্যম্ভাবী। আশা করি, এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে আপনি বাকি টাকা মিটিয়ে দেবার আশু ব্যবস্থা নেবেন।

বিনীত
এস· সি· বসু

৯০ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল।

মান্দালয় জেল
১-১-২৬

প্রসঙ্গ : শীতবস্ত্র। ১৩-১১-২৫ তারিখে পেশ করা দাবীপত্রটি আবার পেশ করা হল। প্রসঙ্গ : গরমের জামাকাপড়। এই বিষয়ে জানুয়ারির শেষে অথবা ফেব্রুয়ারির গোড়ায় আমরা আমাদের তালিকা পাঠাব—ওইসব পোশাকে আগামী আগস্ট পর্যন্ত আমাদের চলে যাবে। আপনি চাইলে তালিকাটি আমরা আরও তাড়াতাড়ি পাঠাতে পারি—তবে আমাদের মনে হয়, শীতবস্ত্রবিষয়ক প্রশ্নটির নিষ্পত্তি আগে হওয়া দরকার।

এস· সি· বসু

৯১ ॥ জানকীনাথ বসুর চিঠি

৩৮/২ এলগিন রোড
৪ জানুয়ারি, ১৯২৬

প্রিয় সুভাষ,

তোমার চিঠিটি যথাসময়ে পেয়েছি। তুমি ভাল আছ জেনে খুশি হলাম।

আমি এখানে ২২ ডিসেম্বর এসেছি। আজ রাত্রেই কটকের পথে রওনা হচ্ছি।

তোমার মা এখনও এখানে কিছুদিন থাকবেন—তিনি ভাল আছেন।

আগামী ফাল্গুনের মাঝামাঝি অরুণার বিবাহ হবে—পাত্র হচ্ছে রমাপতির ভগ্নীপতি পরেশের তৃতীয় ভ্রাতা।

ডলির মেয়েদের বিবাহ এখনও স্থির হয়নি।

আমরা ভাল আছি। তোমার কুশল কামনা করি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
জে· এন· বসু

৯২ ॥ ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্‌,
বর্মা

মান্দালয় জেল,
৮-১-২৬

প্রিয় মহাশয়,

অতীতে আমার একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটি হল—রাজবন্দীদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অভিযোগগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষ কখনোই কোনো গুরুত্ব দেন না ; এই কারণে স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু জানাতে আমি অনিচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে স্থির করলাম, আমার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অভিযোগগুলি নথিভুক্ত হওয়া দরকার।

১৯২৪ সালের অক্টোবরে ধরতে গেলে বিছানা থেকে তুলে আমাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। ম্যালেরিয়া রোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত হওয়ার পরেই এই ঘটনা ঘটে, রোগারোগ্য হয় জেলের মধ্যেই। যাই হোক, বাংলার জেলে আমার শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। ওখানে গিয়ে আর অসুখে পড়িনি। অসুখ থেকে ওঠার পরে আমার শরীরের ওজন দাঁড়িয়েছিল ১৬৮ পাউন্ডে ; বাংলার জেলে যে তিন মাস ছিলাম সেই সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হয়েছিল। ১৯২৫ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে আমি যখন বাংলা ছাড়ি তখন আমার আগের

স্বাস্থ্য ফিরে এসেছিল। ওজন ছিল ১৮৩ পাউন্ড। আমার স্বাস্থ্য এখানে দ্রুত ভেঙে পড়েছে, ওজন দাঁড়িয়েছে ১৬১ পাউণ্ডে।

এখানে আসার পর থেকেই আমি ডিসপেপসিয়ায় ভুগে চলেছি। এর সঙ্গে অন্য উপসর্গও আছে। যেমন—মেরুদণ্ডে ব্যথা, অনিদ্রা ও অবসন্নতা। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি থাকার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে, সাধারণভাবে আমি বেশ কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত, দিনে ১৪ ঘণ্টা মাথার কাজ করতে আমার কোনো অসুবিধে হত না।

সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে প্রথমে যে ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তাঁর নাম ক্যাপ্টেন স্মিথ। তিনি আমার হজমশক্তি বাড়ানো ও শরীর চাঙ্গা রাখার জন্যে একটি টনিক খেতে দিয়েছিলেন। মেরুদণ্ডের ব্যথা কমাবার জন্যে দিয়েছিলেন ক্রুশেন সল্ট ও থডমাল। তাঁর চিকিৎসায় কিছু উপকার পেয়েছিলাম। এঁর পরে এলেন মেজর ফিন্ডলে, তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতিও ছিল প্রায় একই রকমের, তবে তিনি থডমাল এবং ক্রুশ্চেন সল্টের পরিবর্তে স্টোফানের বিধান দিয়েছিলেন। মেরুদন্ডের ব্যথা কিছুদিনের জন্যে দূর হবার পরে আবার দেখা দিয়েছিল। বাকি উপসর্গগুলি—যেমন, হজমের গোলযোগ, অবসন্নতা এবং অনিদ্রা পূর্বের মতোই ছিল।

নবেম্বর মাসে আমি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাপদ্ধতির আশ্রয় নেব মনস্থ করি, এবং আমার পুরনো কবিরাজমশাইকে এই বিষয়ে চিঠি লিখি, তিনি আমার শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। এ-সম্পর্কে সরকারি মনোভাব কী হবে আন্দাজ করতে না পেরে আমি আমার চিকিৎসার খরচ দেবার জন্যে সরকারকে জানাইনি। সরকার এই প্রস্তাবে অসম্মত হলে আমি অপমানিত হতাম, তাই আর ঝুঁকি নিইনি। আমি মাসখানেক হল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় আছি, এই চিকিৎসায় সুফল ফলবে কি না—এত অল্প সময়ের মধ্যে সে-কথা বলা সম্ভব নয়।

এত দূর থেকে একজন রোগীর চিকিৎসা চালানোর অসুবিধা আমি বুঝতে পারি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যদি আমার চিকিৎসার ভার নিতে ইচ্ছুক হন, আমি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বন্ধ রাখতে রাজি আছি।

পরিশেষে জানাই, আমি দুঃখের সঙ্গে এই তথ্য জ্ঞাত আছি যে, জীবনসংশয় দেখা না দিলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কারও প্রতি নজর দেন না। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি, আমরা নিছক কয়েদী নয়, সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ ; সুতরাং আমাদের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসিক চাহিদার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

মান্দালয়ের মতো একটা জায়গায় দীর্ঘকালীন বন্দীদশায় আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। চারদিকের ক্লান্তিকর পরিবেশের চাপে আমার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। জীবনসংশয়ের আশঙ্কা উপস্থিত না থাকলেও আমার প্রয়োজনীয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত ও কর্মক্ষমতা খর্ব হবেই। সরকার যদি আদালতে আমার বিচার করে আমাকে শাস্তি দিতে চায়—আমার বলার কিছুই নেই।

বিনীত
এস· সি· বসু

৯৩ ॥ চিফ সেক্রেটারি
বর্মা সরকার

মান্দালয়
২-২-২৬

প্রসঙ্গ : ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য বরাদ্দ ভাতা।

প্রিয় মহাশয়,

আমাদের দাবীদাওয়ার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরস্বতী পূজার খরচ সম্পর্কে ১৬ জানুয়ারি, ১৯২৬-এ প্রেরিত পত্রটির কোনো জবাব এখনও আমরা পাইনি।

আমরা ইন্‌স্‌পেকটর জেনারেল অব প্রিজন্‌সকে অনেক আগেই জানিয়েছিলাম যে, তিনটি

গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান (যেমন—সরস্বতী পূজা, হোলি ও দোলপূর্ণিমা উৎসব এবং দুর্গাপূজা) আমরা এখানে পালন করতে চাই। এই প্রসঙ্গে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, এই উৎসবাদির খরচপত্র যেন সরকার বহন করে। সরস্বতী পূজানুষ্ঠান পালিত হয়েছে প্রায় একপক্ষকাল আগে, ওই বাবদ খরচ হয়েছে ৭৬ টাকা ৯ আনা। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং পরবর্তী দু-দিন হোলি উৎসব সম্পন্ন হবে, এই উৎসব বাবদ খরচ সরস্বতী পূজার চাইতে সামান্য কিছু বেশি, কিন্তু ওই অর্থের পরিমাণ কোনোমতেই ১০০ টাকার বেশি হবে না। সরস্বতী পূজা এবং দোল-উৎসব বাবদ খরচের টাকা আমাদের দেবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এখানে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ওই জেলে খ্রিস্টান কয়েদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য বছরে ১২০০ টাকা দেওয়া হয় (১৯১৯-২০ সালের ভারতীয় জেল কমিটি বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের ৭৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বাংলার জেলকয়েদী এবং রাজবন্দীদের সরকারি খরচে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ দেওয়া হয়—আমরা এ-তথ্যও আপনাদের জানিয়েছি। বর্মার জেলে বন্দীদের সরকারি খরচে কী-কী সুবিধে দেওয়া উচিত—সে-সম্পর্কে আপনি এবার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আশা করি।

অর্থবরাদ্দ করার ক্ষমতা এখন বর্মা সরকারের হাতে, সুতরাং চিঠির উত্তর পেতে আশা করি দেরি হবে না। দোল-উৎসবের প্রস্তুতি নিতে কিছু সময় লাগবে, আশা করি, এই মাসের মাঝামাঝি আপনার জবাব পাব।

বিনীত
স্বাক্ষর/এস· সি· বি·
এস· সি· এম·
টি· সি· সি·
বি· বি· জি·
এম· এম· বি·
এম· এম· জি·
এস· এস· সি·
জে· এল· সি·

৯৪ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি।

৩৮/১, এলগিন রোড
৮ ফেব্রুয়ারি, '২৬

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
৯-২-২৬
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষে

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ১৬ এবং ২৩ জানুয়ারিতে লেখা চিঠিগুলি যথাসময়ে পেয়েছি।

আমাদের আপার ইন্ডিয়া ভ্রমণ খুব সুন্দর হয়েছে।

আপার ইন্ডিয়ার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি আপার বার্মা লিখেছি। আশা করি আপার বার্মা ভ্রমণ করতে বাধ্য হব না।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যেদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই দিনই আমি কানপুর ত্যাগ করেছি। তাঁর আবেগপূর্ণ বক্তৃতাটি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এরকম বক্তৃতা আগে কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না। প্যান্ডেলের ভেতরের দৃশ্যটিও ছিল অভূতপূর্ব। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি দলটির উপস্থিতি উৎসাহের মাত্রাকে আরো বৃদ্ধি করেছিল।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অসুস্থতা সম্পর্কে তুমি যে খবরটি শুনেছ সেটি সত্য নয়। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং বিধানসভার নেতৃত্ব দিচ্ছেন যথারীতি। গোস্বামীও প্রতিদিন বিধানসভায় যাচ্ছে, মনে হয় তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার দিনটিও খুব দূরে নেই।

সরস্বতী পূজা তোমরা উদ্‌যাপন করেছ জেনে খুব খুশি হলাম। পূজাবাবদ তোমাদের কত খরচ হয়েছিল ?

তোমার শরীরের ওজন কমে যাওয়ার কারণটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার বিশ্বাস, জেলের আবহাওয়াই দূষিত। জেলের বন্দীরা নিশ্চয়ই সংক্রামক রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তুমি কি তোমার রক্ত ওখানে একবারও পরীক্ষা করোনি ? প্রস্রাব পরীক্ষা করেছ কি ?

হ্যাঁ, নীৎসের রচনাবলীর তৃতীয় খন্ডের দু-কপি বই বুক কোম্পানি যে তোমাকে পাঠিয়েছে—সে খবর আমি জানি। সেদিন বিলের টাকা মেটাতে গিয়ে আমি এটা লক্ষ্য করেছি। আমি গিরিন মিত্রকে এ বিষয়ে লিখেছি। কপিগুলি তোমার এখনই ফেরত পাঠাবার দরকার নেই। গিরিন যদি বইগুলি ফেরত চায় আমি তোমাকে আলাদা করে লিখব।

অন্যান্য যে বইগুলি তুমি চেয়েছ সেগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে পাঠাব।

গ্রীষ্মকালে কোনো শৈলাবাসে তোমাকে পাঠাবার কথা ইন্‌স্‌পেক্টর অব প্রিজন্‌স্‌কে জানিয়ে তুমি ঠিক কাজই করেছ। যাঁরা স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সাধারণ শৈলবাসে গিয়ে থাকেন তাঁরা গ্রীষ্মে শৈলাবাসে যাবার দাবী তুলতেই পারেন। সামনের গ্রীষ্মে কর্তৃপক্ষ তোমাকে কার্শিয়াঙে (আমাদের নিজেদের বাড়িতে) পাঠাতে রাজি হবেন কি না বুঝতে পারছি না, পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা তাঁরা অবশ্য তাঁদের ইচ্ছেমতোই করতে পারেন।

আজ এই পর্যন্ত। আমরা ভাল আছি।

শুভার্থী
শরৎ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

৯৫ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয় জেল
৯-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আজ সকালে ডেপুটি কপিশনারের কাছে আমরা যে অভিযোগটি এনেছি—সেই প্রসঙ্গে তাঁর (ডি সি-র) ব্যবহারের জন্য চিফ সেক্রেটারির কাছে পূজাবিষয়ে লেখা চিঠিদুটির কপি পাঠাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সম্ভব হলে আজকেই, এগুলি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব।

বিনীত
এস· সি· বসু·

৯৬ ॥ ডেপুটি কমিশনার,
মান্দালয়

মান্দালয় জেল
৯-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

১৬-১-২৬ এবং ২-২-২৬ তারিখে বর্মা সরকারের চিফ সেক্রেটারিকে পূজাপ্রসঙ্গে আমরা যে চিঠিদুটি পাঠিয়েছিলাম সেগুলির কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি এই সঙ্গে। চিঠিদুটিতে আমাদের তথ্য ও যুক্তির সারাৎসার দেওয়া আছে, আজ সকালে আপনার কাছে যে অভিযোগ পেশ করেছি, তার সঙ্গে এগুলি সম্পর্কিত।

বিনীত
এস· সি· বসু·
(রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

৯৭ ॥ ক্যাপ্টেন স্মিথকে লেখা চিঠি।

মান্দালয়
১৬-২-২৬

জরুরি এবং গোপনীয়

প্রিয় ক্যাপ্টেন স্মিথ,

বিষয়টি আমি আমার বন্ধুদের কাছে পেশ করেছি, এবং এটির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছি। সবার সঙ্গে একবার কথা বলাই ভাল। আপনি কি আপনার সুবিধেমতো একবার আসবেন, নাকি আমরাই আপনার সঙ্গে দেখা করব?

বিনীত
এস· সি· বসু

ক্যাপ্টেন স্মিথ
সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

৯৮ ॥ চিফ সেক্রেটারি,
বর্মা সরকার,
মান্দালয় জেলের সুপারিনটেনডেন্টের মাধ্যমে
মান্দালয়, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬

প্রিয় মহাশয়,

১৯২৬ সালের ১৬ জানুয়ারি এবং ২ ফেব্রুয়ারি আমাদের দাবীদাওয়া সংক্রান্ত যে দুটি পত্র দিয়েছিলাম সেগুলির কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাইনি, এটি দুঃখজনক ঘটনা। গত বছরের দুর্গাপূজা সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছিল সেটিরও সন্তোষজনক সমাধান হয়নি, অথচ ইতিমধ্যে ছ-মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্মা সরকার একটি নেতিবাচক মনোভাব নিয়েছে। কিন্তু আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাদের ধারণা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, এবং আমরা এ-বিষয়ে নিঃসংশয় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জেল সুপারিনটেনডেন্ট এবং ডেপুটি কমিশনার আমাদের মতকে সমর্থন জানাবেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা ভিক্ষাবৃত্তিতে বিশ্বাসী নই, এবং আমরা সরকারের কাছে সুবিচার চেয়ে আমাদের সাধ্যানুযায়ী সাংবিধানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছি। আমরা আমাদের দাবীদাওয়া জানিয়ে চিঠির পরে চিঠি দিয়েছি। আমরা সরকারি এবং বে-সরকারি পরিদর্শকদের কাছে আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়েছি, ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কথা জানিয়েছি ইন্সপেকটর-জেনারেল অব প্রিজন্স্-এর কাছে, কিন্তু কোনো কিছুতেই সুফল ফলেনি।

আমাদের ভাতা সম্পর্কে এই সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিক—এ-কথা অনেক আগেই আমরা স্পষ্ট করে জানিয়েছিলাম। বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র সদস্য স্যার হিউগ স্টিফেনসন ১৯২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল। বাংলা সরকারের সরকারি নথিতে ওই বক্তৃতাটি মুদ্রিত হয়, ১৯২৬ সালের ১৬ জানুয়ারিতে লিখিত পত্রে আমরা ওই বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেছি, আমরা সেটির প্রতি আবার আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। বর্মা সরকার এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে ওই বিবৃতির প্রতিবাদ জানাননি, সুতরাং ধরা যেতে পারে—স্যার হিউগ স্টিফেনসনের বিবৃতি সত্য, আর ওই বিবৃতি আমাদের মতকে সমর্থন করে।

ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের দাবী না মেনে আপনার সরকার ভারতীয়দের ধর্ম-প্রবণতা এবং তাঁদের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে দুঃখজনক অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে। আমরা যারা প্রাচ্যদেশীয়, আমাদের কাছে ধর্ম নিছক সামাজিক সম্মিলন, বুদ্ধিবিলাস বা ছুটির দিনের উৎসব নয়। এটি সপ্রাণ। ধর্ম আমাদের দৈনিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, ধর্ম আমাদের সমগ্র জাতীয় ও ব্যক্তিসত্তায় পরিব্যাপ্ত। ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন, আমরা জাগতিক বস্তুর তুলনায় আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে বেশি নজর দিই। এর ভিত্তিতেই আমাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা প্রজার জাত, এবং বহুদিক

থেকে আমরা হয়ত ক্রীতদাসের মতো, কিন্তু ব্রিটিশ শক্তিকেও ভারতের প্রিয় মূল্যবোধগুলির প্রতি সম্মান জানাতে হবে। ভারতের ইতিহাসের পাতাগুলি সেই সব শহীদদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পূর্ণ, যাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন। ভারতকে অমর রাখার জন্যে তাঁরা প্রাণত্যাগ করেছেন। আমাদের দারিদ্র্য ও অধোগতিকে উপেক্ষা করে ভারত আজও বেঁচে আছে। ভারত বেঁচে আছে কারণ তার আত্মা অবিনশ্বর—তার আত্মা অমর—কারণ, তার ধর্মবিশ্বাস আছে। আমরা অনেককিছু হারিয়েছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে আর কিছু নেই। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা এখন অতীতকালের বিষয়। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নিয়মিতভাবে হস্তক্ষেপ চলেছে ধীরগতিতে। কিন্তু এখনও আমাদের ধর্মবিশ্বাস অটুট। আমরা আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের আদর্শে ঈশ্বরোপাসনা করতে চাই, পশ্চিমের ধর্মজগতের আওতায় যাওয়ার বদলে আমরা স্বধর্মে নিষ্ঠ থেকে আত্মবিসর্জন করতে প্রস্তুত।

আপনাদের সরকার আমাদের ধর্মীয় অধিকারে অবাঞ্ছিতভাবে হস্তক্ষেপ করছে। মহারাণীর ঘোষণায় এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, ভারতের জনসাধারণ তাদের ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখে ঈশ্বরোপাসনা করতে পারবে, কিন্তু আপনাদের নীতি এই ঘোষণার বিরোধিতা করছে। উপরন্তু, আমাদের মতে, এর ফলে ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে—এটি অনেক বড় ব্যাপার। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের সামান্য কয়েকজন খ্রিস্টান অপরাধীর ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য বছরে ১২০০ টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান হিন্দু রাজবন্দীদের ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য একটা পয়সাও দেওয়া হয় না। মহাশয়, এর ফলে কি সুবিচার এবং সদাচারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হচ্ছে না ? একজন ইউরোপীয় খ্রিস্টানের কাছে হিন্দুমাত্রই হিদেন হতে পারে এবং তার ধর্ম কুসংস্কারের বেশি মর্যাদা পায় না। তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সেক্ষেত্রে হয়ত নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আমাদের ধর্ম শুধুমাত্র পরধর্মসহিষ্ণুই নয়, প্রতিটি ধর্মকেই মর্যাদার আসন দেয়, এবং বিশ্বাস করে কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অর্থই হল ঈশ্বরের বিধানকে অস্বীকার করা।

মহাশয়, আমরা জানি না ঈশ্বরের অমোঘ বিধানের কথা শুনে আপনি কিংবা আপনার সরকারের সদস্যরা বিশ্বনিন্দুকের ধাঁচে কিছুটা অবজ্ঞার হাসি হাসতে প্রলুব্ধ হবেন কি না ! আপনারা যদি সত্যিই তাই করেন আমরা অবাক হব না। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং এর জাতক বিশ্বনিন্দুকতা ইউরোপের আত্মাকে অতি দ্রুত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কিন্তু একদা ইউরোপের ধর্মে বিশ্বাস ছিল। ক্ষমতার মদে সে তখন মত্ত ছিল না, লুঠের লালসায় এরকম পাগল হয়ে ওঠেনি, খ্রিষ্টান ধর্মের সুউচ্চ নর্ডিক ধারণার বিকল্প খুঁজে বার করেনি—তখন এই ধর্মে ছিল সাম্য ও সমভ্রাতৃত্ববোধ। ইউরোপের সেই সুবর্ণযুগে ধনদৌলত নয়, ঈশ্বরের সেবা করাই প্রধান কাজ বলে বিবেচিত হত ; টাকার পাহাড় বানানো নয়, প্রকৃত খ্রিস্টানের জীবনযাপন করাই ছিল প্রধান কাজ। প্রতিবেশীকে লুণ্ঠন করা নয়, ঈশ্বরের ভজনার মধ্যেই মহত্তর আনন্দের সন্ধান পেয়েছিল ইউরোপ। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন জাতিগুলির দেশ দখলের বদলে নিজেদের ধর্মযুদ্ধেই সে বেশি ব্যস্ত ছিল। প্যালেস্টাইনের ক্রুসেডার, ব্রিটেনের পিউরিটান, আয়ার্ল্যান্ডের ক্যাথলিক এবং কন্টিনেন্টের হিউগনটদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট সংগ্রাম ইতিহাসের সেই স্বর্ণযুগে অনির্বাণ আলোর শিখা জ্বালিয়েছিল। সে আমলে অদম্য উৎসাহে ভরপুর পিউরটানরা তাদের সামান্য জলযান নিয়ে অজানা সমুদ্রের বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তাদের লক্ষ্য ছিল অজানা মহাদেশ, তারা তাদের বিশ্বাসে অটুট ছিল ; সন্ত শহীদ লাটিমারকে যখন পুড়িয়ে মারতে যাওয়া হয়েছিল, আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর একজন সহ-যোদ্ধাকে বলেছিলেন, "একদম মন খারাপ কোরো না, মাস্টার রিড্‌লে, আজ আমরা ইংল্যান্ডে এমন একটি দীপ জ্বালাব, যে দীপের শিখা, আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের মহিমায় চিরকাল অনির্বাণ থাকবে।"

কিন্তু সে-সব দিন অতিক্রান্ত হয়েছে—আমরা জানি, তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের। পশ্চিমের জড়বুদ্ধিসম্পন্ন সঙ্ঘ আজ ঠিক দুঃস্বপ্নের মতো ভারতের বুকের ওপর চেপে বসেছে। পলাশি, আসে, ল্যাঙ্কাশায়ার, লিড্‌স এবং বেন্থম ও জে· এস· মিল আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্য থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে সর্বতোভাবে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। অতীতের ধ্বংসাবশেষ থেকে ভারত আবার ফোনিক্স পাখির মতো দ্বিতীয় জন্ম

পরিগ্রহ করে বিশ্বের মুক্ত জাতিগুলির মধ্যে আবার স্থান পেতে চায়। কারণ—সে তার বাণী, মানবাত্মার বাণী প্রচার করে বিশ্বে তার ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক। ভারত আজও বেঁচে আছে, কারণ তার সদিচ্ছা পূরণ হয়নি এখনও। শুধুমাত্র এই কারণেই সে সময়ের আঘাত সহ্য করে চলেছে। কত সভ্যতার উত্থান ও পতন হয়েছে, কত সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার পরে মিলিয়ে গেছে হাওয়ায় ; ব্যাবিলন ও নিনেভা, কার্থেজ ও গ্রীস ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি আজ যেমন সৃষ্টিক্ষম, কয়েক সহস্র বছর আগেও ঠিক সেইরকম ছিল। অথচ সে আমলে আধুনিক বিশ্বের অগ্রগণ্য কয়েকটি জাতি তখন প্রায় বর্বর ছিল। মহাশয়, আপনি কি মনে করেন—যে জাতির সমগ্র ইতিহাস সংগ্রামের কাহিনীতে পরিপূর্ণ সেই জাতি তাদের ধর্মীয় অধিকারে কাউকে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করতে দেবে ? আমরা এই আশায় থাকি যে, ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিককালের আকালি ও তারকেশ্বর আন্দোলনগুলির শিক্ষার কথা সরকার এখনও ভুলে যায়নি।

আমরা ভালভাবেই জানি যে, যে-কোনো অধিকার—তা সে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় যাই হোক না কেন, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ ব্যতীত অনিচ্ছুক আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না। অধিকার খুব আকাঙ্ক্ষিত হলে তার মূল্যও সেই হারে বাড়বে। ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমাদের মাধ্যমেই ধর্মীয় স্বাধীনতার মূল্য মেটানো হবে। আত্মত্যাগ করতে আমরা অনিচ্ছুক নই, লাঞ্ছনাতেও আমরা ভয় পাই না ; বরং এ-পথে যেতে আমরা সাগ্রহে প্রস্তুত। মানবজাতির ইতিহাসে এমন কিছু-কিছু সময় আসে যখন কিছু মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ হওয়া দৈবাদেশ হয়ে দেখা দেয়, এখন সেই সময় এসেছে। এশিয়ার মতো ইউরোপে, ভারতের মতো ইংল্যান্ডে শহীদের রক্ত গির্জার ভিত্তিস্থাপন করেছে। আমরা আমাদের শহীদ বলার মতো অবাচীন নই, কিন্তু এটা হয়ত দৈবের ইচ্ছা যে, আমরা আমাদের যৎসামান্য ক্ষমতা নিয়ে ভবিষ্যতের শহীদদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করি। ভারত তার ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে-কোনো মূল্য দিতে তৈরি। আমাদের অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে অহেতুক ক্লেশ এবং আত্মত্যাগের দরকার হবে কি না—সরকার সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা দ্বিধাহীনভাবে এটা বলতে পারি যে, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের, এবং অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনা ঘটলে আমাদের রক্তে সরকার স্নাত হবে।

আমরা কারারুদ্ধ এবং নিঃসঙ্গ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের অসহায় বোধ করি না। আমলাতন্ত্রের বজ্রমুষ্ঠির সামনে এখন কিছুটা অসহায় সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বর্গত লোকমান্য তিলক উজ্জীবিত ভাষায় একদা যে-কথা বলেছিলেন তা সত্য। তিনি বলেছিলেন, "উচ্চমার্গের ক্ষমতা বস্তুর নিয়তি নির্দিষ্ট করে।" ওই শক্তির কাছে ব্রিটানিয়ার ক্ষমতাও খর্ব হতে বাধ্য। মান্দালয় জেলের এক প্রান্তে রাখা আমাদের দেহগুলি আপনার করুণার পাত্র, পাথরের দেয়ালের আড়ালে আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা যেতে পারে, কিন্তু আমাদের আত্মা মুক্ত এবং চিরকাল মুক্ত থাকবে। সত্যের কণ্ঠস্বর কে বরাবরের জন্য রুদ্ধ করতে পারে। পাহাড়, উপত্যকা এবং গভীর সমুদ্রের ওপর দিয়ে সেই অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর বাতাসে বাহিত হবে যতক্ষণ না তা ভারতের উপকূলে আছড়ে পড়ে। আমাদের সঙ্গে আছে জনসাধারণ, আমাদের বন্ধুরা এবং আমাদের হিতৈষীরা। আমাদের দেশবাসীর শুভেচ্ছা ও আত্মবিশ্বাস আমাদের পাথেয়। আমরা এ-কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, এখানে মৃত্যুবরণ করা যদি আমাদের পক্ষে জরুরি হয়ে পড়ে, আমরা মরব, এবং আমাদের সে মৃত্যু হবে না 'সহানুভূতিহীন, সম্মানহীন ও শোকগাথাহীন'। বরং আমরা এই ভেবে আনন্দে প্রাণত্যাগ করব যে, আমাদের সংগ্রামের মহৎ উদ্দেশ্য দেশবাসীর হাতে নিরাপদে থাকবে, ভারতের জনসাধারণ সফল না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতার কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। তারপর ভোরের সূচনা হবে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, ভারত আবার তার ভাগ্যের নিয়ন্তা হবে। সুদূর অতীতেও এইরকম ছিল যখন সারা পৃথিবী আলোর জন্য তাকিয়ে থাকত তার দিকে।

আপনাকে দীর্ঘ এই চিঠিটি লিখে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, যা আমাদের সমগ্র মনকে আচ্ছন্ন করে আছে, তার সঙ্গে আপনাকে পরিচিত করাবার চেষ্টা করলাম। সাধারণ সরকারি চিঠিপত্রে আমাদের এই মনোভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব। সরকারের ধারণা অযৌক্তিক এবং মনোভাব আপোসহীন, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদী অসন্তোষের প্রতিবিধানের জন্য আমাদের সামনে যে একমাত্র সম্মানজনক পথ খোলা আছে

আমরা সেই পথেই যেতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬, বৃহস্পতিবার থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করছি।

ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।

আপনার অতি অনুগত
সেবকবৃন্দ,
জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়
সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
মদনমোহন ভৌমিক
সুভাষচন্দ্র বসু

৯৯ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
১৮-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

বর্মার মহামান্য রাজ্যপাল, বাংলার মহামান্য গভর্নর এবং ভারতের মহামান্য গভর্নর-জেনারেলের কাছে নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যত শীঘ্র সম্ভব এটি পাঠাবার ব্যবস্থা নিলে আমরা বাধিত হব। ১৮৮৮-র বেঙ্গল রেগুলেশন ৩-এর ৫ নম্বর বিধি অনুসারে রাজ্যের বন্দীদের ভারপ্রাপ্ত অফিসার গভর্নর জেনারেলের উদ্দেশ্যে লেখা বন্দীদের চিঠিপত্রাদি সরাসরি পাঠিয়ে দিতে বাধ্য। রাজ্যের বন্দীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলা সরকার প্রণীত আইনের ২ নং বিধি অনুসারে "সরকারের উদ্দেশে পাঠানো কিংবা সরকারের তারবার্তাদি সরাসরি পাঠানো হবে, এবং ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে স্থানীয় সরকার মধ্যস্থতা করবে।" সুতরাং বাংলা সরকারের সঙ্গে আমরা সরাসরিভাবে যোগাযোগ স্থাপনের দাবী তুলতে পারি।

বিনীত
এস· সি· বসু
রাজ্যের বন্দী এবং রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে

তারবার্তা :

১) মহামান্য গভর্নর-জেনারেল, দিল্লি
২) বাংলার মহামান্য রাজ্যপাল, কলকাতা

ধর্মীয় আচরণে বাধা এবং অন্যান্য অসন্তোষ দূর করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে আমরা আজ থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করতে বাধ্য হচ্ছি। মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়।

রাজ্যের বন্দী এবং রাজবন্দীরা
মান্দালয় জেল

বর্মার মহামান্য রাজ্যপাল, রেঙ্গুন, সমীপে

ধর্মীয় আচরণে বাধা এবং অন্যান্য অসন্তোষ দূর করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে আমরা আজ থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করতে বাধ্য হচ্ছি। মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়।

১৮৮৮ সালের বেঙ্গল রেগুলেশনের ৫ নং বিধি অনুসারে আমরা তারবার্তাটি গভর্নর-জেনারেলের কাছে পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি, এবং রাজ্যের বন্দীদের রক্ষণাবেক্ষণের কারণে প্রণীত বাংলা সরকারের ২ নং বিধি অনুসারে আমরা তারবার্তাটি বাংলায় পাঠাবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

রাজ্যের বন্দী ও রাজবন্দীরা
মান্দালয় জেল

১০০ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
১৮-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আপনি আমাদের পক্ষ থেকে সরকারি সাক্ষাৎকারী ডি· সি·, মান্দালয়, এবং বেসরকারি সাক্ষাৎকারী সর্বশ্রী উ· থা· উই এবং উমিচাঁদ জাভেরিকে যদি জানান যে, আমরা অবিলম্বে তাঁদের সাক্ষাৎপ্রার্থী—আমি বাধিত হব। বেসরকারি সাক্ষাৎকারীদের প্রসঙ্গে আই· জি· প্রিজন্‌স তাঁর ১৯২৫ সালের ১৩ জুলাইয়ে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, বেসরকারি সাক্ষাৎকারীরা যখন খুশি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আইনানুসারেও তাঁদের এখানে যাতায়াত অবাধ।

বিনীত
এস· সি· বসু
(বেঙ্গল সি· এল· এ অ্যাক্টের ৩ নং
বিধির আওতার রাজবন্দীদের পক্ষে)

১০১ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয় জেল
২০-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

মিস্টার চ্যাটার্জির কাছ থেকে জানতে পারলাম আপনি সেদিন নাকি ডিমগুলি কী করা যায় ইত্যাদি ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তারপর আমি সংগৃহীত এবং টাটকা ডিমগুলির ভার নেবার জন্যে চিফ জেলারকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু ওই বিষয়ে এখনও কিছু করা হয়নি। আমার মনে হয় ধর্মঘট যতদিন না মেটে ততদিন মুর্গিগুলো এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল। মুর্গি উৎপাদন চলছে বলে কিছু মুর্গি এখানে রেখে দেওয়া দরকার—কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি কারণ থাকার ফলে এই যুক্তিও গ্রাহ্য নয়। কিছু মুর্গিকে কিছুকাল যাবৎ সেদ্ধ ডিম খাওয়ানো হচ্ছে, মনে হয় এই কাজটি অন্যত্র করা ভাল। মুর্গি উৎপাদন এবং মুর্গিদের খাওয়ানো যথানিয়মে চলাই উচিত। কোনো জেলার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই কাজটি করলে খুব ভাল হয়। তা যদি না হয়, মুর্গি নিয়ে যা ভাল বোঝেন তাই করবেন।

বিনীত
এস· সি· বসু

১০২ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২১-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

রাজ্যের বন্দী এবং রাজবন্দীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলা সরকার প্রণীত আইনের ২ নং বিধি অনুসারে আপনি যদি নিম্নলিখিত তারবার্তাগুলি কলকাতার সি· আই· ডি· মারফত ভারতে অবস্থানরত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছে অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন—আমি বাধিত হব। এগুলি ব্যক্তিগত বার্তা, এবং উপরোক্ত আইনের সাহায্যে এগুলি কলকাতার সি· আই· ডি মারফত প্রাপকদের কাছে সরাসরি যেতে পারে।

বিনীত
এস· সি· বসু

তারবার্তা

বসু,

৩৮/১, এলগিন রোড, কলকাতা

ধর্মীয় কারণে এবং অন্যান্য অসন্তোষ মেটাবার জন্যে ১৮ তারিখ থেকে অনশন ধর্মঘট করছি।

সুভাষ বসু, মান্দালয়

তারবার্তা

অমরনাথ দত্ত অ্যাসেম্ব্লি দিল্লি

ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের সুযোগসুবিধা না দেওয়ায় এবং অন্যান্য অসন্তোষ দূর না করার জন্য ১৮ তারিখ থেকে আমি অনশন ধর্মঘট পালন করতে বাধ্য হয়েছি।

সুভাষ বসু, মান্দালয়

১০৩ ॥ ডেপুটি কমিশনার,
মান্দালয়

মান্দালয়
২১-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আমাদের অনশন ধর্মঘটের চতুর্থ দিবস শেষ হতে চলেছে। কয়েকদিন ধরেই আপনাকে আশা করছিলাম, কিন্তু আপনি এখানে আসার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ১৮১৮ সালের ৩ নং বিধি অনুসারে যারা ধৃত তাদের সম্পর্কে আপনার বিধিবদ্ধ কিছু কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্য পালনের কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। অনশন ধর্মঘট শুরু হলে আপনার দায়িত্বের মাত্রা আরো বেড়ে যাচ্ছে। যাই হোক, আশা করি আপনি অবিলম্ব এখানে আসবেন।

বিনীত
এস· সি· বসু
(রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

১০৪ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয় জেল
২১-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে, এবং সে-ক্ষেত্রে জোর করে খাইয়ে অনশন ধর্মঘট ভাঙার প্রশ্ন হয়ত দেখা দেবে। আমরা এ-ব্যাপারে আমাদের মনোভাব একাধিকবার ব্যক্ত করেছি, এবং আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত থেকে কখনোই সরে আসব না।

আমাদের অবস্থা এইরকম। সরকার যদি আমাদের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব করে তোলে, অনশন থেকে আমাদের বিরত থাকতে বাধ্য করার কোনো অধিকার তার নেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার অর্থ হল অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারানো মানে সম্মানও হারানো, ধর্মীয় অধিকার হারাবার অর্থ হল সবকিছুই হারানো। আজ আমরা সবকিছুই হারিয়েছি। জীবনের কোনো অর্থ আজ আর আমাদের সামনে নেই, আমাদের সামনে একটিই বিকল্প—তা হল সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ। আমাদের জীবনের দাবীদার আমরাই, এবং জীবন যখন শুধু অসহনীয় নয়, অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন আমরা মৃত্যুবরণ করার অধিকারী। সরকার আমাদের জীবন দান করেনি, সুতরাং আমাদের জীবনের ব্যাপারে আমরা তার কাছে দায়বদ্ধ নই। আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ, এবং আমরা আশা করি, সরকার নিজেকে বিধাতার আসনে বসাবার ঔদ্ধত্য দেখাবে না। সুতরাং আমাদের জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা যদি চলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়েই বাধা দেব।

কর্ক-এর লর্ড মেয়র মিঃ টিরেন্স ম্যাক্সউইনি যখন অনশন-ধর্মঘট পালন করেছিলেন তখন

ঠিক এই প্রশ্নটিই দেখা দিয়েছিল। প্রয়াত লর্ড মেয়র বলেছিলেন, তাঁকে জোর করে খাওয়াবার অধিকার ব্রিটিশ সরকারের নেই। (মিঃ বোস তখন ইংল্যান্ডে ছিলেন এবং এই ঘটনাটির কথা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।) সরকার তখন জোর করে খাওয়াবার সিদ্ধান্ত পালটে এই আদেশ দিয়েছিল যে, তাঁর বিছানার পাশে দিবারাত্র খাবার সাজিয়ে রাখা হবে যাতে ইচ্ছে হলেই তিনি খাদ্যগ্রহণ করতে পারেন। আমাদের ক্ষেত্রে কী করা উচিত সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি এবং আপনার সরকার। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি, কোনো পরিস্থিতিতেই জোর করে খাওয়ানোর নীতির কাছে আমরা নতিস্বীকার করব না।

জোর করে খাওয়ানোর ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি এমন কি জীবনসংশয়ও দেখা দিতে পারে, মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে এই বিষয়টিও আপনার বিবেচনা করে দেখা দরকার। প্রথমত, নাসিকার মাধ্যমে টিউবের সাহায্যে খাওয়াবার সময় মুখ বন্ধ থাকবে, এই সময় দাঁত না ভাঙলে মুখ খোলানো আপনার পক্ষে অসম্ভব। এই অবস্থায় টিউব কোন্ পথে যাচ্ছে আপনার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। যদি শ্বাসগ্রহণের পথে টিউবটি ভুল করে ঢুকে যায়,এবং খাদ্যবস্তুর একটি কণা যদি ফুসফুসে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনশনকারীর যদি হৃদ্‌দৌর্বল্য কিংবা অন্য কোনো ধরনের কঠিন অসুখ থাকে, জোর করে খাওয়ানোর সময় সে বাধা দান না করলেও তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তৃতীয়ত, জোর করে খাওয়ানোর সময় অনশনকারী যদি সামান্যতম বাধা দান করে, তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। শ্বাসরোধ বা অন্য কোনো কঠিন গোলোযোগ হওয়ার ফলে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। অনশনকারী বাধাদান না করলেও একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। আমি এ-কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, জোর করে খাওয়ানোর ফলে সাময়িক বা স্থায়ী স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটতে পারে। যে পথে টিউব ঢোকানো হয় সেই পথটি কোমল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে মোড়া। টিউবের সাহায্যে জোর করে এই পথ দিয়ে খাবার খাওয়ানোর ফলে শরীর পাকাপাকিভাবে রোগগ্রস্ত হতে পারে। এইসব ঝুঁকি থাকার ফলে, আমরা জানি, কয়েকজন মেডিক্যাল অফিসার অনশনকারীকে জোর করে খাওয়ানোর বিপক্ষে। আপনি হয়ত অবগত আছেন যে, প্রাণহানি বা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকলে আমরা আইনসঙ্গতভাবে বাধাদানের অধিকারী। জোর করে খাওয়ানোর ফলে প্রাণহানি ও স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কার কথা আপনাকে জানিয়ে দিলাম। বর্তমান পরিস্থিতিতে জোর করে খাওয়ানোর বিরুদ্ধ মতামত আপনাকে জানালাম ; এর পরেও যদি ওই ধরনের কোনো চেষ্টা চলে আমরা জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদে অমানবিক চেষ্টার বিরুদ্ধে আইনসঙ্গতভাবে রুখে দাঁড়াব।

সবশেষে আবার আপনাকে জানাচ্ছি, জোর করে খাওয়ানোর ফলে স্বাস্থ্যহানি ও মৃত্যুর ঘটনা কোনো বিরল ঘটনা নয়, ওয়াকিবহাল চিকিৎসকরা এ-তথ্য মানেন। ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসককে পুরো বিষয়টি আগে থেকে জানাবার পরেও যদি এই ধরনের মৃত্যু ঘটে, সেই মৃত্যুকে নিন্দনীয় ও ইচ্ছাকৃত নরহত্যা বলে চিহ্নিত করা হবে। উপরোক্ত তথ্যগুলি আপনাকে জানাবার অন্যতম উদ্দেশ্য হল—অনশনকারীদের জোর করে খাওয়ানোর ফলে যদি দুঃখজনক কোনো ঘটনা ঘটে—আপনাকে আদালতের কাছে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের সাহায্যে অভিযুক্ত করা সহজ হবে।

এই প্রসঙ্গে আপনাকে জানিয়ে রাখছি, আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র এমনিতেই খুব একটা সবল নয়।

বিনীত

সুভাষচন্দ্র বসু
জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
মদনমোহন ভৌমিক
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

(স্বাক্ষরকারীদের পক্ষ থেকে এই চিঠিটির বয়ান রচনা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।)

১০৫ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২১-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে সরকার যে সারকুলার জারি করেছে সেই সূত্রে জানতে চাইছি—এখানকার খবর আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে জানানো হয়েছে কি না। উত্তর পেলে বাধিত হব। খবর যদি না পাঠিয়ে থাকেন, সারকুলার অনুসারে খবর পাঠিয়ে দিলে খুশি হব আমরা।

বিনীত
এস· সি· বসু
(রাজ্যের বন্দী এবং রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

১০৬ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২২-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

সর্বশ্রী উমিচাঁদ জাভেরি এবং উ থা উইয়ের আমরা আশু সাক্ষাৎপ্রার্থী, বেসরকারি সাক্ষাৎকারী দুজনের কাছে এই খবরটি পাঠিয়ে দিলে আমরা বাধিত হব।

বিনীত
এস· সি· বসু
(রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

১০৭ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২২-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

অনশনকারীদের জোর করে খাওয়ানোর বিষয়ে আপনাকে যে চিঠিটি লিখেছিলাম সেই চিঠির একটি কপি ডেপুটি কমিশনারের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে পাঠালাম। জোর করে খাওয়ানোর বিরুদ্ধে আমাদের বক্তেব্যের সংক্ষিপ্তসার ওই চিঠিতে আছে। কপিটি দ্রুত পাঠাবার ব্যবস্থা নিলে বাধিত হব।

বিনীত
এস· সি· বসু
(রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

[২৪-২-২৬ তারিখ পর্যন্ত এই চিঠিটি পাঠানো হয়নি।]

১০৮ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর কাছে লেখা চিঠি

মান্দালয়
২২-২-২৬

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
১/৩/২৬
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষ থেকে।

শ্রীচরণেষু দাদা,

আপনার আগের চিঠির উত্তর বোধহয় দিয়েছি। তবে আমার স্বাস্থ্যপরীক্ষার খবর আপনাকে জানিয়েছি কি না মনে পড়ছে না। পরীক্ষায় জানা গেছে আমার হুকওয়ার্ম নেই। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অন্যান্য পরীক্ষাগুলি এক-এক করে করাব।

করিবাজ মহাশয়ের নির্দেশ এবং তাঁর ওষুধের অপেক্ষায় আছি। আমার চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছেছে কি না বুঝতে পারছি না।

বাবার চিঠি বেশ কিছুদিন হল পাইনি। তিনি কেমন আছেন ? নতুনমামাবাবুরও কোনো খবর পাইনি অনেকদিন। উনি কি এখন বরানগরে নাকি ন'মামাবাবুর কাছে ? এখন কি অফিসে যেতে পারছেন উনি ? নতুনদাদা কেমন আছেন ? আমি কিছুদিন আগে তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু এখনও কোনো উত্তর পাইনি। মায়ের চিঠির উত্তর পরের সপ্তাহে দেব, আশা করি তিনি দুশ্চিন্তা করবেন না।

মনস্তত্ত্বের ওপর যে বইগুলি আমি চেয়েছিলাম, আশা করি সেগুলি আপনি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

আজ এই পর্যন্ত।

আপনারা সবাই কেমন আছেন ?

বিনীত
সুভাষ

শ্রীযুক্ত এস· সি· বসু
৩৮/১, এলগিন রোড
কলকাতা

১০৯ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২৪-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

নীচের তারবার্তাটি আমি কলকাতায় পাঠাতে চাই, প্রয়োজনে আমি খরচ বহন করতে প্রস্তুত।

বিনীত
এস· সি· বসু

হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত
৩১, হালদারপাড়া রোড
কালীঘাট, কলকাতা
আপনার তারবার্তা পেয়েছি, উত্তর পাঠাচ্ছি আজ, এলেসিয়াম রো-তে খোঁজ নিন।

১১০ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২৫-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

নীচের তারবার্তাগুলি ভারতে আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের নিকট আজ যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাতে চাই।

তারবার্তা

বসু
৩৮/১ এলগিন রোড
কলকাতা

আজ অনশন-ধর্মঘটের অষ্টম দিবস

সুভাষ বসু

তারবার্তা

জে· এম· সেনগুপ্ত
মেয়র, কলকাতা

অনশন-ধর্মঘট চলছে আজ অষ্টম দিবস

সুভাষ বসু

তারবার্তা

টি সি গোস্বামী
অ্যাসেমব্লি দিল্লি

আজ অনশন-ধর্মঘটের অষ্টম দিবস

সুভাষ বসু

১১১ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২৬-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আজ অনশন-ধর্মঘটের নবম দিবস। জোর করে খাইয়ে অনশন ভঙ্গ করানোর ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া নিষ্পত্তির আর কোনো রাস্তা আপনি দেখছেন কি না জানি না। এ-রাজ্যের নিয়মকানুন কী ধরনের আমি জানি না, কিন্তু বাংলায় যে-কোনো অভিযোগে অনেক দ্রুত কর্ণপাত করা হয়, বাংলা সরকারের এটি একটি গুণ। জোর করে অনশন ভঙ্গ করার কাজ (প্রসঙ্গক্রমে জানাচ্ছি এই কাজটি সহজ নয়) নির্ঝঞ্ঝাট করার জন্য আপনি আমাদের একাধিকবার তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেবার হুমকি দিয়েছেন। আপনার হয়ত জানা নেই যে, এখানে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা তাঁদের 'অবিচল' রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য আন্দামানে দশ বছরের দ্বীপান্তরবাস করে এসেছেন। আপনি স্বৈরতান্ত্রিক ভঙ্গিতে বাংলা সরকারের আইন অমান্য করে আমাদের অধিকাংশ তারবার্তা রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আপনার উচিত ছিল সরাসরি অথবা ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে খবরটি আমাদের আত্মীয়-বন্ধুকে জানানো। আমার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রশ্নের যে জবাব আমার দাদাকে আপনি দিয়েছেন সেটি বিভ্রান্তিকর, তার ফলে আমার আত্মীয়-বন্ধুরা পুরোপুরি ভুল খবর জেনেছেন। একজন অনশনকারীকে আপনি কী করে বন্যস্বভাবের মানুষ বলে বর্ণনা করলেন বুঝে উঠতে পারছি না। যদি সে সত্যিই তাই হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার কষ্ট সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ উদাসীন। এখন মনে হচ্ছে যে, ইন্‌স্‌পেকটর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্‌-এর মনোভাব কিছুটা নমনীয়।

বিনীত
এস· সি· বসু

(সকাল নটার সময় পাঠানো)

১১২ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২৬-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আপনি যদি আমার খরচে নিম্নলিখিত তারবার্তাটি আমার দাদার কাছে পাঠিয়ে দেন, বাধিত হব। আমি এটি রেঙ্গুনে অথবা সি আই ডি দফতরে পাঠাতে চাই না। আপনি যদি কোনো কারণে তারবার্তাটি সরাসরি পাঠাতে না পারেন, এটির প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

বিনীত
এস· সি· বসু

তারবার্তা

বসু
৩৮/১, এলগিন রোড, কলকাতা

আমার অনশন-ধর্মঘট নিয়ে বাবা-মাকে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করবেন। সম্ভব হলে ধর্মঘটের খবরটি তাঁদের কাছে গোপন রাখবেন। বাবা-মায়ের শরীর কেমন আছে জানাবেন।

সুভাষ বসু

১১৩ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২৬-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আমরা অবিলম্বে মান্দালয়ের ডেপুটি কমিশনারের সাক্ষাৎপ্রার্থী, আপনি যদি এই খবরটি তাঁকে জানিয়ে দেন, আমরা বাধিত হব।

বিনীত
এস· সি· বসু
(রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

১১৪ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২৬-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আমরা অবিলম্বে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে মান্দালয়ের এম· এল· সি· মিস্টার এল· কে· মিটারের সাক্ষাৎপ্রার্থী। আমরা এ-ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়ে সাক্ষাৎকারের দ্রুত ব্যবস্থা নেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

বিনীত
স্বাক্ষর/- এস· সি· বসু
" জে· এল· চ্যাটার্জি
" এম· এম· ভৌমিক
" এম· এম· ঘোষ
" বি· বি· গাঙ্গুলি
" এম· সি· চক্রবর্তী
" এস· সি· মিত্র
" টি· চক্রবর্তী

১১৫ ॥ চিফ সেক্রেটারি,
বর্মা সরকার

মান্দালয়
২৬-২-২৬

প্রিয় মহাশয়,

২৪ ফেব্রুয়ারির 'রেঙ্গুন ডেইলি নিউজ'-এ (ডাক সংস্করণে) প্রকাশিত একটি খবরের নিম্নলিখিত কাটিংয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে এ-কথা বোঝা যাচ্ছে যে, বিবৃতিটি আধা-সরকারি বা সরকার-সমর্থিত। বাংলার রাজবন্দীদের প্রতি বর্মা সরকারের পালনীয় দায়িত্ব সম্পর্কে বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র সদস্য স্যার হিউগ স্টিফেনসন যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন—উপরোক্ত খবরটি তার বিরোধিতা করছে। রেঙ্গুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদটির বিরোধিতা যদি বর্মা সরকার না করেন, আমরা এবং সাধারণ জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সংবাদপত্রের ওই বিবৃতিটি মূলত বর্মা সরকারের ইস্তেহার। দুটি রাজ্য সরকারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে যদি আমরা দ্বৈতশাসনের শিকার হই—সেটি দুঃখজনক ঘটনা হবে। আমাদের জানানো হয়েছে, বাংলা সরকারের আদেশের ওপর আমাদের নির্ভরশীল হতে হবে। ওদিকে আবার আমাদের দেশের আত্মীয়-বন্ধুদের জানানো হয়েছে, বর্মা সরকার বাংলার রাজবন্দীদের পুরো দায়িত্ব নিয়েছে। এই ঘটনাটি আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিচারে কূটনৈতিক তৎপরতার একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ।

সংবাপত্রের বিবৃতিটি যদি সত্য হয়, তাহলে এই প্রশ্নগুলি ওঠে :(১) অনশনকারীদের জোর করে খাওয়ানোর ব্যাপারে বর্মা সরকারের কোনো আদেশ বা সারকুলার জারি করার কোনো অধিকার নেই। (বাংলা সরকার এবং বর্মা সরকারের সারকুলারগুলি কর্তৃত্ব-বহির্ভূত এবং বেআইনী। ২২-২-২৬ তারিখে মান্দালয়ের সুপারিনটেনডেন্টকে লেখা একটি চিঠিতে এ-কথা আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছি।)

(২) বর্মা সরকার বেআইনীভাবে এবং স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলা সরকার এবং বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। বাংলা সরকার প্রণীত আইনানুসারে আমরা ওই ক্ষমতার অধিকারী। এই সূত্রে আইনের ওই বয়ানটি উদ্ধৃত করছি।

বিধি ২

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ-কথা পরিষ্কার যে, আমরা বাংলা সরকারের সঙ্গে সরাসরিভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি,এবং বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি গোয়েন্দা দফতর মারফত।

আমাদের আরও জানা আছে যে, অনশন ধর্মঘট চললে বাংলা সরকারের আইনানুসারে সুপারিনটেনডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের (কিংবা ডেপুটি কমিশনারের) মারফত সেই সংবাদ আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে জানাতে বাধ্য থাকবেন। আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এ-ক্ষেত্রে বাংলা সরকারের আইন কার্যকর হয়নি। আমরা এই বিষয়টি একাধিকবার সুপারিনটেনডেন্টের দৃষ্টিগোচর করেছি, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তিনি আমাদের অভিযোগটি বিবেচনা করেননি। তার ফলে আমাদের তারবার্তাগুলি রেঙ্গুনে পাঠানো হচ্ছে। তারবার্তাগুলি সেখান থেকে যথাস্থানে পাঠানো হচ্ছে, না ওখানেই অনির্দিষ্টকালের জন্য রেখে দেওয়া হচ্ছে—আমাদের জানার কোনো উপায় নেই।

বিনীত
এস. সি. বসু
(রাজ্যের বন্দী এবং রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে)

৩৮/১, এলগিন রোড
২৭-২-২৬

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি·-র পক্ষ থেকে ডি· এস· পি· বেঙ্গল
২৮-২-২৬

প্রিয় সুভাষ,

আমি তোমাকে এর আগে ২২ তারিখে চিঠি দিয়েছি। তোমার সর্বশেষ চিঠিটি ৬ তারিখে লেখা, সেটি আমার কাছে পৌঁছেছে ২০ তারিখে—মনে হয় এ-কথা তোমাকে আমি আগেই জানিয়েছি। আজ সকালে আমি মিঃ আর্মস্ট্রংকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম যে, তাঁর অফিসে তোমার কোনো চিঠি পড়ে আছে কি না। তিনি জানিয়েছেন, কোনো চিঠি নেই। তোমার ৬ তারিখে লেখা চিঠিটি কেন এত দেরিতে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, ওই চিঠিটি তাঁর অফিসে এসে পৌঁছেছিল ১৯ তারিখ বেলা সাড়ে-তিনটের সময়। সুতরাং মনে হয়, তোমাদের ওখান থেকেই চিঠিটা পাঠাতে দেরি হয়েছিল।

১২-২-২৬ তারিখে বৌদিদিকে লেখা তোমার চিঠিটি ২৫ তারিখে পৌঁছেছে। বাংলা সরকার রাজবন্দীদের ভাতা, খরচ ইত্যাদি বিষয়ে দায়বদ্ধ—তোমার চিঠিতে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পাঠানোর কথা আছে। তুমি ওই কাগজপত্রগুলি চিঠির সঙ্গে পাঠাবার কথা লিখেছ, কিন্তু ওই চিঠিটির সঙ্গে কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। আজ সকালে আমি মিঃ আর্মস্ট্রংয়ের কাছে এ-ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলাম। তিনি জানিয়েছেন—ওই কাগজগুলি তাঁর অফিসে আসেনি, এটি তারা লক্ষ্য করেছেন, এবং এ-বিষয়ে একটি নোটও রাখা হয়েছে অফিস-রেকর্ডে।

তুমি কাল যে তারবার্তাটি পাঠিয়েছিলে সেটি আজ সকালে আমি পেয়েছি। তারবার্তাটি পাওয়ার পরে আমি নিম্নলিখিত তারবার্তাটি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছি মিঃ আর্মস্ট্রংকে।

"তোমার তারবার্তাটি আজ পেয়েছি। সংবাদপত্রে অনশন-ধর্মঘটের খবর বেরিয়েছে ২১ তারিখ। এলিসিয়াম রো-কে দ্রুত তথ্য পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছি। অনশন-ধর্মঘট শুরু হয়েছে ১৮ তারিখে, খবর পাঠানো হয়েছে ২৫ তারিখে। ২৫ তারিখে অ্যাসেমব্লি গোস্বামীর মুলতুবি প্রস্তাব পাশ করেছে। স্বরাষ্ট্র সদস্য যথোপযুক্ত তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। রাঙামামাবাবু কাল মান্দালয়ের পথে রওনা হচ্ছেন। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত খবর জানাও।"

মিঃ আর্মস্ট্রং জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ তারবার্তাটি তিনি মান্দালয় জেলের সুপারিনটেনডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, ১৮ তারিখে অনশন-ধর্মঘট শুরু হওয়ার কথা আমরা ২৫ তারিখ পর্যন্ত জানতে পারিনি। মিঃ আর্মস্ট্রং আমাকে লিখেছেন, ১৮ তারিখে রাজ্যের বন্দী ও রাজবন্দীরা যে অনশন-ধর্মঘট শুরু করেছেন সে খবর ২৪ তারিখ সন্ধেবেলায় পাওয়া গেছে। এটি বিস্ময়কর ঘটনা।

এই চিঠিটি তোমার হাতে পৌঁছবার আগে তুমি নিশ্চয়ই গত বৃহস্পতিবারের 'দি স্টেটসম্যান'-এ প্রকাশিত বিধানসভা বিতর্কের সংবাদটি পড়ে ফেলেছ। শ্রীযুক্ত গোস্বামী চমৎকার ভাষণ দিয়েছেন, এবং বিধানসভার সদস্যরা তাঁকে সমর্থন করেছেন। লেঃ কর্ণেল মুলভ্যানির সাক্ষ্যের বিবরণ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র কী বিরাট হৈ-চৈ পড়ে গেছে—সে খবর তুমি নিশ্চয়ই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্ট পড়ে জেনেছ। তুমি কি সাক্ষ্যটির বিবরণ পড়েছ?

পূজার খরচপত্র দেবার জন্য বর্মার চিফ সেক্রেটারিকে তুমি এবং অন্যান্য রাজবন্দীরা যে তিনটি চিঠি দিয়েছিলে (১৬ ফেব্রুয়ারিতে লেখা চিঠিটিও এর মধ্যে আছে) সেগুলি এখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। শেষের চিঠিটি তো অসাধারণ, চিঠিটি পড়ে আমি গর্ব অনুভব করেছি। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন।

আমার তারবার্তার জবাবে মান্দালয়ের ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন, তুমি ভাল আছ, এবং তোমার ইচ্ছে অনশন ধর্মঘটের সংবাদ বাবা-মায়ের কাছে গোপন করা হোক। কিন্তু এটা এখন আর সম্ভব নয়। বাবা এখানে ২১ তারিখে ছিলেন—সেদিনই সংবাদপত্রে অনশন-ধর্মঘটের সংবাদ প্রথম বার হয়। মা-ও অনশন-ধর্মঘটের কথা জেনে ফেলেছেন। এ-জন্য তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না।

আজ সকালে জানতে পারলাম, স্যার আলেকজান্ডার মুড্‌ডিম্যান আগামী সোমবার (১৮ মার্চ) অনশন-ধর্মঘট সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ভারত সরকার, বর্মা সরকার বা বাংলা সরকার এখনও পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোনো বিবৃতি দেননি। এ সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য জানার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

তোমার ইচ্ছানুসারে বাবা-মায়ের কাছে খবরটা গোপন রাখতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম। কিন্তু তা অসম্ভব ব্যাপার, কারণ খবরটি সংবাদপত্রে এবং জনজীবনে আলোড়ন তুলেছে। সংবাদপত্রবিহীন এলাকায় বসবাস না করলে এ-খবর সবার কাছে পৌঁছে যেতে বাধ্য। যাই হোক, এ-সব নিয়ে তুমি একেবারেই দুশ্চিন্তা করবে না।

যে-সব সংবাদপত্র তুমি পাও সেগুলির মাধ্যমে দেশের ঘটনাপ্রবাহের সামান্য ধারণা তুমি পেতে পারো। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অবশ্য অধিকাংশ খবর গোপন করে, কিন্তু সামান্য যেটুকু ছাপে তার মাধ্যমে শিক্ষিত এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষরা অনেককিছুই জানতে পারেন।

তুমি এখন 'ফরোয়ার্ড' পড়ার সুযোগ পাও কি না জানি না। সংবাদপত্র সম্বন্ধে রাজ্যগুলির সেক্রেটারির বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরে আমার মনে হয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তোমাকে 'বেঙ্গলী'র বদলে 'ফরোয়ার্ড' পড়ার অনুমতি দেবে। 'বেঙ্গলী' এখন আমি একেবারেই পছন্দ করি না, পত্রিকাটির মান আরো নেমে গেছে। এটি এখন মূলত একটি সরকারি মুখপত্র, এবং ভারতীয় পাঠকদের উৎসাহিত হবার মতো কোনো খবর ছাপে না। লর্ড সিন্‌হার মতো একজন মধ্যপন্থীও 'বেঙ্গলী' সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়।

পারিবারিক শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া এখন আর কিছুই লেখার মতো নেই। ঈশ্বরের পৃথিবীতে তোমার দুঃখবরণ বৃথা যাবে না—এ বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই।

আমি শুধু তোমাকে একটি সতর্কবাণী শোনাতে চাই। অনশন-ধর্মঘট চলাকালীন তুমি তোমার শরীরের প্রতি একটু বেশি মাত্রায় নজর রেখো। তুমি এখন একেবারেই পরিশ্রম করবে না—পড়াশুনো করাও ছেড়ে দেবে এখন। ভাল কথা, লর্ড রোনাল্ডসের হার্ট অব আর্যাবর্ত সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? তুমি এ-বিষয়ে এখনও আমাকে কিছু জানাওনি।

আমরা ভাল আছি।

পরম শুভার্থী
শরৎ

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু

১১৭ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
বাংলার ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষে

৩৮/১, এলগিন রোড
১ মার্চ, ১৯২৬

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ১৪ ফেব্রুয়ারিতে লেখা চিঠি আমি ২৭ ফেব্রুয়ারি পেয়েছি।

তোমার শরীরের ওজন আরো কমে গেছে জেনে খারাপ লাগল। তোমার অসুস্থতার কথা আমি বাবা-মাকে জানাইনি, জানলে তারা আরো উদ্বিগ্ন হতেন। তুমি আমাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছ, কিন্তু তোমার স্বাস্থ্যহানির খবরে আমার পক্ষে নিরুদ্বিগ্ন বা উদাসীন থাকা অসম্ভব। বারোদিন ধরে একটানা অনশন করার পরে তোমার দেহের ওজন এখন কত কমেছে আমার পক্ষে আন্দাজ করা শক্ত।

অরুণার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেছে। বলতে খারাপ লাগছে...ওঁরা ইংল্যান্ডে বরের লেখাপড়া শেখার খরচপত্র আমাদের বহন করতে বলেছিলেন। আমরা 'না' বলে দিয়েছি।

(* * অস্পষ্ট * *)

রাঙামামাবাবু আগামীকালের জাহাজে রেঙ্গুনের পথে রওনা হচ্ছেন, সম্ভবত আগামী শুক্রবার মান্দালয়ে পৌঁছবেন।

আমার আগের চিঠিতে (২৭ ফেব্রুয়ারি) তোমাকে জানিয়েছি, ১৩ এলিসিয়াম রো থেকে আমি কখন অনশন ধর্মঘটের খবর পেয়েছি।

মান্দালয় জেলের সুপারিনটেনডেন্ট গতকাল তারবার্তায় জানিয়েছেন—"স্বাস্থ্য ততটাই ভাল যতটা ভাল আশা করা যায়।" অত্যন্ত অস্পষ্ট কথা—বিস্তৃত খবর পাঠানো তাঁর উচিত ছিল।

আমি তোমাকে আগের চিঠিতে লিখেছিলাম কলেজ স্কোয়ারের বুক কোম্পানির কাছে নীৎশের রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড পাঠিয়ে দিতে, লর্ড রোনাল্ডসের গ্রন্থাবলী পড়ার পরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার কথাও লেখা ছিল সে চিঠিতে। অনশন ধর্মঘট শেষ হওয়ার আগে ওগুলি পাঠাবার জন্য অযথা কষ্ট কোরো না।

তোমার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন আছি। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

(* * * অস্পষ্ট * * *)

শুভার্থী
শরৎ

১১৮ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
৬-৩-২৬
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষ থেকে।

৩৮/১, এলগিন রোড,
৬ মার্চ, ১৯২৬

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ১৭ এবং ২১ ফেব্রুয়ারিতে লেখা চিঠি দুটি এ-মাসের ২ তারিখে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। তোমার চিঠি যথাসময়ে বিলি হচ্ছে না—এ-বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই। এখন প্রশ্ন—কোন্ তরফে দেরি হচ্ছে, ওদিকে না এদিকে।

রাঙামামাবাবু খুব সম্ভবত আজ বিকেলেই তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তৃত খবর তাঁর পাঠানো তারবার্তায় পাব বলে আশা করছি। ১৫ দিন অনশন-ধর্মঘট চলার পরে তুমি তোমার শরীরের প্রতি এখন আর খুব বেশি নজর দিতে পারবে না। তুমি জানো সমগ্র দেশের কাছে এখন তোমার স্বাস্থ্য ও জীবন কত মূল্যবান, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কথাটি মনে রেখে আশা করি তুমি তোমার শরীরের প্রতি যতটা সম্ভব ততটা যত্ন নেবে।

তুমি যখন 'দি স্টেটসম্যান' পেয়ে থাকো গত বৃহস্পতিবারের শহর সংস্করণের 'জেলের সুযোগসুবিধা'-শীর্ষক নিবন্ধটির প্রতি তোমার নজর পড়বে নিশ্চয়ই। এর চাইতে কদর্য আর কোনো লেখার কথা তুমি কি ভাবতে পারো?

বর্মা সরকার জানিয়েছে যে, ধর্মসংক্রান্ত ভাতার প্রশ্নটি এখন বিবেচনাধীন। সিদ্ধান্তটি জানার জন্যে আমরা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।

জেল কমিটির সামনে লেঃ কর্ণেল মুলভ্যানি যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার বিবরণ স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে পাঠ করে সমগ্র দেশের মানুষ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছে। রেঙ্গুনের কোনো সংবাদপত্র ওই বিবরণটি প্রকাশ করেছে কি না জানি না, জানি না বন্দীদশায় তুমি ওটি দেখার কোনো সুযোগ পাবে কি না! এ-বিষয়ে জেল-সুপারিনটেনডেন্টদের মতামত জানার জন্য আগ্রহ বোধ করছি।

মৌলানা শৌকত আলী মারফত অনশন-ধর্মঘট সম্পর্কে আমার যে মতামত তোমাদের জানিয়েছি সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আসলে ওই মতটি হল বাংলার জনসাধারণের, আমার ব্যক্তিগত মত যাই হোক না কেন, জনসাধারণের মত (বিশেষ করে কংগ্রেসী ও স্বরাজীদের) তোমাকে আমি জানাতে বাধ্য। এর ফলে নিশ্চয়ই কিছু সুফল ফলেছে। সবার চোখ এখন মান্দালয়ের দিকে, এবং এত সব ঘটনার ভেতর থেকে ভাল কিছু ঘটবেই।

এই চিঠিটি তোমার হাতে পৌঁছবার আগে তুমি নিশ্চয়ই 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত লর্ড লিটনের ভাষণটি পড়েছ। তিনি ঢাকায় 'মোসলেম হল' উদ্বোধন উপলক্ষে ওই ভাষণটি দিয়েছিলেন। আমি জেনে অবাক হলাম যে, মহামান্যবর তোমার পুরনো বন্ধুদের একজন, এবং তোমাদের উভয়ের মতামতে কোনো বৈষম্য নেই।

আমি তোমাকে এখন দীর্ঘ কোনো চিঠি দিয়ে বিব্রত করতে চাই না। পারিবারিক কিছু সংবাদ দিয়ে চিঠি শেষ করব। দাদা এখন ভাল আছেন। তাঁর চিকিৎসা শেষ হয়েছে। কিন্তু নতুন মামাবাবুর শরীর দিন-দিন ভেঙে পড়ছে। তিনি এখন ধরতে গেলে শয্যাশায়ী। তাঁর শরীরের ব্যথাবেদনা বেড়ে গেছে। আশঙ্কা হচ্ছে, আবার হয়ত তাঁকে দীর্ঘদিনের ছুটি নিতে হবে।

গত মাসের শেষের দিকে সুনীলের চিঠি পেয়েছি। জানিয়েছে, বাড়ি ফিরতে তার খুব একটা দেরি হবে না। তার বক্তব্য আমার কাছে তেমন পরিষ্কার হয়নি।

মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তোমার বইগুলি আজ বুকপোস্টে পাঠাচ্ছি।

বাবা কাল সকালে এখানে এসে পৌঁছবেন।

পরম শুভার্থী
শরৎ

১১৯ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
১৫ মার্চ, '২৬
রাত ৮ টা

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
১৬-৩-২৬
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষে
প্রিয় সুভাষ,

তোমার ১ তারিখে লেখা চিঠিটি ৯ তারিখে পেয়েছি।

২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চের মধ্যে আমি তোমাকে চারবার চিঠি দিয়েছি—তারিখগুলি হল ২২ ফেব্রুয়ারি, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১ মার্চ এবং ৬ মার্চ। মনে হয় সব চিঠিই তুমি পেয়েছ।

রাঙামামাবাবু গত বৃহস্পতিবার সকালে ফিরেছেন। বাবা-মা সেই সন্ধ্যাতেই কটকের পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন। বাবার শরীর এখন বিশেষ ভাল যাচ্ছে না—শরীরে তেমন কোনো গোলোযোগ নেই কিন্তু আগের চেয়ে একটু রোগা হয়ে গিয়েছেন। বাবার সঙ্গে মায়ের যাওয়ার ব্যাপারে রাঙামামাবাবু বেশ জোর করেছিলেন—আমার মনে হয় উনি ঠিকই করেছিলেন।

তুমি ঠিকই ধরেছ অনশন-ধর্মঘট চলাকালীন তোমার তারবার্তাগুলি আটক করা হয়েছিল। তারবার্তাগুলি কখন আমার কাছে পৌঁছেছে সেই তারিখগুলি তোমাকে জানাচ্ছি।

২৭ ফেব্রুয়ারি, '২৬—নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পৌঁছেছিল।

"ধর্মীয় প্রশ্নে এবং অন্যান্য অসন্তোষ মেটাবার দাবীতে ১৮ তারিখ থেকে অনশন-ধর্মঘট শুরু করেছি।

সুভাষ বসু
মান্দালয়"

২৭ ফেব্রুয়ারি, '২৬ (রাত দশটা পনেরো)—নীচের তারবার্তাটি পেয়েছি।

"আজ অনশন-ধর্মঘটের অষ্টম দিবস।

সুভাষ বসু"

২ মার্চ, '২৬—নীচের তারবার্তাটি পেয়েছি।

"স্বাস্থ্যসংক্রান্ত খবরাখবর বাবাকে সরাসরি পাঠাবার দরকার আছে কী ? বাবা-মা কেমন আছেন জানাবেন। সুভাষ"

৩ মার্চ '২৬—১৩ এলিসিয়াম রো মারফত নিম্নলিখিত তারবার্তাটি এসেছে।

"ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোনো সংবাদ আসেনি। ধর্মঘট চলছে। আজ ৩ মার্চ, চতুর্দশ দিবস। সবাই দুর্বল, তবে ভাল আছে। কারাবন্দী।"

৭ মার্চ, '২৬—নিম্নলিখিত তারবার্তাটি এসেছে।

"বাবা-মা যাতে উদ্বিগ্ন না হন, সে-ব্যাপারে চেষ্টা করবেন। সম্ভব হলে ধর্মঘটের সংবাদ তাঁদের কাছে গোপন রাখবেন। বাবা-মায়ের কুশল সংবাদ জানাবেন।

সুভাষ বসু
মান্দালয়"

শেষ তারবার্তাটি, যেটি ৭ তারিখে হস্তগত হয়েছে—সেটি নিশ্চয়ই বেশ কিছুদিন আটক ছিল।

'ইংলিশম্যান'-এর বিরুদ্ধে তোমার মানহানির মামলাটি আজ তালিকাভুক্ত হয়ে ছোটজ্‌নার জে-র কাছে গেছে। অসুস্থ থাকার কারণে বিচারক আজ আদালতে আসেননি। মনে হয় ইস্টারের ছুটি শেষ না হলে তিনি আদালতে আসবেন না—সুতরাং সামনের মাসের শেষের দিক ছাড়া মামলাটি আদালতে ওঠার সম্ভাবনা কম।

রাঙামামাবাবুর কাছ থেকে শুনলাম, সরকারের কাছ থেকে সারা বছরের জন্য ২৮ টাকা ৫ আনা মূল্যের বই পেয়েছ। এগুলি তোমাদের সবার জন্য না কি মাথাপিছু ? রাঙামামাবাবু এ-ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু জানাতে পারলেন না।

আশা করি তুমি তোমার শরীরের প্রতি যত্ন নিচ্ছ। আজ এই পর্যন্ত।

পরম শুভার্থী
শরৎ

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু

১২০ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
২০ মার্চ, '২৬

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
২২-৩-২৬
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষে

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৮ তারিখের চিঠিটি ১৬ তারিখে পেয়েছি। তোমার তারবার্তাগুলি আমি কবে কবে পেয়েছিলাম সেই তারিখগুলি আমি আমার আগের চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছি। ওই চিঠি থেকে তুমি জানতে পারবে যে, তোমার ২১ ফেব্রুয়ারির তারবার্তাটি ৬ দিনের জন্য আটক ছিল। আমার মনে হয় এই ঘটনাটি জেল সারকুলারের বিরুদ্ধে গেছে।

তোমার চিঠিগুলি ৬ ফেব্রুয়ারির পর থেকে কবে কবে পেয়েছি সেই তারিখগুলি নীচে তুলে দিচ্ছি :—

৬ ফেব্রুয়ারি—পেয়েছি ২০ ফেব্রুয়ারি
১৪ ফেব্রুয়ারি—২৭ ফেব্রুয়ারি
১৭ ফেব্রুয়ারি—২ মার্চ
২২ ফেব্রুয়ারি—২ মার্চ
১ মার্চ—৯ মার্চ

অনশন ভঙ্গ হওয়ার পরে তোমার শরীরের ওজন কি কিছুটা বেড়েছে ? আমি এ-বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কেননা জেলে যাওয়ার পর থেকে তোমার প্রায় ৪০ পাউণ্ড ওজন কমেছে।

এখানে একটা জোর গুজব উঠেছে যে, মান্দালয়ের রাজবন্দীদের মাদ্রাজ জেল বা দূরের অন্যান্য জেলে বদলি করা হবে। কেননা বর্মা সরকার তার দায়িত্ব সম্পর্কে পরস্পরবিরুদ্ধ বিবৃতি দিয়েছে। তোমার সংসারের খরচপত্র মেটানোর জন্য বরাদ্দ ভাতা সম্পর্কে তুমি আবার প্রশ্ন তোলো। তোমাদের দায়দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। বাবা-মা ২৭ তারিখে পুরীর পথে রওনা হচ্ছেন। তাঁরা এখানে আসবেন ২ এপ্রিল। বাবার শরীর ভাল নয়। গ্রীষ্মকালটা তিনি কীভাবে সামলাবেন বুঝে উঠতে পারছি না।

বাবার চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

বুক কোম্পানি তোমার কাছে যে বইগুলি পাঠিয়েছে সেগুলি কি তোমার পড়া হয়ে গেছে ? আরো বইপত্র কি তোমাকে এখন পাঠাতে হবে ? যদি দরকার হয় বইয়ের একটি তালিকা পাঠিয়ে দিও।

আমরা মোটামুটি আছি। তোমার কুশল কামনা করি।

পরম শুভার্থী
শরৎ

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু

১২১ ॥

সেক্রেটারি
লক্ষ্মী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮০, চৌরঙ্গি রোড
কলকাতা

মান্দালয় জেল
প্রযত্নে ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি
১৩, এলিসিয়াম রো
কলকাতা
২০-৩-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা ঋণ হিসেবে নিয়েছিলাম সেই ঋণের প্রসঙ্গ কারাগার থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত উত্থাপিত না হলে বাধিত হব। কিন্তু আপনি যদি এখন গৃহীত ঋণের মূল অংশ বা সুদ শোধ দেওয়ার কথা বলেন—আমাকে জানাবেন, আমি সেইমত ব্যবস্থা নেব।

বিনীত
সুভাষচন্দ্র বসু

১২২ ॥ ম্যানেজার,
বুক কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা

মান্দালয়
২৬-৩-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আপনি যদি নিম্নলিখিত বইগুলি আমার কাছে দ্রুত পাঠিয়ে দেন বাধিত হব।

১) প্রাণতোষিণী—রামতোষণ ভট্টাচার্য প্রণীত।
২) তন্ত্রসার (তন্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ)—প্রকাশক, শ্রী রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়
৩) বৃহৎতন্ত্রসার (বসুমতী প্রকাশনা) শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ প্রণীত। মূল্য ২ টাকা
৪) তরঙ্গিণী—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দগিরি
৫) শ্যামারহস্য—শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ পরমহংস
৬) তারা-রহস্য—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দগিরি
৭) পুরোহিত দর্পণ—(বসুমতী অফিসে পাওয়া যাবে) ৪, ৫, ৬, ৭ নং খণ্ডগুলির প্রকাশক

বসুমতী, এবং ওই পত্রিকার অফিসেই পাওয়া যাবে। যদি একত্রে কেনা হয়, মোট দাম পড়বে ১ টাকা ৮ আনা।)

৮) শক্তি অ্যান্ড শাক্ত—উড্‌রোফ প্রণীত।

৯) উড্‌রোফ প্রণীত তন্ত্রের ওপর আর একটি গ্রন্থ (বইটির নাম আমি ভুলে গিয়েছি)।

আজ পর্যন্ত যতগুলি বই আমার কাছে পাঠিয়েছেন সেগুলির একটি তালিকা অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন। ওই তালিকাটির সঙ্গে আমি আমার তালিকাটি মিলিয়ে নিতে চাই।

বিনীত
সুভাষচন্দ্র বসু

ম্যানেজার,
বুক কোম্পানি

১২৩ ॥

শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
৫-৪-২৬
সোমবার

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
৬-৪-২৬
বেঙ্গল ডি. আই. জি., আই. বি., সি. আই. ডি-র পক্ষে

প্রিয় সুভাষ,

বেশ কিছুদিন হল তোমাকে চিঠি লিখে উঠতে পারিনি। গত মাসের ২০ তারিখে তোমাকে বোধহয় শেষ চিঠি লিখেছিলাম।

তোমার ১৩, ১৭ এবং ২৬ মার্চে লেখা চিঠিগুলি যথাক্রমে ২৪ মার্চ, ২৭ মার্চ এবং ৩ এপ্রিল পেয়েছি। প্যাটেলের বিধানসভা মুলতুবি সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদপত্রের অভিমত বলে 'রেঙ্গুন ডেইলি নিউজ'-এ যে খবর ছাপা হয়েছে—সেই খবরের কাটিং তুমি আমাকে পাঠিয়েছ বলে আমি খুশি হয়েছি। আমি বিষয়টি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের নজরে এনেছি। রেঙ্গুনের সংবাদপত্রগুলিতে ভারতের সংবাদ ও মতামত আরো বেশি করে না ছাপার কোনো কারণ নেই।

'বেঙ্গলি'-র সম্পাদক পরিবর্তন হওয়ার পরেও পত্রিকাটির বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। পত্রিকাটি নিজেকে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপত্র' বলে চিহ্নিত করেছে, কিন্তু ওই ঘোষণায় কেউ এখন আর প্রতারিত হচ্ছে না।

রেঙ্গুনের সংবাদপত্রের মারফত তুমি হয়ত কলকাতার দাঙ্গার খবর পেয়েছ। শহর এখন শান্ত, নতুন কোনো গোলমালের আশঙ্কা নেই। আমার বিচারে আর্যসমাজীরা বোকার মতো কাজ করেছে। আমার ধারণা, ঘটনাটির পেছনে প্ররোচনা ছিল, এবং নতুন ভাইসরয়ের আগমনের সময় গোলমাল হওয়া নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার নয়।

আজ এখানেই থামছি। পরের বৃহস্পতিবার বিস্তারিত খবর দিয়ে চিঠি লিখব। আশা করি তুমি এখন ভাল আছ।

পরম শুভার্থী
শরৎ

১২৩ক ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
১৭ এপ্রিল, '২৬

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
১৮-৪-২৬
সকাল সাড়ে-দশটা

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৩১ মার্চে লেখা চিঠিটি ১২ তারিখে পেয়েছি। এত দেরি হওয়ার কারণ বুঝতে পারলাম না।

তোমার শরীরের ওজন, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন, বেড়েছে জেনে আমরা খুশি হয়েছি। মান্দালয়ের আবহাওয়া যে এখন খুব খারাপ, বুঝতে পারছি। বর্মার কোনো শৈলাবাসে তোমাকে বদলি করার যে আবেদন করেছিলে—সে-ব্যাপারে কী হল ?

তুমি যখন বুক কোম্পানিতে বই পাঠাবার কথা লিখবে তখন আমাকেও একটা তালিকা পাঠিও।

তোমার যে-সব বইপত্র পড়া হয়ে যাবে সেগুলি তুমি রেজিস্টার্ড পোস্টে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারো। আমি আমার ব্যবহারের জন্য এখানে একটা ছোট গ্রন্থাগার বানাবার চেষ্টা করছি। যদি আমি বেঙ্গল কাউন্সিলে যাই আমার নিজস্ব একটা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হবে।

ছোটজ্‌নারের বিচারের বিবরণ রেঙ্গুনের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কি না জানি না। যদি না বেরিয়ে থাকে আমি একটি কপির জন্যে আবেদন করব, এবং সেটি পেলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি এবং তোমার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি যে-সব মন্তব্য করেছেন সেগুলি বেশ ভাল। অসম্মানজনক মন্তব্য প্রকাশ করার জন্য তিনি 'দি ইংলিশম্যান'-এর ওপর কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। ক্ষতিপূরণের অর্থ পাওয়ার ব্যাপারটি আসলে তুচ্ছ—আমরা চেয়েছিলাম চরিত্রের সত্যতা প্রতিপাদন করতে, এবং সে-ব্যাপারে আমরা সফল হয়েছি।

'দি স্টেটসম্যান'-এর বিরুদ্ধে মামলার শুনানি হবে মাস-দুয়েক বাদে। মামলার ব্যাপারে তোমাকে কলকাতায় আনার জন্যে তোমার অ্যাটর্নিরা—মেসার্স ডাট অ্যান্ড সেন বাংলা সরকারের রাজনৈতিক দফতরের অ্যাডিশনাল ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের অনুরোধ রক্ষা করা হয়নি। তাঁর জবাবটি উদ্ধৃত করছি :—

"মিঃ এস. সি. বোসকে উল্লেখিত কারণে কলকাতায় আনার জন্য যে অনুরোধ করা হয়েছে সে অনুরোধ রক্ষা করতে সরকার অক্ষম—এই নির্দেশটি আপনাকে জানানো হল।"

সরকারের এই মনোভাব বিস্ময়কর। মেসার্স ডাট অ্যান্ড সেন অথবা আমার এ-বিষয়ে কী করণীয় আছে জানাবে।

আনন্দের খবর, বাবা এখন আগের চেয়ে ভাল আছেন। তিনি গতকাল কটকে গিয়েছেন, ফিরবেন দিন পনেরো বাদে।

পরেশ সোমের ভাইয়ের সঙ্গে অরুণার বিবাহ স্থির হয়েছে। বিবাহ হবে এই মাসেই (বৈশাখে)। তুমি এখন এখানে থাকলে আমরা সবাই খুব খুশি হতাম।

হ্যাঁ, অশোক বয়নের কাজে উন্নতি করছে। অমিও অনিয়মিতভাবে বয়নের কাজ করছে, কিন্তু এ-ব্যাপারে খুব অমনোযোগী, মাঝেমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাজকর্মে একেবারেই হাত লাগায় না।

অমি এবং মীরার জন্যে একজন সঙ্গীতশিক্ষক নিয়োগ করেছি। সঙ্গীতে অমির বেশ ঝোঁক আছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে ছেলেদের জন্যে একজন ড্রয়িং-শিক্ষক নিয়োগ করব।

আজ এই পর্যন্ত। আমরা ভাল আছি।

পরম শুভার্থী
শরৎ

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
৩-৫-২৬
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষে

৩৮/১, এলগিন রোড
৩ মে, ১৯২৬

প্রিয় সুভাষ,

তোমার গত মাসের ২৩ তারিখে লেখা চিঠিটি গতকাল পেয়েছি। ৫ এপ্রিলের পরে তোমাকে আর চিঠি দিয়েছি বলে মনে হয় না, কিন্তু তারপর তোমাকে দুটি চিঠি পাঠানো হয়েছে—অর্থাৎ ১৭ এবং ২৯ এপ্রিলে। মনে হয় তুমি সেগুলি পেয়েছ। আমার একটি ভুল হয়ে গেছে—১৭ তারিখের চিঠিটি আমারই লেখা। 'দি স্টেটসম্যান'-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় সাক্ষ্যদানের জন্য তোমাকে কলকাতায় আনার ব্যাপারে তোমার অ্যাটর্নি মেসার্স ডাট অ্যান্ড সেন এবং সরকারের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়েছিল তার উল্লেখ ছিল ওই চিঠিতে।

গতমাসে আমি নানান কাজে ব্যস্ত ছিলাম, সেইজন্য তোমার সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ রাখতে পারিনি। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।

আমরা সবাই ভেবেছিলাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেমে গেছে, কিন্তু সেটি আরো ভয়াবহ আকারে ফিরে এসেছিল। গত কয়েকদিন ধরে এ-শহরে ভয়ংকর সব কাণ্ড ঘটে গেছে। আমার মনে হয়, তোমাদের ওখানকার সংবাদপত্রে তার কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল থেকে অবশ্য শান্তি ফিরেছে শহরে, মনে হয়, আর কোনো গোলমাল হবে না। সামনের দীর্ঘ ছুটির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা মান্দালয় কমিশনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার মামলার শুনানি স্থগিত রাখার জন্যে আমরা আবেদন করেছি। স্যার বিনোদ মিটার তোমার পক্ষে দাঁড়াবেন, ওদিকে 'দি স্টেটসম্যান'-এর পক্ষে আছেন ল্যাংফোর্ড জেমস। আবেদনপত্রের শুনানি হবে আজ বিকেলে, ফলাফল কী হল তোমাকে আমি পরে জানাব।

অনশন-ধর্মঘট সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করার জন্যে কেন তোমাকে আমরা পরামর্শ দিয়েছিলাম—সেই কারণগুলি এখন ব্যাখ্যা করা অর্থহীন। কারণগুলি জানিয়ে চিঠি দিলে সে চিঠি বোধহয় আটক করা হত। সুতরাং যতক্ষণ না তুমি কারাগারের বাইরে আসছ ততক্ষণ চুপ করে থাকাই ভাল। তুমি অবশ্য এ-কথা কখনোই ভেবে নিও না যে, (যদিও আমরা অনশন-ধর্মঘট স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়েছিলাম) ধর্মঘট স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে তোমার জোরালো যুক্তিগুলি আমরা বুঝতে পারিনি।

এখন এখানে বেশ গরম পড়েছে। বাবা এখন কটকে কিন্তু মা এখানে আছেন। মা কবে ওখানে যাবেন—তা এখনও স্থির হয়নি।

তোমার স্বাস্থ্যের জন্য আমরা সবাই উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে ওখানকার অস্বাভাবিক গরমের কথা ভেবে। সরকারের অযৌক্তিক মনোভাবের পরিবর্তন যদি না হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত কী হবে বুঝে উঠতে পারছি না।

তোমার চিঠির একটি কথায় আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছি। তুমি লিখেছ, "আমি জানি না ভবিষ্যতে তোমাদের চিঠি লেখা সম্ভব হবে কি না। অবশ্য যতদিন না বাধা আসে ততদিন লিখে যাব।" আমার বিশ্বাস, তুমি নিশ্চয়ই এ-কথা বলতে চাওনি যে, প্রতি মাসে বাড়িতে কয়েকটি চিঠি লেখার অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত হতে চলেছ। এরকম একটি ব্যবস্থার কথা যে চিন্তা করা যেতে পারে—এ-কথা ভাবা কঠিন, বিশেষত তোমার ক্ষেত্রে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনাও মাঝেমধ্যে ঘটে যায়। তোমার পরবর্তী চিঠির জন্যে উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছি, সে-চিঠিতে তুমি এ-বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে লিখ।

তোমার শরীর-স্বাস্থ্যের বিস্তারিত খবর দিও। আমরা ভাল আছি।

তোমার পরম শুভার্থী
শরৎ

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু

১২৫ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

৩৮/১, এলগিন রোড
৫ মে, ১৯২৬

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
৬-৫-২৬
বেঙ্গল ডি. আই. জি., আই. বি., সি. আই. ডি-র পক্ষে

প্রিয় সুভাষ,

'দি স্টেটসম্যান'-এর বিরুদ্ধে মামলায় তোমার আবেদনপত্রের শুনানি এখনও হয়নি। সম্ভবত আগামী কাল শুনানি হবে। স্যার বিনোদ মিটার এবং মিঃ এন. এন. সরকার তোমার পক্ষে মামলা লড়বে। 'দি স্টেটসম্যান'-এর পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন জেমস ল্যাংফোর্ড।

বিড়লা জুট মিলস্ কোং লিমিটেডের মামলায় আমার সালিসি করার কথা হচ্ছে। বিড়লার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এই মামলায় দুজন সালিস নিয়োগ করা হোক—এই দুজনের মধ্যে আমি একজন। আমি দুজন সালিসের একজন হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাদের জানিয়েছি, তারা যদি আমাকে একমাত্র সালিস হিসেবে নিয়োগ করে আমি এই মামলা হাতে নিতে রাজি আছি। কন্ট্রাক্টররা এই প্রস্তাবে সম্মত, কিন্তু বিড়লার তরফ থেকে আমি এখনও কিছু শুনিনি।

তোমার মামলায় আদালত যদি কমিশন নিয়োগের আদেশ দেয় আমাকে মান্দালয়ে যেতে হতে পারে। তোমার কাছ থেকে নির্দেশাদি নিয়ে তোমার পক্ষে দাঁড়াবার মতো দক্ষ আইনজীবী মান্দালয়ে আছে কি না জানি না। যদি তেমন কেউ না থাকে আমাকে এখান থেকে কাউন্সেল অ্যান্ড অ্যাটর্নিকে নিয়ে যেতে হবে। তুমি তোমার জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারো তেমন কোনো দক্ষ ব্যবহারজীবী মান্দালয়ে আছে কি না। ইতিমধ্যে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার নিবন্ধে যে সম্মানহানিকর মন্তব্য প্রকাশিত সে সম্পর্কে তুমি একটি নোট তৈরি করতে পারো। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, সম্মানহানিকর মন্তব্যে তোমাকে 'বিপ্লবাত্মক ষড়যন্ত্রের মাথা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাক্ষ্য-প্রমাণের বোঝা বহন করতে হবে স্টেটসম্যানকেই। তবে বিবাদীর যুক্তিকে অসার প্রমাণ করার মতো তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে জরুরি।

'ক্যাথলিক হেরল্ড'-এর বিচারক গ্রেগরি যে রায়টি দিয়েছেন সেটি বেশ জোরদার। তাঁর বিচারে ক্যাথলিক হেরাল্ডে যে মন্তব্য বেরিয়েছে সেটি 'রীতিমত আপত্তিকর', এবং তিনি ৪০০০ টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দিয়েছেন। ক্যাথলিক হেরাল্ডের সম্পাদক দেশ থেকে পালিয়েছেন এবং পত্রিকাটির প্রকাশও বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং ক্যাথলিক হেরাল্ডের সম্পাদকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে। 'দি ইংলিশম্যান' খুব সম্ভবত ক্ষতিপূরণের টাকা তাড়াতাড়িই দেবে।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তোমার শরীরের প্রতি যতটা যত্ন নেওয়া উচিত ততটাই তুমি নিচ্ছ বলে আমার বিশ্বাস।

পাটনা থেকে শ্রীমতী দাসের কোনো চিঠি তুমি পেয়েছ কি ? তিনি তোমার কাছ থেকে তাঁর চিঠির কোনো জবাব পাননি। তিনি এখন এখানে আছেন, এবং আরো কিছুদিন থাকবেন।

আমরা মোটামুটি আছি।

তোমার পরম শুভার্থী
শরৎ

পুনশ্চ : শহরে এখন গোলমাল চলছে বলে অরুণার বিবাহ পিছিয়ে দেওয়া হল।

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
৩১-৫-২৬
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষে

৩৮/১, এলগিন রোড
কলকাতা
২৭-৫-২৬

প্রিয় সুভাষ,

এর আগে তোমাকে বোধহয় এ-মাসের ৫ তারিখে চিঠি দিয়েছি। তোমার ৩০ এপ্রিল, ১ মে, ৭ মে এবং ১৪ মে'র চিঠি যথাক্রমে ১২ মে, ১৪ মে, ১৫ মে ও ২৮ মে পেয়েছি।

আমি এখনও বুক কোম্পানিকে চিঠি লিখে উঠতে পারিনি। আর কয়েকদিনের মধ্যেই লিখব। তুমি যে বইগুলি চেয়েছ সেগুলি তারা যাতে পাঠায়—সে ব্যাপারে আমি দেখব।

এবার 'দি স্টেটসম্যান'-এর মামলা সম্পর্কে কিছু লিখছি। তুমি ঠিকই লিখেছ—তুমি যে এখনও সি· ই· ও—এই তথ্যটি তাঁরা তাঁদের লিখিত বিবৃতিতে উল্লেখ করেননি। আমরা জে· সি· মুখার্জিকে এই তথ্যটি প্রমাণের দায়িত্ব দিয়েছি। তোমার ছুটির ব্যাপারে কর্পোরেশনের প্রস্তাবগুলি দাখিল ও প্রমাণ করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।

তোমার সাক্ষ্য প্রয়োজন—এই মর্মে আবেদন জানিয়ে আমরা প্রথমেই 'দি স্টেটসম্যান' মামলার মুলতুবি প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু সাক্ষ্যের প্রয়োজনে তোমাকে কলকাতায় আনার জন্য তোমার সলিসিটরদের অনুরোধ সরকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবেদনপত্রটি যখন শুনানির জন্যে এসেছিল তখন 'দি স্টেটসম্যান'-এর পক্ষে ব্যবহারজীবী ল্যাংফোর্ড জেম্‌স বলেন, এটি প্রমাণসাপেক্ষ বিষয় নয়, যথার্থ মন্তব্য মাত্র—সুতরাং তোমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই, এবং মুলতুবি অথবা বিকল্পের কমিশন নিয়োগের আবেদন খারিজ করা হোক। বিচারক বাক্‌ল্যান্ড জানালেন, মামলায় 'দি স্টেটসম্যান' পক্ষের মনোভাব অনুরূপ হয় কি না তা দেখার জন্য উপস্থিত আবেদনটি মুলতুবি রাখা হল।

মামলাটির শুনানি হয়েছিল গত সপ্তাহে, এবং সেদিন 'দি স্টেটসম্যান' পক্ষের আইনজীবী মিঃ পেজ (ল্যাংফোর্ড জেমসের জুনিয়র) মুলতুবি প্রার্থনা করেছিলেন। কারণ, লর্ড লিটনের মালদা ভাষণ প্রমাণ করার জন্য তিনি সাক্ষী সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। লর্ড লিটনের মালদা ভাষণকে অনুমোদন জানাবার জন্য স্টেটসম্যানের অ্যাটর্নি আমাদের অ্যাটর্নিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু, আমরা সেটি অনুমোদন করিনি—তার ফলে মালদা ভাষণটি প্রমাণ করার পুরো দায়িত্ব পড়েছে স্টেটসম্যানের ওপর। মামলাটি তিন সপ্তাহের জন্য মুলতুবি রাখা হয়, এবং সেদিনের জন্য আমাদের যা খরচ হয়েছিল তা দিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই খরচের পরিমাণ ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা।

আমার মনে হয়, বিচারে তোমার সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন দেখা দেবে। সুতরাং হয় মুলতুবি নয় কমিশন নিয়োগ হবে। যদি কমিশন নিয়োগ হয়, আমরা নিশ্চয়ই তোমার একটি গোপন সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদন করব। আসলে মুলতুবি প্রার্থনা করার অন্যতম কারণ হল—সরকারি নিয়মানুসারে সাক্ষাৎকার নেবার সময় গোয়েন্দা দফতরের একজন অফিসার উপস্থিত থাকে ; এবং এই পরিস্থিতিতে মামলা চালানো সম্ভব নয়। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। তোমাকে জেরা করার পদ্ধতি আমরা এখনও স্থির করিনি। সম্ভবত মামলাটি বাকল্যান্ডের আদালতেই উঠবে।

তোমার ৯ তারিখের চিঠি পড়ে জানতে পারলাম যে, সরকার শেষপর্যন্ত রাজবন্দীদের অসন্তোষের কারণের সারবত্তা মেনে নিয়েছেন—এটি জেনে খুশি হলাম।

আজ এখানেই থামছি। তবে চিঠি শেষ করার আগে তোমাকে হালের একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা জানাই। সেদিন 'ফরোয়ার্ড' অফিসে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মিঃ কে· সি· রায়ের সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোকের সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ। তিনি দিল্লির একটি 'গপ্পের' কথা শোনালেন—সেটি হল, গত ফেব্রুয়ারিতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেঃ কর্নেল মুলভ্যানির

সাক্ষ্যদানের বিবৃতির একটি কপি নাকি মান্দালয় জেল থেকে চোরাপথে বেরিয়েছে। তিনি আরও বলেন, জেল কমিটির রিপোর্টটি জেলবন্দীরা পড়ে ফেলে কোনোমতে, এবং তার পরেই মুলভ্যানির সাক্ষ্যদানের বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়। আমি মিঃ রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই চমকপ্রদ আবিষ্কারের' কাহিনীটি আমি তোমাকে জানাতে পারি কি না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই। আমি তখন বলেছিলাম, "কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আমার চিঠির ওই অংশটুকু সেন্সর পাশ করবে না।" উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, না, তা নাও হতে পারে। আমি তখন বলেছিলাম, "পরীক্ষা করে দেখব নাকি।" জবাবে তিনি বলেছিলেন, "অবশ্যই"।

আজ সন্ধ্যায় অরুণার বিবাহ। বিবাহোৎসব হবে শ্যামবাজারে।

আশা করি তুমি ভাল আছ। আমরা ভাল আছি।

তোমার পরম শুভার্থী
শরৎ

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু

১২৭ ॥ শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
২৩-৬-২৬
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষে

৩৮/১, এলগিন রোড
২১ জুন, ১৯২৬

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৭ তারিখের চিঠি ১৫ তারিখে পেয়েছি। তোমার ১৮ তারিখের তারবার্তাটিও পেয়েছি।

ব্যারিস্টার গাই সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন এবং আমার সঙ্গে দুবার দেখাও করেছেন। তিনি ডাঃ বি· সি· রায়ের সঙ্গেও দেখা করেছেন। তাঁর ছেলে এখানকার যে-কোনো একটি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদনপত্র (ডাঃ রায়ের উপদেশানুসারে) জমা দিয়েছে সিন্ডিকেটের কাছে। ছেলেটি অবশ্য আই·এস-সি·পাশ নয়, তবে হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল ছাত্র হিসেবে তিন বছর পড়াশুনো করেছে।

জ্ঞানবাবুকে (রেজিস্ট্রার) দেবার জন্য আমি মিঃ গাইয়ের হাতে একটি পরিচয়পত্র দিয়েছিলাম। জ্ঞানবাবু ওঁকে কী বলেছেন তা এখনও জানতে পারিনি। পরদিনই মিঃ গাইয়ের বর্মায় চলে যাবার কথা ছিল, ওঁর ছেলে অবশ্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

আমি এ-বছর কারমাইকেলের গভর্নিং বডিতে নেই। শুনেছি, কারমাইকেল কলেজে কোনো সিট খালি নেই, সুতরাং ভর্তির অনুমতি পেলে মিঃ গাইয়ের ছেলেকে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে চেষ্টা করতে হবে।

গত মাসে তোমাকে তিনবার চিঠি দিয়েছিলাম—৩, ৫ এবং ২৭ মে-তে। তুমি কি সব চিঠি পেয়েছ?

কাল বকরীদ্, আশা করি কোনো গোলমাল হবে না। বাজারে অবশ্য জোর গুজব, কোনো কোনো এলাকায় গোলমাল হতে পারে।

এর ফলে বাংলা হিন্দু-মুসলমান চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন জাগছে মনে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার পরে, বিশেষত এই চুক্তি সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের যা মনোভাব (এই মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না), তাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এই চুক্তিটি ধীরে ধীরে বাতিল করা দরকার। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটির দ্রুত সমাধান বার করতে হবে কংগ্রেস অথবা এ· আই· সি· সি· অথবা ওয়ার্কিং কমিটিকে। ভিত্তি হবে

সর্বভারতীয়। আমরা গত শনিবার সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছি, আশা করি রেঙ্গুনের পত্র-পত্রিকাতেও বিবৃতিটি বার হবে।

আগামী নির্বাচনে সেনগুপ্ত যদি এই স্লোগান দেন—'চুক্তির মাধ্যমেই আমাদের উত্থান বা পতন'—তাঁকে আফসোস করতে হবে, এ-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় জনসাধারণের সামনে বেঙ্গল হিন্দু-মুসলিম চুক্তির কথা পুনর্বার তোলা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। গৌহাটি কংগ্রেসে কিংবা সম্ভব হলে তার আগেই চুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো দরকার। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরা যে চুক্তিকে পুরোপুরি বাতিল করেছে তাকে ফিরিয়ে আনার পেছনে কোনো যুক্তি নেই।

আমার ম্যানিফেস্টো সম্পর্কে তোমার মতামত জানতে চাই।

আগামী বুধবার 'দি স্টেটসম্যান'-এর বিরুদ্ধে তোমার মামলার শুনানি হবে।

আশা করি তুমি ভাল আছ।

তোমার পরম শুভার্থী
শরৎ

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু

১২৮ ॥ শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি

মান্দালয়
৩০-৬-২৬

শ্রীচরণেষু দাদা,

আপনার ২১ জুনের চিঠি গতকাল পেয়েছি। আমি এর আগে আপনার ৩, ৫, ২৭ মে এবং ১১ জুনের চিঠি পেয়েছি। গত মার্চ থেকে আপনি কি আমার সব চিঠি যথাযথভাবে পেয়েছিলেন, নাকি কোনো চিঠির অংশবিশেষ সেনসর করা হয়েছিল।

যে-কোনো একটি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে আপনি দয়া করে মিস্টার গাইকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। যদি প্রয়োজন বোধ করেন স্যার নীলরতন এবং চিকিৎসা-জগতের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। একটি অপরিচিত জায়গায় তিনি অসহায় বোধ করতে পারেন। আমি নিজে একটি অপরিচিত জায়গায় আছি বলে তাঁর অসহায়তা বেশি করে অনুভব করছি। আমি তাঁর বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে ডঃ বি· সি· রায়কে চিঠি লিখেছিলাম, আশা করি তিনি আমার চিঠি পেয়েছেন। তিনি যদি কোনো একটি কলেজে সিট পান, মনে হয়, এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রান্সফার পাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হবে না।

হাইকোর্টে বুধবারের শুনানির ইতিবৃত্ত গতকালের কলকাতার ডাক মারফত জানতে পেরেছি। 'দি স্টেটসম্যান' যে 'অফার' দিয়েছে সে-সম্পর্কে আমার ২৬ তারিখের চিঠিতে জানিয়েছি, তবে সে মত পরিষ্কার হয়েছে কি না বুঝতে পারছি না। আমি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেছি, এবং আমার মনে হয়, আমার অ্যাটর্নি ও আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্তগুলি আপনারই নেওয়া-দরকার। বিবাদীপক্ষের প্রস্তাবের ভালমন্দ দিকগুলি আমাকে বিস্তারিতভাবে জানানো সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে, আর তা বাঞ্ছনীয়ও নয়—এ-কথা কেন লিখছি তার কারণও আপনার কাছে স্পষ্ট। সুতরাং আপনি আমার মতামতের অপেক্ষা না করে যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আমি আপনাকে আগেও জানিয়েছি, এখনও জানাচ্ছি, আপনার বিচারবুদ্ধির ওপর আমার ষোলোআনা ভরসা আছে।

দীর্ঘকাল সন্তোষবাবুর কোনো চিঠিপত্র পাইনি। যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তাঁকে বলবেন তিনি যেন হাজরা পার্কে (রসা রোড এবং হাজরা রোডের সংযোগস্থলে নতুন পার্ক) খেলাধুলো করার ব্যাপারে সাউথ ক্যালকাটা ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রদের একটু সাহায্য করেন। সি· ই· ও-র ডিস্ট্রিক্ট কমিটির হাতে এখন বিষয়টি আছে কি না আমি জানি না। বছর-দুয়েক আগে স্কুল-কর্তৃপক্ষ যখন আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তখন আমি তাঁদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করা আর হয়ে ওঠেনি।

কিছুদিন আগে অথবা কয়েক মাস আগে 'ফরোয়ার্ড'-এর বিল কালেকটর খগেন ঘোষ তাঁর

নানা অসন্তোষের বৃত্তান্ত জানিয়ে আমাকে একটি দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিলেন (ভদ্রলোক বর্ধমান লাইনে কাগজের সেলিং-এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতেন)। এঁকে সাহায্য করা আমার পক্ষে বোধহয় সম্ভব নয়, বিশেষ করে আমি যখন অপরপক্ষের বক্তব্য জানি না। আপনি কি এ-বিষয়ে কিছু জানেন ? ভাল কথা, পৃথ্বীশ এখন কী করছে ? ও কি কোনো চাকরি-টাকরি পেয়েছে ?

বাবু কৃষ্ণ মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' (বাংলা সাপ্তাহিক) পত্রিকাটি আমরা কিছুকাল যাবৎ পাচ্ছি। পত্রিকাটিতে একটি ভাল ফিচার আছে—উদ্দেশ্য হল অসহায় মহিলাদের দুর্দশার বিহিত করা। বাংলার বিভিন্ন জেলায় অসহায় বালিকা এবং স্ত্রীলোকরা কী ভাবে গুন্ডা, বদমাইশ এবং লম্পটদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে সে-সম্পর্কে কলকাতার মানুষদের কোনো ধারণা নেই। জনবিবেক এ-ব্যাপারে প্রায় ঘুমিয়ে আছে—তাকে জাগ্রত করতে হবে। সঞ্জীবনী এইসব মর্মান্তিক ঘটনা সংগ্রহ করে সপ্তাহের পরে সপ্তাহ ধরে ছেপে যাচ্ছে। যতদূর মনে পড়ছে, প্রতি সংখ্যায় কমপক্ষে এই ধরনের ছটি ঘটনার উল্লেখ থাকে। এইসব কাহিনীর শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকে, আর থাকে অসহায় বালিকা ও স্ত্রীলোকদের সাহায্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আবেদন। জানি না বাংলার আর কোনো পত্রিকা এই কাজে এত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে কি না। এই ধরনের প্রচার এবং প্রপাগান্ডা যদি কিছুকাল ধরে চলতে থাকে, প্রতিবিধানের চেষ্টায় জনগণ নিশ্চয়ই দ্রুত এগিয়ে আসবে। জানি না অন্য পত্রিকাগুলি এই ধরনের কাজে এগিয়ে আসছে না কেন। কিছু লোক অবশ্য এই কাজের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপহরণকারীরা মুসলমান, এবং তাদের হাতে যারা লাঞ্ছিত হয়েছে তারা হিন্দু বালিকা এবং বিধবা, কিন্তু সমস্যাটি সাম্প্রদায়িক নয়। এ সমস্যা সম্পূর্ণত অসাম্প্রদায়িক মানুষের সমস্যা। কিছু-কিছু ঘটনা আছে যেখানে অপহরণকারীরা হিন্দু, এবং তাদের হাতে যারা লাঞ্ছিতা হয়েছে তারা মুসলমান। এখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কর্তব্য হল অসহায় রমণীদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। মিঃ শহিদ সুরাবর্দির বিরুদ্ধে কর্পোরেশনের আচরণটি আমার বোধগম্য হল না। কর্পোরেশন যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে তিনি একজন শহীদ হয়ে গেলেন। কমিটির তদন্তে সুফল ফলবে কি না—সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, অবশ্য আমার এই ধারণা সংশোধনের অতীত নয়। তাঁকে বরখাস্ত করার কোনো অধিকার কর্পোরেশনের নেই—এ-ব্যাপারে স্থানীয় সরকারের কাছে সুপারিশ জানাতে হবে, এবং কর্পোরেশনের বরখাস্ত করার সুপারিশকে সরকার সহজেই অগ্রাহ্য করতে পারে। সরকার যদি তাই করে তাহলে সরকার মুসলীম-দরদী এবং কর্পোরেশন-বিরোধী বলে পরিচিত হবে—কর্পোরেশন আবার প্রধানত স্বরাজীদের। অপরপক্ষে, যদি কমিটি অথবা কর্পোরেশন বরখাস্ত সুপারিশ করার মতো চূড়ান্ত ব্যবস্থা না নেয় তাহলে অসন্তোষের অবসান হবে না এবং পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। সব চাইতে ভাল হত যদি পার্টি তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত শাস্তির ব্যবস্থা নিত কিংবা যদি কর্পোরেশনের একটি বিতর্কের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি হত। অবশ্য আমি এই বিষয়টির যাবতীয় তথ্য জানি না, সুতরাং এ-বিষয়ে আমার মত চূড়ান্ত নয়।

আমি আপনার ম্যানিফেস্টো এবং মিস্টার সেনগুপ্তের চিঠি পড়েছি, তবে তার উত্তর এখনও দেওয়া হয়ে ওঠেনি। চুক্তিটি সমর্থন করার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু চুক্তিটি আগাগোড়া বাতিল করা যুক্তিযুক্ত হবে না। স্বরাজী-বিরোধীদের হাতের পুতুল যাতে না হতে হয়—সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। 'চুক্তির সংশোধন চাই'—আমার বিচারে এটিই আমাদের স্লোগান হওয়া উচিত। স্লোগানটি শুধু যথার্থই নয়, এটি আমাদের প্রয়াত নেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যাবে না। সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে এই চুক্তিটি পাশ হওয়ার সময় এটির বিরুদ্ধে অনেকের মধ্যে মৃদু অসন্তোষ ছিল, এবং প্রয়াত দেশবন্ধু দাস এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন। শুধু ঘরোয়া সভাতেই নয়, প্রকাশ্য জনসভাতেও তিনি এ-কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য প্রতিষ্ঠার সূত্র সন্ধান করে তিনি তা দেশবাসীর কাছে পেশ করবেন এবং এটিই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। চুক্তির কোনো বিশেষ ধারা যদি কারও কাছে অযথার্থ বলে মনে হয়, সেটির সংশোধন করতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। কোকনদ কংগ্রেসে—যত দূর আমার মনে আছে—তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেছিলেন যে, কংগ্রেস তৎক্ষণাৎ বেঙ্গল অ্যাক্ট মেনে নিক, এটা তিনি চান না—তিনি চান অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি চুক্তিটি বিবেচনা

করুক। কিন্তু সভা ভয়ংকরভাবে বিরোধী ছিল এবং তাঁরা বাংলা চুক্তিটিকে একবার বিবেচনা করে দেখতেও রাজি হয়নি। কোকনদ কংগ্রেসের পরে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স চুক্তিটি অনুমোদন করেছিল (কনফারেন্সে আমি উপস্থিত ছিলাম না)। কিন্তু তার আগে দেশবন্ধু তাঁর সমর্থকদের এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি এ-ব্যাপারে আপোসবিরোধী নন এবং প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি চুক্তির যে-কোনো ধারা সংশোধন করতে রাজি আছেন। তার ফলে এই ব্যাপারটি আমার কাছে খুব স্পষ্ট যে, দেশবন্ধুর একজন গোঁড়া সমর্থকও চুক্তিটি সংশোধনের দাবী তুলতে পারেন। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুকে সমর্থন করে কিংবা তাঁর একজন অনুগামী হয়ে আমি এ-কথা বলছি যে, সমাধানের আবেদন জানিয়ে বাংলা যুক্তকরে এ· আই· সি· সি-র দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে না। আমরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমাধান চাই, কিন্তু বাংলা তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করবে।

সংবাদপত্রের সাহায্যে ঘটনা-পরম্পরার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি কয়েকটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। এই সংকটে আমরা যে জিনিসটির অভাব বোধ করছি সব চাইতে বেশি করে—তা হল দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হবে সেগুলির গুরুত্ব আমি অনুধাবন করতে পারছি। ১৩ জুন তাঁরা প্রকৃত সমস্যাগুলির সামনে দাঁড়ায়নি, ভুল সমস্যা অথবা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমস্যার ভিত্তিতে তাঁরা জয়লাভ করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, তাঁরা সমস্যাগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য দূরে সরিয়ে রাখবেন না এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করবেন। আর সেদিন মিঃ সেনগুপ্ত যদি যথার্থ অধিনায়কত্ব দিতে পারেন, জনগণ তাঁকে অনুসরণ করবে।

গতকালের রেঙ্গুন সংবাদপত্রে ভোম্বলের মৃত্যুর দুঃখজনক খবরটি দেখেছি—খুব দুঃখের খবর, অকালমৃত্যুর এই ঘটনাটি আমাদের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। সম্ভাবনাময় তরুণ একটি প্রাণের অকালবিয়োগ সত্যিই খুব দুঃখের। মা এবং তরুণী বিধবার কাছে গতকাল আমরা শোকবার্তা পাঠিয়েছি, কিন্তু বহুদূর থেকে পাঠানো সেই শোকবার্তাটিকে শীতল এবং নিছক আনুষ্ঠানিক বলে মনে হচ্ছে। আপনি শ্রীমতী দাস ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের দুঃখলাঘব করার চেষ্টা সর্বতোভাবে করবেন। জানি না আর কত কষ্ট তাঁদের পেতে হবে। ভাগ্য কেন এত অকরুণ? শ্রীমতী দাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি—ঈশ্বর জানেন আমার এই মনোবাঞ্ছা আদৌ পূর্ণ হবে কি না—এবং যদি হয়, তা কবে!

সেজদির চিঠিতে জানলাম মীরা টাইফয়েডে ভুগছে—আপনি এ-বিষয়ে আমাকে কিছু লেখেননি তো।

আপনারা কে কেমন আছেন?

আপনার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
সুভাষ

পুনশ্চ: মাঝেমধ্যে আশঙ্কা জাগে, আমার এই দীর্ঘ চিঠিগুলি পড়ার সময় পান তো আপনি!
এস· সি· বি·

শ্রী এস· সি· বসু
৩৮/১, এলগিন রোড
কলকাতা

১২৯ ॥

শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
১২-৮-২৬

বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি·-র পক্ষে

৩৮/১, এলগিন রোড
১০ জুলাই, ১৯২৬

প্রিয় সুভাষ,

গত ২১ জুন তোমাকে বোধহয় শেষ চিঠি লিখেছি। তারপর তোমার বেশ কয়েকটি চিঠি পেয়েছি, কিন্তু সেগুলির একটিরও উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। আগামীকাল প্রতিটি চিঠির উত্তর লিখব, তাহলে মঙ্গলবারের জাহাজে ওগুলি পাঠানো সম্ভব হবে।

রে নাইটকে লেখা জোন্‌সের চিঠির কপিগুলি এবং তাঁর ডানের সঙ্গে কনফারেন্স-শীর্ষক নোটটি তোমাকে পাঠাতে ভুলে গিয়েছি বলে দুঃখিত। সেগুলি এই চিঠির সঙ্গে পাঠালাম।

বাংলা হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তের মিল আছে দেখে আশ্বস্ত বোধ করছি। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় এখন আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। সেটি হল—'চুক্তি সংশোধন করো' স্লোগান এখনই তোলা উচিত, না কি তার আগে সংহতি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেওয়া দরকার।

অনশন-ধর্মঘট শেষ হওয়ার পরে তোমার শরীরের ওজন কি কিছুটা বেড়েছে। তুমি দুর্বল বোধ করছ জেনে উদ্বিগ্ন আছি।

ঈশ্বরের অশেষ করুণা, মীরা এখন ভাল আছে। তুমি দুশ্চিন্তা করবে ভেবে তার অসুখের খবর তোমাকে জানাইনি।

শ্রীমতী দাস সামলে ওঠার চেষ্টা করছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, ঈশ্বর যেন তাঁকে সামলে ওঠার শক্তি দেন। তোমার বৌদিদি তাঁর সঙ্গে দুবার দেখা করেছেন। আমি সে-সময় ওই বাড়িতেই ছিলাম, কিন্তু আমি আর দোতলায় উঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। আজ সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

আমরা ভাল আছি। পরের চিঠিতে বিস্তারিত খবর জানাব।

তোমার পরম শুভার্থী
শরৎ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
চিঠির সঙ্গে সংলগ্ন : সাত পাতা
পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি·-র পক্ষে

মিস্টার রে নাইটকে লেখা চিঠির কপি, মেসার্স আর· নাইট অ্যান্ড সন্স। কলকাতা, মিঃ জে· এ· জোন্সের কাছ থেকে আসা চিঠি—'দি স্টেটসম্যান', লন্ডন, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

প্রিয় রে নাইট,

আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিঠি লিখছি, আমার সময় কম, কিন্তু প্রথমেই আপনার আন্ত্রিক গোলযোগের উপশম হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি আমার শিলংয়ের বন্ধু ডাঃ রবার্টসের চিকিৎসাধীনে আছেন শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম, এবং জানতাম চিকিৎসার সুব্যবস্থার কোনো অভাব হবে না। খুব সুখের কথা যে, আপনি এখন বিপন্মুক্ত এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বিশ্বাস অনুসারে—রোগারোগ্যের পরে আপনার সময় আরো ভাল যাবে।

বড় সাহেবের অনুরোধে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাকে চিঠি লিখছি সেটি হল—'দি

ইংলিশম্যান'-এর বিরুদ্ধে এস· সি· বোস যে মানহানির মামলা এনেছে তার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত। উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মালিকপক্ষ আমাকে মিঃ এ· এম· ডানের পরামর্শ নেওয়ার নির্দেশ দেন। মিঃ ডান বছর-কুড়ি আগে ক্যালকাটা বারের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, আপনার হয়ত তাঁর কথা মনে আছে। তিনি এখন প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির একজন ব্যস্ত ব্যবহারজীৰী। ডানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্পূর্ণ বিবরণ এখন দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ সংলগ্ন স্মারকপত্রে আপনি একটি সযত্ন-রচিত নোট দেখতে পাবেন। সংক্ষেপে জানাই, ১৩ নবেম্বর প্রকাশিত 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকার সংশ্লিষ্ট নিবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ডানের অভিমত হল : নিবন্ধের "দাঙ্গার অপরাধ" অংশ পর্যন্ত যথার্থ মন্তব্য বলে সমর্থন করা যাবে, কিন্তু যে অংশে 'ক্যাথলিক হেরাল্ড'-এর উল্লেখ করা হয়েছে এবং একজন অন্তরীণ ব্যক্তির নামোল্লেখ করে প্রচ্ছন্নভাবে তাকে বিপ্লবাত্মক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে—সেই অংশটি সম্ভবত প্রমাণসাপেক্ষ। বোসের বিরুদ্ধে দি ইংলিশম্যানের কাছে সম্ভবত কোনো প্রমাণ নেই—সুতরাং, ডানের মতে, প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়ার জন্যে বাংলা সরকারের কাছে আবেদন রাখা যেতে পারে। আশা করা যায়, বোসের গ্রেফতারের উপযুক্ত প্রমাণাদি তাদের হাতে আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ইন্ডিয়া অফিসের ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত দফতরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানিয়েছেন, বাংলা সরকার এ-ব্যাপারে খুব একটা সাহায্য করতে পারবে না। এই অফিসারের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই, কিন্তু তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে জানিয়েছেন যে, বোসের বিরুদ্ধে সম্ভবত নথিভুক্ত প্রমাণ নেই। তবে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষ্য আছে, সেই সাক্ষ্য অনুসারে বোস বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। এতদ্‌সত্ত্বেও মনে হয়, বাংলা সরকারের হাতে নথিভুক্ত প্রমাণ আছে, এবং সে-ক্ষেত্রে আমরা এই ইঙ্গিত দিতে পারি যে, যে-লড়াই প্রকৃতপক্ষে সরকারের, সেই লড়াইয়ে সরকার যদি আমাদের সাহায্য না করে—আমরা বোস-সংক্রান্ত মামলার হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হব।

মালিকদের চিঠি থেকে এই কথাটি খুব পরিষ্কার যে, মামলা তুলে নেবার অজুহাত দেখিয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্যাদি দেবার ব্যাপারে সরকারের সম্মত করাতে হবে। অপরপক্ষে, তিনজন ব্যবহারজীবী—যাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য লুইসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—তাঁরা যদি মনে করেন মামলা আমাদের অনুকূলে, তাহলে আমরা মামলা চালিয়ে যাব। উক্ত ব্যবহারজীবীরা হলেন মিঃ এন· এন· সরকার, মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস্ এবং মিঃ বি· সি· মিটার। এইসব খবরাখবর তারবার্তার মাধ্যমে ওয়াটসনকে জানানো হয়েছে, ওই বার্তার একটি কপি চিঠির সঙ্গে পাঠালাম।

চিঠি লেখার সময় ডানের লিখিত মতামতটি পাওয়া গেছে। ওঁর মতামত পাওয়ার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। মতামতের একটি কপিও এই চিঠির সঙ্গে পাঠানো হল। সাক্ষাৎকারের সময় তিনি যে মৌখিক অভিমত দিয়েছিলেন তার সঙ্গে এটির কোনো তফাত আছে বলে মনে হয় না।

আপনার বিশেষ অনুগত
স্বাক্ষর/জে· এ· জোনস্

পুনশ্চ ঃ ডানের অভিমত পাঠাবার জন্য তারবার্তার কপিটি কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হয়েছিল।

জে· এ· জে·

জে· এ· জোনস্-এর নোট। প্রসঙ্গ : মিঃ ডানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

আমি মিঃ এ· এম· ডানের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে যখন আমি বললাম যে, তাঁর মেদিনীপুর মামলার কথা আমার মনে আছে, তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেন এবং সৌজন্য প্রকাশ করলেন। ১৩ নভেম্বর 'দি ইংলিশম্যান'-এ প্রকাশিত প্রধান নিবন্ধ কোন্ পরিস্থিতিতে রচিত হয়েছিল—আমি ব্যাখ্যা করলাম তাঁর কাছে, এবং তাঁর নির্দেশে নির্ধারিত পরিচ্ছেদগুলি পড়ে শোনালাম।

মিঃ ডান পুরো বিষয়টি চট করে ধরে ফেললেন। কারণ, আপনিও বলেছিলেন, বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

তবে অবাক কাণ্ড, ১৯১৮-র রেগুলেশন থ্রি অথবা নিউ বেঙ্গল অর্ডিনান্সের কোনো কপি তাঁর কাছে নেই। আমার ধারণা ছিল, কপিগুলি তাঁর কাছেই আছে। কপিগুলি তিনি আমার কাছে চাইলেন, এবং আলোচনার শেষের দিকে বললেন, রেগুলেশন, অর্ডিনান্স এবং লর্ড রিডিং

ও লর্ড লিটনের ঘোষণাগুলি পাঠ না করার আগে এ-ব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত অভিমত দিতে পারবেন না।

যে পরিচ্ছেদগুলি সম্পর্কে অভিযোগ তোলা হয়েছে সেই পরিচ্ছেদগুলি মিঃ ডান দু-ভাগে ভাগ করেছেন (র‍্যাটিংগান আর আমিও ঠিক ওইভাবে ভাগ করেছিলাম)। প্রথম পরিচ্ছেদটি এইরকম ঃ—

"মিঃ বলডুইন তথ্যটি এইভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন যে, মিঃ দাস ইতিমধ্যেই নতুন অর্ডিনান্স এবং সাম্প্রতিক গ্রেফতার সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করেছেন এবং এই অভিযোগ তুলেছেন যে, ওইগুলি মূলত তাঁর দল এবং তাঁর নিজের বিরুদ্ধে গেছে। মিঃ দাস শহীদের মুকুটে সন্তের বর্ণবলয় আরোপ করতে চান, লর্ড অলিভার এই গুরুত্ব তাঁকে দিয়েছেন এবং এটি বোধগম্য। কিন্তু মিঃ দাস যখন বলেন, বেছে বেছে স্বরাজ্য পার্টির সদস্যদের গ্রেফতার করার জন্যই এই তৎপরতা, তখন বোঝা যায়—তিনি নিছক ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। তারা আজ বন্দীদশায়, কারণ তাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা ও ষড়যন্ত্র করার গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল, এবং সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিচার করে রায় দিয়েছেন একজন দক্ষ বিচারক—তিনি হলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।"

এই পরিচ্ছেদটি সম্পর্কে মিঃ ডান বলেছেন, এটিকে যথার্থ মন্তব্য হিসেবে সমর্থন করা যায়। সি· আর· দাস সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, নতুন অডিনান্স জারির উদ্দেশ্য হল স্বরাজ্য পার্টিকে আক্রমণ করা। এই অভিযোগ অসত্য, এবং এই কথা তুলে ধরার অর্থ যথার্থ মন্তব্য করা। অর্ডিনান্স জারি করা হয়েছে, আর এর আওতায় যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে—তাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করার ষড়যন্ত্রের প্রমাণ আছে সরকারের হাতে, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সম্পর্কে লর্ড রিডিং-ও নিঃসন্দেহ।

জনস্বার্থের নিরিখে এটিকে যথার্থ মন্তব্য বলা চলে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি এইরকম :

"তিনি ধরা পড়ার পর থেকে কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের বন্ধুরা শুরু করলেন যে, তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ এবং বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত হওয়া তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমাদের সমসাময়িক আর একটি পত্রিকা দি ক্যাথলিক হেরাল্ড অবশ্য জানিয়েছে যে, মিঃ এস· সি· বোসের পিতা এই বলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন যে, তার পুত্রের চাকরি "বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং সে বিপজ্জনক সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।" এই বক্তব্যের সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণাদি না থাকায় আমরা আমাদের সমসাময়িক পত্রিকার এই বক্তব্য মেনে নিতে বলতে পারি না যে, মিঃ বোস পুরনো কোনো অপরাধের দায়ে ধরা পড়েছেন। কিন্তু তাঁর পিতার বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি এ-সম্পর্কে মিঃ দাসের চাইতে ঢের বেশি ওয়াকিবহাল, এবং তিনি 'বিপজ্জনক সম্পর্ক' ছিন্ন করার কথা বলেছেন।" এটি প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়।

আমি বলেছিলাম, এই অনুচ্ছেদটি যথার্থ মন্তব্যের ওই অনুচ্ছেদের সহায়ক বলে দেখানো যেতে পারে। প্রমাণ হিসেবে বলা যেতে পারে, অন্যতম ধৃত ব্যক্তি তাঁর পিতার বক্তব্য অনুসারে, 'বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম' থেকে বিযুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

মিঃ ডান সায় দিয়ে বলেছিলেন, বিষয়টি যদি প্রমাণ করা সম্ভব না হয়, শেষোক্ত অনুচ্ছেদটিকে যথার্থ মন্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখাতে হবে। কিন্তু যুক্তিটি গৃহীত হবে কি না—সে-সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন।

এই প্রসঙ্গে মিঃ জি· ডব্লিউ· কে-র মূল্যবান নোটের সূত্রে উল্লেখ করতে পারি যে, এই মামলাটি যেহেতু দেওয়ানি—ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জুরির সামনে উঠবে না। কিন্তু ভারতীয় জুরিদের মতো কয়েকজন ভারতীয় বিচারককেও বিশ্বাস করা কঠিন।

মিঃ ডান বলেছেন, ভারত সরকারের এ বিষয়ে সবরকম সাহায্য দেওয়া উচিত। এখন প্রথম কাজ হল, সরকারের কাছে অনুরোধ করে দেখা দরকার যাতে সেইসব প্রমাণ পাওয়া যায়—যেগুলি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করে এস· সি· বোসকে জেরার কাজে লাগানো যেতে পারে অথবা তার বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের প্রচ্ছন্ন অভিযোগকে প্রমাণ করা যেতে পারে।

আমি তখন মিঃ ডানকে সরকারের অর্ডিনান্স জারি করার পেছনে যে যুক্তি আছে সেই যুক্তির কথা মনে করিয়ে দিলাম। সেটি হল, সরকার যদি যখন মনে করেন ধৃত ব্যক্তিদের

বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের যথেষ্ট প্রমাণ তাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও তারা সাধারণ আইনের সাহায্য নিতে পারছেন না—কারণ, সাক্ষীদের লোকচক্ষুর সামনে আনলে তাদের খুন হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। অর্ডিনান্সের আওতায় থেকে এই দোহাই পেড়ে সরকার 'দি ইংলিশম্যান'-এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সরবরাহ করতে অস্বীকার করতে পারেন। উত্তরে মিঃ ডান জানালেন যে, সরকার শুধুমাত্র মৌখিক সাক্ষ্যের ওপর নির্ভরশীল—এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নথিভুক্ত কিছু প্রমাণ নিশ্চয়ই তাদের হাতে আছে। নিজেদের স্বার্থেই সরকারের 'দি ইংলিশম্যান'-এর মামলা চালানোর কাজে সাহায্য করা উচিত। তিনি বললেন, "আমার মনে হয়, বোসের বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের কোনো প্রমাণ দি ইংলিশম্যানের হাতে আছে।" উত্তরে আমি জানালাম, "আমি সঠিক জানি না, তবে সেরকম কোনো প্রমাণ তাদের হাতে আছে বলে মনে হয় না। ধৃত ব্যক্তিরা বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের সঙ্গে লিপ্ত ছিল—এই বিষয়ে প্রমাণাদির ব্যাপারে তারা সরকারের ওপর নির্ভরশীল। "সুতরাং", মিঃ ডান বললেন, "আমার মতে, প্রথমেই বাংলা সরকারের কাছে অনুরোধ করে দেখতে হবে—আমাদের মামলা চালানোর কাজে সরকার প্রমাণাদি সরবরাহ করে সাহায্য করতে পারেন কিনা ; এ-কথাও জানাতে হবে, তারা যদি উপযুক্ত প্রমাণাদি আমাদের হাতে তুলে না দেয় আমরা মামলা তুলে নিতে বাধ্য হতে পারি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের জন্য ক্ষমা চাইতে পারি। সবশেষে মিঃ ডান আবার জানালেন যে, চূড়ান্ত মত দেওয়ার আগে তিনি মামলাটি খুঁটিয়ে দেখতে চান। এবং এর জন্য তাঁর দরকার, আমি আগেই লিখেছি, ১৯১৮-র রেগুলেশন থ্রি-র একটি কপি, বেঙ্গল অর্ডিনানস আর লর্ড রিডিং ও লর্ড লিটনের বিবৃতি। আমি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি সংগ্রহ করেছি এবং সেগুলি মিঃ ডানের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য মিঃ সি হাওয়ার্ড অস্টিনের কাঁছে পাঠিয়েছি।

মিঃ ডান খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে চান, কেননা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বোসের অভিযোগের বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি দাখিল করতে হবে।

দি ইন্ডিয়া অফিস

আপনার চিঠির নির্দেশানুসারে র‍্যাটিংগান এবং আমি আজ (শুক্রবার) ইন্ডিয়া অফিসে গিয়েছিলাম। গতকাল হঠাৎই যোগাযোগ হওয়ার ফলে ইন্ডিয়া অফিসের একজন স্টাফকে র‍্যাটিংগান জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই বিষয়ে লর্ড বার্কেনহেডের সঙ্গে আমাদের দেখা করা সম্ভব কি না। উত্তরে ইন্ডিয়া অফিসের স্টাফরা নানা ধরনের অসুবিধার কথা তুলেছিলেন। তাঁরা বিষয়টির এই পর্যায় নিয়ে লর্ড বার্কেনহেডকে বিরক্ত করতে চাননি। তাঁরা এ-কথাও বলেছিলেন যে, এই ধরনের একটি বিষয় উত্থাপন করলে বাংলা সরকার অথবা ভারত সরকারকে ক্ষুব্ধ করার একটা ঝুঁকি থেকে যায়, কেননা এটি হচ্ছে তাদের এক্তিয়ারের ওপর হস্তক্ষেপ। কিন্তু এই ধরনের অসুবিধার কথা শুনেও আমরা নিরুৎসাহ হইনি, র‍্যাটিংগান এবং আমি আজ সকালে ইন্ডিয়া অফিসে গিয়ে লর্ড ইভান্সের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি অনুগ্রহ করে ১৯১৮-র রেগুলেশন থ্রি এবং ১৯২৪-র বেঙ্গল অর্ডিনান্সের কপি দিয়েছেন আমাদের। ফৌজদারি মামলার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ হোসের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেন তিনি, এবং তাঁর কাছে পুরো বিষয়টি আমরা বুঝিয়ে বলি। প্রথমে তিনি তাঁর মতামত প্রকাশের ব্যাপারে একটু বেশিমাত্রায় সতর্ক ছিলেন, কেননা তাঁর হাতে সমস্ত তথ্য ছিল না। তিনি বলেছিলেন, বাংলা সরকার এ-কথা বলতে পারে যে, 'দি ইংলিশম্যান' তার মন্তব্য প্রকাশের ব্যাপারে অতিরিক্ত স্বাধীনতা নিয়েছে এবং অবিবেচনাপ্রসূত কাজের জন্য পত্রিকাটি যে ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তার থেকে পত্রিকাটিকে বাঁচাবার দায়িত্ব সরকারের নয়। উত্তরে র‍্যাটিংগান নানা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, 'পাইওনিয়ার' এবং 'দি ইংলিশম্যান'-এর বিরুদ্ধে লাজপত রায় যখন মামলা দায়ের করেছিলেন তখন পাঞ্জাব সরকার তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এ-কথায় মিঃ হোসের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, সরকার এ-ব্যাপরে বোধহয় আমাদের খুব একটা সাহায্য করতে পারবে না। এস· সি· বোস-সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের কথা তাঁর যতদূর মনে আছে—তার ওপর নির্ভর করে তিনি বলেন, অভিযোগটি গড়ে উঠেছে শুধুমাত্র সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে। সাক্ষীদের মতে, এস· সি· বোস এবং বিপ্লবী দলের মধ্যে গভীর

সম্পর্ক আছে। তাঁর ধারণা, নথিভুক্ত কোনো প্রমাণ নেই ; তিনি অবশ্য এ-ব্যাপারে নিশ্চিত যে, বাংলা সরকার প্রয়োজনীয় সব সাহায্য দেবে। মামলায় বাংলা সরকারের সাহায্যদানের বিষয়ে ইন্ডিয়া অফিসের কোনো আপত্তি নেই—এই মর্মে লর্ড বার্কেনহেডকে একটি তারবার্তা পাঠাতে তিনি সম্মত আছেন। এই কথা বলার পরেই তিনি তারবার্তার একটি খসড়া প্রস্তুত করলেন, খসড়াটি র‍্যাটিংগান এবং আমার বিচারে বেশ সন্তোষজনক, মনে হয় ফলপ্রসূ হবে। তারবার্তাটি পাঠানো হলে বাংলা সরকার এ-ব্যাপারে আশ্বস্ত হবে যে, সাহায্যদানের ফলে ইন্ডিয়া অফিস কোনো কঠিন মন্তব্য করবে না।

এরপর আমরা ইন্ডিয়া অফিসের আইনবিষয়ক উপদেষ্টা স্যার এডওয়ার্ড চেমিয়ারের সঙ্গে দেখা করি। তিনি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল কিন্তু তবু একটা উৎসাহ দেখালেন না। তার ধারণা, এ-ব্যাপারে বাংলা সরকারের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, তবে প্রমাণের জন্য গোপন সাক্ষীদের হাজির করার প্রশ্ন দেখা দিলে সরকারি সাহায্য পাওয়া আর হয়ত সম্ভব হবে না। তিনি মনে করেন না যে বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারির পক্ষে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, এ-কথা বললেই কাজ হবে—মিঃ বোস দোষী এবং এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার মতো সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সরকারের হাতে আছে।

১৩০ ॥
শরৎচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি
পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
১৭-৭-২৬
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ড-র পক্ষে

৩৮/১, এলগিন রোড
১৭-৭-২৬
বেলা ১টা

প্রিয় সুভাষ,

তোমার শেষ তিনটি চিঠির দীর্ঘ জবাব লেখার ইচ্ছে ছিল আজ, কিন্তু সময়াভাবে তা এখন আর লেখা হয়ে উঠছে না। গোস্বামী আর আমি আজ রাজশাহীর পথে রওনা হচ্ছি। ওখান থেকে জলপাইগুড়ি যাব। সেখানে শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে দেখা হবে, গোস্বামী ওঁর সঙ্গেই থাকবে। আমি বুধবার অথবা বৃহস্পতিবার সকালে ফিরে আসছি। আমরা একধরনের রাজনৈতিক সফরে যাচ্ছি বলে মনে করতে পারো।

তুমি কেমন আছ জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। একটানা বদহজমে ভোগা বা ক্রমাগত শরীরের ওজন কমে যাওয়া ভাল নয়, তুমি এ বিষয়টি একেবারেই অবহেলা কোরো না। উত্তরপ্রদেশের কোনো শৈলাবাসে বা মুরিতে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি আবেদন করতে পারো। আমার মনে হয় না মুসৌরি বা মুরি অথবা সিমলা জেলার মতো কোনো সুদূর এলাকায় তোমার স্থানান্তর নিয়ে কোনো আপত্তি উঠবে। অবশ্য বাংলার কোনো শৈলাবাসে তোমাকে নিয়ে আসা নিয়ে আপত্তি উঠতেও পারে।

বিষয়টি নিয়ে আমি ভেবেছি এবং এটি দ্রুত সরকারের নজরে আনা উচিত।

আমরা ভাল আছি।

তোমার পরম শুভার্থী
শরৎ

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু

১৩১ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২২-৭-২৬

প্রিয় মহাশয়,

সরকারি অনুদান থেকে আমরা কী-কী বই কিনতে ইচ্ছুক তার একটি তালিকা আমরা ইনসিন জেলে পাঠিয়েছি, এখন তাঁরা কী-কী কিনেছেন কিংবা কিনতে যাচ্ছেন জানতে পারলে আমাদের সুবিধা হত। এই সুবিধাটি হল বইপত্র লেনদেনের ব্যাপারে পারস্পরিক সুবিধা। ২০০ টাকা সরকারি অনুদানের মধ্যে ঠিক কত টাকার বই তাঁরা কিনছেন জানতে পারলে ভাল হত। সে-ক্ষেত্রে বাকি টাকার বইপত্র আমরা কিনতে পারি। ইনসিন জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে যদি উপরোক্ত বিষয়ে চিঠি দেন আমি খুশি হব।

বিনীত
এস· সি· বসু

১৩২ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
মান্দালয় জেল

মান্দালয়
২২-৭-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আপনি যদি মান্দালয়ের ডেপুটি কমিশনারকে নিম্নলিখিত বইগুলি আমাদের ধার দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন আমি বাধিত হব।

১) আপার বার্মা গেজেটিয়ারের পঞ্চম খণ্ড।
২) ব্রিটিশ বার্মা গেজেটিয়ারের (লোয়ার বার্মার) প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড।
৩) বর্মা সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা বিভাগের গত তিন বছরের রিপোর্টগুলি।

তাঁর গ্রন্থাগারে যদি বর্মার কোনো ইতিহাসগ্রন্থ থাকে, এবং সেটি যদি তিনি আমাদের দিতে পারেন, আমরা খুশি হব।

বিনীত
এস· সি· বসু

১৩৩ ॥ ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি· বেঙ্গল
১৩, এলিসিয়াম রো, কলকাতা

মান্দালয়
২৩-৭-২৬

প্রিয় মহাশয়,

আমি ৭ মে, ১৯২৬, কলকাতার ১৯-বি, ডালিমতলা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষালকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। গত ২১ জুলাই তাঁর ১৫ জুলাই তারিখে লিখিত চিঠি মারফত জানতে পারলাম যে, ওই চিঠিটি তাঁর হাতে পৌঁছয়নি। ওই চিঠিটি পাঠাবার তারিখ আমার দুটি খাতাতে লেখা আছে, নিঃসন্দেহ হবার জন্য সেটি আমি আর একবার দেখে নিয়েছি। জেলারের দুটি জেল-বুকেও ওই চিঠিটি পাঠাবার তারিখের উল্লেখ আছে। ওই চিঠিটি যাই হোক না কেন, সেটি যে এখান থেকে পাঠানো হয়েছে সে-ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, অথচ চিঠিটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছয়নি। চিঠিটি আপনার অফিসের অন্য কোথাও ভুল করে চলে গেছে কি না দেখার জন্য আপনি যদি নির্দেশ দেন এবং ফলাফল আমাকে জানান, আমি বাধিত হব।

বিনীত
এস· সি· বসু

৩৮/১, এলগিন রোড
৩১ জুলাই, ১৯২৬
শনিবার, রাত ৯টা

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট

বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষে

প্রিয় সুভাষ,

মনে হয় এ-মাসের ১৭ তারিখে তোমাকে শেষ চিঠি দিয়েছিলাম। রাজশাহী জেলার সফর সেরে এ-মাসের ২১ তারিখে কলকাতায় ফিরে এসেছি। রাজশাহীতে দিন-দুয়েক থাকার পরে আমরা পুটিয়া, নাটোর এবং নওগাঁয়ে গিয়েছিলাম। সংলগ্ন জেলা পাবনাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চললেও রাজশাহী শান্ত ছিল। সাম্প্রদায়িক শান্তি এবং গ্রামাঞ্চলে ত্রাণকার্য চালাবার জন্য আমরা রাজশাহী জেলায় স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছি। বাংলার প্রতিটি জেলা এই পথে অগ্রসর হলে আমার মনে হয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান আমরা ভালভাবে (অগ্রগতির হার হয়ত দ্রুত হবে না) করতে পারব। অবশ্য, স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘের সাহায্যে ধর্মগুরুদের (বিশেষ করে মৌলভিদের) এবং প্রশিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে। এই কাজে আমার আরো বেশি করে সময় দেওয়া উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা আর হয়ে উঠছে না।

তুমি তোমার ১৭ জুনের চিঠিতে জানতে চেয়েছিলে বার-এ উডরফের 'চেলাদের' আর কেউ আছে কি না। প্রতিভার অভাবে কলকাতা বার যে এখন কত দরিদ্র হয়ে গেছে তা তুমি ভাবতেও পারবে না। উচ্চমার্গের বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করেছেন—এমন কাউকে পাওয়া এখন শক্ত।

বরদাকান্ত মজুমদার নামের কাউকে আমি চিনি না। তিনি হয়ত বারাণসীর একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত।

তোমার নোটটি রাখালদাস ব্যানার্জিকে এখনও পাঠানো হয়ে ওঠেনি। বেশ কিছুকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। ভেবেছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করে তোমার নোটটি তাঁর হাতে তুলে দেব। কিন্তু তোমার চিঠি পাওয়ার পরে তাঁর আর দেখা পাইনি আমি, তারপর ওই বিষয়টির কথা ভুলেই গিয়েছি।

তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য ডঃ নরেন্দ্রনাথ ল আমার কাছে পাঁচটি বই পাঠিয়েছেন। সামনের মঙ্গলবারে ওগুলি আমি পাঠিয়ে দেব। সাউথ ক্যালকাটা ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্ররা যাতে হাজরা পার্কে খেলার অনুমতি পায় সেই ব্যাপারে আমি আজ বিকেলে অ্যাক্টিং সি· ই· ও-র সঙ্গে কথা বলেছি। সন্তোষবাবু তখন উপস্থিত ছিলেন এবং বিষয়টি তিনি মিঃ মুখার্জির নজরে এনেছেন। মুখার্জি আশ্বাস দিয়েছেন যে, ওই ব্যাপারে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন।

পৃথ্বীশ শেষ পর্যন্ত কালেকশান ডিপার্টমেন্টে একটা চাকরি পেয়েছে—এ-কথা আমি কি তোমাকে জানিয়েছি! এখন সে ওই দফতরের একজন ইন্সপেক্টর, মাসিক বেতন ১৫০ টাকা।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে—১৯২৪-এর ইউনিটি কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবগুলি উভয় সম্প্রদায়ের মেনে নিয়ে চলা উচিত। তুমি হয়ত এই খবরটি সংবাদপত্র মারফত জেনেছ। আমার বিচারে ওই সিদ্ধান্তটি সঠিক। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই চুক্তিটি এতই ঘৃণ্য যে, এটি পরিত্যাগ করা উচিত বলে বিবেচনা করি। উভয় সম্প্রদায় যাতে অন্য কোনো চুক্তির (সম্ভব হলে আরো ভাল) মধ্যে আসতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করা দরকার। আর, এ-জন্য অবশ্যই স্বতন্ত্র বিচারকমণ্ডলীর প্রয়োজন, নাহলে সমস্যাটির সমাধান হবে না।

কিছুদিন আগে জোন্‌সের চিঠির কপিগুলি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, সেগুলি পেয়েছ তো? তাহলে দেখা যাচ্ছে যে—'দি স্টেটসম্যান' যাঁকে 'ষড়যন্ত্রের মাথা' বলে চিহ্নিত করেছিল তাঁর বিরুদ্ধে কোনো 'নথিভুক্ত প্রমাণ' নেই।

সত্যবাবু এখন সম্পাদক। আমার মনে হয় তিনি বেশ ভালভাবেই কাজ চালাচ্ছেন। সাংবাদিকতার জগতে তিনি অবশ্য নতুন, কিন্তু তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা আছে।'ফরোয়ার্ড'-এ এখন দুজন শিক্ষানবিশী আছে, ভবিষ্যতে তারা কেমন দাঁড়াবে—এখনই বলা যাচ্ছে না।

চক্রবর্তীকে আবার ফরোয়ার্ডে নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি অত্যন্ত অস্থির চিত্তের মানুষ।

এই চিঠিটি তোমার হাতে পৌঁছবার আগে তুমি নিশ্চয়ই সেকশন ১০৮ সি· পি· সি-তে চক্রবর্তীর বেকসুর খালাস পাওয়ার খবর সংবাদপত্র মারফত জেনে গেছ। তিনি চুক্তিপত্রে সই করেছেন—এটি অত্যন্ত দুঃখের। এই ঘটনাটি জনসাধারণের কাছে আমাদের অত্যন্ত ছোট করে দিয়েছে।

তোমার চিঠিপত্রে তোমার নিজের খবরাখবর জানাবার ব্যাপারে তুমি অত্যন্ত স্বল্পভাষী হয়ে পড়েছ। তোমার ২৬ জুনের চিঠিতে লিখেছ তোমার ওজন এখন ১৪৪ পাউন্ড। তারপর থেকে তোমার ওজন কি আর বেড়েছে? বহরমপুর থেকে আসার পরে তোমার ওজন সব মিলিয়ে কত কমল?

মনে হয়, যতদিন তুমি বন্দীদশায় আছ ততদিন তোমার মাত্রাতিরিক্ত পড়াশুনা করা ঠিক হবে না। তোমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করা অনুচিত। ভাল কথা, তুমি কি কোনো শৈলাবাসে বদলির জন্য আবেদন করেছ?

ভবিষ্যতে কী নিয়ে পড়াশুনো করবে সে-ব্যাপারে গোপালি এখনও মনস্থির করে উঠতে পারেনি। সে এখনও কটকে আছে।

সুনীল সামনের মাসের মাঝামাঝি হয়ত এখানে আসবে। মজফ্‌ফরপুরের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী বাবু অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গে আগামী মঙ্গলবার খুকুর (মেজদিদির কন্যার) বিবাহ হবে। পাত্র মজফফরপুর বারে যোগ দিতে ইচ্ছুক।

আমার স্বাস্থ্য কেমন আছে জানতে চেয়েছ তুমি। এ-বছর আমার শরীর খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। প্রায়ই বদহজমে ভুগি—সম্ভবত অতিরিক্ত কাজের জন্য। কিছু কবিরাজি ওষুধপত্র খাচ্ছি, এবং তাতে সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। লম্বা ছুটিটা কোথায় কাটাব—এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি। পেশাগত কোনো কাজ পেলে সিংহলে যেতে পারি (কলকাতার একটি মামলায় কমিশন সাক্ষীদের জেরা করতে পারে সিংহলে)। কাজটি না পেলে কোথায় যাব ঠিক নেই। মেমিয়ো জায়গাটা কেমন বলে মনে হয় তোমার? ওখানে যাবার একটি বড় আকর্ষণ হল তোমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করার সুযোগ পাওয়া। জায়গাটি কি বেশ খোলামেলা? মনে হয় তোমার জেলের অতিথিরা এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারবেন।

তুমি আমাকে শেষ কবে চিঠি দিয়েছ? তোমার শেষ যে চিঠিটি আমার টেবিলে আছে সেটি ৩০-৬-২৬ তারিখে লেখা। এমনও হতে পারে, ওই তারিখের পরে লেখা চিঠিগুলি খোয়া গেছে।

তোমার পরের চিঠিতে তোমার নিজের বিষয়ে বিস্তারিত খবরাখবর অবশ্যই জানাবে।

আমরা ভাল আছি। ভালবাসা নিও।

তোমার পরম শুভার্থী
শরৎ

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু

পুনশ্চ :

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন (ভোম্বলের শ্বশুরমহাশয়) কর্পোরেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন করেছেন। তিনি তাঁর আবেদনপত্রের একটি কপি আমার কাছে পাঠিয়ে লিখেছেন যে, কিছুকাল আগে তিনি তাঁর সার্টিফিকেটগুলি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ওগুলি তুমি কোথায় রেখেছ, মনে আছে তোমার?

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি (যিনি তোমার সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং পরে রাজশাহী কলেজে ছিলেন) ওই পদের আর একজন প্রার্থী। দু-তিন সপ্তাহ আগে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁকে বলেছি, এ-ব্যাপারে তোমাকে চিঠি লিখে তোমার মতামত জেনে নেব আমি। তাঁর সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

অধ্যাপক ধীরেন্দ্র মুখার্জি এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন সম্পর্কে তুমি যা জানো আমাকে জানাও।

এস· সি· বি·

১৩৫ ॥ শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি

মান্দালয়
৭-৮-২৬

শ্রীচরণেষু দাদা,

আপনার ১০ জুলাই, ১৭ জুলাই এবং ৩১ জুলাইয়ের চিঠি আমি যথাক্রমে ১৭ জুলাই, ২৭ জুলাই এবং ৭ আগস্ট পেয়েছি। গত দু-তিন সপ্তাহ যাবৎ আপনাকে কোনো চিঠি দিতে পারিনি বলে দুঃখিত।

আপনার ১০ জুলাইয়ের চিঠির সঙ্গে জোন্‌সের চিঠি এবং নোটের টাইপ-করা কপি পেয়েছি। ওগুলো সত্যিই খুব মজার।

অনশন-ধর্মঘট চলার সময় আমার ওজন ১৩৮ পাউন্ডে নেমে গিয়েছিল। ধর্মঘটের পরে ওজন হয়েছিল ১৪৫ পাউন্ড (অথবা ১৪৪ পাউন্ড), আবার গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ওজন থেমে ছিল ১৪৩ পাউন্ডে। ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগে আমার ওজন ছিল ১৫৫, আর বহরমপুরে থাকার সময় ছিল ১৮৩। আপনার ১৭ জুলাইয়ের চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে, আমি যেন উত্তর ভারতের কোনো শৈলাবাসে বদলির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করি। বিষয়টি সযত্নে বিবেচনা করে মনে হয়েছে, এর ফলে আমার কোনো লাভ হবে না। শুধু তাই নয়, সরকারের অসৌজন্যমূলক প্রত্যাখ্যান আমার তিক্ততার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবে। মানসিক স্থৈর্য অক্ষুণ্ণ রেখে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াই ভাল। আর যাই হোক, আমার মনের শান্তি তো কেউ হরণ করতে পারবে না।

'দি স্টেটসম্যান'-এর সঙ্গে আপোস করার ব্যাপারে আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন কিছুদিন আগে। জবাবে আমি জানিয়েছিলাম, এ-ব্যাপারে আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন, বিশেষত ওই বিষয়টির যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমি যখন ওয়াকিবহাল নই। তারপর থেকে ওই বিষয়টি নিয়ে আর কোনো খবর পাইনি আমি।

শ্রীমতী দাস এখন কার সঙ্গে আছেন ? ভোম্বলের পরিবার এখন কোথায় আছে, এবং কে তাঁদের দেখাশোনা করছে ? আপনি ওঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন জেনে খুশি হলাম। ওঁর আত্মীয়-স্বজন এবং পুরনো বন্ধুরা দেশবন্ধুর অবর্তমানে ওঁর সঙ্গে এখন কীরকম ব্যবহার করছেন ?

কাশ্মীর থেকে কাপড়ের কোনো নমুনা কি আপনি পেয়েছেন ? যদি না পেয়ে থাকেন কবে পাবেন বলে আশা করছেন ?

কিছুকাল আগে ইতিহাস-সংক্রান্ত যে নোটটি আমি পাঠিয়েছিলাম সেটি নিয়ে আপনি কী করবেন বলে ভাবছেন ? রাখালবাবুকে না পেলে আপনি বাবু বিজয় মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন; তিনি (বিজয়বাবু) ল্যান্সডাউন রোডে থাকেন (অন্তত আগে থাকতেন)। সারা জীবনে তাঁর সঙ্গে আমার একবারই মাত্র দেখা হয়েছে—কিন্তু তিনি বোধহয় বাবাকে চেনেন, কারণ সম্বলপুরে তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন। বিজয়বাবু একাধিক বিষয়ে সুপণ্ডিত এবং রাখালবাবুর চাইতে কম প্রতিভাবান নন। শ্রী ব্রজেন্দ্র শীল তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বিজয়বাবু অনায়াসেই সাহায্য করতে পারেন, যদি অবশ্য তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি সাহায্য করতে রাজি থাকেন। সত্যবাবু তাঁকে চেনেন কি না জানি না।

আপনার রাজশাহী-সফর সফল হয়েছে জেনে খুশি হলাম।

আশা করি, সাউথ ক্যালকাটা ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রদের জন্য খেলার মাঠের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন মুখার্জি। আমি স্কুল-কর্তৃপক্ষকে জানাব, আপনার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে তাঁরা যেন ওঁর সঙ্গে দেখা করেন।

এখানকার আবহাওয়া ভালই ছিল, কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে উঠতে পারিনি। শীতের আগে পারব বলেও মনে হয় না। কর্মহীন দিন কাটানো বেশ কষ্টের। বন্দীজীবন শেষ হলে এমন নিশ্চিন্ত পড়াশুনোর সুযোগ আর পাব কিনা সন্দেহ আছে।

স্থানীয় সরকারের আদেশে রাত্রিবেলায় লক-আপ-বাস থেকে অব্যাহতি পেয়েছি আমরা—এ-খবরটা আপনাকে জানিয়েছি কি না মনে করতে পারছি না। ওই ব্যবস্থার ফলে আমাদের কষ্টের মাত্রা একটু কমেছে সন্দেহ নেই। আরো কয়েকজনের সঙ্গে আমি এখন

বারান্দায় শুচ্ছি—তার ফলে দক্ষিণের হাওয়া পাওয়া যাচ্ছে।

আমার খাতা থেকে জানতে পারলাম যে, আপনাকে শেষ চিঠি দিয়েছি ৩০ জুন। মেজবৌদিদিকে চিঠি দিয়েছি ২১ জুলাই। আমরা এবার থেকে সপ্তাহে তিনটের বদলে চারটে চিঠি লিখতে পারব। দীর্ঘকাল ধরে বেশ কিছু চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, এবার সেগুলির উত্তর দেওয়ার কিছুটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

আপনি হজমের গোলমালে কষ্ট পাচ্ছেন জেনে উদ্বিগ্ন আছি। এটি নিশ্চয়ই অতিরিক্ত কাজ এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব থেকে হচ্ছে। আপনি প্রাতঃভ্রমণ করলে পারেন। এর ফলে আপনি প্রথমদিকে হয়ত খুব একটা উপকার পাবেন না, কিন্তু শেষে দীর্ঘমেয়াদী উপকার পাবেনই। কবিরাজী ওষুধেই আপনি বেশ উপকার পাবেন। গত শীতে দু-মাসের জন্য আমি কবিরাজী ওষুধ খেয়েছিলাম এবং তাতে বেশ উপকার হয়েছিল। মেমিয়ো সম্পর্কে পরের চিঠিতে আপনাকে জানাব। চা হজমের পক্ষে ভাল নয়, আর হজমের গোলমাল দেখা দিলে চায়ের তেষ্টা আরো বেড়ে যায়। আমার মনে হয়, বিকেল পাঁচটা-ছটার পরে চা খাওয়া বেশ ক্ষতিকর। আর রাত্রে খাওয়ার ইচ্ছে নষ্ট হয়ে যায়। বাংলা কাউন্সিলের উত্তর কলকাতা আসনের জন্য আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক কিনা আপনি জানতে চেয়েছেন। ভেবেছিলাম, এ-প্রশ্ন অন্য কোনো জায়গা থেকে আসবে, কিন্তু এটি আপনার কাছ থেকে আসার ফলে আমি একটু অবাক হয়েছি। প্রশ্নটি আসতে পারে এ-কথা ভেবে আমি অনেক আগেই মনস্থির করেছিলাম, কিন্তু এটি এখন আপনার কাছ থেকে আসার ফলে বিষয়টি আবার নতুন করে ভেবেছি। এই বিষয়ে আমি মনস্থির করে ৫ আগস্ট জানিয়েছিলাম যে, বাংলা কাউন্সিলের উত্তর কলকাতা আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না বলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণগুলি জানাবার দরকার নেই—আপনি সহজেই সেগুলি অনুমান করতে পারেন।

ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর অঞ্চলের উকিলবাবু সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (প্রাক্তন রায়সাহেব) অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদের জন্য আবেদন করে আমাকে লিখেছেন যে, আমি যেন তাঁর চাকরির জন্য সুকুমারবাবু এবং আপনার কাছে সুপারিশ করি। তাঁর অনুরোধ আমাকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। ওই পদের অন্যান্য প্রার্থী কারা আমি জানি না এবং কর্পোরেশন এই বিষয়ে আমার কোনো পরামর্শও চায়নি—এই অবস্থায় কর্পোরেশন কিংবা কোনো সদস্যের কাছে আমি কোনো সুপারিশ করতে চাই না। সুরেনবাবুকে এই কথাগুলি জানিয়ে আমি চিঠি লিখব। তাঁর যোগ্যতাবলী তিনি লিখে জানাতে পারেন, এবং এ-বিষয়ে তার অতিরিক্ত আমি আর কী-ই বা বলতে পারি ? আমার নয়, অস্থায়ী সি· ই·ও-র অভিমত এই বিষয়ে চাওয়া হতে পারে। কমিটি হয়ত প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নিয়ে নিজস্ব মতামত গঠন করবে। সুরেনবাবু প্রাক্তন রায়সাহেব, মাদারিপুরের একজন প্রভাবশালী উকিল, সম্ভবত কিছুদিনের জন্য স্থানীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান অথবা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে ছিলেন আর প্রায় বারো বছর ছিলেন সদস্যপদে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি কারাবরণ করেছিলেন, কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছেন। কিছুকাল আগে মাদারিপুরের ত্রাণকার্যের ভার গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বছর দুয়েক আগে একটি চাকরির আবেদন করেছিলেন এবং সে-সময় তাঁর মূল সার্টিফিকেটগুলি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি সেগুলি আমার বিভিন্ন চিঠি ও কাগজপত্রের সঙ্গে বাড়িতে রেখেছিলাম। কাগজপত্র বাড়ি সার্চ করার সময় পুলিশ বোধহয় নিয়ে গেছে তবে সার্টিফিকেটগুলি বাড়িতেই আছে নিশ্চয়ই। রাঙামামাবাবু যখন এখানে এসেছিলেন তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, সার্টিফিকেটগুলি তিনি যেন সংগ্রহ করে শ্রীযুক্ত সেনকে ফেরত দিয়ে দেন। তিনি বোধহয় সে-কথা ভুলে গিয়েছেন। আপনি কাউকে দিয়ে ওগুলি খুঁজে বার করাবেন।

শ্রীযুক্ত সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি আমার, তার ফলে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগও আমার ঘটেনি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন আমি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম তখন অধ্যাপক বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দর্শনের লেকচারার পদে ওই কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। উচ্চমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তাঁর, এম এ-তে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন (যদি আমার স্মৃতিশক্তি আমাকে বঞ্চনা না করে) এবং অধ্যাপক হিসেবেও কৃতী ছিলেন। তাঁর চাকরি পাকা না হওয়ার

জন্যে তিনি রংপুরের কারমাইকেল কলেজে চলে যান। রংপুরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়—তাঁর বিরোধীদের তালিকায় ছিল সম্ভবত ইউরোপীয় প্রিন্সিপ্যাল এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। বিরোধ দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল এবং অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা এনেছিলেন। মামলার বিস্তারিত বিবরণ ও সেটি কীভাবে শেষ হয়েছিল—সে-সব কথা আজ আর মনে নেই। গোলমাল চলার সময় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কলেজ ছেড়ে দেন (অথবা কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন) এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তাঁর কাজকর্ম মোটামুটিভাবে রংপুর জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে তিনি অবশ্য জনপ্রিয়তা এবং সুনাম অর্জন করেছিলেন। আন্দোলন চলার সময় তিনি জেলে যান এবং পরে রংপুর থেকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি হয়ে আসেন, তখন আমি দেশবন্ধু এবং অন্যান্যদের সঙ্গে ওখানে ছিলাম। আন্দোলন চলার সময় তিনি একজন স্বধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী, সংযমী ও অসহযোগী ছিলেন—জুতো পরতেন না, বিদেশী নুন খেতেন না, নিরামিষ আহার করতেন এবং গান্ধীটুপি পরতেন। বছরখানেক জেলে ছিলেন তিনি। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি আর পাদপ্রদীপের আলোয় আসেননি এবং আমার সঙ্গে আর তাঁর দেখাও হয়নি। তাঁর সম্পর্কে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, তিনি কর্মঠ, স্পষ্টবক্তা এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ। অসহযোগ আন্দোলন তাঁকে বোধহয় একটু বেশিমাত্রায় সিরিয়াস করে তুলেছিল এবং তার জন্য তাঁকে তাঁর প্রফুল্লতা, রসবোধ বিসর্জন দিতে হয়েছিল ; এখন তিনি ঠিক কী প্রকৃতির সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। অন্যান্য প্রার্থীরা কারা আমি জানি না—তবে ওই কাজের উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ সহজ হবে বলে মনে হয় না। আপনি আমার মত জানতে না চাইলে আমি এ-সব কথা লিখতাম না।

চিঠিটি যাতে আপনার কাছে দ্রুত পৌঁছয় সেইজন্য এটিকে আর দীর্ঘতর করছি না। সামনের বুধবার আবার আপনাকে চিঠি লিখব।

আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন।

আপনার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
সুভাষ

শ্রী এস· সি· বসু
৩৮/১, এলগিন রোড
কলকাতা

১৩৬ ॥ সুপারিনটেনডেন্ট,
ইনসাইন জেল

ইনসাইন জেল
১০-৫-২৭

প্রিয় মহাশয়,

আমার যাত্রা হঠাৎ স্থগিত হওয়ার ফলে আমার আত্মীয়-বন্ধুরা উদ্বিগ্ন হতে পারেন, তাঁরা ভাবতে পারেন আমার শারীরিক অবস্থার আশঙ্কাজনক অবনতি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যদি অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত তারবার্তাটি আজ পাঠিয়ে দেন, আমি বাধিত হব।

আপনার অনুগত
সুভাষচন্দ্র বসু

তারবার্তা
গোয়েন্দা দফতর, কলকাতা

অনুগ্রহ করে এই তারবার্তাটি ৩৮/১, এলগিন রোডে শরৎ বসুর কাছে পাঠিয়ে দেবেন, বার্তাটি পাঠিয়েছে তাঁর ভাই। বার্তা—আবহাওয়া খারাপ হওয়ার জন্যে যাত্রাকাল পিছিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার রওনা হচ্ছি, সূচী পরিবর্তিত হলে জানাব।

* বর্মা থেকে পাঠানো এটিই শেষ চিঠি। সম্পাদক।

১৩৭ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

কেলসাল লজ
শিলং
১৪-৬-২৭

শ্রীচরণেষু মা,

পরশুদিন এখানে পৌঁছেছি—পথে বিশেষ অসুবিধা বা কষ্ট হয়নি। এখানে এসে প্রায় একই রকম আছি—তবে গরমের উৎপাত নেই বলে সে রকম ক্লান্তি বোধ হয় না। বৃষ্টি থেকে থেকে হচ্ছে—বৃষ্টির সময়টা Depressing বোধ হয়। বৃষ্টি না হলে খুবই সুন্দর বোধ হ'ত। এখানকার দৃশ্য বেশ সুন্দর—তবে দার্জ্জিলিঙের Snowy range-এর সৌন্দর্য এখানে নেই। ঠাণ্ডার দরুন যে উপকার হবার কথা—তা হবে কিন্তু হজমের উপকার হবে কিনা তা বুঝতে পারছি না।

ভাস্করবাবু ষ্টেশনে এসেছিলেন এবং ব্যারাকপুর পর্যন্ত এক ট্রেনে এলেন। জষ্টিস্ দাশ কেমন আছেন ? তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ চাই। ওখানকার সকলের স্বাস্থ্য-সংবাদ দিবেন এবং আপনারও। এখানকার সব কুশল। এখন আসি। ইতি—

আপনাদের সেবক
শ্রীসুভাষ

১৩৮ ॥ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লেখা চিঠি

কেলসাল লজ
শিলং
২৫ জুন, ১৯২৭

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
২৮-৬-২৭
ডি. আই. জি., আই. বি., সি. আই. ডি বেঙ্গলের পক্ষে

প্রিয় সত্যেনবাবু,

আমি এখানে ১২ তারিখে এসে পৌঁছেছি। বর্ষাকাল বাদ দিলে শিলং বেশ মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর জায়গা। শীত পড়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার হজমের কোনও উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। জ্বর এখনও আছে, তবে আগের মতো বাড়ছে না। পুরনো উপসর্গগুলো—যেমন, বুকে ব্যথা, বিশ্রীরকমের কাসি ইত্যাদি দূর হয়েছে ; সব মিলিয়ে মাসখানেক আগে যা ছিলাম তার চেয়ে অবশ্য ভাল আছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আবহাওয়া আমার প্রতিকূল—যেমন প্রতিকূল আমার পুরনো ডিসপেপসিয়া—অন্যথায় দ্রুত আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হত। যাহোক, ভালর কথাই ভাবা যাক।

আমি ইনসাইন জেলে থাকার সময় অনিলবাবু পণ্ডিচেরি থেকে চিঠি লিখে ২১ মার্চের সরকারি প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন আমাকে। তাঁর মতের সঙ্গে যে আপনার মতের মিল আছে—সে কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। মান্দালয় থেকে ফিরে আসার পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারাপোর আমার সঙ্গে ইনসাইনে দেখা করেছিলেন, আপনার বক্তব্য তাঁর মারফত জানতে পেরেছি। যাইহোক, 'সব ভাল যার শেষ ভাল'—এই নীতিতে মনে হয় আমরা সবাই বিশ্বাসী।

সম্প্রতি জীবন আমার কাছে একটি রোমান্টিক নাটকে পরিণত হয়েছে। সি. ই. ও-র আসন থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যাওয়া যেমন আকস্মিক, ঠিক সেইরকম আকস্মিক ইনসাইন জেল থেকে হুগলিবক্ষে ভাসমান মহামান্য সরকারের লঞ্চে ওঠা। ইনসাইন থেকে ৩৮/১ এলগিন রোড—এই যাত্রাপথের বিস্তৃত বিবরণ আপনাদের জানাব ভেবেছিলাম, কিন্তু ওই বিবরণের প্রায় সবটাই খবরের কাগজে বেরিয়ে গেছে। শুধু একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই যে, আমার অ্যাটেনড্যান্ট কয়েদি-ওয়ার্ডার গফুর আমার সঙ্গী ছিল। তার পরনে ছিল খাদির পোশাক। আউটরাম ঘাটে নামার পরে 'ইংলিশম্যান'-এর সাংবাদিক তাকেও রাজবন্দী হিসেবে ধরে নিয়েছে।

সংসদীয় অধিকারসংক্রান্ত বিষয়ে আপনি আপনার ভাইকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন এবং আপনাকে পাঠানো মিস্টার প্যাটেলের উত্তর খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। বেঙ্গল

কাউনসিলের সভাপতিকে লেখা আমার চিঠিটিও কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা ছাড়ার আগে চিঠিটি আমি সংবাদপত্রের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

আপনারা সবাই জেলে পচছেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র আমার একার মুক্তি পাওয়াটা অস্বস্তিকর। বর্তমান অবস্থায় আমার স্বস্তি বোধ করা অসম্ভব ব্যাপার—এই বোধ আমাকে সদাসর্বদা পীড়িত করছে।

জেলের কোনো বন্ধুর মুক্তি সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া কঠিন, কারণ আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি সত্যি-সত্যি মুক্তি পাওয়ার আগে মুক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এই অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

আপনারা কারাবন্দী এবং আমি মুক্ত থাকার সময় আমি যদি আপনাদের কারও কোনো উপকারে আসতে পারি, খুশি হব—নিঃসঙ্কোচে লিখবেন। আমার সাধ্য কতটুকু আপনারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারবেন।

আমি যদি ওখানে কোনো বইপত্র ফেলে এসে থাকি এবং সেগুলো যদি আপনার পড়া হয়ে গিয়ে থাকে, আপনার সুবিধেমতো কোনো একসময় অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন। আমার বাবা-মা এবং আমাদের পরিবারের কয়েকজন এখন এখানে আছেন। আমার কনিষ্ঠা ভাইঝি ছাড়া আর সবাই ভাল আছেন। ভাইঝি একেবারেই ছোট। আমার অসুস্থতার দিকে সবার অতিরিক্ত মনোযোগ থাকার ফলে মেয়েটির প্রতি কিছুটা অবহেলাই দেখানো হয়ে গেছে। যাইহোক, এখন আমরা তার দিকে নজর দিয়েছি।

বন্ধুদের সবাইকে আমার চিঠিটা দেখাবেন, আমি আজ আর কাউকে চিঠি দিচ্ছি না। খবরের কাগজ মারফত জানলাম সুরেনবাবু তাঁর পুরনো দুই বন্ধু—আমাশা আর ডিসপেপসিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন আবার। খবরটি জেনে উদ্বেগ বোধ করছি। এখন তিনি কেমন আছেন ?

শুভেচ্ছান্তে—

আপনাদের শুভার্থী
সুভাষচন্দ্র বসু

১৩৯ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

কেলসাল লজ
শিলং
১৭-৭-২৭

পরম পূজনীয়া মা,

আপনার ১০ই জুলাই-র পত্র ১৩ই তারিখে আমি পেয়েছি। আমার কথা মত আপনাকে পত্র দিই নাই—আমারই দোষ—সুতরাং আমি ক্ষমার পাত্র। মানুষ কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করে নিলে তার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কর্তব্য তার ঘাড়ে এসে পড়ে—এবং সেগুলি সম্পাদন না করলে তার পক্ষে অন্যায় হয়। অতএব আমার যে ত্রুটি হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আপনি যে প্রায়ই বলে থাকেন এবং লিখেও থাকেন—"এ সংসারে আমার সাহচর্য আর কাহাকেও আনন্দ দান করিতে পারিবে না"—এ কথা মোটেই সত্য নয়। আপনি কি জানেন না—বাঙ্গলার তরুণ যুবকেরা (আর সকলের কথা না হয় তর্কের খাতিরে বাদ দিলাম) আজও আপনাকে কি চোখে দেখে ? আপনি যদি তাদের একেবারে "পর" বলে ভাবেন—তবে কি তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয় না ? তারা কি তাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আপনার চরণে ঢেলে দেয়নি ? তারা কত আশা করেছিল যে দেশবন্ধু যখন ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন তখন আপনি এগিয়ে এসে তাদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করবেন। সে আশা যখন পূর্ণ হ'ল না তখন তাহাদের হৃদয়ের অপরিসীম ব্যথা ও হতাশা রাখবার কি আর স্থান ছিল ? দেশবন্ধু জীবদ্দশায় বলতেন যে আপনি তাঁহার জীবদ্দশায় জনহিতকর কাজে প্রকাশ্যভাবে সংশ্লিষ্ট না হলেও তাঁহার অনুপস্থিতিতে আপনি তাঁর পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করবেন।

আপনি হয়তো বলবেন যে হিন্দু মহিলার কাজ পরিবারের মধ্যে, পর্দার আড়ালে—**public platform**-এ নয়। আমি মা'র কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা রাখি না ; কিন্তু আমার মনে হয় যে আজ আমাদের দেশের ও সমাজের সহজ অবস্থা নয়। আজ যে আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে—মা। ঘরে আগুন লাগে যখন—তখন যিনি পর্দানশীন তাঁকেও সাহস করে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়। সন্তানকে বাঁচাবার জন্য—আগুনের হাত থেকে মূল্যবান সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য—তাঁকেও পুরুষ-বিক্রমে পরিশ্রম করতে হয়। তাতে কি তাঁর মর্যাদার বা **grace**-এর হানি হয় ?

বাঙ্গলার সাধনা প্রধানতঃ মাতৃমূর্ত্তির ভিতর দিয়ে প্রকট হয়েছে। কি ভগবান কি স্বদেশ—আমাদের আরাধ্য যা' কিছু—আমরা তাহা মাতৃমূর্ত্তিরূপে কল্পনা করেছি। কিন্তু হায় ! বাঙ্গলার পুরুষেরা আজ এত নির্বীর্য ও কাপুরুষ হয়ে পড়েছে যে বাঙ্গলা দেশের জেলায় জেলায় স্ত্রীলোকদের উপর যে অত্যাচার চলেছে তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম। সে দিন (কয়েক মাস হ'ল) "সঞ্জীবনীতে" লিখেছিল—"আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধর গো।" কথাগুলি আমার প্রাণে বড় লাগল। আজ বাস্তবিক দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাই ; শুধু তাহা নয়—বোধ হয় সন্তানের মান রাখতেও জননীকে অগ্রসর হতে হবে—দেশ এমনই হতশ্রী ও হীনবীর্য হয়ে পড়েছে।

আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে আপনি যদি বাহিরের পাঁচরকম জনহিতকর কাজে মন দিতে পারতেন—তা' হ'লে বোধ হয় ভিতরের জ্বালাটা কিয়ৎপরিমাণেও কমত। পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের দ্বারা কি আমাদের জীবনটা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত ? আপনি ছিলেন রাজরাজেশ্বরী—আজ আপনি পার্থিব দৃষ্টিতে রিক্তহস্তা। এ কথা যে ভাবে—তারই হৃদয়ে তীব্র জ্বালা না হয়ে পারে না। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা এই যে, ভারতের নরনারী অনাদিকাল হ'তে রাজার ঐশ্বর্য অপেক্ষা সন্ন্যাসের গৌরবকে অধিকতর শ্লাঘ্য, শ্রেয় ও পূজ্য বলে মনে করে আসছে। সন্ন্যাসের গৌরবময় প্রভাবে আপনার দেশবাসীর হৃদয়ে আপনার স্থান যে কত উঁচুতে উঠেছে তা বোধ হয় আপনি জানেনও না। জানি না এসব কথা বলা আমার পক্ষে চাপল্য হ'ল কি না কিন্তু আমার **Justification** শুধু এই যে, যে তীব্র জ্বালা আপনাকে নিরন্তর দগ্ধ করছে তাহা অতি সামান্যভাবেও আমাকে সময়ে সময়ে পীড়া দেয়— এবং একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে বাঙ্গলার অসংখ্য যুবককে পীড়া দেয়।

পূর্ব পত্রে আপনি লিখেছিলেন—"অভিশপ্ত জীবনের সব কাজই শেষ হইয়া গিয়াছে,এখন শুধু শেষ প্রতীক্ষায় নীরবে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছু খুঁজিয়া পাই না। জানি না কত যুগ-যুগান্তরে আমার অভীষ্ট মিলিবে।"

আমার আশঙ্কা হয় যে অত্যধিক **brooding**-এর ফলে আপনি সময়ে সময়ে ভুলে যান যে দেশের বুকে—এবং আমাদের বুকে আপনার আসন কোথায়। তা যদি বিস্মৃত না হতেন তবে নিজের জীবনকে ভীষণ পারিবারিক দুর্ঘটনা সত্ত্বেও "অভিশপ্ত" বলতে পারতেন না। ভগবানের নিকট যিনি প্রিয় তাঁর উপরেই বারে বারে দুঃখ ও বিপদ বর্ষিত হয়—এ কথা কি একেবার মিথ্যা ? আর, মানুষের হৃদয় যত বড় হয় তার দুঃখও তত বেশী জোটে—একথাও কি একেবারে মিথ্যা ? আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনি পূরণ করুন—আপনার আসন চিরকাল দেশের বুকে অটুট থাকবে। যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা আপনার চরণে দেশের লোক ঢেলে দিয়েছে, দিচ্ছে এবং দিবে—তার দশমাংশও কি কোনও তথাকথিত ভাগ্যবান লোক পেতে পারেন ? কত আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে করে নিয়ে দেশবন্ধু আমাদের ফেলে চলে গেলেন। তাঁর সেই সব স্বপ্নই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ **Legacy**। যে **Legacy** আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পেয়েছেন। সুতরাং আপনি কি বাস্তবিকই অন্তরের সহিত বলিতে পারেন—আপনার কাজ শেষ হয়েছে এবং যাবার সময় হয়েছে ? বললে ধৃষ্টতা হয় কিন্তু তবুও বলতে ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনার যিনি ইষ্ট তিনি কখনও এ বিষয়ে আপনার কথা সমর্থন করবেন না—বরং আমার কথাই সমর্থন করবেন।

আপনি লিখেছেন—"জড় প্রকৃতির সাথে এখানেই আমার অন্তর-প্রকৃতির যথার্থ মিলন। এই ঘন ঘোর অন্ধকার আমার বেশ লাগে।" আপনার হয়তো সব সময়েই অন্ধকার আজকাল ভাল লাগতে পারে—কিন্তু সকলেরই অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে অন্ধকার ভাল লাগে। অন্ধকারকে ভালবাসলে তার বুকে যে আলো লুকান আছে—তাকে কি ভালবাসতে নাই ? সে বেচারীর

অপরাধ কি ? সে তো সকলকে সুখী করতে চায়, আলো ও আনন্দ দিতে চায়।

আপনি হয়তো কোনও বন্ধনের মধ্যে আসতে চান না—সে বন্ধন কাজেরই হউক বা মানুষেরই হউক। কিন্তু আমাদের তো কোন উপায় নাই। যে দিন "মা" বলেছি সে দিনই সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়েছি। এ সম্বন্ধ তো অন্ততঃ ইহজীবনে ছিন্ন হবার নয়। সংসারের প্রাচীর আছে—বাধা আছে—লোকাচার আছে—কিন্তু এ সব সত্ত্বেও অন্তরের সম্বন্ধ তো মিথ্যা হতে পারে না।

মানুষ জীবনে এমন একটি স্থান চায় যেখানে তর্ক থাকবে না—বিচার থাকবে না—বুদ্ধি-বিবেচনা থাকবে না—থাকবে শুধু **Blind Worship**। তাই বুঝি "মা"-র সৃষ্টি। ভগবান করুন যেন আমি চিরকাল এই ভাব নিয়ে মাতৃপূজা করে যেতে পারি।

আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল। কতকটা জোর পেয়েছি—ঘুম ভাল হচ্ছে—(বোধ হয় একটু বেশীই হচ্ছে) এবং হজমের গোলমাল মোটের উপর কমেছে। ওজন বোধ করি বেড়েছে, তবে ওজন নেওয়া হচ্ছে না বলে সঠিক বলতে পারছি না। হজমের আরও একটু উন্নতি হলে তাড়াতাড়ি শরীর সারবে। বৃষ্টি বেশ হচ্ছে—সব সময়ে বৃষ্টি ভাল লাগে না। সংসারে অবিরাম ক্রন্দনটা সত্য, কিন্তু হাসিটাও বোধ হয় সত্য। তাই জ্যোৎস্নার আলোক পেলে যে সুখী হই না তা নয়।

অনেকটা চপলতা প্রকাশ করেছি—ক্ষমা পাব তা জানি—এই ভরসায়। ওখানকার কুশল সংবাদ চাই। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনাদের সেবক
সুভাষ

পুনঃ—"সেবা সদনে"র **List of Donors** আমার সঙ্গে চলে এসেছে। আমি ২/১ দিনের মধ্যে **Register** করে পাঠিয়ে দিব।

সুভাষ

১৪০ ॥ সন্তোষকুমার বসুকে লেখা চিঠি

কেলসাল লজ
শিলং
১৮-৭-২৭

প্রিয় সন্তোষবাবু,

অনুগ্রহ করে সংযুক্ত চিঠি এবং তৎসম্পর্কিত কাগজপত্রগুলি দেখবেন। শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বিশ্বাস দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির সহকারী সম্পাদক এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মী। আপনার হয়তো মনে আছে যে তিনি একবার দিবাকর মুখার্জি নামক একজন গুপ্তচরকে আটক এবং মারধর করার অভিযোগে বিপদে পড়েছিলেন। অনিলবাবু যদিও মহামান্য সরকারের আলিপুর-অতিথিশালার আতিথ্য গ্রহণের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন—চাকরিটি খোয়াতে হয়েছিল তাঁকে (সাত বছরের পুরনো চাকরি) ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি সর্বঅর্থে একজন রাজনৈতিক কর্মী ও সংগ্রামী।

অনিলবাবুর ব্যাপারে আমি একাধিক কারণে উৎসাহী। গত পাঁচ-ছ বছর যাবৎ সমাজ কল্যাণমূলক কাজে উনি আমার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। ওঁকে বাদ দিয়ে সেবক সমিতি ঠিকভাবে চলতে পারবে না। দ্বিতীয়ত,পারিবারিক কিছু দুর্ঘটনায় উনি এখন রীতিমত অর্থকষ্টের মধ্যে আছেন। তৃতীয়ত, তাঁর চাকরি যাওয়ার পেছনে আছে তাঁর সাহস ও আত্মত্যাগের মনোভাব ; পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সুতরাং সবরকমভাবে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

আমি এই ব্যাপারে মিস্টার সেনগুপ্তকে নিজে কিছু জানাতে চাই না, কারণ আমার অনুরোধ কতখানি কার্যকর হবে সে বিষয়ে সংশয় আছে আমার। সুতরাং শেষ উপায় হিসেবে আপনাকেই লিখছি।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ক্ষিতীশের আচরণে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি। কিন্তু আশা রাখি, ক্ষিতীশের বিরোধিতা সত্ত্বেও কোনো মহল থেকে যদি জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়, অনিলবাবুকে আমরা নিয়ে নিতে পারব ! অনিলবাবুর ব্যাপারে আপনি একদা উৎসাহী ছিলেন,

আশা করব আপনি আপনার চরিত্রানুগ দৃঢ়তা ও সামর্থ্য নিয়ে বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান করবেন।

এ-বিষয়ে আপনাকে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস আছে বিষয়টির প্রতি আপনি ষোলো আনা নজর দেবেন।

দ্রুত না হলেও আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আশা করি আপনি খুব ভাল আছেন।

নমস্কার নেবেন।

প্রীতিকামী
সুভাষচন্দ্র বসু

পুনশ্চ ॥ বৈদ্যশাস্ত্রপীঠকে কর্পোরেশন যে জমিটা দান করেছে সেটা ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন যদি আবার উত্থাপন করার চেষ্টা হয়, আশা রাখি আপনি নিশ্চয়ই সর্বশক্তি দিয়ে ওই চেষ্টা বানচাল করার জন্যে দাঁড়াবেন।

সুভাষ

১৪১ ॥ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লেখা চিঠি

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
২৮-৭-২৭
ডি. আই. জি., আই. বি., সি. আই. ডি. বেঙ্গলের পক্ষে

কেলসাল লজ,
শিলং,
২৫-৭-২৭

প্রিয় সত্যেনবাবু,

আপনার ৫ তারিখে লেখা চিঠিটি ১৭ তারিখে আমার হাতে পৌঁছেছে। চিঠিটির দ্বিতীয় পাতার নীচের অংশ এবং তৃতীয় পাতার ওপরের অংশ অবশ্য উধাও হয়ে গেছে।

বিস্তর আলোচনা করার পরে একাধিক কারণে আমরা শিলং নির্বাচন করেছি। জায়গাটি চেরাপুঞ্জির কাছাকাছি হলেও বছরের এই সময় কার্শিয়াং অথবা দার্জিলিঙে যেমন বৃষ্টি হয় তেমন বৃষ্টি এখানে হয় না। যাঁরা দুটি জায়গাতেই ছিলেন তাঁরা এই রায় দিয়েছেন—তাঁদের রায় যথার্থ। এখানে যদি সকালের দিকে বৃষ্টি হয়, সন্ধেয় আকাশ সাধারণত বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়, উলটোটাও সত্যি। কিন্তু কার্শিয়াং ও দার্জিলিংয়ে তা হয় না। সিমলা এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের আবহাওয়া অনেক শুকনো, তবে আমার বর্তমান স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসকরা অত দূরের যাত্রা বাতিল করার উপদেশ দিয়েছেন। অন্যান্য ছোটখাটো সুবিধের কথাও বিবেচনা করতে হয়েছে—যেমন আত্মীয়-স্বজন ও চিকিৎসকদের তাড়াতাড়ি কাছে পাওয়া। শিলংয়ের নির্বাচন সম্পর্কে প্রথমে আমার দ্বিধা ছিল, কিন্তু এখন সে দ্বিধা কেটে গেছে। বিষয়টিতে কর্নেল কেলসালের নামের রহস্যময় যে প্রভাবের ইঙ্গিত আপনি দিয়েছেন, সেটি হয়তো যথার্থই।

আমার ডাক্তার ভাই এবং ডাঃ বিধান রায় দুজনেই এখানে ছিলেন। ডাঃ রায় কয়েকদিন আগে চলে গেছেন। যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হচ্ছি ততদিন কোনো কাজকর্ম করব না—অন্তত সেরকমই আমার ইচ্ছে এখন। তবে কর্মহীন জীবন যাপন করা অত্যন্ত পীড়াদায়ক—আপনি নিশ্চয়ই তা অনুমান করতে পারছেন।

সর্বশ্রী চক্রবর্তী, ঘোষ এবং গাঙ্গুলির অসুস্থতার খবর পেয়ে উদ্বেগ বোধ করছি, যদিও এ-ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।

কলকাতায় থাকার সময় মান্দালয় থেকে পাঠানো আমার সিল্কের লুঙ্গিটা পেয়েছি। এটা আমার পাওয়ার কথা নয়, কারণ লুঙ্গিটা আমি কয়েদি মঙ টিনের জন্যে রেখে এসেছিলাম। ওই কয়েদিটি আমার গা-হাত-পা টিপে দিত। আমি এ-বিষয়ে সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা বলে জানিয়ে এসেছিলাম যে, কয়েদিটি ছাড়া পাওয়ার পরে ওই লুঙ্গিটা যেন পায়। না পেলে গরিব মানুষটি বেশ হতাশ হবে। মান্দালয় ছাড়ার সময় আমি কি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে লুঙ্গিটা আমি মঙ টিনের জন্যে রেখে যাচ্ছি? কথা রাখার জন্যে মঙ টিনের প্রাপ্য লুঙ্গিটা আমি আবার মান্দালয়ে পাঠিয়ে দেব। যতদূর মনে পড়ছে, লুঙ্গির সঙ্গে আমি একটা বইও

পেয়েছিলাম, কিন্তু কী বই ভুলে গিয়েছি। আপনি যদি বইটির নাম আমাকে জানিয়ে দেন আমি আমার স্টক মিলিয়ে দেখে নেব ওটা আমার কাছে আছে কি না ! ভাল কথা, আমি কি আমার মধুসূদন রচনাবলী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি বই এবং 'বিবিধ প্রবন্ধ'র দুটি খণ্ড ফেলে এসেছি ? বইগুলি ওখানে থাকলে সুরেনবাবুর কাছে থাকতে পারে। আপনি অনুগ্রহ করে একটু খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাবেন।

'ফরোয়ার্ড'-এর এ-বছরের দেশবন্ধু সংখ্যার একটি কপি আমি ২২ তারিখে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। পাঠাবার ব্যাপারে ডি. আই. জি., সি. আই. ডি.-র ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। এলিসিয়াম রো থেকে বইটি যথাসময়ে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ডাঃ ঠাকুরের কয়েকজন অনুগামী সম্প্রতি কলকাতা থেকে 'বিচিত্রা' নামে একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা বার করছেন, পত্রিকাটি আপনার কাছে পাঠানো সম্ভব কি না সে-বিষয়ে আমি ডি. আই. জি.-র কাছ থেকে খোঁজ নিচ্ছি। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা আমার কাছে আছে, প্রয়োজনীয় অনুমতিটুকু পেলেই সংখ্যাটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

উপস্থিত আর কিছু লেখার নেই। আমার দ্বিতীয় ভ্রাতা (এম. এল. সি.) সপ্তাখানেকের জন্যে এখানে ছিলেন। সে সপরিবারে পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেছে, কেননা আমার ছোট ভাইঝি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ভাইঝি এখন অবশ্য আগের চাইতে ভাল এবং আরোগ্যর পথে।

ওখানকার অন্যান্যরা যদি আমাকে চিঠি লেখেন আমি খুব খুশি হব এবং তাঁদের চিঠির উত্তর দেব। এখন আর কাউকে আলাদা করে চিঠি লিখছি না, আশা করি কেউ কিছু মনে করবেন না।

সরকারি প্রস্তাব সম্পর্কে লেখা বিপিনবাবুর চিঠি খবরের কাগজে বেরিয়েছে দেখলাম।

ক্রমশ আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, আরও কিছুকাল এখানে থাকার ইচ্ছে আছে। সবার প্রতি ভ্রাত্রোচিত শুভেচ্ছা।

শ্রীযুক্ত এস. সি. মিত্র, এম. এল. এ.

প্রীতিকামী
সুভাষচন্দ্র বসু

১৪২ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবীকে লিখিত

কেলসাল লজ
শিলং
৩০-৭-২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

পূর্বের পত্রে আমি ধৃষ্টতাবশতঃ আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আপনি আমার সে চাপল্য স্নেহগুণে ক্ষমা করিয়াছেন। ধৃষ্টতা আমার অনেক আছে—তাহা না হইলে অসাধ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষা আমরা কোথা হইতে পাইব ? আমরা যে লক্ষ্মীছাড়ার দল।

আমরা যে মা-র মুখপানে এখনও তাকাইয়া আছি, এটা আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবের দরুন নয়। আত্মবিশ্বাস আমাদের যথেষ্ট আছে—বোধ হয় একটু বেশীই আছে। তবুও আমরা মা-কে চাই কেন ? তার কারণ এই যে মা-কে বাদ দিয়া কোনও পূজাই হয় না। আমাদের সমাজের ইতিহাসে যখনই বিপদ-আপদ জুটিয়াছে তখনই মা-র আবাহন আমরা করিয়াছি। আমাদের অন্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা লইয়াই মাতৃমূর্তি রচনা করিয়াছি। 'বন্দে মাতরম্' গান লইয়া আমাদের জাতীয় অভিযান শুরু হইয়াছে। তাই আজ এমনভাবে মা-কে ডাকিতেছি—কিন্তু পাষাণীর হৃদয় কি গলিবে না ?

সন্তান বলিয়া যখন নিজের কাছে নিজের পরিচয় দিতেছি তখন যেন আমার দ্বারা মা-র নাম কলঙ্কিত না হয় সেই আশীর্বাদই করুন। মা-র উপযুক্ত সন্তান হইব—এত বড় স্পর্ধা আমার নাই।

যে কণ্টকময় পথে চলিয়াছি শেষ পর্যন্ত যেন এমনই ভাবে চলিয়া যাইতে পারি—সেই আশীর্বাদ করুন। সন্ন্যাসের শূন্যতার মধ্যে যেন জীবন শুকাইয়া না যায় ; এই শূন্যতার মধ্যে

যে অমৃত লুক্কায়িত আছে তার সংস্পর্শে যেন জীবনটা মঙ্গলের দিকে ফুটিয়া উঠে—সেই আশীর্বাদ চাই। আপনার 'আশীর্বাদের মূল্য আমার কাছে কত—তাহা কি বলিতে হইবে ?

একদিকে আমার ধৃষ্টতার যেমন অবধি নাই, অপরদিকে নিজের অযোগ্যতার চিন্তা আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করে। এই Conflictটা কাল্পনিক নয়—বাস্তব সত্য। ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" তবুও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয়, ভয় হয়—বুঝি, দেশ যা চায় তাহা দিতে পারিব না। বুঝি, বামন হইয়া চন্দ্রমা স্পর্শের চেষ্টায় মাঝ গঙ্গায় ভরাডুবি হইয়া মরিব। মা, তুমি কি আমায় অভয় বাণী শুনাবে ?

আর একটা কথা বলিব—অনেকদিন বলিব বলিব করিয়া বলিতে পারি নাই। সন্তানের একটা কর্তব্য আছে—একটা অধিকার আছে। সেবা-র অধিকারে কি চিরকাল বঞ্চিত হইব ? চিরকাল কি 'পর' হইয়া থাকিব ? এই অসীম বিশ্বের মধ্যে মানুষের গড়া ক্ষুদ্র সংসারটাই কি সবচেয়ে বড় সত্য ?

আপনার দিবার অনেক কিছু আছে—দেশ এখনও তার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। এটা আমার মনগড়া কথা নয়—দেশের প্রাণের কথা। তবে আপনার দেয় আপনি দিবেন কি না—তার মীমাংসা আপনার হাতে। দেশ যাহা আশা করিতেছে তাহা যদি না পায় তবে দেশেরই দুর্ভাগ্য—এ ছাড়া আর কি বলিব।

আপনি লিখেছেন—"নবীনের প্রবীণের চিন্তাসূত্র—কর্মধারা এক নয়।" এ কথা সত্য কিন্তু তথাকথিত নবীনদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ পাওয়া যায়—এবং তথাকথিত বৃদ্ধদের মধ্যে অনেক তরুণ পাওয়া যায়। তরুণেরা যদি আপনাকে তাদেরই একজন মনে করে—যদি তাদের নেতৃত্বের ভার আপনাকে দেয়, তবে তাতে আপনার আপত্তির কারণ কি আছে ?

আমি কলিকাতায় আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—তার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তার মীমাংসা এই যে আপনি যদি আমাদের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ না করেন তবে বাঙ্গলাদেশে এমন কেহ এখন নাই যাঁকে আমরা অন্তরের সহিত নেতা বা নেত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোনও সভায় সভাপতির কাজ চালাইবার জন্য কাহাকেও বরণ করিলে তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করা হয় না। তেমন নেতা বাঙ্গলাদেশে অনেক আছেন—কিন্তু প্রকৃত নেতা—যাঁর কাছে, হৃদয় সহজেই ভক্তিতে আনত হইয়া পড়ে—আজ বাঙ্গলাদেশে বিরল। যদি আপনাকে আমরা না পাই তবে এই লক্ষ্মীছাড়ার দলকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার রাস্তায় চলতে হবে। আপনার আশীর্বাদ আমাদের নিকট অমূল্য সম্পদ সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা তদপেক্ষা বেশী কিছু চাই।

আমরা এখানে একপ্রকার ভাল আছি। আমার বোনের শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল। মা একরকম ভালই আছেন। আমার শরীর ক্রমশ সুস্থ হইতেছে—তবে weight তেমন বাড়িতেছে না। অবশ্য আমি ওজন বাড়াটা চাই না—কিন্তু ডাক্তারদের তার উপর খুব ঝোঁক। প্রত্যহ বৈকালের দিকে বেড়াতে যাই—এবং হাঁটাও হয়।

শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীর শরীর খুব খারাপ দেখেছিলাম। তিনি এখন কেমন আছেন ? মিনু-রা ভাল আছে তো ? অন্যান্য সকলের কুশল সংবাদ দিবেন। জষ্টিস্ দাস কেমন আছেন ?

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনাদের সেবক
সুভাষ

পুনঃ—সেদিন মা-র কাছে শুনিলাম আপনি স্বপ্নে একটা ঔষধ পেয়েছিলেন—আমার অসুখের জন্য—অথচ আপনি আমাকে সে ঔষধ দেন নাই বা সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শুনে আমার খুব রাগ হয়েছে। চিরকাল কি পর করে রাখবেন ? আপনি জানেন যে, যে কোনও ঔষধ আপনি দিলে আমি সাগ্রহে এবং ভক্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিতাম।

১৪৩ ॥ বিভাবতী বসুকে লিখিত শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কেলসল লজ
শিলং
৩-৮-২৭

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ২৮শে জুলাই-র পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে কয়েকদিন যাবৎ দিনরাত বৃষ্টি হয়েছে—আজ একটু পরিষ্কার আকাশ পেয়ে আমরা সকলেই বেড়াতে গিছলুম। আপনার শরীর এখন কি রকম আছে ? মেজদাদার শরীর এখন কি রকম ? আমার অনুরোধ জানাবেন, যেন বেশী রাত্রে খাওয়াটা বন্ধ করেন। আমি যে কয়দিন কলকাতায় ছিলুম খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে অনিয়ম দেখতুম। আমি নিজে বোধ হয় এত অনিয়ম কখনও করিনি। আর একটা অনুরোধ জানাবেন, যেন সেপ্টেম্বর মাসটা বিশ্রাম করেন। টাকার চেয়ে স্বাস্থ্য বড়—যদিও এখন টাকার খুব বেশী দরকার। তাঁর অবস্থা হচ্ছে যাকে ইংরাজীতে বলে—**he cannot afford to get ill**—আমার মত তো আর **vagabond** নন, যে বাঁচলুম কি মরলুম তাতে কিছু এসে যায় না।

পলি ক্রমশঃ ভাল হচ্ছে—তবে বড় ধীরে ধীরে উপকার হচ্ছে। মিস্ হার্মেন আজ অনেক দিন পরে তাকে দেখে বল্লেন যে বেশ উপকার হয়েছে। এক মাইল আন্দাজ হাঁটাও হয় যেদিন বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হয়। তার মনটাও আজকাল ততটা বিমর্ষ নয়—শিশুকে পড়ান নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। পলির জন্যে আপনার সমবেদনা দেখে আমি বড় খুশী হয়েছি।

মা-র হাতের আঙ্গুলটা কষ্ট দিচ্ছে—**fomentation** দিয়ে বিশেষ উপকার হয়নি। বোধ হয় শেষ পর্যন্ত পাকবে।

বীর আজকাল বিশেষ গোলমাল করে না। ড্রাইভার বরাবরই ঠিক মত কাজ করছে। ছোটখাটো মেরামত গাড়ীতে করতে হয়েছে। তাতে জুন ও জুলাই মাসের বিল ৩০ টাকা দাঁড়িয়েছে। গাড়ী আজকাল ভালই চলছে।

ফলের পার্শ্বেল আমরা কাল পেয়েছি—মোটের উপর ফলের অবস্থা ভালই। ললিত (ননীর স্বামী) আবার ফলের পার্শ্বেল তাঁর একজন বন্ধু মারফৎ পাঠিয়েছেন—কাল আমরা পেয়েছি।

আপনি যে কর্তব্যবোধে কলিকাতায় গেছেন—তাতে আমি সুখী হয়েছি। আমি গোড়া থেকেই মনে করেছিলুম যে আপনার এখানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। তাই আপনাকে বার বার বলেছি এবং মেজদাদাকে লিখেছি—যাতে কোনও প্রকার সঙ্কোচ না বোধ করেন। আমার সুবিধার জন্য আপনি যদি কর্তব্যহানি করে বা নিজের কষ্ট করে এখানে থাকতেন তাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হতুম। আমি যে রাস্তায় চলেছি তাতে নিজের সুবিধা বা সুখের জন্য কাহাকেও কষ্ট বা অসুবিধায় ফেলা আমার পক্ষে মহাপাপ। আদর্শটা বড় কঠিন তা আমি জানি এবং আমার জন্য অপরের যে অসুবিধা ও কষ্ট হয়, তাহা সব সময়ে নিবারণ করা যায় না—তবুও সাধ্যমত আমাকে এই আদর্শটা সামনে রেখে কাজ করে যেতে হবে।

টাকা সম্বন্ধে যা লিখেছেন সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি যা লিখেছিলুম সে কথাও ঠিক। টাকা যে রোজগার করবে তার পক্ষে "টাকা মাটী, মাটী টাকা"—এই ভাব হৃদয়ে রাখা ভাল। তা' হ'লে মানুষ স্বার্থপর বা কৃপণ কখনও হবে না। কিন্তু আমার দিক থেকে এ কথা বলা খাটে না। আমার কাছে প্রত্যেক টাকাটীর মূল্য খুব বেশী। যে টাকাটী আমার নিজের জন্য ব্যয় করি, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় যে ঐ টাকা অপরের জন্য ব্যয় করতে পারলে আমি বেশী সুখী হতুম। এ ভাব যেতে পারে না—এবং বোধ হয় যাওয়া উচিত নয় (অবশ্য আমি এখানে আমার দিক থেকেই বলছি—আপনার দিক থেকে নয়)। নিজের টাকাটা নিঃশেষে জনহিতের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে—এইটা যখন আদর্শ করেছি তখন কোনও প্রকার স্বার্থপরতাকে যদি মনের মধ্যে স্থান দিই তা হলে তো আমি ভরাডুবি হব। এ সব কথা বলা বা লেখা সত্ত্বেও আমি যথেষ্ট স্বার্থপর এবং নিজের জন্য আমি অনেক কিছু করি। তার কারণ একদিনে আদর্শে পৌঁছান যায় না এবং স্বার্থপরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হলে অনেকদিন ধরে সাধনা করা চাই।

ন-বৌদিদি যদি নিজের অসুবিধা করে বা ন-দাদার অসুবিধা করে আমাদের জন্য এখানে আসতেন, তাতে আমি মোটেই সুখী হতুম না। তবে যদি ছায়ার বা রাধুর জন্য বা নিজের একটু হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য আসতেন তাতে সুখী হতুম—সে কথা বলা বাহুল্য। আমাকে সর্বদা

সকল রকম অবস্থার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে এবং এর জন্য বহুদিনের অভ্যাস চাই। তা' না হ'লে হঠাৎ একদিন বিপদ যখন আসবে তখন তো মন ঠিক রাখতে পারব না। আমি অতি অধম, অতি দুর্বল ছিলুম ; গত ১৬/১৭ বৎসর নিজের মনের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে যা-কিছু সংগ্রহ করেছি। এ সংগ্রামের বোধ হয় শেষ নাই, কারণ মনের উন্নতিরও কোনও শেষ নাই—যত উঁচুতে ওঠা যায়, আরও বেশী উঁচুতে উঠতে ইচ্ছা হয়। ফলে যুদ্ধ চলতেই থাকে।

যাক্ অনেক বাজে বকলুম, কিছু মনে করবেন না। পাগল আমি নই, তবে যদি মনে করেন তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। একটুআধটু ছিট না থাকলে চলবে কেন ? একেবারে স্থিরমস্তিষ্ক হওয়াটা কি ভাল !

আমার জন্য কোনও চিন্তা নাই, বেশ আছি। পলি বোধ হয় একটু একলা পড়ে গেছে। সমবয়সী কেহ নাই।

রাঙ্গামামাবাবুর আসা সম্বন্ধে কিছু স্থির হলে আমাকে জানাবেন এবং অশোককে বলবেন বইগুলি পাঠিয়ে দিতে।

ওজনের কলের ভাঙ্গা অংশটা মেরামত হয়ে এসেছে। কিন্তু আগেকার মত ঠিক **record** হয় না। ২/৪ পাউণ্ড এদিক-ওদিক হয়। মেজদাদাকে বলবেন যে আমার এখনকার ওজন ১৪৪-১৪৬। কলিকাতা থেকে যখন আসি তখন ছিল ১৩৪ পাউণ্ড।

"Mother" বইটা আমার আর একবার পড়ার ইচ্ছা আছে। যদি লোক মারফৎ পাঠাবার সুবিধা হয় তো পাঠিয়ে দিবেন। ঐ বই-এর একটা সমালোচনা লিখবার ইচ্ছা আছে।

যে প্রশ্ন নিয়ে আমি খুব চিন্তা করছিলুম—তার মীমাংসা হয়ে গেছে।

আপনারা যখন কলিকাতায় যান তখন শান্তাহার ষ্টেশনে সাহা মহাশয় কি বাবার দুধ এনেছিলেন ? এ বিষয়ে আপনারা কেহ লেখেন নাই। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা চিঠি লেখা দরকার। এখানে থাকার সম্বন্ধে আমার মত এই।

(১) যদি প্রয়োজন হয় তবে এই মাসের ২০/২২ তারিখ নাগাদ কলিকাতা যাব—কাউন্সিলের জন্য। কাউন্সিল শেষ হয়ে গেলে কলিকাতা ছেড়ে কোথাও যাব।

(২) আপনারা সকলে যদি সেপ্টেম্বর মাসে শিলং-এ আসেন তবে আমি শিলং ফিরে আসব। তারপর সেপ্টেম্বরের শেষে (অথবা সুবিধা হলে অক্টোবরের মাঝামাঝি) আমরা সকলে একসঙ্গে কলিকাতায় নেমে যাব।

(৩) আপনি ও ছেলেরা না এলে মেজদাদা বোধ হয় একলা এখানে আসবেন না। উনি বলবেন—আমার **Change** দরকার নেই—শরীর বেশ ভালই আছে—সুতরাং কলিকাতায় থেকে কিছু টাকা রোজগার করি। আপনি যদি বলেন যে ছেলেমেয়েদের **Change** দরকার, তখন উনি সহজে কথা কাটাতে পারবেন না। যদি **Vacation**-এর মধ্যে টাকা রোজগার করা বিশেষ দরকার হয়, তবে সেপ্টেম্বর মাস এখানে কাটিয়ে উনি অক্টোবর মাসটা কলিকাতায় থাকতে পারেন। কিন্তু একমাস বিশ্রাম অন্ততঃপক্ষে তাঁর নেওয়া একান্ত দরকার।

(৪) আপনারা এলে বড়দাদা বৌদিদি প্রভৃতিও আসতে পারেন। আপনাদের ঘর তো খালি পড়ে আছে—আপনারা এসে দখল করলেই পারেন। বড়দাদা বৌদিদি আমার ঘরে থাকবেন। আমি বড় ছেলেদের (যেমন অশোক, অমি) নিয়ে **Cottage**-এ থাকতে পারি—তাতে আমার **Cottage** দখল করবার সুযোগ হবে।

(৫) যদি কলিকাতা থেকে সেপ্টেম্বর মাসে কেহ না আসেন তা হলে **Council**-এর শেষে আমার এখানে ফিরবার ইচ্ছা নাই। তা হলে আমি বরং কটক পুরীর দিকে যাব।

(৬) যদি কাউন্সিলে যাওয়া না হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে কেহ না আসেন তা হলে আমরা সকলে (এখন যাঁরা এখানে আছেন) এই মাসের শেষে নেমে যেতে পারি।

অনেক কথা লিখলুম। আমার শরীর ক্রমশঃ ভালই হচ্ছে। পেটের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল। রাত্রে এখন লঘু আহার করি—যেমন **Benjers food, toast** ইত্যাদি।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

আপনাদের সেবক

শ্রীসুভাষ।

১৪৪ ॥ সন্তোষকুমার বসুকে লেখা চিঠি

কেলসাল লজ
শিলং
৬-৮-২৭

প্রিয় সন্তোষবাবু,

২ তারিখে লেখা আপনার নোটটি আজ সকালে আমার হাতে পৌঁছেছে।

ওই বিষয়দুটি আপনি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। দ্বিতীয় বিষয়টির ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক থেকে দাবী আদায় করে নিতে হবে। আপনি জানেন মিঃ জে. সি. মুখার্জি কী প্রকৃতির মানুষ। আপনার প্রার্থীকে নেওয়া হচ্ছে—এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নিয়োগপত্রটি আপনার সামনেই সই করিয়ে নেওয়া দরকার। ওর কিছু-কিছু অসুবিধে আছে, কেননা অনেক প্রভুকেই সন্তুষ্ট রাখতে হয় ওঁকে। কাজ আদায় করে নিতে না পারলে যা চান তা পাবেন না।

দ্বিতীয় আবেদনকারী আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, দুটি পদ খালি আছে—একটি স্টক ভেরিফিকেশন অফিসারের (বেতনক্রম ১৫০-২০০), অপরটি এন্টালির মার্কেট সুপারিনটেনডেন্টের। তিনি অবশ্য দ্বিতীয় চাকরিটি সরাসরি পেতে পারেন না। তাঁকে প্রথমে মার্কেট ইন্সপেক্টরের পদটি গ্রহণ করতে হবে—আমার মতে চাকরিটি খারাপ নয়। আপনি যদি কোনও কাজ করাতে চান, অনুগ্রহ করে শ্রীযুক্ত জে. সি'র ঘরে ঢুকে যাবেন এবং কাজ আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্থির হয়ে বসে থাকবেন। কোনও কাজের ভার ওঁর ওপর ছেড়ে দিলে সে কাজ কোনোমতেই সম্পন্ন হবে না।

প্রথম বিষয়টির ব্যাপারে জানাচ্ছি—ই. জি. পি. কমিটির সামনে উত্থাপিত হলে টিচার্স ট্রেনিং সার্টিফিকেট-সংক্রান্ত ধারাটি বাতিল করিয়ে নেবেন।

আপনার পরবর্তী চিঠির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। কর্পোরেশনের বর্তমান জীর্ণ দশায় আপনার কাছে আমার কী প্রত্যাশা সে-কথা আপনাকে আমি আগেই জানিয়েছি (কলকাতায় দেখা হওয়ার সময়)। প্রত্যাশার কথা জানিয়েছি—কারণ আমার ষোলোআনা বিশ্বাস আছে, আপনি প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে আপনি আরও ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন বলে আশা রাখি।

খুব দ্রুত না হলেও আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। সন্ধের দিকে গাড়িতে বেড়াই আর একটু হাঁটাচলা করি। ওজন এবং শক্তি কিছুটা বেড়েছে তবে হজমের গোলযোগ এখনও দূর হয়নি। আশা করি এই গোলযোগ কাটিয়ে উঠতে পারব আস্তে আস্তে।

আপনার কুশল কামনা করি।

নমস্কার নেবেন।

প্রীতিকামী
সুভাষচন্দ্র বসু

১৪৫ ॥ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লেখা চিঠি

গোপনীয়

কেলসাল লজ
শিলং
৭ আগস্ট, ১৯২৭

প্রিয় সত্যেনবাবু,

এস. এস. ইলেন্‌গা থেকে ২ আগস্ট তারিখে লেখা আপনার চিঠিটি আজ সকালে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। মান্দালয় থেকে আপনার যাত্রার বিশদ বিবরণ এবং ওখানকার বন্ধুদের খবর জানতে খুব ইচ্ছে করছে। ৬ তারিখের 'ফরোয়ার্ড'-এ ডাক সংস্করণ) বর্মায় স্থানান্তরিত বাংলার রাজবন্দীদের সম্পর্কে ছোট্ট একটি খবর বেরিয়েছে।

মান্দালয় ছাড়ার আগে ২৫ (পঁচিশ) জুলাইয়ে লেখা আমার চিঠিটি কি আপনি পেয়েছেন? মান্দালয় জেল থেকে লেখা আপনার চিঠি ছিন্নভিন্ন আকারে আমার হাতে পৌঁছেছে—চিঠিটির প্রথম পাতার নীচের অংশ এবং দ্বিতীয় পাতার ওপরের অংশ উধাও।

রাজবন্দীদের বিষয়টি উপস্থিত করার জন্য আসেম্বলি অধিবেশনে আপনার যোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিবেশনে প্রাণবন্ত একটি বিতর্কের সৃষ্টি হবে বলে আশা রাখছি আমরা। তবে

আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনি মুক্তি পাওয়ার ফলে জনপ্রিয় ক্রোধ কিছুটা স্তিমিত হয়ে যাবে। আপনার উপস্থিতির ফলে জনতার দাবী ততটা জোরদার নাও থাকতে পারে এবং বিরোধী পক্ষ হয়তো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আপনি যদি অধিবেশনে যোগ দেন প্রথম বক্তৃতাটি আপনাকে দিতে হবে, সুতরাং বক্তৃতা খুব ভালভাবে প্রস্তুত করা উচিত। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা আপনি যদি দিতে না চান, লিখিত বক্তৃতা পাঠ করতে পারেন—তাতে কোনও দোষ নেই।

অধিবেশনে রাজবন্দীদের প্রসঙ্গ অবশ্যই উত্থাপিত হবে। মাসদুয়েক অন্তত এখন আপনাকে খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হবে। অতিথিদের অবিরাম ভিড় লেগেই থাকবে, গোয়েন্দা দফতরের ছদ্মবেশী কিছু বন্ধুও ওই ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে পারে। কিন্তু আপনার বক্তৃতার বিষয় ভাবা ও লেখার সময় এর মধ্যেই বার করে নেবেন অনুগ্রহ করে। বিষয়টি নিয়ে যত ভাববেন, এর তাৎপর্য তত বাড়বে।

আমি এখন এখানে আছি বলে অ্যাসেম্বলি অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। কিন্তু আপনি যদি কোনোরকমে শিলংয়ে আসার একটু সময় বার করতে পারেন আমি অত্যন্ত খুশি হব।

সময়-সুযোগমতো আপনার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী জানাবেন।

অ্যাসেম্বলি অধিবেশনে যোগদান করা ছাড়া এখন বোধহয় রাজনৈতিক কর্মজীবনে আপনার যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার মনে আছে ফ্রি প্রেসে পাঠানো বার্তায় আপনি এই মনোভাব জ্ঞাপন করেছিলেন। শান্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং বৈষম্য দূর করার কাজে সাধ্যমতো আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। আমি আরোগ্যলাভের পথে অগ্রসর হচ্ছি ধীরে ধীরে।

শুভার্থী
সুভাষ

পুনশ্চ ॥

ডাকবিভাগ আমার চিঠিপত্র সাধারণত অক্ষত রাখে না—আমাকে চিঠি লেখার সময় অনুগ্রহ করে এই কথাটি মনে রাখবেন। ফরোয়ার্ডের দেশবন্ধু-সংখ্যাটি মান্দালয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন কি ?

এস. সি. বি.

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

১৪৬ ॥ শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি

শিলং
১১-৮-২৭

পূজনীয় দাদা,

গতকাল আপনাকে যে তারবার্তাটি পাঠিয়েছি আশা করি সেটি ইতিমধ্যে আপনার হাতে পৌঁছেছে—প্রসঙ্গ : শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের প্রস্তাব। তারবার্তার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে গতকাল সাধারণ ডাকে একটি চিঠিও দিয়েছি আপনাকে।

আজকের 'বেঙ্গলি'তে (দশম ডাক সংস্করণ) দেখলাম যে, ইউরোপীয় কাউনসিলররা ওই বিষয়ে কোনো পক্ষাবলম্বন করবেন না বলে স্থির করেছেন। এই খবরটি যদি সত্য হয় তাহলে হিন্দু কাউনসিলররা প্রস্তাবটির ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

আমি আজ ডাঃ রায়ের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কিত বিষয়ে আমার পাহাড় থেকে নীচে নামার ব্যাপারে তিনি মত দিয়েছেন—কিন্তু তাঁর ইচ্ছা নয় যে, অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার পরে আমি আলোচনায় অংশ নিই। উত্তরে আমি জানাচ্ছি—রাজবন্দী ও জেল কমিটি রিপোর্ট প্রসঙ্গে আমি বক্তব্য রাখতে চাই, কিন্তু আমার প্রস্তাবে পার্টি রাজি না হলে আমি বিরুদ্ধাচরণ করব না। আমি এ-কথাও জানিয়েছে। কাউনসিলের অধিবেশনে যোগদান দেওয়ার বিষয়ে আমি এখনও মত দিইনি (প্রশ্ন এবং প্রস্তাব রাখার অর্থ যোগদান নয়) ; আর যদিও বা যোগ দিই—অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

আমি কলকাতা ত্যাগ করব। আমার যোগদানের ব্যাপারে পার্টির নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।

বেঙ্গল কাউনসিল নিয়মাবলীতে দেখেছি, অধিবেশনের তালিকায় গৃহীত হওয়ার আগে প্রস্তাবগুলি প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় (বিধি ৭০)। আমার মনে হয়, এই বিধিটি যতটা লঙ্ঘন করা হয় ততটা মানা হয় না।

আমাকে নির্বাচিত করার জন্যে আমার কেন্দ্রের ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাজেনবাবুকে (দেব) একটি চিঠি দিচ্ছি। চিঠিটি ছাপিয়ে নিয়ে ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করার কথা জানাব। ছাপাবাবদ কিছু খরচ হবে—বিল্‌টি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেব রাজেনবাবুকে। রাজেনবাবুর ধারণা, মুদ্রিত চিঠিটি ভোটারদের কাছে আলাদা-আলাদাভাবে পাঠিয়ে দেওয়াই সমীচীন হবে।

উপেনবাবু 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ব্যবহার করতে দেবেন না আমি জানতাম। তবে তাতে কিছু এসে যায় না—তারানাথবাবুকে দিয়ে আমাদের কাজ চলে যাবে। মনে হয়, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে গোপাল ফিরে আসবে।

পলি, বিশ্ব এখানে আসার পরে হেমন্ত বোধহয় ওদের কাউকেই কোনো চিঠি দেয়নি। তার মানে ওর এখানে আসা ও সমর্থন করেনি। মা বলছেন, পলি যতদিন এখানে থাকবে তাঁকেও থাকতে হবে—না হলে পলির এখানে থাকার ব্যাপারে হেমন্ত আপত্তি তুলতে পারে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে, পলি আগস্টের পরে এখানে আর থাকার অনুমতি পাবে না। কিন্তু মা বলছেন, হেমন্ত যখন চুপ করে আছে আর পলির ফিরে যাওয়ার বিষয়ে কোনো কথা যখন বলছে না তখন ও সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত কিংবা আমি যতদিন এখানে আছি ততদিন এখানেই থাকুক···। মা যাই বলুন না কেন ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর অনিচ্ছা নেই—তাঁর অনুপস্থিতিতেও পলি এখানে থাকতে রাজি, কিন্তু আর কোনো মহিলা (বা মহিলারা) এখানে এসে হাজির না হলে মা নড়বেন না। মা'র শেষকথা হল, রাঙামামাবাবু এখানে আসার পরে তিনি এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। মা'র মনোভাব সংক্ষেপে এই রকম—তিনি যদি মনে করেন যে তিনি যাওয়ার ফলে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না—তাহলেও তিনি যাবেন, নতুবা নয়।

কালু সিং এখন যেতে চায় না, ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত এখানে থাকতে রাজি। পুজোর সময়, অর্থাৎ ৩ অক্টোবর ওর কার্শিয়াং যাওয়ার ইচ্ছে। আপনি যা লিখেছিলেন আমি তা ওকে জানিয়ে দিয়ে বলেছি— ইচ্ছে করলে এ-মাসের শেষে তুমি শিলং ছেড়ে যেতে পারো, কিংবা আমি যদি কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগ দিতে যাই তুমি যেতে পারো আমার সঙ্গী হিসেবে। কিন্তু ও স্বেচ্ছায় এখানেই থাকতে চেয়েছে। ওর ইচ্ছে আপনি ওর আত্মীয়স্বজনের কাছে একশো টাকা পাঠিয়ে দিন যাতে তারা পুজোর কেনাকাটা করতে পারে।

আমার মনে হয়, পাহাড় থেকে নীচে নামার সময় কোনো অ্যাটেনড্যান্ট নেওয়ার প্রয়োজন হবে না আমার।

আপনি যদি এখানে আসেন তাহলে সেপটেম্বর থেকে একজন ভাল রাঁধুনিকে যাতে নিয়োগ করা যায় সে-ব্যাপারে রামনাথবাবুকে জানাব বলে ভাবছি।

অর্থনৈতিক কারণে এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার কথা বিবেচনা করে মনে হয় এখন আপনার শিলংয়ে আসাই ভাল। তবে আপনি যদি মনে করেন কার্শিয়াংয়ে গেলে ভাল হবে, আমি কাউনসিল অধিবেশনের শেষে ওখানেই যাব। সেক্ষেত্রে আমরা সবাই মিলে ২০ তারিখ নাগাদ রওনা হব এখান থেকে, আর ১ সেপ্টেম্বর নাগাদ কার্শিয়াংয়ের পথে যাত্রা করব কলকাতা থেকে। যাইহোক, যাতে আপনার সুবিধে হবে আমি তাতেই রাজি।

এ. জি. এ-ব্যাপারে অযথা দেরি করছে কেন বুঝে উঠতে পারছি না। বিষয়টা তো বেশ সহজ।

আমার মনে হয় লেজিসলেটিভ কাউনসিলের প্রতিটি অধিবেশনেই আপনার নিজের কেন্দ্রের 'সেবা' করার জন্যে আপনার কিছু-একটা করা উচিত। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আপনি কিছু করেছেন কি না আমার অবশ্য জানা নেই। কাজের মতো কাজ করা সত্যিই খুব কঠিন, তবে প্রশ্ন করে এবং প্রস্তাব তুলে চেষ্টা দেখানো দরকার। বিজয়কাকা তাঁর কেন্দ্রের সেবা করার কাজে অবহেলা দেখিয়েছিলেন, ফলে তিন বছর কাটার পরে তিনি তাঁর ভোটারদের কাছে জনপ্রিয়তা খুইয়েছিলেন।

রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে এবং জেল কমিটির রিপোর্ট নিন্দা করার জন্যে সারা বাংলায় আগামী ২২ আগস্ট সভা-সমাবেশের আয়োজন করার প্রস্তাব দিচ্ছি নলিনীবাবুকে।

আমরা বেশ ভাল আছি। আশা করি আপনারাও ভাল আছেন।

বিনীত
সুভাষ

পুনশ্চ ॥

নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরে বর্মা সরকার খুব সম্ভবত ফরোয়ার্ডের সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ অথবা অনুরূপ কোনো অভিযোগ এনে মামলা রুজু করতে পারে।

এস. সি. বি.

জরুরি

পুনশ্চ ॥

ফরোয়ার্ড পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবৃতিটি ছাপা যায় কি না বিবেচনা করে দেখবেন। "ফরোয়ার্ডের একজন সংবাদদাতা শিলংয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে জানতে চেয়েছিলেন, কাউনসিলের অধিবেশনে আমি যোগদান করব কি না! উত্তরে আমি জানিয়েছি আমি এখন সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে চলছি, কিন্তু জেল কমিটির রিপোর্ট এবং রাজবন্দী প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে অধিবেশনে যোগ দিতে আগ্রহী। আমি আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু, শুভার্থী এবং ভোটদাতাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি—তাঁরা সবাই আমাকে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি এই বিষয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তাঁরাই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবেন। আমি অবশ্য তাঁদের এ-কথা জানিয়েছি যে, তাঁরা যদি আমাকে অধিবেশনে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেন, অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কলকাতা ছাড়ব। চিকিৎসকদের মতে আমি এখনও সুস্থ নই এবং আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। কিন্তু তাঁরা যদি আমাকে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে ছুটি দেন, আমি আনন্দের সঙ্গে অধিবেশনে যোগ দিতে যাব।"

উপরোক্ত বিবৃতিটি ফরোয়ার্ডের শিলং সংবাদদাতার তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে—এভাবে জানানো যেতে পারে। মূল বক্তব্যটুকু আমি জানালাম, ডাঃ রায় অথবা অন্য কেউ সংবাদপত্রের বিবৃতিটির খসড়াটি প্রস্তুত করতে পারেন।

১৪৬ক ॥ বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

শিলং
১১-৮-২৭

পরম পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ৫ই তারিখের পত্র ৮ই তারিখে পেয়েছি। খামের উপর "1 P. M" ছাপ রয়েছে তবুও সেইদিনকার মেল-গাড়ী ধরতে পারে নাই। আপনি কাহাকেও দিয়ে খবর নেবেন—আসাম মেল ধরবার জন্য কয়টার মধ্যে এলগিন রোড পোষ্ট অফিসে চিঠি ছাড়তে হয়। G.P.O.-তে ২টার মধ্যে চিঠি ছাড়লে সেইদিনকার মেল ধরতে পারে।

এই মাসে খুব বৃষ্টি হয়েছে—মধ্যে মধ্যে আমাদের বেড়ান বাদ গেছে। তা সত্ত্বেও পূর্বে যেরূপ খারাপ বোধ হ'ত, ঘরে বন্ধ থাকলে—এখন সেরূপ মনে হয় না।

আপনি নিজের সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির করেননি দেখছি। মনে হচ্ছে যে আপনার কলিকাতা ছাড়বার তত ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমি বলি—বাড়ী তো আর পালিয়ে যাবে না! বাড়ী যখন একবার খাড়া হয়েছে তখন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। বাড়ী গোছ করবার অনেক সময় পাবেন—তার জন্য এত ব্যস্ত কেন?

মা-র হাতের আঙ্গুল এখনও কষ্ট দিচ্ছে। মা বলছিলেন যে পলি যতদিন থাকবে ততদিন তাঁকে বোধ হয় থাকতে হবে।

Benjers food খেয়ে আমার পৈটিক অবস্থা ভাল আছে। ওজনের কলটা ঠিক হয়েছে—তবে আগেকার মত একেবারে সঠিক record হয় না। এখানে আসার পরে ওজন কিছু বেড়েছে। পলির শরীর আজকাল একটু ভাল বোধ হচ্ছে এবং মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। বিশ্ব ভাল আছে।

আপনাদের সকলের শারীরিক কুশল জানাবেন। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

সেবক
সুভাষ

১৪৭ ॥ বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় শিলং
(১৯২৭)

* * *

ছেলেরা এখানে থাকলে বোধ হয় শরীরটা আর একটু সারতো। তবে গিয়ে ভালোই হয়েছে—পড়াশুনার ক্ষতি হবে না। আমার শুধু মনে হয় যে এই যে এত টাকা ব্যয় হচ্ছে এখানকার জন্যে এর আরও একটু সদ্ব্যবহার হ'লে ভাল হ'ত—অন্ততঃ তাতে আমি একটু সুখী হতুম। নিজের জন্য এত টাকা ব্যয় হবে এই চিন্তা আমাকে কাঁটার মত বিঁধে—হয়তো এটা আমার দুর্বলতা। কিন্তু স্বভাব তো সহজে বদলান যায় না।

সারাভাইরা (অম্বালাল সারাভাই) ১৭ তারিখে রওনা হয়েছেন ষ্টীমারে। বোধ হয় পঁচিশে নাগাদ পৌঁছাবেন। যদি তাঁদের একবার চা-এ নিমন্ত্রণ করতে পারেন তা' হলে ভাল হয়। তাঁরা বোধ হয় ২/১ দিনের বেশী থাকবেন না। আমি বিধানবাবুকে বলেছি যেন একবার সেবাসদনটা তাঁদের দেখান।

ছেলেদের সকলকে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়তে দিবেন। যোগীনবাবুর সংস্করণগুলি বোধ হয় সবচেয়ে ভাল। তিনি আধুনিক বাঙ্গলা ভাষায় কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের প্রাচীন ভাষা তর্জমা করেছেন এবং কবিতার আকারে লিখে গেছেন—সুতরাং ছেলেদের পক্ষে পড়া খুব সহজ। মহাভারত ও রামায়ণ আমাদের সভ্যতার মূলভিত্তি, একথা আমি যত বড় হচ্ছি তত বুঝতে আরম্ভ করেছি। দুঃখের বিষয় যে মহাভারত ও রামায়ণ আগাগোড়া ভাল করে কোনও দিন পড়লাম না।

অশোককে আমি বলেছি যে কতকগুলি বই যাহা আমার দরকার—যেন আলাদা করে রাখে। কোনও লোক মারফৎ পাঠানর যদি সুবিধা কখনও হয় যেন পাঠিয়ে দেয়। সেই বইগুলির মধ্যে বাঙ্গলা অভিধান (যা আমি রেঙ্গুন থেকে এনেছি) ও Shakespeare's Works যেন রেখে দেয়। ছোট Type-এর একটা বইতে Shakespeare-এর Complete Works আছে—আমি সেই বইটা চাই। বোধ হয় বইটা বড় বাড়ীতে আছে।

আপনার "Mother" কি পড়া শেষ হ'ল? কেমন লাগল?

আপনারা সকলে হঠাৎ চলে যাওয়াতে একটু মুস্কিলে পড়েছিলুম। খালি বাড়ীটা খাঁ খাঁ করতে লাগল—মনটা কেমন করে উঠল—দৈনন্দিন জীবনের খেইগুলো যেন কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল—একটু কষ্ট হয়েছিল বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। বহুকাল এরূপ ভাব আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি মনে করতুম যে আমি মায়া-মমতার বাহিরে। তাই একটু ঘা দিয়ে প্রকৃতি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এখনও একেবারে মমতাহীন হতে পারনি। এটা দুঃখের কথা কি সুখের কথা তার বিচার এখন করব না।

প্রথম আঘাতটার পর আমি চিন্তা করতে লাগলুম কেন আমার এরূপ মনের অবস্থা হ'ল। সে চিন্তা এখনও চলছে। আমার মত অবস্থা যাদের—তারা যদি একেবারে মমতাহীন হতে না পারে তবে তাদের ভাগ্যে কষ্টই বেশী জুটবে। তিন বৎসর পূর্বে কারার আহ্বান যখন আসে এবং আমি শয্যা ত্যাগ করে আলীপুর জেলের দিকে রওনা হই—তখন তো একবারের তরে মন কেমন করেনি—বেশ নির্বিকার ভাবে চলে গেলুম এবং আড়াই বৎসরও বেশ নির্বিকার

ভাবে কাটিয়ে দিলুম। এই সময়ে জীবনের প্রতি মমতা একরকম ত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু তার জন্যও তো কোন কষ্ট হয়নি। তবে এ অবস্থা আমার কেন হল ? এটা কি মনের দুর্বলতা, না বয়সের প্রভাব, না বহুকাল বাড়ী ছাড়া হওয়ার পরিণাম ?

এখন আবার মনটা বসতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য Company-র অভাব বোধ করি। কিন্তু তাতে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় না। নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, চারিদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, বন-জঙ্গলের মধ্যে আলোছায়ার লুকোচুরি—ঝরনার অবিরাম কলকল নাদ—এ সব নিয়ে বেশ আছি। তাতে শরীর ও মন বেশ স্নিগ্ধ হয়। আকাশ যখন একটু পরিষ্কার হয় তখন বাহিরে বেরিয়ে পড়ি এবং প্রকৃতির নীরব ভাষা আমার অন্তরে প্রবেশ করে—আর মনে পড়ে সেই কবির কথা—

And this our life, exempt from public haunt,
Finds tongues in trees, books in the running brook,
Sermons in stones, and good in every thing.

বহুলোকের মাঝে থাকলে এ অনুভূতিটা হয়তো পেতুম না। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে নিজের প্রাণকে মিশিয়ে দেওয়া, মনটাকে সংযত করে প্রকৃতির ভাষা বুঝবার চেষ্টা করা—এটা অবশ্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তথাপি সামান্য ভাবেও তাহা করতে পারলে প্রাণটা আনন্দে ভরে যায়।

যাক্ অনেক বাজে কথা বক্‌লুম—কিছু মনে করবেন না। ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি ও একত্র ঘর করে আমার মত মুখচোরা লোকও বাধ্য হয়ে বাচাল হয়েছে।

কাউন্সিলের সময়ে কি করব এখনও স্থির করি নাই। আপনাদের পূজার ছুটির Programme যখন স্থির হবে তখন আমাকে জানাবেন।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে ? রাত্রে ঘুম ভাল হয়—না আগেকার মতই অনিদ্রা ? যন্ত্রণা গেছে তো ?

আর অধিক কি লিখব। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ছেলেদের ভালবাসা দিবেন। ইতি—

সেবক
সুভাষ

চিঠিটা (খামটা নয়) সূতায় বেঁধে Seal করে দিচ্ছি।
Seal কি অবস্থায় পান জানাবেন।

সুভাষ

১৪৮ ॥ শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি

কেলসাল লজ
শিলং
১৯-৮-২৭

পূজনীয় দাদা,

আমি ২১ তারিখ ট্রেনে চেপে কলকাতার পথে রওনা হচ্ছি। সম্ভবত এখন আর কোনো তারবার্তা পাঠাচ্ছি না আপনাকে।

সভাপতি আমার একটি প্রশ্ন তুলতে সম্মতি জানাননি। ফরোযার্ডে প্রকাশের জন্য আমি প্রশ্নটি এবং সম্পাদকের চিঠি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি।

ফরোয়ার্ড আমার প্রশ্নাবলীর চার-পাঁচটি মাত্র ছেপেছে। আমার প্রশ্নসংখ্যা সব মিলিয়ে ছিল ১১ (এগারো), তাঁরা সবগুলি ছাপেননি কেন ?

কয়েকটি প্রশ্ন ছিল জনতার স্বার্থসংশ্লিষ্ট, সুতরাং সেগুলির প্রচার দরকার। সত্যবাবুকে বিষয়টি আপনি একবার মনে করিয়ে দেবেন।

এখন পাহাড় ছাড়া আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে কিনা—সে-বিষয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ চেয়ে আমি আজ আপনাকে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছি ; মূল উদ্দেশ্য ডাঃ রায়কে সন্তুষ্ট রাখা।

জেল কমিটি রিপোর্টের সমালোচনাটি এখনও শেষ করতে পারিনি। এই অবস্থায় সমালোচনাটি ছাপা ঠিক হবে না। অসার সমালোচনা ক্ষতিকারক, এর চাইতে সমালোচনা

একেবারে না করাও ভাল। আমি এবং হরিশ অবশ্য বরস্টাল স্কুল বিলের একটি সমালোচনা প্রস্তুত করেছি, এটি অবিলম্বে ছাপা যেতে পারে।

এম. এল. সি-দের স্বমতে এনে মন্ত্রীসভার পতন ঘটাবার জন্যে নিশ্চয়ই জোর প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে।

হরিশ মারফত ৩০০ টাকা, টি. এম. ও.-তে ১০০ টাকা পেয়েছি।

সাক্ষাতে বাকি কথা হবে। আমরা সবাই বেশ ভাল আছি। আশা করি আপনারাও কুশলে আছেন।

বিনীত
সুভাষ

পুনশ্চ ॥

বরস্টাল স্কুল বিলের সমালোচনাটি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। এইমাত্র আপনার তারবার্তা পেলাম, প্রসঙ্গ—চিকিৎসকের অনুমতি।

১৪৯ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

কেলসাল লজ
শিলং
১২-৯-২৭

পরম পূজনীয়া মা,
শ্রীচরণেষু—

আপনার ২রা তারিখের চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে পৌঁছবার পর আপনাকে পত্র দিয়েছি—আশা করি তাহা যথা সময়ে পেয়েছেন। এখানে আসার পর এক সপ্তাহ ক্রমাগত বৃষ্টি হয়েছে—ঠিক ভরা বাদর। যা হোক্, কাল থেকে রোদ পাওয়া যাচ্ছে। এখনও আকাশে মেঘ জমা রয়েছে—সুতরাং এমাসটাও বোধ হয় অল্পবিস্তর বৃষ্টি হবে। হজমের দোষ এখনও আছে—তা ছাড়া শরীর ভালই আছে।

সেপ্টেম্বর মাসটা এখানে আছি। অক্টোবর মাসটাও থাকতে পারি যদি বাড়ীটা এক মাসের জন্য পাওয়া যায়। যদি না পাওয়া যায়, তবে অক্টোবরের গোড়ায় কলিকাতায় ফিরব। তার পর হয় পুরুলিয়া না হয় সিজুয়া যাবার ইচ্ছা আছে। আপনি কবে পুরুলিয়া যাবেন এবং কতদিন থাকবেন—আমাকে জানাবেন। পুরুলিয়াতে আপনার সঙ্গে আর কে থাকবেন? সুধীরবাবুরা কোথায় যাওয়া স্থির করলেন?

আপনার শরীর কেমন আছে? Heart-এর কষ্ট কি আজকাল হয়? আপনার শরীর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত লিখবেন কি? ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

১৫০ ॥ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লেখা চিঠি

কেলসাল লজ
শিলং
২৬-৯-২৭

প্রিয় সত্যেনবাবু,

আপনার সব চিঠি পেয়েছি—প্রথমটি পেয়েছি লালমোহনবাবু মারফত এবং পরের দুটি সিমলা থেকে ডাকে। ২২ তারিখে লেখা সিমলার চিঠিটি সবে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।

আমি ইচ্ছে করেই ডাকে আপনাকে চিঠি দিচ্ছি না—কারণ আমাদের সব চিঠিই মাঝপথে কাটাকুটি হয়ে যায়। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও গল্পের আশায় অপেক্ষা করছি অধীর আগ্রহে।

মৈমনসিং যাওয়ার জন্য আপনার সর্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত, কারণ শোনা যাচ্ছে আপনার মধ্যস্থতাতেই ডাঃ বিপিন সেন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। কিন্তু ডাঃ সেন

যদি আপনার সাহায্যপ্রার্থী না হন—তাহলে আপনার আর ওখানে কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই। ডাঃ সেনের বক্তব্য শোনার পরে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এখানে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সুতরাং আমি অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানেই থাকব। তারপরে কলকাতায় যাব। গৌহাটি থেকে স্টিমারে যেতে পারি আমি, কারণ জলপথের যাত্রাটি মনোরম ; ট্রেনেও অবশ্য যেতে পারি। মেজদাদা এখানে আসার পরে সবকিছু ঠিকঠাক হবে (ওঁর আজ সন্ধ্যায় এখানে আসার কথা)। ঠিকঠাক হলেই পরিষ্কারভাবে আপনাকে জানিয়ে দেব। তারপর আপনি ঠিক করবেন শিলংয়ে আসবেন না কলকাতায় দেখা করবেন। আজ সন্ধ্যায় ডাঃ রায়েরও এখানে আসার সম্ভাবনা আছে। আমি যদি দেখি জরুরি কোনো পরামর্শের জন্য আপনার এখানে আসা খুব দরকার, কলকাতায় দেখা করার বদলে এখানেই আসার কথা জানাব। যদি কিছু না জানাই, কী করণীয় আপনিই স্থির করবেন। এ-কথা বলার প্রয়োজন যে, এখানে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে আমরা সদাসর্বদাই আগ্রহী। সময়মতো খবর পাঠিয়ে দিলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেব।

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে আমি সর্বশ্রী শাসমল, সাতকড়িপতি রায়, অবিনাশ রায়, শৈলেশ বিশী, প্রতাপ গুহরায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্তা ঊর্মিলা দেবীর সঙ্গে দেখা করেছি। শ্রীযুক্তা ঊর্মিলা দেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে দুবার। বৈষম্য দূর করে বিভিন্ন দলকে একতাবদ্ধ করার কাজে আমি সবরকম উদ্যোগ নেব।

এরপর থেকে আমরা যদি ডাক বিভাগের মাধ্যমে যোগাযোগ করি আমরা অবশ্যই সিল-করা রেজিস্টার্ড খামে—অন্ততপক্ষে সিল-করা খামে—চিঠিপত্র লিখব ; একটি আমাদের অভ্যাসের মধ্যে আনা উচিত। কারণটি নিশ্চয়ই আপনার কাছে পরিষ্কার।

পণ্ডিত মতিলাল ইংল্যাণ্ড ছেড়ে ঠিক কবে দেশের পথে রওনা হবেন—আপনার জানা আছে কি ?

কংগ্রেসদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা উচিত—ডঃ আনসারির এই প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধী কি সমর্থন করতে যাচ্ছেন ? এই বিষয়ে আপনার কি কিছু জানা আছে ?

আপনার মুক্তির ঠিক আগে মান্দালয়ে যে চিঠিটি আপনাকে লিখেছিলাম, আপনি কি সেটি পেয়েছেন ? যত দূর মনে পড়ে, আপনার মুক্তির পরে সেটিই ছিল আপনাকে লেখা আমার দ্বিতীয় চিঠি। আপনি যদি সেটি না পেয়ে থাকেন আমি এই বিষয়ে মিঃ লোম্যানকে লিখব বলে ঠিক করেছি।

আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আশা করি আপনি ভাল আছেন। আমার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

ভালবাসা নেবেন।

শুভার্থী
সুভাষ

১৫১ ॥ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে লেখা চিঠি

কেলসাল লজ
শিলং
১-১০-২৭

প্রিয় সত্যেনবাবু,

কিছুদিন আগে আপনার কলকাতার ঠিকানায়—১২২ বউবাজার স্ট্রিটে, সাধারণ ডাকে সিল্‌ড ডবল কভারে একটি চিঠি দিয়েছি। আপনার সব চিঠি আমি যথাসময়ে পেয়েছি।

এখানকার আবহাওয়া এখন ভাল নয়, অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। জায়গাটা আমার কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, এবং এ-মাসের (অক্টোবর) মাঝামাঝি সময়ে আমরা নীচে নেমে যাচ্ছি। আবহাওয়া খারাপ থাকবে আশঙ্কা করে আমি আর নদীপথে ফেরার ঝুঁকি নিচ্ছি না। কলকাতায় ফিরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

ইতিমধ্যে আপনি দুটি কাজ করতে পারলে ভাল হয়। প্রথমত, আপনি পণ্ডিচেরি গিয়ে অনিলবাবুর সঙ্গে দেখা করুন ! অনিবাশবাবুর সঙ্গে কলকাতায় আমার এই প্রসঙ্গে কথা হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, আপনারা দুজনেই পণ্ডিচেরি যেতে পারেন। অনিলবাবুর বিষয়ে

অবিনাশবাবু খুব আগ্রহী—আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক। ফল কী হবে জানি না, তবে অনিলবাবুকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ নেওয়া উচিত—এই কাজে আপনি এবং অবিনাশবাবুই যোগ্য ব্যক্তি। আমার মনে হয়, যাতায়াতের খরচপত্র অবিনাশবাবু আনন্দের সঙ্গেই বহন করবেন। সুতরাং আপনি একটু সময় পেলেই পণ্ডিচেরি যাত্রা করুন। মনে হয়, এ-মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই আপনি ফিরে আসতে পারবেন ; আমরা তখন একসঙ্গে বসে ভবিষ্যতের কর্মসূচি তৈরি করতে পারব। সৌভাগ্যক্রমে আমরা যদি আমাদের মধ্যে অনিলবাবুকে ফিরে পাই, আমাদের মস্ত লাভ হবে।

গত ছ-সাত মাসের মধ্যে আমি অনিলবাবুর কাছ থেকে তিন-চারটি চিঠি পেয়েছি, কিন্তু একটি চিঠিরও উত্তর দিইনি ; কারণ আমার আশঙ্কা—উত্তর দিলে চিঠিগুলি মাঝপথে সেন্সরের খপ্পরে পড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হত। আপনি যদি পণ্ডিচেরি যান, আমি অনিলবাবুকে রেজিস্টার্ড পোস্টে সিল্‌ড ডবল কভারে চিঠি লিখে সব জানাব, ফিরে আসার জন্যে স্বাগতও জানাব তাঁকে। আপনি জানেন অনিলবাবুর প্রতি আমার কী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে, বাংলা থেকে তাঁর চলে যাওয়ায় আমি মর্মাহত হয়েছি নিদারুণভাবে ; সেই শোক আমি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। অনিলবাবুর কাছে আমার প্রত্যাশা খুব বেশি ছিল বলে তীব্র হতাশায় আমি আজও আক্রান্ত। অনিলবাবুর সঙ্গে দেখা হলে এ-সব কথা আপনি নিশ্চয়ই তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন।

আর একটি বিষয়ের প্রতিও আপনার এখন নজর দেওয়া উচিত। কয়েকজন জমিদার এম. এল. সি., অধিকাংশই হিন্দু, একত্রিত হয়ে ইউনিয়ন পার্টি নামে একটি পার্টি গঠন করেছেন। এই পার্টির উজ্জ্বল আলোরা হলেন নাটোরের মহারাজা, সর্বশ্রী সত্যেন ঘোষ মৌলিক, শচীন সান্যাল (পুথিয়ার), শ্রীশ নন্দী, আলতাফ আলি প্রমুখ। আমরা যদি তাঁদের স্বমতে আনতে পারি তাহলে পরবর্তী মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো সম্ভব হবে। আগের বার আমরা প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি—একটি দুটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে তাঁদের প্রত্যেকেই মন্ত্রীদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। কাউনসিল অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই ওই পার্টিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাঁরা একটি ম্যানিফেস্টোয় জানিয়েছেন যে, মন্ত্রীরা যদি তাঁদের পার্টি থেকে নির্বাচিত না হন তাঁরা মন্ত্রীসভার গঠনে আপত্তি তুলবেন। এ-বিষয়ে কোনো সংশয় নেই যে, স্যার প্রভাস তাঁদের পার্টির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক—কিন্তু তিনি তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই সরকারি পদ গ্রহণ করেছেন ; গভর্নরও তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এটি এখন ইউনিয়ন পার্টির সদস্যদের কাছে অসন্তোষজনক, স্যার প্রভাস তাঁদের প্রভাবিত করার আগে আমরা যদি তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারি—তাঁরা আমাদের সঙ্গে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন। এই ব্যাপারে স্যার প্রভাসের চাইতে বেশি তৎপরতা দেখাতে হবে আমাদের। আমরা বোঝাবার আগে স্যার প্রভাস যদি তাঁদের বুঝিয়ে ফেলেন—ইউনিয়ন পার্টিকে আমাদের দলে টানা অসম্ভব হয়ে পড়বে। শ্রীযুক্ত সত্যেন ঘোষ মৌলিককে বুঝিয়ে কাজ শুরু করতে হবে আপনাকে। গতবার আমি ব্যক্তিগতভাবে সত্যেনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, কিন্তু স্বমতে আনতে ব্যর্থ হয়েছি। মনে হয় এবার আপনি সফল হবেন। আমি নাটোরের মহারাজার সঙ্গেও দুবার দেখা করেছি, কথা বলেছি কয়েক ঘণ্টা, তবে তাঁর জেদ দূর করতে পারিনি। এইসব তরুণ জমিদাররা—কিংবা অন্ততপক্ষে তাঁদের বেশ কয়েকজন—আমাদের জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা সর্বশ্রী চক্রবর্তী এবং গজনভির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবার যদি আগেই আমরা তাঁদের কাছে উপস্থিত হই, তাঁরা ওই অজুহাত দেখাতে পারবেন না, অবশ্য তাঁরা নতুন অজুহাতও মাথা খাটিয়ে বার করতে পারেন।

পণ্ডিচেরি যাওয়া যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়, অনুগ্রহ করে রওনা হওয়ার তারিখটা আমাকে জানাবেন। ডাক মাধ্যমে পাঠানো আপনার বক্তব্য সম্পর্কে দয়া করে সতর্ক থাকবেন। আমাদের এ-কথা ধরে নেওয়া উচিত যে, চিঠিগুলি মাঝপথে ক্ষতবিক্ষত হবে, কোনো চিঠি সংগ্রহে রাখাও উচিত নয়। আমরা মোটামুটি আছি। আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

প্রীতিকামী

সুভাষ

১৫২ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

কেলসাল লজ
শিলং
১-১০-২৭

পরম পূজনীয়া মা,
শ্রীচরণেষু—

আপনার ২৪শে সেপ্টেম্বরের পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে এসে সব শুদ্ধ তিনখানি পত্র দিয়েছি—শেষ দুই পত্র ২নং বেলতলা রোডের ঠিকানায় পাঠিয়েছি। আশা করি সব চিঠিগুলি যথা সময়ে পেয়েছেন।

আমার শরীর মোটের উপর ভালই আছে—যদিও এখানে খুব বৃষ্টি এখনও হচ্ছে। ছেলেদের মধ্যে ২/১ জনের অসুখ হয়েছে—তবে বেশী কিছু নয়। মেজদা এখানে ফিরে এসেছেন। ডাঃ রায়ও এসেছেন—গোস্বামীর আসবার কথা ছিল কিন্তু তিনি আসেন নাই। গোস্বামীকে আপনি বেনারসের বাড়ীর জন্য লিখেছেন—একথা ডাঃ রায়ের কাছে শুনলাম। হালদার সাহেব সপরিবারে ২/৩ দিন হল এখানে এসেছেন।

অক্‌টোবরের মাঝামাঝি আমরা নেমে যাব—তারপর কোথায় থাকবো স্থির করি নাই। বোধ হয় বাকী মাসটা কলিকাতায় থাকব। আপনার কাছে যাবার ইচ্ছা আছে—সে কথা বলা বাহুল্য। তবে ভিড়ের জন্যই চিন্তা। এত ভিড়ের মধ্যে আমার ভাল লাগবে কি না জানি না। এখানেও ভিড়ের জন্য আমি আপনাকে এখানে আসতে অনুরোধ করি নাই—যদিও প্রথমটা আমি সেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। যাহা হউক কলিকাতায় গিয়ে স্থির করা যাবে।

বেহারের খদ্দরের সম্বন্ধে যা লিখেছেন—তা সত্য। কিন্তু শুধু সমালোচনা করলেই কি হবে? কাজে না নামলে চলবে না।

আমার নিজের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে একটু ভেবে রাখবেন। দেখা হলেই প্রথম প্রশ্ন এই বিষয়ে করব। আপনার মতের যে আমার কাছে কত মূল্য তাহা বোধ হয় আপনি জানেন। আপনার মত না নিয়ে আমি এখন কোনও কাজে হাত দিতে চাই না।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

১৫৩ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

কেলসাল লজ
শিলং
১৫-১০-২৭

পরম পূজনীয়া মা,
শ্রীচরণেষু—

আপনার ৬ই তারিখের চিঠি ৯ই তারিখে পেয়েছি। আমি ২নং বেলতলা রোডের ঠিকানায় ইতিপূর্বে যে ২/৩ খানা চিঠি দিয়েছি, আশা করি তাহা পেয়েছেন।

আমার বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।

আপনি লিখেছেন—"কোনও বিষয়ে আমার সাহায্য তোমরা আশা করো না।" একথাগুলি প'ড়ে বড় ব্যথিত হয়েছি ; ব্যথিত হয়েছি নিজের জন্য নয়, দেশের কথা ভেবে। আজ বাংলার বড় দুর্দিন। Wholetime কর্মীর বড় অভাব। মিঃ সেনগুপ্ত কংগ্রেসের কাজ একরকম ছেড়ে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। কিরণবাবু আমাকে নোটিশ দিয়েছেন যে অক্টোবর মাস থেকে তিনি আমার উপর বোঝা চাপিয়ে অবসর গ্রহণ করবেন। তুলসীবাবুর দেশের কাজে আর বিশেষ উৎসাহ বা আগ্রহ আমি দেখি না। Big Five-দের আপনি জানেন ; তুলসীবাবু বাদে তাঁহারা professional লোক, সুতরাং কংগ্রেসের কাজে তাঁহারা বেশী সময় দিতে পারেন না। আপাততঃ এক বিধানবাবুই B.P.C.C.-র কাজে interest রাখেন ; কিন্তু তাঁহারও সময় অল্প। কংগ্রেসের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য। দেশবন্ধুর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একজনকেও দেশের কাজে পাওয়া যায় না। আমাদের একমাত্র ভরসা আপনি—কিন্তু আপনিও সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চান। এই সব দেখেশুনে কয়েকদিন যাবৎ আমি

ভাবাছ—আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন যে নিজের আত্মিক অকল্যাণ সাধন করে আমাকে এই ভূতের বোঝা বইতে হবে। রাজনীতি আমার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয়; আমি কেবল ঘটনাচক্রে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে এসে পড়েছি। এখন এই অবসরে আমিও আমার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে পারি। সংসারে আমার আসক্তি নাই, তাই আমি সংসার-ধর্ম্মে প্রবেশ করলাম না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি কেন শান্তির পথ ছেড়ে নূতন সংসার-জাল রচনা করে তার মধ্যে প্রবেশ করব, তার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

দেশ আপনাকে চায়—রাজবন্দীরা আপনাকে চায়। সকলে আমাকে বার ২ অনুরোধ করেছে যেন আমি আপনাকে তাহাদের কথা নিবেদন করি। আমিও অহঙ্কারপরবশ হ'য়ে মনে করেছি যে আমি তাহাদের বার্ত্তাবহ হ'য়ে গেলে আপনি সে কথা ঠেলতে পারবেন না। ভগবান আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন। বড় আশা নিয়ে আমি জেল থেকে বাহির হয়েছিলাম, এখন দেখছি সে আশা অমূলক। যাঁহাদের উপর খুব বেশী ভরসা ছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেশের কাজ করা দূরে থাকুক, দেশের সমস্যা বিষয়ে চিন্তা করতে চান না। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবলে চোখ ফেটে জল আসে। কংগ্রেসের যে কঙ্কাল আজ আমাদের সামনে পড়ে আছে—এই কঙ্কালের জন্যই কি দেশবন্ধু তাঁহার অমূল্য জীবন দিয়ে গেলেন? দেশবন্ধুর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্ম্মী অনুচর—যাঁহারা তাঁহাকে ভাল রকম চিনবার ও বুঝবার অবসর পেয়েছিলেন—তাঁহাদেরই আজ দেশের কাজে সব চেয়ে বেশী অনাস্থা। ইহারই বা কারণ কি?

দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর যাঁহারা কর্ত্তব্য অবহেলা করেছেন তাঁহাদের মধ্যে আপনি সর্ব্বপ্রধান—কারণ তাঁহার দেহ চলে গেলেও আপনার মধ্যে তাঁহার আত্মা—তাঁহার অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছে। সেই আত্মার প্রতীকস্বরূপ হ'য়েও, এবং আপনার এত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, আপনি কিছু করতে চান না। বড় দুঃখে একথা আমি বলছি—আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। আমি শেষ বারের মত হৃদয়ের বেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করছি। আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

আমি মনে করেছিলাম এই মাসের শেষে অথবা নভেম্বরের গোড়ায় আপনার কাছে একবার যাব। এখন দেখছি যে গিয়ে কোনও লাভ নেই। নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। যাহা নিজের ক্ষমতার বাইরে তার জন্য চেষ্টা করে লাভ নাই। বাঙ্গলা দেশের বড় দুর্ভাগ্য—তাহা না হ'লে এত অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের এই দুরবস্থা ঘটত না।

আর একটি কথা বলে আমি ক্ষান্ত হ'ব। জীবনে কাহারও কখনও খোসামুদি করি নাই—অপরের মন যুগিয়ে কথা বলার রীতি আমার জানা নাই। আমাদের Leader-এর জীবদ্দশায় যখন সকলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাঁহার মনের মত কথা বলেছেন, আমি তখন অপ্রিয় সত্য বলে তাঁহার সহিত ঝগড়া করেছি। আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কোনও কথা বলি নাই। বা বলব না। দেশবাসী আপনাকে চায়—আপনার উপর তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। সকল দল আপনাকে মানবে, আপনাকে খাতির করবে, আপনার কথা রাখবে। এ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করি ব'লে আপনাকে জানিয়েছি। আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য অথবা আপনার খোসামুদি করবার জন্য এ কথা বলি নাই বা বলব না। দেশবাসীর হৃদয়ে আপনার স্থান কোথায়—দেশের মধ্যে আপনার position কি, তাহা জানি বলেই আপনাকে জানিয়েছি।

দেশের মধ্যে কোনও দল আপনাকে exploit করবে আমি তাহা চাই না। আমার যদি আশঙ্কা থাকত যে কোনও দল আপনাকে exploit ক'রে স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপন করতে চায়, আমি তাহা হইলে আপনাকে সে কথা জানাতাম। আপনাকে শুধু কোনও দল বিশেষ চায় না—সমগ্র দেশ আপনাকে চায়। আপনি দেশের কাজে বড় asset—সুতরাং আপনাকে আমরা সর্ব্বদা দলাদলির বাহিরে রাখতে চাই। দেশ আপনাকে চায়—exploit করবার জন্য নয়, follow করবার জন্য।

আপনার একটা individuality আছে—দেশবন্ধুর জীবদ্দশায়ও আপনার individuality ছিল—সেইজন্য আপনার শক্তির উপর জনসাধারণের এত বিশ্বাস! দেশের মধ্যে যেটা better mind—সেটা একেবারে unreasonable নয়। Better minds-রা আপনার কাছ থেকে অন্যায় কিছু দাবী করে না। তাহারা চায় না যে আপনাকে পথে, ঘাটে,

মাঠে ঘোরাঘুরি করে, বক্তৃতা করে বেড়াতে হবে। তাহারা চায় দেশের কাজে আপনার আস্থা ও উৎসাহ—তাহারা চায় আপনার উপদেশ ও পরামর্শ—তাহারা চায় জগতে ঘোষণা করতে যে দেশবন্ধুর আরব্ধ কাজসমূহ আপনি ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেছেন—তাহারা শুধু চায় দেখতে যে দেশবন্ধুর অতৃপ্ত আশাআকাঙ্ক্ষা আপনার জীবনে সফল ও সার্থক হয়ে উঠছে।

যাহারা দেশবন্ধুকে সুখে দুঃখে অনুসরণ করেছে—আজও তাহারা সেই **devotion**-এর সহিত আপনাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার কথায় বাঙ্গলা দেশ ওঠে বসে কিনা তা আপনি ইচ্ছা করলেই পরীক্ষা করতে পারেন।

যাক্ অনেক কথা লিখে ফেললাম—অন্যায় বলে থাকলে ক্ষমা করবেন। আমি ভাড়াটিয়া সৈনিক নহি। সহজে কোথাও আত্মসমর্পণ করি না—কিন্তু যেখানে করি, সেখান থেকে সহজে ফিরি না। আমার **loyalty and devotion**-এর উপর আপনার পূর্ণ দাবী সর্বদাই থাকবে—আপনি তাহা **use** করুন বা না করুন। আপাততঃ আমাকে নিজের পথ নিজেই স্থির করতে হবে। সে পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা এখনও স্থির করতে পারি নাই।

এখানে বোধ হয় বেশীদিন থাকব না—সুতরাং পত্র দিলে কলকাতার ঠিকানায় দেওয়া ভাল। **November**-এর **programme** স্থির করি নাই—কলকাতার বাহিরে (কার্শিয়াং-এ অথবা পশ্চিমে) কাটাতে পারি। আপনাদের কুশল সংবাদ পেলে সুখী হ'ব। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

পুনঃ—খবর কাগজে দেখলাম যে **Madame Zaghlul** তাঁহার পরলোকগত স্বামী জগলুল পাশার কর্মভার নিজে গ্রহণ করেছেন। **Madame Sun-yat-Sen** বহুকাল যাবৎ তাঁহার মৃত স্বামীর কাজ করে আসছেন। সমগ্র **Egyptian** জাতি **Madame Zaghlul**-কে "মা" বলে গ্রহণ করেছে—তাহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষই হতভাগ্য!

১৫৪ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

38/1/Elgin Road
Calcutta
২০-১০-২৭
বৃহস্পতিবার

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

পরশুদিন শিলং থেকে রওনা হবার সময়ে আপনার চিঠি পেলাম। কাল এখানে এসে পৌঁছেছি। মেজদাদা, বৌদিদি প্রভৃতি এখনও আসেন নাই—আগামী রবিবার অথবা সোমবার এখানে আসবেন। নেড়ুর জ্বর হওয়াতে তাঁরা আটকে পড়েছেন। অমি ও মীরা সঙ্গে এসেছে। মা, বাবা এখানে আছেন—বোধ হয় ১লা নভেম্বর নাগাদ কটক যাবেন।

বিধানবাবু আগামী রবিবার বা সোমবার এখানে আসবেন। আপনি ওখানে আর কতদিন থাকবেন? এখানকার ও শিলং-এর খবর একরকম ভাল। যেদিন শিলং থেকে রওনা হই তার পূর্বেই নেড়ুর জ্বর ছেড়ে গিছল। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

১৫৫ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

38/1, Elgin Road
Calcutta
২৪-১০-২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আজ সকালে নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে সকলে ভাল আছেন।

মেজদাদা, মেজবৌদিদি ও বাকী ছেলেমেয়েরা আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নেড়ার আর জ্বর হয় নাই। সে ভাল আছে কিন্তু বড় দুর্বল। ডাঃ রায়ও আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কাল আসিবেন—একথা শুনিতেছি।

বৈকালে সত্যেনবাবু, কিরণবাবু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইবে। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

১৫৬ ॥ শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি

৩৮/২, এলগিন রোড
২৮-২-২৮

পূজনীয় মেজদাদা, ফরোয়ার্ডের জন্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সার্ভিস আমরা নেব কি না—এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নটি ক্রমশই খুব জরুরি হয়ে উঠছে বলে মনে হয়। এ-ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই যে, কমিশন-সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার পক্ষের হয়ে জোর প্রচার চালাবার জন্য দিল্লি এবং লণ্ডন থেকে তারা নির্দেশ পেয়েছে। অপরপক্ষে ফ্রি প্রেস আমাদের কাজ দিচ্ছে খুব ভালভাবে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস হরতালের পর থেকে খবর গোপন করছে, শুধু তাই নয়—কলকাতা এবং বাংলা সম্পর্কে মিথ্যে প্রতিবেদনও সরবরাহ করছে। সত্যবাবু এ-সম্পর্কে আয়ারকে সতর্ক করেছেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি অসহায়, কারণ তাঁকে নির্দেশ মেনে কাজ করতে হচ্ছে।

জাতীয়তার প্রশ্ন বিবেচনা করলে ফ্রি প্রেসের সার্ভিস ছাড়া আমাদের চলা উচিত নয়। সুতরাং অন্ততপক্ষে দু বছরের জন্যে এটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমাদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করা দরকার। আমাদের কাছে এখন দুটি পথ খোলা আছে—(১) কংগ্রেস ফান্ড থেকে ফ্রি প্রেসকে অর্থ সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে ফ্রি প্রেস আর্থিক দিক থেকে সামলে উঠবে সত্যি, কিন্তু এর সম্মান বাড়বে না এবং এটি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকেও অকেজো করে দিতে পারবে না।

(২) ফরোয়ার্ডের জন্য এ. পি. আই.-এর বদলে ফ্রি প্রেস সার্ভিস নেওয়া যেতে পারে। এর ফলে এফ. পি-র আর্থিক অবস্থা ভাল হবে, এর সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং এ. পি. আই-কে আঘাত হানা সম্ভব হবে। আমরা যদি এ. পি. আই-কে বর্জন করি, অমৃতবাজারও বর্জন করবে নিশ্চয়ই, অন্যরাও তখন সম্ভবত এই পথ গ্রহণ করবে।

এই বিষয়ে সত্যবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি মনে করেন, ফ্রি প্রেসের সার্ভিস এবং নিজস্ব সংবাদদাতাদের খবর পেলে আমরা এ. পি. আই. ছাড়াই কাজ চালাতে পারব স্বচ্ছন্দে। বম্বে ন্যাশনাল হেরাল্ড এ. পি. আই. সার্ভিস বন্ধ করে দিয়েছে। আমরাও যদি তাই করি—আমরা এফ. পি-র কাছ থেকে ব্যাপক আকারের সার্ভিস পাব। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহায্যের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পেলে এফ. পি. ব্যয়বহুল এবং ব্যাপক সার্ভিসের উদ্যোগ নিতে উৎসাহ বোধ করবে না।

আমার পরামর্শ যদি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়—আপনি এই বিষয়ে সত্যবাবুর সঙ্গে কথা বলে বোর্ডের একটি সভা ডাকতে পারেন।

আর একটি বিষয়—ফরোয়ার্ড এবং বাংলার কথায় বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে বোর্ডের এই বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

আপনার দেখার জন্যে বাইরের কিছু পত্রপত্রিকা পাঠাচ্ছি। এ. পি. আই এবং এফ. পি-র সার্ভিস আপনি তুলনামূলকভাবে বিচার করতে পারবেন—প্রসঙ্গ—কমিশন এবং বয়কট প্রপাগান্ডা।

বিনীত
সুভাষ

পুনশ্চ ॥
নির্মলবাবু এখন এখানে—মনে হয় মার্চের ৩ তারিখে তিনি দিল্লির পথে রওনা হবেন।

১৫৭ ॥ মতিলাল নেহেরুকে লেখা চিঠি

১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা
১৮ জুলাই, ১৯২৮

প্রিয় পণ্ডিতজী,

আমি কাল সকালে কংগ্রেস সভাপতিত্বের বিষয়ে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম আপনাকে, গত রাত্রে উত্তর পেয়েছি।

আপনি যদি কোনো কারণে কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ করতে রাজি না হন, সমগ্র বাংলার মানুষরা কী পরিমাণে হতাশ হবে আপনাকে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। এই প্রদেশে আপনার নাম সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার অন্যতম কারণ স্বরাজ পার্টির নীতি এবং কাজের সঙ্গে আপনার নিকট সম্পর্ক। অন্যান্য প্রদেশের কথা আমি এখন তুলছি না, কিন্তু আমি এ-ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত যে, চূড়ান্ত নমিনেশন পত্র দাখিল হওয়ার পরে সমগ্র ভারত সর্বসম্মতভাবে আপনাকে সমর্থন করবে।

দেশের অবস্থা আজ যেরকম এবং ১৯২৯ সাল জাতির ইতিহাসে যে পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে—সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে ছাড়া আর কারও কথা ভাবা যায় না। বিকল্প কিছু নামের কথা আমাদের কানে এসেছে—পরিস্থিতি অন্যরকম হলে তাঁদের কথা বিবেচনার যোগ্য হত ; কিন্তু বিভিন্ন দলের মধ্যে যখন সমঝোতা আনা এবং সর্বসম্মত সংবিধান রচনার জোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তখন বিকল্প কোনো নামকে গ্রহণ করা যায় না। আপনি যদি কোনো কারণে সভাপতির পদ গ্রহণ করতে রাজি না হন—এই প্রদেশের প্রতিক্রিয়া এত বিরূপ হবে যে, কংগ্রেস অধিবেশনের সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে—বিষয়টি আমি কিন্তু একটুও অতিরঞ্জিত করছি না। ভয়ংকর এক সংকটের মধ্যে দিন কাটছে আমাদের, এই পরিস্থিতিতে জাতির ডাকে আপনি সাড়া দেবেন—এটা কি আমরা আশা করতে পারি না ?

আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

বিনীত
সুভাষচন্দ্র বসু

পুনশ্চ ॥

ভোটের ব্যাপারে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের শক্তি জানতে চেয়ে আপনি যে তারবার্তা পাঠিয়েছেন, সেটি পেয়েছি। তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি কিন্তু কতদূর সফল হব সে-বিষয়ে সংশয় আছে। বিভিন্ন জেলার ভোটারদের তালিকা পাওয়ার পরে সংশোধন হিসেব বার করতে প্রচুর সময় লাগবে।

১৫৮ ॥ অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি

প্রিয় অমৃত,

তোমার সঙ্গে আমার বহুদিন দেখা হয়নি। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চৌধুরীর লেখা একটি চিঠি এই সঙ্গে পাঠালাম। ভদ্রলোক আগে অনাথ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, অর্ডিনান্সের বলে তাঁকে গ্রেফ্তার করা হয়েছিল। ওঁকে ফিরিয়ে নেওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব ? যদি সম্ভব হয় আমরা ওঁকে কত বেতন দিতে পারি ? এই বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। সামনের বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় ১নং উডবার্ন পার্কে চলে এসো, গিরিজাবাবুর চিঠিটিও সঙ্গে এনো।

প্রীতিকামী
সুভাষ

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়
৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
লোকাল

১৫৯ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

C/o. S. K. Basu, Esq.
E. Road
Jamshedpur
3-10-28

শ্রীচরণেষু—

মা, এখানে কাল এসে পৌঁছেছি।—একরকম ভাল আছি। আজ রাত্রে নাগপুর রওনা হচ্ছি—৯ই তারিখে ফিরব। কলিকাতায় বোধ হয় ১২ তারিখ নাগাদ পৌঁছিব। আপনারা কেমন আছেন? পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?

আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

সেবক
সুভাষ

১৬০ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

C/o. S.K. Basu, Esq.
E. Road
Jamshedpur
১৫-১০-২৮
সোমবার

শ্রীচরণেষু—

মা, শুনলুম যে কাগজে বেরিয়েছে যে আমি ১৬ তারিখে পুরুলিয়া যাচ্ছি। খবর কোথা থেকে বেরিয়েছে আমি জানি না—কারণ যাওয়ার স্থিরতা এখনও নাই। এ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা যাবার ইচ্ছা আছে এবং যাওয়ার পথে পুরুলিয়া যাবার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়, কারণ কলিকাতা থেকে যে চিঠি পেয়েছি—তাতে শীঘ্রই ওখানে যাওয়া দরকার। এখন ভয় হচ্ছে যে পুরুলিয়ায় গেলে সেখানে আটকে যাব এবং বেশী দেরী হয়ে যাবে। তাই এখন ভাবছি যে সোজা কলিকাতায় চলে যাব কি না। যা হোক্ পুরুলিয়ায় যাওয়া যদি স্থির করি তবে টেলিগ্রাম করে জানাব।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমি একপ্রকার ভাল আছি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইতি—

সেবক
শ্রীসুভাষ

১৬১ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

1, Woodburn Park
7-11-28

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, আজ দিল্লী থেকে ফিরেছি। ভালই আছি। রাত্রে রওনা হচ্ছি—জামসেদপুরে। সেখানে এক সপ্তাহ থাকব। ওখানকার খবর কি? সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে—শরীর বেশ ভাল হয়েছে। আমার ঠিকানা **27E. Road, Jamshedpur**। ওখানে কতদিন থাকবেন?

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইতি—

আপনাদের সেবক
সুভাষ

১৬২ ॥ অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি

১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা
১৯-৩-২৯

প্রিয় অমৃত,

সেবাশ্রমে ভর্তির জন্য একজন অনাথের পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত এসেছে। বিস্তারিত সংবাদ জানাবার জন্য আমি সুশীলবাবুকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। সম্ভব হলে অনাথটিকে ভর্তি করে নিও।

প্রীতিকামী
সুভাষ

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়
৮৩, ল্যান্সডাউন রোড

১৬৩ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

C/o.Dr. Bidhan C. Roy
Shillong
১৬-৬-২৯

মাগো, আজ আমি এখানে। এখানে আসার পর শারীরিক বিশ্রাম পেয়েছি কতকটা। কিন্তু চিন্তার অবসর পাই নাই। চিন্তার অবসর পাওয়া খুব দরকার। ঝড়ের মত চলেছি—কোথায় চলেছি, শুভের দিকে না অশুভের পশ্চাতে—তা বোঝা দরকার। তা ছাড়া আত্মপরীক্ষাও করা দরকার এবং বেশী অবসর না পেলে আত্মপরীক্ষা করা যায় না।

মা, তুমি আজ আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করিও। জানি আমি, তোমার আশীর্বাদ দিবানিশি অযাচিত ভাবে আমার উপর বর্ষিত হইতেছে ; তথাপি আমি বলিতেছি, আজিকার দিনটা আশীর্বাদ করিও ; এ আশীর্বাদের আর একটা অর্থ আছে।

মা, আমি নিতান্ত অযোগ্য ও অপদার্থ সন্তান। তোমার ভালবাসা আমাকে মনুষ্যত্বের দিকে টানিয়া লইতেছে। মা, আশীর্বাদ করিও, জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মত মাকে পেয়ে আবার জীবন আমি যেন ধন্য করিতে পারি।

আমার সেবা-জীবনে যিনি একাধারে আমার বন্ধু, সখা ও গুরু ছিলেন—তিনি আজ নাই। আজ আমি যে একেবারে কাঙ্গাল। সে কাঙ্গালের একমাত্র আশ্রয় আজ তুমি। অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্যে, নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে—সব হারাইলেও যেন কোনও দিন তোমার স্নেহ আমি না হারাই।

আর, চিন্তা করিয়া বলিও—কোন পথে চলিব। ইতি—

নিতান্ত অপদার্থ অথচ
অশেষ.
স্নেহভাজন সেবক
সুভাষ

১৬৪ ॥ শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবীকে লিখিত

1, Woodburn Park
Calcutta
কলিকাতার পথে
২৬-১০-২৯

ভগিনী সমানাসু,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি—পাঠ করিয়া এক সঙ্গে আনন্দ ও ব্যথা পাইয়াছি। উত্তর ইতিপূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আজ প্রায় ১০ দিন হইল চক্রের মত ঘুরিতেছি। আজ দিল্লী হইতে কলিকাতা যাওয়ার পথে উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি—কারণ কলিকাতায় নামিলে কি অবস্থা হইবে জানি না—খুব সম্ভব পত্র দিবার অবসর পাওয়া সহজ হইবে না। আপনি যখন আমাকে পত্র দেন তখন মা পুরুলিয়ায়—অথচ আপনি সে খবর পান নাই।

আমি শৈশব হইতে স্বভাবতঃ বড় লাজুক—এখনও তাই—সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা সত্ত্বেও। লোকে মনে করে আমি অহঙ্কারী। আমি আর যাহা হই না কেন অহঙ্কারী নহি—কারণ আমি জানি যে অহঙ্কার করিবার মত আমার কিছুই নাই। আমি যেখানে নিজেকে ধরা দিই—সেখানে ভাল করেই ধরা দিই। আপনাদের সকলকে আমি কি চক্ষে দেখি তা আপনারা জানেন।

পাঞ্জাবের লোকেরা এবার আমার প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা, কৃপা ও সম্মান সর্বত্র দেখাইয়াছেন। যতীন দাসের আত্মবলিদানই ইহার জন্য দায়ী। বাস্তবিক এখন যেন পাঞ্জাবের আবহাওয়া একেবারে বদলিয়া গিয়াছে।

আমার কার্যসূচী এখন এতটা অনিশ্চিত যে পুরুলিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে কি না জানি না—আশা তো খুবই কম।

আমার ভালবাসা ও বিজয়ার সম্ভাষণ জানিবেন—ভাস্করবাবুকে জানাইবেন—এবং শ্বশুর

মহাশয় ও শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবেন। ছেলেদেরও আমার ভালবাসা দিবেন। ইতি—

আপনাদের
সুভাষ

পুনঃ—কলিকাতায় ফিরেছি। গ্রেপ্তার কেহ করে নাই—ম্যাজিষ্ট্রেট bail-এ খালাস করেছে।

সুভাষ
২৭-১০-২৯

১৬৫ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

BENGAL PROVINCIAL CONGRESS COMMITTEE
Telegraphic Address .....
"Bipiseesee" Calcutta.....19.....
Phone No. 2952, Barabazar ৫-১১-২৯
No.....

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, কাল আমি দিল্লী থেকে ফিরেছি—সেখানকার খবর সংবাদপত্রে সব পেয়েছেন—নিশ্চয়ই। জহরলাল এবার মহাত্মার পাল্লায় পড়ে Independence ত্যাগ করলেন।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? ওখানে এখন কে কে আছেন?

এদিকে বেশ যুদ্ধের আয়োজন চলছে—১৬ই এবং ১৭ই নভেম্বরে নির্বাচন। সেনগুপ্ত সাহেব ও তাঁর দল প্রাণপণ করে চেষ্টা করছেন আমাদের বি. পি. সি. সি. থেকে তাড়াতে। দেখা যাক্ কি হয়। আমরা বোধ হয় হারব না। একরকম ভালই আছি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন এবং সকলকে আমার ভালবাসা দিবেন।

ইতি—
আপনাদের সেবক
সুভাষ

১৬৬ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

1, Woodburn Park
Calcutta
৯-১২-২৯

শ্রীচরণকমলেষু—

মাগো, অনেকদিন আপনাকে পত্র দিতে পারিনি। কিছুকাল যাবৎ খুব বেশী রকম ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। বোধ হয় কারামুক্তির পর এত ঝঞ্ঝাট কোনও দিন আসেনি। সর্বদা আপনার স্নেহাশীর্বাদ আমাকে ঘিরে রেখেছে—এই অনুভূতি আমার অশেষ সান্ত্বনা ও শক্তির আকর। আমার এই বিপদের সময়ে আপনি না থাকলে আমার কি অবস্থা হ'ত জানি না। কিন্তু যদিও আপনার presence-এর অনুভূতি সর্বদা পাই, তবু কাছে যেতে খুবই ইচ্ছা করে—একথা বলা বাহুল্য। কবে যেতে পারব জানি না।

এবার Central Provinces-এ গিয়ে তরুণদের মধ্যে বেশ propaganda করে এসেছি। মাঝখানে আমার অনুপস্থিতির সময়ে আমাকে Trade Union Congress-এর President করে দিয়েছে।

সেনগুপ্তের দল আমাদের অপদস্থ ও বিধ্বস্ত করবার জন্য বার বার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে—এখনও কৃতকার্য হতে পারেনি। এখন আমাদের dispute পণ্ডিত মতিলালের হাতে। যদিও আমরা election-এ অন্যায় কিছু করিনি। তবুও কেন যেন আশঙ্কা হচ্ছে যে

পণ্ডিতজী সেনগুপ্তকে সমর্থন ক'রে, Sylhet-এর, B.P.C.C-র এবং A.I.C.C-র নির্বাচন নাকচ করবেন।

জেলখানায় কখন যাওয়া, উচিত তাই ভাবছি—বড় দিনের আগে না পরে ? আশা করি Conviction হবেই। উপর থেকে যদি অন্যরূপ Policy চলে তা' হলে কি হবে বলতে পারি না—তবে General Amnesty-র বিশেষ আশা আমি রাখি না।

যাক্, শুক্‌নো রাজনীতির কথা লিখে আর কি হবে ? দেখা হ'লে বড় ভাল হ'ত—অনেক কথা ছিল কিন্তু উপায় দেখছি না যাবার।

আপনার স্নেহাশীর্বাদ আমাকে মানুষ করে তুলুক ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। মানুষ হতে বুঝি আর পারলুম না।

আমাদের এই বিপদের সময়ে ডাঃ রায়ের কাছে আশানুরূপ সহায়তা পাচ্ছি না। নির্মলবাবু অনেকটা করেছেন।

আপনার শরীর কেমন ? ওখানে সকলে কেমন আছেন ?

ইতি—
আপনার সেবক
সুভাষ

১৬৭ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

লাহোরের পথে
২৪-১২-২৯

শ্রীচরণেষু—

মাগো, কিছুকাল যাবৎ—আপনি কলিকাতা ছেড়ে যাবার পর নানা প্রকার অশান্তি ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া চলিতেছি। প্রত্যহ ইচ্ছা হয় একবার আপনার কাছে যাই—এবং আপনার স্নেহাশীর্বাদ লইয়া আসি। কিন্তু তাহা বুঝি হইবার নয়। কর্মের বন্ধন ছিন্ন করা কত কঠিন। তবে আপনার স্নেহাশিস আমাকে ঘিরিয়া আছে—এই অনুভূত আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যখন মনটা খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন আপনার স্নেহাশিস আবার আমায় সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। সত্যি সত্যি, আমার জীবনে আর অন্য কোনও সম্পদ বা ভরসা নাই। যাহা করিতেছি—তাহা ঠিক করিতেছি কি না জানি না—আপনি আমায় পথ দেখাইয়া সত্যের পথে রাখিবেন। আমার শত দোষ-ত্রুটি ও অযোগ্যতা যেন আপনার আশীর্বাদের বলে আমি ত্যাগ করিতে পারি। আর কি লিখিব—লাহোরের পথে চলিতেছি। সেখানে কি হইবে জানি না।

বার বার আমায় পরাভূত করিবার জন্য শত্রুপক্ষেরা দল বাঁধিয়াছে—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। অদৃশ্য শক্তির বলে আমিও বার বার তাদের ব্যর্থ করিতে পারিয়াছি। শেষ পর্যন্ত কি হইবে তাহা অবশ্য বলিতে পারি না। তবে মনে রাখিবেন, সন্তানের জয় মানে মায়ের জয় ; সন্তানের পরাজয় মানে মায়ের পরাজয়।

আপনার অযোগ্য সন্তান
সুভাষ

১৬৮ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

1, Woodburn Park
Calcutta
6-1-30

শ্রীচরণেষু—

মা, আমি আজ সকালে এখানে ফিরেছি। আজই আবার মোকর্দমা আরম্ভ হয়েছে।

অনেকদিন আপনার ও অন্যান্য সকলের কোনও খবর পাইনি। আপনারা সকলে কেমন আছেন ?

আমি ভালই আ'ছি। এদিকে আসবার কি কোনও সম্ভাবনা আছে ? ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

১৬৯ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Alipore Court
২৩-১-৩০

শ্রীচরণেষু—

মা, আপনার সব চিঠি পেয়েছি। নানা গোলমালের জন্য সময় মত উত্তর দিতে পারি নাই। আজ এক বৎসরের কারাদণ্ড আদেশ হয়েছে। আমরা সকলে ভাল আছি—বেশ আনন্দের সঙ্গে জয়যাত্রা করব—রাজমন্দিরের দিকে। আপনার স্নেহাশীর্বাদ আমাকে সর্বদা ঘিরে রাখবে—এ আমার অন্তরের বিশ্বাস। আপনার শরীর খারাপ শুনে বড় চিন্তিত হয়েছি। আপনি অবিলম্বে কলিকাতায় এসে ডাঃ রায়কে চিকিৎসা করতে দিবেন। এ আমার একান্ত অনুরোধ—একথা রাখবেন।

ইতি—
আপনার সেবক
সুভাষ

১৭০ ॥ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

1, Woodburn Park
Calcutta
7-11-30

শ্রীচরণকমলেষু—

মা. আপনার পত্রগুলি পেয়েছি কিন্তু উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি বোধ হয় রাগ করেছেন অথবা দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব না—কারণ আমার স্বভাব আপনি জানেন। উত্তর তাড়াতাড়ি সব সময় দিতে পারি না।

আপনারা কেমন আছেন। আমি এক রকম ভাল আছি—যদিও মুহূর্তকাল বিশ্রাম করতে পারি না। ইচ্ছা সত্ত্বেও কলিকাতার বহিরে যেতে পারি নাই। আপনি কবে আসছেন ? ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

১৭১ ॥ জনৈক বন্ধুকে লেখা চিঠি

সিওনি সাব-জেল
সিওনি, সি. পি.
২৭-২-৩২

তুমি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছ যে, আমি এখানে মাসদুয়েক ধরে আছি, সম্প্রতি মেজদাদাও (শ্রীযুক্ত শরৎ বসু) আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এখানকার আবহাওয়া এখনও পর্যন্ত চমৎকার, তবে আশঙ্কা হচ্ছে শীঘ্রই বেশ গরম পড়ে যাবে।

আমরা এখানে প্রচুর বিশ্রাম পাচ্ছি। শারীরিক অসুস্থতা—তা গত পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে মাঝেমধ্যে দেখা দিয়েছে—না থাকলে আরো খুশি হতাম। লিভারের কাছে তীব্র যন্ত্রণা হয় মাঝেমধ্যে—যন্ত্রণার উপশম হয় দু-তিন ঘণ্টা বাদে। যন্ত্রণা শুরু হয় খাওয়াদাওয়ার পরে, কখনও একাধিকবার। রাত্রের খাওয়ার পরে ব্যথা শুরু হলে যন্ত্রণার চোটে রাত্রে ঘুমোতে পারি না। দুপুরে খাওয়ার পরে যন্ত্রণা শুরু হয় সাধারণত সন্ধের দিকে, যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাই রাত দশটার পরে। প্রথমদিকে যন্ত্রণায় কষ্ট পেতাম শুধুমাত্র রাত্রের দিকে। রাত্রের খাওয়া বন্ধ করার পরে ব্যথা উঠতে শুরু করেছে সন্ধের দিকে—দুপুরের খাওয়ার জের হিসেবে। তারপর থেকে আমি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব নিয়মকানুন মেনে চলছি—ফল ভালই হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে আমার শরীরের প্রায় দশ পাউণ্ড ওজন কমে গেছে। আমার শারীরিক গোলযোগের সঠিক কারণ এবং শরীরের ঠিক কোন অংশ আক্রান্ত বুঝে উঠতে পারছি না ; তবে সুপারিনটেনডেন্ট জানিয়েছেন—হজমব্যবস্থার ত্রুটিই মূল কারণ এবং এটি গুরুতর নয়। তিনি এ-ব্যাপারে যা-যা করণীয় সবই করেছেন।

ব্যথা তীব্র হলে ডানদিকের কোমরের ঠিক ওপরদিকে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে, ভয়ংকর কষ্ট পাই, শুয়ে থাকলে ভালভাবে নিশ্বাস নিতে পারি না ; তখন বসলে কিংবা ওপর-নীচে হাঁটাচলা

করলে ব্যথার উপশম হয় কিছুটা। জ্বালাযন্ত্রণা না থাকলে আমার আর কোনো অসুবিধে নেই—মেজদাদা ভাল আছেন।

যাইহোক, আমার কথা এখন থাক। তুমি কেমন আছ ? আমাদের কথা মনে রেখো। ভাল কথা, তুমি শুনে খুশি হবে আমি রান্নাবান্না শেখার চেষ্টা করছি। ফল হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতো—কখনো খুব ভাল কখনো যাচ্ছেতাই। আমাকে রান্না শেখাবার কেউ থাকলে মনে হয় চটপট রান্না শিখে যেতাম। আমার খাওয়াদাওয়া ও জ্বালানি বাবদ প্রতিদিন একটাকা হিসেবে ভাতা পাচ্ছি, সুতরাং কম খরচে চলার চেষ্টা করছি। মেজদাদা ভাল আছেন এবং আমরা বেশ খুশ্ মেজাজে। আমাদের শুভেচ্ছা নিও।

সুভাষ

১৭২ ॥ জনৈক বন্ধুকে লেখা চিঠি

প্রযত্নে সুপারিনটেনডেন্ট
সিওনি সাব-জেল
সিওনি, সি. পি.
২২-৪-৩২

তোমাকে আগের চিঠিটা লেখার পর থেকেই সারা দেশে বেশ গরম পড়তে শুরু করে দিয়েছে ; আমরাও গরমে কষ্ট পাচ্ছি। কয়েকদিন আগে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে তাপমাত্রা কমেছিল সাময়িকভাবে। পুরো গ্রীষ্মটা এখনও সামনে পড়ে আছে এবং নিঃসন্দেহে সে অভিজ্ঞতা সুখের হবে না।

কিছুদিন আগে চিন্দ্ওয়াড়ার সিভিল সার্জেন সিওনিতে এসেছিলেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে। তিনি আমাকে বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু কী তাঁর প্রেসক্রিপশন এখনও জানতে পারিনি, সেটার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। গতকাল থেকে ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যায় জেলের বাগানে বেড়াবার অনুমতি পেয়েছি আমরা, আশা করছি এর ফলে উপকৃত হব। কোনো ছোট জায়গায় একটানা বন্দীজীবন কাটালে আপাতদৃষ্টিতে শারীরিক বিপত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু এই বন্দীদশা নিঃসন্দেহে শরীর ও মনকে অকেজো করে তোলে—ধীরে ধীরে তা টের পাওয়া যায়।

আমার শারীরিক অবস্থা মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিতই আছে। দুটি ইনজেকশন নেওয়া সত্ত্বেও সায়াটিকার বেদনা আগের মতোই বহাল আছে। গত পনেরো দিনের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় একবারই কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু প্রতিদিনই প্রধানত খাওয়াদাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কিংবা অন্য সময়ে শরীরের ডানদিকে জ্বালাযন্ত্রণা বোধ করি। এই জ্বালাযন্ত্রণা যতদিন থাকবে ততদিন খাওয়াদাওয়ার পরিমাণ বাড়ানো যাবে না, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি এটি বিপদ-সংকেত। এই অবস্থায় খাওয়ার মাত্রা বাড়ালে কষ্ট এবং অস্বস্তির মাত্রাও বাড়বে। এখন পর্যন্ত আমার ২০ পাউন্ড ওজন কমেছে। ওজন বাড়াবার আগে পেটের অবস্থা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে হবে (অবশ্য এই বন্দীদশায় যদি তা সম্ভব হয়)। শরীরের অভ্যন্তরভাগের পুরো পরীক্ষা করা দরকার—যেমন বিস্ম্যাথ্ মিলের পরে এক্স-রে পরীক্ষা, টেস্ট মিল পরীক্ষা ইত্যাদি—তাহলে হয়তো ব্যাধির মূল কারণ জানা যাবে। এখন আমরা ধরতে গেলে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এই ধরনের পরীক্ষা জেলে অথবা সিভিল হাসপাতালে সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে যা-যা করা সম্ভব তাই করতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে যতটা ভাল থাকা যায় মেজদাদা ততটাই ভাল আছেন, তবে ওঁর শ্যুগারের মাত্রা বেড়েছে।

এখানে আমার উপস্থিতি ও অবকাশ ভালভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। জানি না কবে বাংলাদেশে ফিরতে পারব—তবে এখানে থাকার সময় অনুভব করছি—এমন ভাবনা আগে কখনও আসেনি (বর্মায় থাকার সময় অবশ্য এসেছিল)—রবীন্দ্রনাথের অসামান্য ভঙ্গির সেই রচনা—

"সোনার বাঙলা ! আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী"

যে দৃশ্য শুধুমাত্র বাংলায় দেখা যায় সেই দৃশ্য দেখার জন্যে মাঝেমধ্যে আমি আকুল হয়ে উঠি—সেই সাগরসদৃশ নদী, হাস্যমুখর ঢেউখেলানো শস্যক্ষেত। তখন কবির এই কথাগুলি আবৃত্তি করা ছাড়া উপায় থাকে না—

"ওরে অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি..."

এবার আমার গ্রেফতার হওয়ার আগে মহারাষ্ট্রের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম—ওখানকার পাহাড়ি এলাকার বুনো এবং রুক্ষ দৃশ্য উপভোগ করেছি গভীরভাবে। কিন্তু এই দৃশ্যগুলি উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি এর সঙ্গে বাংলাদেশের কবিত্বময় দৃশ্য যুক্ত না হলে চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাংলার দৃশ্য বলতে অকূল নদীমালা এবং অগ্রহায়ণের অনন্ত ধানক্ষেত।

চক্ষুকর্ণের সাহায্যে উপভোগ করার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হলে কল্পনার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার এটিই হল আমার অজুহাত।

প্রীতিকামী
সুভাষচন্দ্র বসু

১৭৩ ॥ জনৈক বন্ধুকে লেখা চিঠি

সিওনি সাব-জেল
সিওনি, সি. পি.
২৯-৪-৩২

২০ তারিখে লেখা তোমার চিঠিটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি, চিঠিটি আমার হাতে এসেছে ২৬ তারিখে। বের্গসঁর 'ক্রিয়েটিভ ইঁভোলিউশন' এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণানের বই পেয়েছি। 'উত্তরা'র যে সংখ্যাগুলি পাঠিয়েছিলে সেগুলিও পেয়েছি। 'পরিচয়'-এর চারটি সংখ্যা সম্পাদক পাঠিয়েছিলেন, সেগুলিও পেয়েছি। প্রথম তিনটি সংখ্যা পাওয়ার পরে সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। চিঠিটি তিনি পেয়েছেন কি না জানি না!

অসুস্থতার কারণে পরিচয়ের সব সংখ্যা পড়া হয়ে ওঠেনি এখনও। পত্রিকা হিসেবে 'পরিচয়' আমার কেমন লেগেছে পরে তোমাকে লিখে জানাব। ইতিমধ্যে তোমাকে জানিয়ে রাখি 'পরিচয়' সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণা বেশ ভাল। মহৎ প্রচেষ্টায় সম্পাদকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। এই ধরনের একটি পত্রিকার খুব প্রয়োজন আমাদের। আশা করি পত্রিকাটি বরাবরই তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে এবং অধিক সংখ্যায় বিক্রি হয় এমন ধরনের পত্রিকাগুলিকে এটি কখনও অনুকরণের চেষ্টা করবে না।

তুমি যদি আমাদের আরও বই পাঠাও সেইসব বইয়ের তালিকায় ট্রটস্কির জীবনী এবং আলেকজাণ্ডার হারজেনের আত্মস্মৃতি (চার খণ্ড) রেখো—এগুলি আমাদের গ্রন্থাগারে আছে। থরো (মার্কিন) সংশ্লিষ্ট কোনো সাহিত্যের খোঁজ জানা আছে তোমার? টলস্টয়ের খামার-সংক্রান্ত গবেষণার কাজে উৎসাহ বোধ করছি। এই বিষয়ে কোনো বই আছে কি? নিউম্যানস একটি বইয়ের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—'দি ম্যান ফ্রম ভল্‌গা'—লেনিনের সম্প্রতি-প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ। বইটি কি তুমি দেখেছ? বইটি ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরিতে থাকতে পারে।

আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তুমি একগাদা প্রশ্ন করেছ। আমি প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য সন্তোষজনক উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। গোড়াতেই জানাই আমি কবিরাজ মশাইয়ের চিঠি পেয়েছি, তিনি আমার চিকিৎসার ভার নিতে রাজি হয়েছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে জানাবে যে, সামনের সপ্তাহে আমি তাঁকে চিঠি দেব।

চিন্‌দ্‌ওয়াড়ার যে সিভিল সার্জেনকে আমাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল—তিনি জানিয়েছেন যে, আমার গল ব্লাডারের অসুখ হয়েছে। আন্ত্রিক জ্বরের অতীত ইতিহাস, পেটের গোলযোগ এবং সায়াটিকার ব্যথা তাঁর মতে ওই রোগের লক্ষণ। তিনি জানিয়েছেন, এক্স-রে পরীক্ষায় সবকিছু পরিষ্কারভাবে জানা যাবে। এক্স-রে এবং অন্যান্য পরীক্ষার জন্য আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে, কেননা এখানে ওইসব পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই।

নিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করছি, কবিরাজ মশাইয়ের নিয়ম-নির্দেশও মেনে চলছি। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত খাদ্যগ্রহণের ফলে একটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে—তা হল, শরীরের ওজন কমে যাওয়া। এখানে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমার ২৬ পাঃ (ছাব্বিশ পাউন্ড) ওজন কমেছে, কমার পরিমাণ আশঙ্কাজনক। সায়াটিকার বেদনা আগের মতোই কষ্টকর, মনে হয় এর মূল বেশ গভীরে ; ইনজেকশন কিংবা অঙ্গ সংবাহনে তেমন কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের ভেতরের ব্যথার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করছি।

ভাল কথা, তুমি হয়তো জেনে মজা পাবে যে, আমি সবজী পুড়িয়ে কাঠকয়লা করে ওষুধ হিসেবে খাচ্ছি। জীবন্ত মানুষকে কাঠকয়লা খেতে হবে—এ-কথা কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছিল !

সুভাষ

১৭৪ ॥ জনৈক বন্ধুকে লেখা চিঠি

সিওনি সাব-জেল
সিওনি, সি. পি.
১৪-৫-৩২

ভাল এবং মন্দ শব্দ দুটি আপেক্ষিক এবং এই মন্তব্য দুটি সিওনির ক্ষেত্রে বেশ ভালভাবে খেটে যায়। সিওনিকে স্বাস্থ্যকর জায়গা বলার পেছনে আমি কোনো যুক্তি দেখি না। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে এখানকার অন্য যাঁরা আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান তাঁরা অবশ্য বিপরীত কথা বলতে পারেন। সিওনিতে যদি বন্দীজীবন যাপন করার বদলে মুক্ত মানুষ হিসেবে থাকতে পারতাম তাহলে আমার প্রতিক্রিয়া কী হত জানি না। হয়তো তফাত হত অনেকখানি—বলা মুশকিল।

এখানে আমার সময় কাটানোর ব্যাপারে তোমার পরামর্শে উৎসাহ বোধ করছি। আমার স্বাস্থ্যের এখন যা অবস্থা তাতে দিনের পর দিন বসে বসে লিখে যাওয়া সহজ কাজ নয়। লেখার মতো অনেক বিষয় আমার আছে, ওইসব বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট ধারণাও আছে আমার, কিন্তু শারীরিক ধকল সামলাবার মতো ক্ষমতা নেই এখন।

শারীরিক কারণে লেখা এবং পড়ার কাজ ঠিকমতো চলছে না, কিন্তু সময়ের মোটামুটি সদ্ব্যবহার হচ্ছে। লেখার ইচ্ছে থাকলেও লিখতে পারছি না এখানে, কিন্তু এ-কথা বলা যেতে পারে আমার জীবনের একটি চমকপ্রদ অধ্যায় পার হচ্ছি, অধ্যায়টি কোনো-কোনো দিক থেকে সঙ্কটজনকও। পরমোৎকর্ষ কী হতে পারে, সেটা তোমার অনুমানের ওপর ছেড়ে দিলাম।

সত্যের উপলব্ধি

আমি জীবনকে বরাবরই গভীরভাবে গ্রহণ করেছি, আমার মতে কোনো ধারণাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেই জীবনের মূল্য ও অর্থ পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ কাজে জীবন উৎসর্গ করা (এর মধ্যে আছে জীবনাবেগ, নির্বাচন এবং ভাবনা) সহজ কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে সাধনা চলা উচিত অবিচ্ছিন্নভাবে, কখনো কখনো সারা জীবন ধরে। এমনকি ব্যাকুলতা, ভক্তি এবং স্থৈর্য থাকলেও—যেগুলি আত্মোৎসর্গের জন্য প্রয়োজনীয়—সত্যের উপলব্ধি নাও হতে পারে। এবং এই উপলব্ধি না হলে জীবন বিফল হতে পারে। অধিকাংশ মানুষের এই সত্যের উপলব্ধি একদিনে হয় না। দীর্ঘকালের অবিরাম চেষ্টায় এই সত্য উদ্ভাসিত হতে পারে। সারা জীবন ধরে আমাদের দ্বিমুখী সাধনা চলে—প্রথম চেষ্টা সত্য 'দর্শনের', দ্বিতীয় চেষ্টা তদনুসারে জীবন যাপনের।

জীবন এবং সত্য

সত্যের আলোয় জীবন যাপন করতে হলে প্রচণ্ড পরিমাণে সাহসী ও দৃঢ়চিত্তের মানুষ হতে হবে, যে কোনো পরিমাণের ত্যাগস্বীকার ও দুঃখের জন্যেও প্রস্তুত রাখতে হবে নিজেকে। আমি বিশ্বাস করি সত্যের পথে অবিচল থেকে 'জীবন' কাটাবার শক্তি আমাকে দিয়েছেন ঈশ্বর। কিন্তু সত্য এবং জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের উপলব্ধি না হলে ওই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই উপলব্ধি অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় গভীর সংগ্রাম ও ব্যক্তিগত চেষ্টার মাধ্যমে। অন্যেরা তোমাকে সাহায্য করতে পারে, প্রেরণা যোগাতে পারে, কিন্তু তোমার নিজের লড়াই শুধুমাত্র তোমাকেই লড়তে হবে। সৌভাগ্যক্রমে সত্য যখন

তোমার কাছে উদ্ভাসিত হবে তখন তোমার সমগ্র জীবন রূপান্তরিত ও মহিমান্বিত হবে। নবজন্ম হবে তোমার এবং তখন তুমি তোমার সমগ্র জীবন উপলব্ধ সত্যের আলোয় নিয়ন্ত্রণ করবে।

আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম

আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম লাভের জন্য আমি এখন ব্যাকুল। মহাত্মারা যা বলে গেছেন তা অন্ধভাবে অনুসরণ করে ফললাভ হবে না। তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং উপদেশ মাইল-ফলক বা পথ-নির্দেশিকার মতো, কিন্তু সত্যের স্বরূপ জানতে হলে এই পথ আমাদের নিজস্ব চেষ্টায় অতিক্রম করতে হবে। এমার্সন বলেছেন, "আমরা অন্তর্জীবন অবলম্বন করে বেঁচে থাকব।" এই অন্তর্জীবন নিয়ে বেঁচে থাকলেই আমাদের সত্যোপলব্ধি হবে অবশেষে। যে-সব অভিজ্ঞতার সাহায্যে অতীতে সত্যোপলব্ধি করা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের অতিক্রম করে যেতে হবে। তারপরেই সত্যের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা যাবে—এই সত্য 'প্রত্যক্ষ', নিছক 'আপ্তবাক্য' নয়।

তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো : "অন্যেরা যে পথে গেছেন সেই পথে যাওয়ার জন্য তুমি এত সময় ও পরিশ্রম দিচ্ছ কেন ? মহাত্মারা যে সত্য অনুধাবন করেছেন সেই সত্য কেন অন্ধভাবে মেনে নিচ্ছ না —যেভাবে আমরা কলেজে বিজ্ঞানের নিয়ম, মৌলিক নীতি এবং প্রমাণিত সত্য মেনে নিই ?"—এ-কথার উত্তরে আমি বলব, তুমি যদি একেবারে গোড়া থেকে জীবনকে পুনর্নির্মাণ করবার শক্তি অর্জন করতে চাও, তোমার সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দরকার। তুমি যদি নিছক আত্মসন্তুষ্টি বা আত্মতৃপ্তি পেতে চাও, তোমার সাধনা বা সত্যোপলব্ধির প্রয়োজন নেই।

(চিঠির এখানে প্রায় ৬০ লাইন সেন্সর কেটে দিয়েছে।)

তুমি আমার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছ। স্বাস্থ্যের উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই, বরং আরো অবনতি হচ্ছে। গত পক্ষকালের মধ্যে আমার ওজন আরো কমে গেছে, সব মিলিয়ে ওজন কমেছে ২৮ পাউন্ড। পেটে ব্যথা হচ্ছে মাঝেমধ্যে, গত সপ্তাহে ভোর রাতের দিকে যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পেয়েছি। সায়াটিকার বেদনাও আছে, রোগের মূল কারণ এখনও নির্ণয় করা যায়নি। চিন্দ্ওয়াড়ার সিভিল সার্জেনের মতে আমার গল-ব্লাডারের অসুখ হয়েছে। এক্স-রে এবং অন্যান্য পরীক্ষা করাবার জন্যে অপেক্ষা করছি। এইসব পরীক্ষার পরেই রোগের মূল কারণ ধরা যাবে, তারপর শুরু হবে সঠিক চিকিৎসা। শরীরের ওজন হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং গরমে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি।

...(এই অংশও সেন্সর কেটে দিয়েছে) তাদের ভূমিকা ইতিমধ্যেই পালন করেছে, এখন ভারত তার ভূমিকা পালন করবে। অষ্টাদশ শতকে মানবজাতির অগ্রগতির ইতিহাসে ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাশিয়ার ভূমিকাও পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমার বিশ্বাস আগামী দিনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ভারতের ভূমিকাও মানবজাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত হবে। ভারতকে তার এই লক্ষ্যে পৌঁছবার কাজে আমাদের মধ্যে কে সাহায্য করবে আমি বলতে পারব না, কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত—ভারতের ভূমিকা এই পথে ঠিক কী ধরনের হবে, সেটা এখনও স্পষ্ট না হলেও শীঘ্রই জানা যাবে, এবং ভারত স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারত তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবেই আর সে-সময়ও আগত।

বন্ধুদের আমার শুভেচ্ছা জানিও।

সুভাষ

১৭৫ ॥ সন্তোষকুমার বসুকে লেখা চিঠি ★

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
৯-৭-৩২
ডি. আই. জি., আই. বি., সি. আই. ডি-র পক্ষে

প্রযত্নে ডি. আই. জি., আই. বি.,
সি. আই. ডি. (বেঙ্গল)
১৩, লর্ড সিন্‌হা রোড,কলকাতা
জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেল
৫-৭-৩২

প্রিয় সন্তোষবাবু,

৯-৪-৩২ তারিখে লেখা আপনার প্রীতিপূর্ণ চিঠিটি আমার হাতে যথাসময়ে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু উত্তর দিয়ে উঠতে পারিনি।

সায়াটিকা বেদনায় আপনার 'টোটকা' (লেবুর রস ইত্যাদি) পেটের পক্ষে ভাল—তবে সায়াটিকার বেদনা উপশম করার ব্যাপারে এটি খুব একটা কাজে আসবে বলে মনে হয় না। এটি খেয়ে যাচ্ছি কিছুকাল ধরে। আমার মা-ও এই টোটকায় বিশ্বাসী, সায়াটিকার বেদনা উপশম করার জন্য নয়—পেট ভাল রাখার ব্যাপারে তাঁর মতে এটি অব্যর্থ। আমার ক্ষেত্রে সায়াটিকা, গল-ব্লাডার কিংবা ওই জাতীয় কোনো অসুখের বাড়তি একটা উপসর্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মূল রোগ দূর না হলে সায়াটিকাও সারবে না। গত এপ্রিলে চিন্দ্‌ওয়াড়ার সিভিল সার্জেন আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন, তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছেন।

আপনারা কে কেমন আছেন ? সুস্থিরবাবু এবং তাঁর পরিবারের সবাই কেমন আছেন ? উনি এখন বোধহয় নওরোজির জায়গায় ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন।

অমৃত আমাকে জানিয়েছে যে, উপযুক্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলে সে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনালের পক্ষে দাঁড়াবে। যদি সে দাঁড়ায় আমি তার প্রার্থীপদ আনন্দের সঙ্গে সুপারিশ করছি। আমি তাকে দীর্ঘদিন ধরে জানি। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। ট্রাইবুনালের জন্য আমি খাঁটি, সচ্চরিত্র একজন মানুষ চাই। শুধুমাত্র বিদ্যাবত্তায় চলবে না। কোনো প্রবীণ ব্যক্তি অমৃতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে পারেন, কিন্তু প্রবীণতা মানেই প্রজ্ঞা বা বিদ্যাবত্তা বা অভিজ্ঞতা বা চারিত্র্যশক্তি বোঝায় না। যৌবনকে অপরাধের পর্যায়ে ফেলা যায় না। গত নির্বাচনে একটি ধারণা অনেকের মধ্যে কাজ করেছিল, তা হল—ওই পদটি কোনো একজনের একচেটিয়া বিষয় হতে পারে না। ওই ধারণার পেছনের যুক্তিটিকে অস্বীকার করা যায় না এখনও। হাইকোর্টের একজন প্রথম সারির আইনজ্ঞকে এই কাজের জন্যে পাওয়া যাবে না। আর যাঁরা এই পদের জন্য প্রার্থী হিসেবে আবেদন করবেন তাঁদের মধ্যে অভিজ্ঞ এবং আইনের অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন কাউকে পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না। তাছাড়া, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনালের জন্য আইনের অগাধ জ্ঞানের খুব একটা প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। আমরা যা চাই তা হল একজন দৃঢ়চিত্তের সৎ মানুষ, যিনি ট্রাস্টের কাছে দাখিল করা মামলাগুলির সুবিচার করবেন। অমৃত এইসব শর্ত নিশ্চয়ই ভালভাবে পূরণ করতে পারবে, আশা করি আপনি ওর প্রার্থীপদ সমর্থন করবেন। আমি এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অমৃতকে লিখছি।

ড্রেনেজ এক্সটেনশন স্পেশাল কমিটির বিষয়ে আপনি কি আর এগিয়েছেন ?

কিছুকাল আগে কর্পোরেশনের দুজন কর্মচারীর বিষয়ে আপনাকে লিখেছিলাম। উপযুক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাঁদের পদোন্নতি-সংক্রান্ত আবেদনপত্র অনুগ্রহ করে বিবেচনা করে দেখবেন। ওঁদের একজন—জীতেন ব্যানার্জি—আমাকে আবার চিঠি দিয়েছেন। ওঁর জন্যে কিছু করা সম্ভব কি না দয়া করে দেখবেন।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। ইয়াকুবকে বলবেন তাঁর চিঠি আমরা কয়েকদিন আগে পেয়েছি, এবং খুব খুশি হয়েছি।

আমরা একেবারেই ভাল নই—আপনি হয়তো সম্ভবত তা জানেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থার ক্রমাবনতি হচ্ছে।

আমাদের উভয়ের শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

শুভার্থী
সুভাষচন্দ্র বসু

★ এই সময় নেতাজী জব্বলপুরে বন্দী ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র। —সম্পাদক

পুনশ্চ ॥ আপনার ছেলেরা কেমন আছে ? সুস্থিরবাবুর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা হয়েছে কবে ?

এস. সি. বি.

১৭৬ ॥ সন্তোষকুমার বসুকে লেখা চিঠি
পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
১৯-৮

প্রযত্নে ডি. আই. জি., আই. বি.,
সি. আই. ডি. (বেঙ্গল)
১৩, লর্ড সিন্‌হা রোড,কলকাতা
মাদ্রাজ পেনিটেনশ্যারি

বেঙ্গল ডি. আই. জি., আই. বি., সি. আই. ডি-র পক্ষে

প্রিয় সন্তোষবাবু,

মাদ্রাজের পথে রওনা হওয়ার আগে জব্বলপুর থেকে আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম। আশা করি চিঠিটি আপনার হাতে ঠিকভাবে পৌঁছেছে।

চিঠিটিতে আমি অমৃতবাবু সম্পর্কে লিখেছিলাম। তাঁর চিঠি আবার পেয়েছি। আশা করি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনালের ব্যাপারে আপনি তাঁকে সাহায্য করছেন। কী ভাবে তাঁর এগোনো উচিত সে-বিষয়ে আপনার পরামর্শ নেওয়ার জন্যে আমি তাঁকে লিখছি। বিষয়টি দলীয় ব্যাপারে না গড়ালে তাঁর অবস্থা আশাপ্রদ—এটি তাঁর অভিমত। এ-ব্যাপারে স্থানীয় ব্যক্তিরাই সঠিক মতামত দিতে পারেন।

মাসখানেক আগে সুস্থিরবাবুর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। প্রতি সপ্তাহে সামান্যসংখ্যক চিঠি লিখি বলে তাঁর চিঠির উত্তর হয়তো আর দেওয়া হয়ে উঠবে না। অনুগ্রহ করে ওঁকে জানাবেন যে, ওঁর ১৩ জুলাইয়ের চিঠি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। ওঁর স্ত্রীর অসুখের খবর পেয়ে উদ্বেগ বোধ করছি। এখন তিনি কেমন আছেন ? ওঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। ওঁর ছেলে কি এখন ওঁর সঙ্গে আছে ? ছেলেটির নাম মনে করতে পারছি না। জামশেদপুরে ছোটদাদার মেয়ে রাধুর খেলার সঙ্গী ছিল ছেলেটি। মণিবাবু আমাকে অনেকদিন কোনো চিঠিপত্র দেননি, আমার শেষ চিঠিটির উত্তরও আসেনি তাঁর কাছ থেকে—সুস্থিরবাবু মারফত এই কথাটি অনুগ্রহ করে মণিবাবুকে জানাবেন। কিছুদিন আগে আমাকে লেখা মণিবাবুর একটি চিঠি মাঝপথে আটক হয়েছিল। টাটার গণছাঁটাইয়ে কয়েক হাজার মানুষের চাকরি গিয়েছে জেনে খুব দুঃখ পেলাম। মিঃ টেম্পল পদত্যাগ করলেন কেন ? ডঃ গোপাল সি· গুহর স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদে মর্মাহত হয়েছি। ভদ্রমহিলা উঁচু মনের মানুষ ছিলেন। সুস্থিরবাবুর মাধ্যমে গোপালবাবুকে আমার গভীর সমবেদনা জানাবেন।

আমার আগের চিঠিতে কর্পোরেশনের যে দুজন কর্মচারীর কথা আপনাকে লিখেছিলাম, আশা করি তাদের কথা আপনার মনে আছে—সুযোগ এলে তাদের পদোন্নতির কথা বিবেচনা করবেন।

আশা করি অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি ভাল আছেন। ভালবাসা এবং শুভেচ্ছাসহ—

প্রীতিকামী
সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীসন্তোষকুমার বসু
কলকাতা

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

C/O D. I. G., I. B. C. I. D.
13, Lord Sinha
Road, Calcutta
The Penitentiary
Madras
সোমবার, ২৯শে আগস্ট
(১৯৩২)

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। ১১ তারিখে পত্র পাই—উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। সঙ্গেকার সব চিঠিও পাইয়াছি—তবে অমির চিঠির অনেকাংশ কাটা—এই অবস্থায় পাই। অন্য কোনও চিঠির কোনও অংশ কাটা হয় নাই।

নীলরতন বাবু ও বিধানবাবু এখানে পরীক্ষা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁদের কাছে বিস্তৃত সংবাদ পাইবেন। হাসপাতালে পরীক্ষা হইয়াছিল। তাঁদের সঙ্গে আরও দুইজন সরকারী ডাক্তার ছিলেন—ডাঃ স্কিনার এবং কেশব পাই। সকলে একমত হইয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁদের মত এই—

(১) যক্ষ্মার লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে।

(২) পেটের মধ্যে একটা গোলমাল আছে—হয়তো এপিণ্ডিসাইটিস্।

(৩) অবিলম্বে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠান উচিত।

(৪) সুইটজারল্যাণ্ডে—অথবা ভারতবর্ষে ভাওয়ালিতে স্যানাটোরিয়ামে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। জেলে থাকিলে রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পাইবে।

বিস্তৃত সংবাদ ডাক্তারদের কাছেই পাইবেন—তবে আমি কেবল সারমর্ম দিলাম। এখন আবার সরকার বাহাদুরের আদেশের অপেক্ষায় কিছুকাল বসিয়া থাকিতে হইবে।

এখানে এখনও গরম আছে। খাওয়াদাওয়ার অবস্থা পূর্বেকার মত। পেটের অবস্থা ভাল না হইলে আহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এখানকার পানীয় জল মোটেই ভাল নয়।

পুরীধাম থেকে বাবার চিঠি পাইয়াছি—১২ তারিখের পত্র। আমি ১৬ই আগষ্টে বাবাকে পত্র দিয়াছি—আশা করি তাহা যথাসময়ে পৌঁছিয়াছে।

অমির ২২শে তারিখের পত্র সি· আই· ডি· অফিসে আটক হইয়াছে। সঙ্গে গীতার যে পত্র ছিল তাহা কিন্তু পাইয়াছি। অমির পূর্বেকার পত্র (৩রা তারিখের) অনেকাংশ কাটা এই অবস্থায় পাই।

স্নেহের অমি, মীরা, নেড়ু ও গীতা—তোমাদের সকলের পত্র আমি পাইয়াছি। বোধ হয় মীরা ও নেড়ু একখানি পত্র লিখিবার পর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এখানকার জেল জব্বলপুরের চেয়ে আকারে ছোট—কিন্তু ঘর-বাড়ীগুলি তদপেক্ষা ভাল। আমি দোতলায় থাকি। ঘরগুলি খুব ছোট—একজনের থাকার মত—ইংরাজীতে যাকে বলে "সেল"। তবে আমি সমস্ত দিনরাত বারান্দায় পড়িয়া থাকি। জন্তু-জানোয়ার এখানে আনিতে পারি নাই এবং স্থানাভাবের জন্য এখানে জোগাড় করি নাই। জব্বলপুরে যেমন একেবারে আলাদা yard পাইয়াছিলাম এখানে সেরকম নয়। কাজেই স্থানাভাব। এখানে রান্নার হাঙ্গামা নাই—কারণ আমি যা খাই তার জন্য রান্না করিতে হয় না। Stove-এর সাহায্যে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া যায়। এখানে অধিকাংশ সময় লেখাপড়া করিয়া কাটে—তার জন্য কিছু বইও কিনিতে হইয়াছে।

এখানে আসবার পর মেজদাদাকে যে চিঠি দিই—অনেকদিন পরে তার উত্তর পাইয়াছি। কয়েকদিন পূর্বে তার প্রত্যুত্তরও দিয়াছি।

এক জায়গায় বেশীদিন থাকিলে শেষটা বড় একঘেয়ে লাগে। তখন অন্য জায়গায় গেলে প্রথমটা একটু ভাল লাগে। তারপর আবার একঘেয়ে ভাব ফিরিয়া আসে। জেলখানায় সময় কাটাইবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় অবিরাম পড়াশুনা করা।

গীতার বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে চিঠিটা খুব বড় হয়ে গেল। দেখছি নেড়ানেড়িদের ভয়ানক

চিন্তা হয়েছে—ভাইয়ের নাম কি রাখা হবে। যখন সকলে একমত হ'তে পারছে না—তখন এক কাজ করলে মন্দ হয় না। সবকটা নাম রেখে দেওয়া হোক—সে নিজে বড় হয়ে একটা বেছে নেবে পছন্দমত।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। অক্ষয় লিখেছে যে, সে এখানে আসতে চায়—দেখা করতে। তাকে বারণ করবেন আসতে। মিছিমিছি এতদূর আসার দরকার কি ?

বাবা-মার শরীর কেমন আছে ? এখানে আর কতদিন থাকতে হবে জানি না। যদি মধ্যে মধ্যে কেহ জব্বলপুরে যেতে পারেন, তা হ'লে ভাল হয়। মেজদাদা সেখানে বড় একলা বোধ করবেন। অক্ষয় এখানে না এসে বরং জব্বলপুরে যাক। ইতি—

সুভাষ

১৭৮ ॥ দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
১৩/৯
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি·র পক্ষে
প্রযত্নে ডি· আই· জি·, আই· বি·,
সি· আই· ডি· বেঙ্গল

১৩, লর্ড সিন্‌হা রোড
কলকাতা
পেনিটেনশ্যারি, মাদ্রাজ
১০-৯-৩২

প্রিয় দিলীপ,

১৫ আগস্ট তারিখে লেখা তোমার প্রীতিপূর্ণ চিঠিটি গত মাসের ২৯ তারিখে পেয়েছি। আমার সমস্ত চিঠিপত্র এখন সেন্সর করার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়, এর ফলে চিঠি পৌঁছতে দেরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে তুমি চিঠি দিলে ওপরের কলকাতার ঠিকানায় পাঠিও।

তুমি আমার জন্যে যা করেছ তা একজন প্রকৃত বন্ধুর পক্ষেই করা সম্ভব, এবং এর বেশি তোমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। যৌগিক শক্তি গ্রহণের জন্য আমি যথেষ্ট পরিমাণে 'উন্মুক্ত' কি না জানি না—সম্ভবত নয়। তৎসত্ত্বেও আমি মনে করি, যাঁরা উচ্চমার্গের মানসিক শক্তিকে মানতে চান না তাঁরাও—যাকে বলা হয় 'ইচ্ছাশক্তি'—তার অস্তিত্ব এবং ক্ষমতায় বিশ্বাসী। এই শক্তিটি—যে নামেই তুমি একে ভূষিত করো না কেন—কার্যকর হবে সবসময়। মানুষ এই শক্তির ব্যাপারে 'উন্মুক্ত' কিংবা সচেতন না হলেও কিছু এসে যায় না। আমি শ্রীঅরবিন্দর কাছে কৃতজ্ঞ।

সত্যি, মাদ্রাজ পণ্ডিচেরির কত কাছে—কিন্তু মধ্যিখানের দেয়ালগুলিই বাধা—পৃথিবীর নানা ব্যবধান এই কারণেই। আমি বোধহয় এখানে বেশিদিন থাকব না। কাগজপত্রে লিখেছে আমাকে ভোয়াঁলি স্যানাটরিয়ামে বদলি করা হবে।

আমার 'শারীরিক' স্বাস্থ্যের বিস্তারিত খবর দিয়ে তোমাকে ক্লান্ত করব না—তুমি তো আর চিকিৎসক নও। শারীরিক ব্যাধিতে ভুগছি এখন, সুতরাং 'মানসিক' ব্যাধিতে ভোগার প্রশ্ন উঠছে না—আমার স্বাভাবিক 'মন-মেজাজ' অক্ষুণ্ণ আছে। পড়াশোনা কম হচ্ছে তবে চিন্তা-ভাবনা করছি বিস্তর ; মাঝেমধ্যে অবশ্য মনে হয়, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আমার প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ যতক্ষণ আন্তরিক থাকবে ততক্ষণ আশা করি ভুলভ্রান্তি হবে না—সত্যের পথে আমার যাত্রা সরল না হয়ে বক্র হলেও কিছু এসে যায় না ! জীবনযাত্রা আর যাই হোক সরল রেখার মতো সরল নয়।

আমাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র নাকি নির্দিষ্ট করা থাকে ('কর্মের' অর্থ এখানে ব্যাপক) ? সেই কর্মক্ষেত্র কি আমাদের অতীত 'কর্ম', আমাদের পরিবেশ এবং আমাদের সাম্প্রতিক

আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির দ্বারা কি নিয়ন্ত্রিত নয় ? এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের প্রকৃত কর্মকে বোঝা এবং উপলব্ধি করা কী কঠিন ! এই কর্ম আমাদের প্রকৃতির বাইরের দিক অথবা 'ধর্ম' ! এ-কথা বলা সহজ যে—"তোমার স্বধর্ম অনুসারে বাঁচো"—কিন্তু একজনের ধর্ম কী জানা খুব কঠিন। এই কারণেই 'গুরুর' সাহায্য এত জরুরি হয়ে পড়ে—এমন কি তা অপরিহার্যও।

আমি জানি তুমি আমার কথা বরাবরই ভাববে, এবং এ-কথাও জানি ভবিষ্যতেও এই ভাবনা অর্থবহ হবে। আমি যেখানেই বন্দী থাকি না কেন, এটি আমার কাছে বিরাট এক সান্ত্বনার ব্যাপার। শ্রীঅরবিন্দর কার্যক্রম প্রশংসনীয় (সঠিক শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না) বলে মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে আর কিছু বলব না, কারণ আমার ভাষা গতানুগতিক হয়ে উঠতে পারে। ভালাবাসা নিও।

প্রীতিকামী
সুভাষ

শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

১৭৯ ॥ সন্তোষকুমার বসুকে লেখা চিঠি

পরীক্ষিত এবং মুক্ত
স্বাক্ষর অবোধ্য
২৪/৯
বেঙ্গল ডি· আই· জি·, আই· বি·, সি· আই· ডি-র পক্ষে
প্রযত্নে ডি· আই· জি·, আই·. বি·,
সি· আই· ডি· (বেঙ্গল)

১৩, লর্ড সিন্‌হা রোড
কলকাতা
পেনিটেনশ্যারি,
মাদ্রাজ
১৯-৯-৩২

প্রিয় সন্তোষবাবু,

গত ১৫ আগস্ট শেষ যে চিঠিটি আপনাকে লিখেছিলাম আশা করি আপনি তা পেয়েছেন।

মিউনিসিপ্যালের ব্যাপারে আপনাকে আবার চিঠি লিখতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আমার দুর্ভাগ্য, লোকের ধারণা মিউনিসিপ্যালের ব্যাপারে আমার নাকি বেশ প্রভাব খাটাবার ক্ষমতা আছে। ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র মোহ নেই—কিন্তু আপনার মতামত অপরকে বোঝানো সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে আপনি যখন বাইরে থাকেন। এই ব্যাপারে আমার সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা আছে—এই ধারণা যাতে কারও না হয় তার জন্যে আমি চেষ্টা করে থাকি—কিন্তু সফল হই না। আপনাকে চিঠি লেখার পেছনে এটাই আমার কারণ।

টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে বাংলার অধ্যাপক পদের জন্য শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রার্থী হিসেবে আবেদন করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক—অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সংগ্রহ করতে পারেননি। 'কলিকাতা বিদ্যাপীঠ' কলেজটি যতদিন ছিল ততদিন তিনি সেখানে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। অধ্যাপক রূপে তিনি সফল ছিলেন, ছাত্রদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তাও ছিল। দেশবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চিনতেন এবং পছন্দ করতেন।

তরুণ প্রজন্মের বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনি বেশ নাম করেছেন। তিনি একজন সুকবিও (যদিও এই কাজের জন্য আপনি কোনও কবি চাইছেন না)। কবিতার একজন ভাল সমালোচকও তিনি। সাহিত্যবিষয়ক সাংবাদিকতার সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত—এর ফলে

তাঁর সাহিত্যের রসগ্রহণ ক্ষমতা এবং সমালোচনার বোধ উন্নত হয়েছে—এই বোধ এবং ক্ষমতা একজন ভাল অধ্যাপকের ক্ষেত্রে অপরিহার্য গুণ।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন প্রকৃত ভদ্রলোক এবং হৃদয়বান মানুষ। ওঁর বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কিছু আমার জানা নেই।

আমি অবশ্য জানি না কী ধরনের লোক আপনি খুঁজছেন কিংবা পাবেন। কিন্তু আমার মনে হয় সাবিত্রীবাবু এই কাজের পক্ষে একজন যোগ্য ব্যক্তি। আপনি যদি ওঁকে চাকরিটি দেন আমি অত্যন্ত খুশি হব। গ্রাসাচ্ছাদনের মতো অর্থ যদি উনি পান, পার্থিব দুঃখকষ্টের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে সাহিত্যকর্ম চালিয়ে যাওয়া ওঁর পক্ষে সহজ হবে। আপনি যদি ওঁর প্রার্থীপদ অনুমোদন করেন, আপনি অনুগ্রহ করে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে নেবেন।

আমার শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লেখার বোধহয় দরকার নেই। ডাঃ রায়ের কাছ থেকে আপনি নিশ্চয়ই সবকিছু শুনেছেন। তিনি এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে আমার কিছু শারীরিক গোলযোগ বেড়ে গেছে, ওজনও আরও কিছুটা কমেছে। কিন্তু বোধহয় আর কিছু করবার নেই, সহ্য করতে হবে সবকিছু। আশা করি ওখানকার সবাই ভাল আছেন। বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাবেন। প্রীতি ও ভালবাসা নেবেন।

প্রীতিকামী

সুভাষ

পুনশ্চ : আশা করি আপনি আমার শুভেচ্ছা সুস্থিরবাবুকে জানিয়েছেন। সপরিবারে তিনি নিশ্চয়ই ভাল আছেন। ওঁরা কি ফিরে গেছেন নাকি এখনও কলকাতায় আছেন ?

১৮০ ॥ বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মাদ্রাজ

১লা অক্টোবর (১৯৩২)

শনিবার

পরম পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ২রা সেপ্টেম্বরের পত্র আমি ১০ তারিখে পাই এবং ২৪শে সেপ্টেম্বরের পত্র আমি ৩০শে তারিখে (অর্থাৎ গতকল্য) পাই।

আমার সহিত কেহ দেখা করিতে আসিবে শুনিলে মনটা যেন চঞ্চল হইয়া উঠে। মোট কথা কাহারও আসাটা আমি পছন্দ করি না। তাই অক্ষয় যখন লিখিল সে আসিতে চায়, আমি বারণ করিয়া পাঠাইলাম। মাঝখান থেকে পুলিশ মহোদয়গণ অনুমতি না দেওয়াতে সব মীমাংসা হইয়া গেল। সেদিন খবর পাইলাম যে বড়দাদা আসিতে চান, তাই আমি আসিতে বারণ করিয়াছি। এখানে কতদিন আছি তা জানি না, হয়তো শীঘ্রই স্থানান্তরিত হইব। সুতরাং মিছামিছি এতদূর আসিবার কোনও হেতু দেখি না। কোনও স্থানে পাকাপাকি ব্যবস্থা হইলে তখন বরং আসিতে পারেন। এইরূপ লিখিয়াছি।

এখানে কোনও চিকিৎসা আরম্ভ হয় নাই—তা হইতে পারে না। খাওয়াদাওয়া পূর্বের মতই। আহারের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিলে আবার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ওজন ক্রমশঃ আরও কমিতেছে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একরকম নিরুপায় ; আমার সম্বন্ধে যাহাতে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা হয় তার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফল কিছু হয় নাই। কিছুকাল পূর্বে কাগজে লিখিয়াছিল যে ভাওয়ালীতে পাঠাইবে। আজ পর্যন্ত সরকারী হুকুম কিন্তু আসিল না।

এখানে আসিবার পর দিদিকে পত্র দিতে পারি নাই বা দিদির কোনও পত্র পাই নাই। মা লিখিয়াছেন যে হয়তো দিদিরা কটকে যাইবেন কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে আপাততঃ গোরক্ষপুরেই থাকিবেন।

গত সোমবার মাকে পত্র দিয়াছি কটকের ঠিকানায়। গত ৮ই তারিখে বাবাকে পত্র দিয়াছি। বাবার পত্র পাইয়াছি—১৭ই তারিখের। মেজদাদার ২রা তারিখের পত্র বাবা পাঠাইয়া দিয়াছেন তাঁর পত্রের সঙ্গে।

নতুন মামাবাবুকে খবর দিবেন যে, তিনি যে ঔষধ পাঠাইয়াছেন তাহা আজ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ! বড়দাদার ১৭ই সেপ্টেম্বরের পত্রও কাল পাইয়াছি।

জ্বর পূর্বের মতই প্রত্যহ হইতেছে। এখানে এখনও বেশ গরম। বর্ষা এখনও নামে নাই।

আপনার জব্বলপুর যাওয়ার খবর আমি এখানকার কাগজে পাই। তারপর আপনার ষ্টেটমেণ্টও এখানকার কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহাতে প্রত্যেক মাসে কেহ জব্বলপুরে দেখা করিতে যান তার ব্যবস্থা করবেন।

গোপালী কতদিনের ছুটি পাইয়াছে ? স্নেহের মীরা, নেড়ু ও গীতার পত্র পাইয়াছি। নেড়ুর দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছি কিন্তু এবার নেড়ু ছাড়া আর কেহ লিখে নাই কেন ? গীতা জানিতে চায় এখানকার জেল কয়তলা ! সে বুঝি এখানে আসিয়া থাকিতে চায় ? এখানকার বাড়ীগুলি দুইতলা এবং মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থাও এ জেলে আছে। এখানকার জেলে জায়গা খুব কম—বেড়াইবার তেমন সুবিধা মোটেই নাই। ঘরগুলি ছোট, তবে হাওয়া খেলে এবং একটা সরু লম্বা বারান্দা আছে। আমি অধিকাংশ সময় বারান্দায় থাকি। নেড়ুর পরীক্ষার ফল শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু তাহাকে প্রথম স্থান অধিকার করিতে হইবে।

সেজবৌদিদিরা কেমন আছেন ও আছে ? ছোটদাদারা ভাল আছেন আশা করি। ন-দাদার খবর অনেকদিন পাই নাই।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। কনিষ্ঠদের ভালবাসা দিবেন। ইতি—

শ্রীসুভাষ

গোড়ার কথা

মানুষের জীবনে শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্ধক্য আছে, জাতীয় জীবনেও সেইরূপ ক্রমান্বয়ে এই সব অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ মরে এবং মৃত্যুর পর নূতন কলেবর ধারণ করে—জাতিও মরে এবং মরণের ভিতর দিয়ে নবজীবন লাভ করে। তবে ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে প্রভেদ এই যে, সব জাতি মৃত্যুর পর বেঁচে ওঠে না। যে জাতির অস্তিত্বের আর সার্থকতা নেই, যে জাতির প্রাণের সম্পদ একেবারে নিঃশেষ হয়েছে—সে জাতি ধরাপৃষ্ঠ থেকে লোপ পায়, অথবা কীটপতঙ্গের মত কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করতে থাকে এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠার বাহিরে তার অস্তিত্বের আর নিদর্শন থাকে না।

ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে—কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎ-সভায় শুনাতে হবে ; ভারতের শিক্ষার (culture) মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না। শুধু তাই নয়—বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য—এ সব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু দেবে ও কিছু শেখাবে। তাই ভারতের মনীষীগণ কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের সন্ততি আমরা, আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না ক'রে কি মরতে পারি ?

মনুষ্যদেহ পঞ্চভূতে মিশলেও জীবাত্মা কখনও মরে না। তদ্রূপ মৃত্যুমুখে পতিত হলেও জাতির শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার ধারাই তার আত্মা ; জাতির সৃষ্টিশক্তি যখন বিলুপ্ত হয় তখন বুঝতে হবে যে জাতি মরতে বসেছে। আহার নিদ্রা ও সন্তানোৎপাদন তখন তার কার্যতালিকা হ'য়ে দাঁড়ায় এবং গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করাই তার একমাত্র নীতি ব'লে পরিগণিত হয়। এ অবস্থায় পড়েও কোনও কোনও জাতি আবার বেঁচে ওঠে, যদি তার অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে। অন্ধকারময় যুগ যখন জাতিকে এসে গ্রাস করে, তখন সে কোনও প্রকারে নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার ধারা বাঁচিয়ে রাখে, অন্য জাতির সঙ্গে মিশে ভূত হয়ে যায় না। তারপর অদৃষ্ট বা ভগবানের ইঙ্গিতে আবার নব জাগরণ দেখা যায়। অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হয় ; প্রসুপ্ত জাতি আবার চোখ খোলে ; তার সৃষ্টি-শক্তি ফিরে আসে। সহস্রদল পদ্মের মত জাতির প্রাণধর্ম আবার ফুটে ওঠে এবং নব নব রূপে, নব নব ভাবে ও নব নব দিকে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এরূপ অনেক মৃত্যু ও জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি চলে এসেছে, কারণ ভারতের একটা mission আছে,—ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে যাহা আজও সফল হয় নাই।

ভারতের এই mission-এ যার বিশ্বাস আছে—সেই ভারতবাসীই শুধু বেঁচে আছে। ভারতের তেত্রিশ কোটি লোক যে বাঁচার মত বেঁচে আছে এ-কথা সত্য নহে। ভারতের এবং বাঙ্গলার তরুণদের এই বিশ্বাস আছে—তাই তারা বেঁচে আছে।

দেশান্তরে কারাবাসে মাসের পর মাস যখন কাটিয়েছি তখন প্রায়ই এই প্রশ্ন আমার মনে উঠত—"কিসের জন্য, কিসের উদ্দীপনায় আমরা কারাবাসের চাপে ভগ্নপৃষ্ঠ না হয়ে আরও শক্তিমান হয়ে উঠছি ?" নিজের অন্তরে যে উত্তর পেতাম তার মর্ম এই : "ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে ; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সুখ দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি,

বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি। এই অটল, অচল বিশ্বাস আছে বলেই বাঙ্গালার তরুণ শক্তি মৃত্যুঞ্জয়।"

এই "শ্রদ্ধা", এই আত্মবিশ্বাস যার আছে সেই ব্যক্তিই সৃষ্টিক্ষম, সেই ব্যক্তিই দেশসেবার অধিকারী। জগতে মহৎ প্রচেষ্টা যাহা কিছু আছে, তাহা মনুষ্য-হৃদয়ের আত্মবিশ্বাস ও সৃষ্টিশক্তির প্রতিচ্ছায়া মাত্র। নিজের এবং জাতির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রণা-ক্লেশ সানন্দে বরণ করে নিতে পারে।

বাঙ্গালীর অনেক দোষ আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর একটা গুণ আছে যাতে তার অনেক দোষ ঢাকা পড়েছে এবং যার বলে সে আজ জগতের মধ্যে মানুষ বলে গণ্য। বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস আছে, বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তি আছে—তাই বাঙ্গালী বর্তমান বাস্তব জীবনের সকল ত্রুটি, অক্ষমতা, অসাফল্যকে অগ্রাহ্য ক'রে মহান আদর্শ কল্পনা করতে পারে—সেই আদর্শের ধ্যানে ডুবে যেতে পারে এবং আপাতদৃষ্টিতে যাহা অসাধ্য তাহা সাধন করবার চেষ্টা করতে পারে। এই কল্পনাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস আছে বলেই বাঙ্গলা দেশে এত সাধক জন্মেছে এবং এখনও জন্মাবে। এই কারণে দুঃখ কষ্ট ও অত্যাচারের চাপে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড কখনও ভাঙ্গবে না। যে জাতির **idealism** (আদর্শ-প্রীতি) আছে সে জাতি তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রণা-ক্লেশ সানন্দে বরণ করে নিতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, **suffering**-এর (দুঃখ) মধ্যে বুঝি শুধু কষ্টই আছে, কিন্তু এ কথা সত্য নয়। **suffering**-এর মধ্যে কষ্ট যেমন আছে—তেমনি একটা অপার আনন্দও আছে। এই আনন্দবোধ যার হয়নি তার কাছে কষ্ট শুধু কষ্টই ; সে ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের নিষ্পেষণে অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের ভিতর একটা অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে—তার কাছে **suffering** একটা গৌরবের জিনিস, সে দুঃখ কষ্টের চাপে মুমূর্ষু না হয়ে আরও শক্তিমান ও মহীয়ান হয়ে ওঠে। এখন জিজ্ঞাস্য বিষয় এই—"আনন্দের উৎস কোথায় ? ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশায় যে বিজলী চমকায়, তার উৎপত্তি কোথায় ?" আমার মনে হয়, এই আনন্দের উৎপত্তি আদর্শানুরাগ থেকে। যে ব্যক্তি কোনও মহান আদর্শকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার দরুন দুঃখ যন্ত্রণা পায়, তার কাছে দুঃখ ক্লেশ অর্থহীন নয়। দুঃখ তার কাছে রূপান্তরিত হয়ে আনন্দ ব'লে প্রতীয়মান হয় এবং সেই আনন্দ অমৃতের মত তার শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চার করে দেয়। আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে, সে-ই কেবল জীবনের অর্থ বুঝতে পারে এবং জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পেতে পারে।

গত এপ্রিল মাসে ইনসিন জেলে একটি রুশীয় উপন্যাস পড়তে পড়তে ঠিক এই ভাবের প্রতিধ্বনি পেলাম। লেখক একজন নায়কের মুখ দিয়ে রুশ জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন :—

There is still much suffering in store for the people, much of their blood will yet flow, squeezed out by the hands of greed; but for all that, all my suffering, all my blood is a small price for that which is already stirring in my breast, in my mind, in the marrow of my bones! I am already rich, as a star is rich in golden rays. And I will bear all, will suffer all because there is within me a joy which no one, nothing can ever stifle! In this joy there is a world of strength!

[আমাদের কপালে এখনও অনেক কষ্ট আছে ; লোভী ও অত্যাচারীদের নিষ্পেষণে আমাদের অনেক রক্ত এখনও বইবে। তথাপি যে সত্য আমার চিত্তে, হৃদয়ের অন্তরে ও অস্থিমজ্জার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে, তা পাবার জন্য যদি আমাকে সকল দুঃখকষ্ট ভোগ ও আমার সমস্ত রক্ত দান করতে হয়, তাহ'লেও বুঝব যে, অতি অল্প মূল্যে এতবড় সম্পত্তি পেয়েছি ! সোনার কিরণমণ্ডিত তারকার মত আমার আজ ঐশ্বর্য ! তাই আমি সকল যন্ত্রণা ক্লেশ সহ্য করব, সব দুঃখকষ্ট আমার বুকের মধ্যে টেনে নেব, কারণ আমি অন্তরে যে আনন্দ পেয়েছি তাকে পার্থিব কোনও বস্তুই চেপে রাখতে পারে না ! এই আনন্দই অনন্ত শক্তির আকর !]

নীলকণ্ঠকে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল দুঃখকষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি ; যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমি সব যন্ত্রণা ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি—সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে।

আমাদের আজ এই সাধনায় সিদ্ধ হ'তে হবে। নূতন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের

কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারাজীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে—প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। নিঃশেষে জীবন দান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা এরূপ সাধক হবে তাদের সম্পদ থাকবে কেবল অন্তরের আত্মবিশ্বাস, আদর্শানুরাগ ও আনন্দবোধ।

কয়েকদিন পূর্বে আমার ছাত্রস্থানীয় একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে আমাকে কতকগুলি নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অবিশ্বাসপূর্ণ প্রশ্ন করে। তার প্রশ্নের ভাব এই, আমাদের দেশের কিছুতেই কিছু হবে না। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবার পর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কাউন্সিলে গিয়ে, গভর্নমেণ্টকে বাধা প্রদান ক'রে ও মন্ত্রীদের তাড়িয়ে কি হবে ? আমি উত্তরে বললাম—এসব না ক'রেই বা কি হবে ? তারপর তার অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাবকে লক্ষ্য করে আমি বললাম—"দেখ, তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম ; আদের্শর প্রেরণায় তোমরা অসহযোগের পথে নেমেছ। আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমার **idealism** (আদর্শানুরাগ) বেড়ে চলেছে, কিন্তু তোমার **idealism** দেখছি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ছে।" তখন সে স্বীকার করলে যে, গত কয়েক বৎসরে নানা প্রকার আঘাত পেয়ে তার এরূপ ভাবান্তর হয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, গত দুই বৎসরে একটা সাময়িক অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব বাঙ্গলাদেশকে ছেয়ে ফেলেছে। এর ফলে আমাদের কর্মশক্তি কতকটা পঙ্গু হয়ে পড়েছে কিন্তু জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলবার সময় এসেছে। অন্তরের শত্রুর চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর হতে পারে না। তাই অবিশ্বাসরূপ গৃহশত্রুকে সর্বাগ্রে জয় করতে হবে, তা হলেই বাইরের শত্রুকে আমরা জয় করতে পারব। আজ বাঙ্গালীকে আবার দুর্জয় আত্মবিশ্বাস লাভ করতে হবে। আদর্শে বিশ্বাস, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যতে বিশ্বাস—এই বিশ্বাসের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আমাদের বিশ্ববিজয়ী হতে হবে।

বাঙ্গলাদেশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দুই কারণে খুব আশা হয় :— (১) ব্যায়াম চর্চা ও ভূপর্যটনের স্পৃহা (২) তরুণের জাগরণ। কাপুরুষ ব'লে বাঙ্গালীর একদিন পৃথিবীতে অপবাদ ছিল—সে অপবাদ এখন গেছে। বাঙ্গালীর পরম শত্রু যিনি, তিনিও বোধ হয় এখন বাঙ্গালীকে সে অপবাদ দিতে সাহসী হবেন না। এই কাপুরুষতার অপবাদ কে দিয়েছিল এবং কি উপায়ে সে অপবাদ বিদূরিত হয়েছে তা বাঙ্গালী মাত্রেই জানে—এখানে তার উল্লেখ করবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার অপবাদ এখনও আছে—সে অপবাদ বাঙ্গালীকে দূর করতে হবে। বাঙ্গালী যে আজ এই অপবাদ দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে সমিতির প্রতিষ্ঠা চলেছে—ইহা বড় আনন্দের বিষয়। এই অপবাদ যদি চিরকালের তরে দূর করতে হয় তবে বাঙ্গালীকে জাতিহিসেবে সবল ও বীর্যবান হতে হবে। কয়েকজন ভুবনবিজয়ী পালোয়ান সৃষ্টি করলেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কারণ এরূপ পালোয়ানের শক্তি ও শৌর্যের গুণে জাতির গৌরব বৃদ্ধি হলেও সাধারণ বাঙ্গালীর শক্তি বৃদ্ধি হবে না। জাতিবিশেষের বিচার করতে হ'লে শুধু তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের দেখলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেদের দিকেও তাকাতে হবে।

বাঙ্গালীর যে আজকাল ভূপর্যটনের স্পৃহা জেগে উঠেছে, এটা সবচেয়ে আনন্দদায়ক। বাঙ্গালী যে আজ ঘরের কোণ ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে, সাঁতার দিয়ে, সাইকেলে চড়ে দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বাহির হবে, বিশ বৎসর পূর্বে কে এ কথা বিশ্বাস করত ? অজানা দেশ দেখবার, অজানা পথে হাঁটবার, অজানা লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার, এই যে ব্যাকুলতা—এর থেকেই জাতিগঠন ও সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে-সব জাতি স্বীয় গণ্ডীর বাইরে যেতে চায় না বা যেতে অপরাগ—তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। অপর দিকে যে সব জাতি বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে ও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে, তাদের দিন দিন দৈহিক ও মানসিক উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ হয়ে থাকে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গেয়েছিলেন—"আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি"—তখন তিনি আমাদের সামনে ভ্রান্ত আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন। আমাদের এখন বলবার সময় এসেছে—

"আমি যাব না, যাব না, যাব না ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে।"

ঘরের কোণ ছেড়ে আমাদের এখন বিশ্বের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে—নিজেদের দেশটাকে প্রত্যক্ষভাবে ভাল করে দেখতে হবে ; তারপর দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে হবে এবং অজানা অপরিচিত দেশ আবিষ্কার করতে হবে। যে-জাতি এরূপ করতে পারে তার শারীরিক বল, সাহস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-বিস্তার ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ জাতি যে আজ এত উন্নত এবং তারা যে আজ এত বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছে, তাদের প্রবল ভ্রমণেচ্ছা তার অন্যতম কারণ। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ না করলেও দেশ-বিদেশে ঘুরলে আমাদের হৃদয়টা যে বড় হবে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে বেড়ে যাবে,আত্মবিশ্বাস যে বলবান্ হবে, বুদ্ধিবৃত্তি যে বিকাশ লাভ করবে—এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে ? তবে ভূপর্যটন থেকে ষোলআনা লাভ গ্রহণ করতে হলে প্রভূত ধনশালী আধুনিক আমেরিকান ভূপর্যটকদের মত না বেড়িয়ে যতদূর সম্ভব কষ্ট স্বীকার করে পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চেপে, সাইকেলে চড়ে বেড়াতে হবে।

আর একটা বড় আশাপ্রদ লক্ষণ এই যে, আজকাল প্রায় সব জেলায় যুবকদের মধ্যে একটা আন্দোলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই চাঞ্চল্যই জীবনীশক্তির স্পন্দন। তরুণদের প্রাণ জেগেছে, তারা এখন নিজেদের কর্তব্য বুঝতে আরম্ভ করেছে—তাই এত জায়গায় যুবক-সমিতির অধিবেশন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় যে, তরুণেরা কাজ করতে প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু পথ ঠিক বুঝতে পারছে না। কেউ কেউ বলেন যে, নেতার অভাবে যুবকরা কিছু করে উঠতে পারছে না। নেতা খুঁজে না পেলেও এবং পথ ঠিক বুঝতে না পারলেও তরুণরা যে জেগেছে এবং স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব বুঝবার চেষ্টা করছে, এটা কম কথা নয়। এখন আমার বক্তব্য এই—নেতা যদি খুঁজে নাও পাও—তবে কি তোমরা চুপ করে বসে থাকবে ? তোমরাই নেতা সৃষ্টি করে নিয়ে কাজে লেগে যাও। নেতা আকাশ থেকে পড়ে না—কাজের মধ্যে দিয়ে নেতা গড়ে ওঠে। তারপর—"কঃ পন্থা ?" ব'লে তোমরা যে মাথায় হাত দিয়ে বসেছ—তা করলে চলবে না। নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির আলোকে তোমরা নিজেরাই পথ আবিষ্কার কর। সমস্যাটা যত জটিল মনে কর, ততটা জটিল নয়। আমাদের আদর্শ এই যে, আমরা একটা সর্বাঙ্গসুন্দর জাতি গড়ে তুলতে চাই—যে জাতি জ্ঞান ও কর্মে, শিক্ষা ও ধর্মে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন জাতিদের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে। অতএব জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জাগরণ আনতে হবে। কোনও দিকটা বাদ দিলে চলবে না। যার যেরূপ শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা, তাকে তদনুরূপ কর্মক্ষেত্র ঠিক করে নিতে হবে। যার যেরূপ জন্মলব্ধ বা ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা—তাকে সেই ক্ষমতাই ফুটিয়ে তুলে দেশমাতৃকার চরণে তাহা অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করতে হবে।

গত বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে অনেক সাধক, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানবিদ, কর্মবীর ও জননায়ক আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন ক'রে দেশবাসীকে চোখের জলে ভাসিয়ে, পরলোকে গমন করেছেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত স্থানের মধ্যে অনেকগুলি এখনও কেহ দখল করতে পারেন নাই। এটা কি বাঙ্গালীর পক্ষে কম লজ্জার কথা ? বাঙ্গালী যদি বেঁচে থাকে তবে এই শূন্য স্থানের মধ্যে অধিকাংশগুলি যাতে শীঘ্র অধিকৃত হয় তার জন্য মানুষের সৃষ্টি হওয়া উচিত। জাতি যতদিন প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকে ততদিন শূন্য স্থানগুলি এমনভাবে পড়ে থাকে না—মহাপুরুষদের অন্তর্ধানের পর নূতন মনীষিগণ এসে তাঁদের স্থান অধিকার করেন। যে-জাতি অনন্যমনা হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনায় নিরত থাকে—সে জাতির মধ্যে কোনও দিকেই প্রকৃত মানুষের অভাব কখনও হয় না। বাঙ্গলার সাধনা এখনও পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই—সেইজন্য মনীষী বা নায়কের প্রস্থানের পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আসন অধিকৃত হয় না।

সর্বাঙ্গসম্পন্ন জাতিকে চোখের সামনে রেখে জাতীয় সাধনায় প্রবৃত্ত না হলে—সে-সাধনা কখনও জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হবে না। জাতীয় জীবনের বহু দিক আছে—সব দিক দিয়েই জাতিকে গড়ে তুলতে হবে। প্রাণের বন্যা যখন জাতীয় শরীরে প্রবেশ করবে তখন সব দিক দিয়েই তার বিকাশ হওয়া চাই। তা না হলে যে বস্তুর সৃষ্টি হবে তা কখনও সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না।

তরুণ বাঙ্গলাকে আত্মস্থ হতে হবে। বাহ্য শক্তির উপর নির্ভর না করে তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। নূতন জাতি সৃষ্টির দায়িত্ব আজ তরুণ সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ

কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে জীবন পণ করে সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। আশার কথা এই যে, চারিদিকে এই সাধনার বিপুল আয়োজন চলছে। এই বিরাট যজ্ঞে কি আমরাই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকব? তা হতেই পারে না। তাই বলি—হে আমার তরুণ জীবনের দল! এসো, আমরাও এই বাণী উচ্চারণ করে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হই—

"হয় বা সাধিব মন্ত্র শরীর বা পাতিব ভূমি"

আশ্বিন ১৩৩৩।

নূতনের সন্ধানে

ছাত্র আন্দোলন

"ছাত্র-জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভ নহে—দেশসেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা। দেশ মাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত ; এই সাধনার আরম্ভ ছাত্র-জীবনেই করিতে হইবে।"

ছাত্রমণ্ডলী যদি আমাকে তাদের মধ্যেই একজন বিবেচনা করিয়া সভাপতি করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদের নিকট বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ। আমি তাহাদের শ্রদ্ধা চাই না, কারণ শ্রদ্ধার যোগ্য আমি নই ; আমি চাই তাদের ভালবাসা, আমি চাই তাদের আপন হতে। আমাকে আপন বোধ করিয়া তাহারা সভাপতি করিয়া থাকিলে আমার এখানে আসা সার্থক হইয়াছে।

আমি ছাত্রদের ভালবাসি। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তাহাদের মনোভাব, তাহাদের সুখ-দুঃখ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বুঝি। ছাত্রজীবনে কী লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাই লাঞ্ছিত ছাত্রসমাজের মর্মের ব্যথা আমি উপলব্ধি করিতে পারি।

যে সমাজে ছাত্রেরা শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় না—যে সমাজে ছাত্রেরা শিশুবৎ, কেবল কৃপার ও উপদেশের পাত্র—সে সমাজে মনুষ্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আমরা মুখে বলি—"প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ"—কিন্তু ব্যবহারে বয়স্ক পুত্রকে শিশুজ্ঞান করিয়া থাকি, যদিও সে পুত্র সাবালক হইয়া বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়াছে। চল্লিশ বৎসর প্রাপ্ত হইয়াও পুত্র খোকার ন্যায় ব্যবহার পায়—এরূপ ঘটনা বিরল নয়। আর দুঃখের বিষয় এই, আমরা এরূপ ব্যবহারে লজ্জা বোধ না করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকি ! প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাহাদের নাবালকত্ব ঘুচে না, তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সাইমন কমিশন এদেশে আসিলে কি বিস্মিত হইবার কোনও হেতু আছে ?

হিন্দুজাতি তো গর্ব করিয়া থাকে যে, তাহারা মাতৃমূর্তির ভিতর দিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে এবং তাহারা বাল-গোপাল রূপের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াছে। কিন্তু আমি হিন্দুজাতিকে জিজ্ঞাসা করি, একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন—"আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে ঘরে এবং বাহিরে আমরা মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছি কিনা—এবং আমাদের সমাজে বালক ও যুবকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহার পায় কি না ?"

মাতৃজাতির সম্মান যদি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম তাহা হইলে বাঙ্গলার জেলায় জেলায় দিনের পর দিন নারী-সমাজের উপর শত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ঘটিত না এবং ঘটিলেও আমাদের পুরুষ-সমাজ অম্লান বদনে ও নিশ্চিন্ত মনে তাহা সহ্য করিত না। আজ যদি বাঙ্গলা দেশে পুরুষ থাকিত তাহা হইলে মাতৃজাতির অসম্মান দেখিয়া তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইত এবং বীরশ্রেষ্ঠ খড়্গ বাহাদুর সিংহের মত প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থে কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিত।

হে ছাত্রবৃন্দ, ইংরাজকে তোমরা হয়তো ঘৃণা করিয়া থাক—কিন্তু আমি বলি, ইংরাজ যেরূপ তাহার নারীজাতির সম্মান করিতে জানে, তাহা শিক্ষা কর ইংরাজের নিকট। তোমার দেশে তোমার মা ও ভগিনীর মর্যাদা রক্ষা হয় না—আর মুষ্টিমেয় ইংরাজ এই দেশে তেত্রিশ কোটি বিদেশীর মধ্যে ইংরাজ মহিলার সম্মান কি করিয়া রাখে ? তাহার কারণ এই যে, একজন ইংরাজ মহিলার উপর অত্যাচার হইলে সমস্ত ইংরাজজাতি পাগলপ্রায় হয় এবং সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমগ্র জাতি বদ্ধপরিকর হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মিস্ এলিসের পাঠান কর্তৃক অপহরণের ঘটনা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে।

আমরা মুখে বলি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" । কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভূমিকে ভালবাসি ? জননীকে ভালবাসার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালবাসা নয়, সমস্ত মাতৃজাতিকে ভালবাসা । বাঙ্গলা দেশ—বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটি, বঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রাণধর্ম বাঙ্গলার নারীজাতির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে । যে ব্যক্তি বাঙ্গলার মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না—সে বাঙ্গলা দেশকে কি করিয়া শ্রদ্ধা করিবে ? যে ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে না—ভালবাসে না—সে কি করিয়া মানুষ হইবে ? মহান আদর্শকে যে ভালবাসে না—যে পাত্রে সেই আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—সে পাত্রকে যে ভালবাসে না—সে ব্যক্তি কোনও দিন মানুষ হইতে পারিবে না । জীবনে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু কল্যাণকর—সে সবের সমাবেশ আমরা করিয়া থাকি, দেশমাতৃকার অপরূপ রূপের মধ্যে এবং ত্রিলোকজয়ী ভুবন-মনোমোহিনী মাতৃমূর্তিতে । অতএব হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, মায়ের আরাধনা করিতে শিখ ; মাতৃজাতিকে ভক্তি কর, শ্রদ্ধা কর ; নিজের দেশে মাতৃজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও ।

মনে রাখিও সেই কথা—যাহা বহুযুগ পূর্বে মনু বলিয়াছিলেন :—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥
শোচন্তি মাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং ।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বির্বদ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥"

"যেখানে নারী পূজিতা হন তথায় দেবতারা আনন্দলাভ করিয়া থাকেন ; যেখানে নারীর সম্মান নাই, সে দেশে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে বিফল । যে কুলে নারীরা শোক করিয়া থাকেন (বা উৎপীড়িতা হইয়া থাকেন) সে কুল অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং যে কুলে তাহাদের কোনও দুঃখ, কষ্ট, শোক নাই—সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে ।" যে যুগে এ দেশে নারীজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, সে যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গীর মত ঋষিপত্নী জন্মিয়াছিল, সে যুগে খনা, লীলাবতীর মত বিদুষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, অহল্যাবাঈ ও ঝান্‌সির রাণীর মত বীর-রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল । এ সোনার বাঙ্গলায়ও আমরা একদিন রাণীভবানী, দেবীচৌধুরাণীর মত রমণী দেখিয়াছিলাম ।

আমার ছাত্রবন্ধুরা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন যে, ছাত্র সম্মিলনীতে আমি এ সব কথার অবতারণা কেন করিতেছি ? কিন্তু বড় ব্যথা পাইয়া একথা আমি আজ বলিতে বাধ্য হইয়াছি । নারী সমাজ যে পর্যন্ত বীরপ্রসূ না হইতেছে, সে পর্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিব না । কিন্তু যে পর্যন্ত আমরা ঘরে ও বাহিরে মাতৃ-জাতিকে সম্মান ও গৌরবের আসনে না বসাইতেছি সে পর্যন্ত এ দেশের নারীজাতি বীর-প্রসবিনী হইতে পারেন না । আমাদের মাতৃজাতিকে আমরা যদি শক্তিরূপিণী করিতে চাই তাহা হইলে বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে ; স্ত্রীজাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের অধিকার দিতে হইবে ; উপযুক্ত স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে ; অবরোধ প্রথা দূর করিতে হইবে ; বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম শিক্ষার এবং লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে—এমন কি স্বাবলম্বী হইবার মত অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে, এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দিতে হইবে ।

যদি এই সব নীতি কার্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে সে ভার যুবকদের গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ বহুযুগসঞ্চিত কুসংস্কার বশতঃ যাঁহারা ধর্ম ও লোকাচারকে অভিন্ন জ্ঞান করেন, সেই সব প্রাচীনপন্থীরা হয়তো এ কাজে বিশেষ বাধা প্রদান করিবেন । অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করা বরং সহজ কিন্তু সামাজিক বিপ্লব বা সংস্কার সাধন করা তদপেক্ষা কঠিন । রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই করিতে হয় শত্রুর সঙ্গে এবং এই কার্যে পাওয়া যায় জাতি ও মত নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি । মধ্যে মধ্যে কারাযন্ত্রণা ও অন্যান্য অত্যাচার সহিতে হয় বটে, কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর ভালবাসা ও সহানুভূতি লাঞ্ছিত সেবককে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে । সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা যাহারা করে তাহাদের বিপদ অন্য প্রকার । তাহাদের লড়াই করিতে হয়—দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে । নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্র লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের

সহানুভূতি তাহারা কোনও দিন পায় না। আত্মীয়স্বজনের সহিত, গুরুজনের সহিত বিবেক-প্রণোদিত হইয়া বিরোধ করিতে অনেক সময় মানুষের অবস্থা কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অর্জুনের অবস্থার মত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ সংগ্রামে অপূর্ব শক্তি, সাহস ও তেজ চাই। হে বন্ধুগণ, সে শক্তির সাধনা তোমরা কর।

আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে, আমাদের দেশে এখনও যুবক-সমাজ ও ছাত্রসমাজ তাহার যোগ্য আসন পান নাই। অভ্যাসের দরুন আমরা আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করি না। কিন্তু স্বাধীন দেশে আমরা যখন যাই তখন সেখানকার অবস্থার সহিত নিজের অরস্থা তুলনা করিয়া আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হয়। স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ অভিভাবকদের নিকট, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট, পুলিশের নিকট, গবর্নমেণ্টের নিকট, এবং সমাজের নিকট যে সমাদর—এমন কি শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে তাহা আমাদের অনেকের কল্পনার বাহিরে। আর আমাদের ছাত্ররা নিজেদের ঘরে কৃপার পাত্র, বিদ্যালয়ে উপদেশের ও শাসনের পাত্র, সমাজে নাবালকের তুল্য এবং পুলিশ ও গবর্নমেণ্টেব নিকট নিত্য অবিশ্বাসের পাত্র। এই অবিশ্বাস. অশ্রদ্ধা ও শাসনের ভিতর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন কী করিয়া সম্ভব ? স্বাধীন দেশের ছাত্র-সমাজ যে সমাদর ও শ্রদ্ধা পায় তাহার ফলে তাহাদের দায়িত্ববোধ ফুটিয়া উঠে, কর্তব্যবুদ্ধি জাগবিত হয় এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্ফুরণ হয়। আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে, আমাদের ছাত্রেরা যেরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে তাহা মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক বা অনুকূল নয়।

তবে আশার কথা এই যে, এখনকার ছাত্রেরা আর নিশ্চেষ্ট নয়। সমাজের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া তাহারা নিজেদের উদ্ধার-সাধনে ব্রতী হইয়াছে। তাই আজ সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন আমরা দেখিতে পাইতেছি। ছাত্রসমাজ নিজেদের উদ্ধার সাধন করিয়া নূতন সমাজ সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, যে সমাদর ও শ্রদ্ধা স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ সমস্ত দেশের নিকট পাইয়া থাকে, সে সমাদর ও শ্রদ্ধা এ দেশের ছাত্রসমাজও ক্রমশঃ অর্জন করিবেন—নিজের শক্তি, সাধনা ও যোগ্যতার বলে ; শ্রীযুক্ত খড়্গ বাহাদুর সিংহের মত ছাত্র আজ সমস্ত দেশ ও সকল শ্রেণীর নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জন করিয়াছে নিজের সাহস, ত্যাগ ও শক্তির বলে। ঠিক এমনই ভাবে বাঙ্গলার ছাত্রসমাজ ক্রমশঃ আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

ভ্রান্ত আদর্শ

মানুষের উন্নতির পথে সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় ভ্রান্ত আদর্শ। মানুষ যখন কোনও সৎ বা অসৎ কাজ করে, তখন সে কোন নীতির দোহাই দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়। বর্তমান ছাত্রসমাজ কতকগুলি ভ্রান্ত আদর্শ গ্রহণ করিয়া তারই সাহায্যে অন্যায় আচরণ করে এবং অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দেয়। উদাহরণস্বরূপ আমি একটি কথার উল্লেখ করিতে পারি যাহা আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি—"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"— অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের তপস্যা। এই বচনের দোহাই দিয়া ছাত্রদিগের দেশসেবার কার্য হইতে নিরস্ত রাখিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন।

অধ্যয়ন কোনও দিন তপস্যা হইতে পারে না। অধ্যয়নের অর্থ কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ ও কতকগুলি পরীক্ষা পাশ। ইহার দ্বারা মানুষ স্বর্ণপদক লাভ করিতে পারে—হয়তো বড় চাকুরী পাইতে পারে—কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে না। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উচ্চভাব বা আদর্শ শিক্ষা করিতে পারি—এ কথা সত্য কিন্তু সে সব ভাব যে পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্যে পরিণত না করিতেছি সে পর্যন্ত আমাদের চরিত্র গঠন হইতে পারে না। তপস্যার উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি উপায়ে তদ্‌ভাবভাবিত হইয়া সত্যের সহিত মিশিয়া যাওয়া। সে অবস্থায় মানুষ যখন পৌঁছায় তখন তাহার জীবনের রূপান্তর হয়। সে তখন জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে এবং অন্তর্লব্ধ নূতন শক্তি ও আলোকের দ্বারা সে নূতন পথে নূতন ভাবে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অল্প বয়স হইতেই কাজ আরম্ভ করা আবশ্যক। যখন মানুষের অদম্য শক্তি ও উৎসাহ আছে, অফুরন্ত কল্পনা-শক্তি ও ত্যাগস্পৃহা আছে, নিঃস্বার্থভাবে মানুষ তখন ভালবাসিতে পারে—তখনই সে আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারে—অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ভাবের তরঙ্গে জীবনতরী ভাসাইয়া দিতে পারে।

সুতরাং কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। টাট্‌কা রাঙ্গা ফুলেই দেবীর আরাধনা হইয়া থাকে, পুরানো বাসী ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা হইতে পারে না। তাই বলি হে আমার তরুণ ভাইসব, তোমাদেরও হৃদয় যখন পবিত্র, শক্তি যখন অফুরন্ত, উৎসাহ যখন অদম্য এবং ভবিষ্যৎ জীবন যখন আশার রক্তিম-রাগে রঞ্জিত, সেই শুভ সময়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের চরণে আত্মোৎসর্গ কর।

সে আদর্শ কি—যাহার প্রেরণায় মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, বিপুল আনন্দের আস্বাদ পায়, অসীমাশক্তির পরিচয় পায়? সে আদর্শ কি—যাহার পুণ্যপরশে দেশে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে? তোমরা হয়তো মনে কর যে মহাপুরুষেরা বড় হইয়াই জন্মায়—তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া বা সাধনা করিয়া বড় হইতে হয় না।

কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মহাপুরুষেরা মহত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধনা ব্যতীত তাঁহার সে মহত্ত্বের বিকাশ সাধন করিতে পারেন না বা সর্বসম্মতিক্রমে মহাপুরুষের আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। যত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর, তাহা হইলে দেখিবে যে প্রত্যেকের জীবনে আছে অসীম অধ্যবসায়, অক্লান্ত চেষ্টা, গভীর সাধনা ও অবিরত পরিশ্রম। তোমরা যদি সেরূপ চেষ্টা ও সাধনা করিতে পার তাহা হইলে তোমরাও একদিন মহাপুরুষের আসনে বসিতে পারিবে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অসীম শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সে ভস্মরাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোটী সূর্যের

উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হইয়া মানুষ্যসমাজকে মুগ্ধ করিবে।

যে আদর্শকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলার তরুণ ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে তাহার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের নব বর্ষের গানের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই কবির ভাষায় বলি—

"হে ভারত, আজ নবীন বরষে—
শুন এ কবির গান
তোমার চরণে নবীন হরষে
এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি
এনেছি মোদের মনের ভকতি
এনেছি মোদের ধর্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।"

দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত। দান করিবার মত সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করিতে হইবে ছাত্রজীবনেই। শরীরে যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে, শিক্ষা দীক্ষা যে পাইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সাধনে যে ব্রতী হইয়াছে—সে ব্যক্তির দিবার মত সম্বল আছে। যে ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীন হীন, তাহার দানের কোনও অর্থ নাই; সে নিজেই কৃপার পাত্র। ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে; এক কথায় শরীর মন ও হৃদয় এই তিন দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে।

দেশসেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা যদি ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভের মূল্য যে কতটা তাহা আপনারা সহজে অনুমান করিতে পারেন। আজকাল স্কুল ও কলেজে "ভাল ছেলে" নামে একশ্রেণীর জীব দেখিতে পাওয়া যায়; আমি তাহাদিগকে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাহারা গ্রন্থকীট—পুঁথির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই এবং পরীক্ষার প্রাঙ্গণে তাহাদের জীবন পর্যবসিত হয়। ইহাদের সহিত তুলনা করুন—"বকাটে" রবার্ট ক্লাইভকে। এই "বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো" ছেলে সাত-সমুদ্র-তের-নদী পার হইয়া অজানার সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে ইংরাজ জাতির জন্য সাম্রাজ্য জয় করে। ইংলণ্ডের ভাল ছেলেরা যাহা করিতে পারে নাই, করিতে পারিত না, তাহা সম্পন্ন করিল "বকাটে" রবার্ট ক্লাইভ! ইংরাজ জাতি মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে জানে তাই তাহারা সর্বোচ্চ সম্মান ক্লাইভকে কৃতজ্ঞচিত্তে অর্পণ করিল। "বকাটে" রবার্ট শেষ জীবনে হইল লর্ড ক্লাইভ!

ইংরাজ—তথা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দিক দিয়া যত উন্নতি করিয়াছে তাহার কারণ যদি বিশ্লেষণ করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে তাহাদের দুইটি অপূর্ব গুণ আছে, যাহার বলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের **spirit of adventure** আছে। নূতনের আকর্ষণে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে। বাহিরের টানে তাহারা ঘর ছাড়িতে পারে; সংসারের আকর্ষণে তাহারা চিরাচরিত রীতি ও প্রথা বর্জন করিতে পারে। এই নির্ভীকতা, গতিশীলতা ও "সদূরের পিয়াস" আছে বলিয়াই ইংরাজ আজ এত উন্নত; ইহার অভাবে আমরা আজ এত দীন, হীন ও পঙ্গু।

কিন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আমরাও একদিন উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া দেশদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, জ্ঞানালোক বিকীরণ করিয়াছি এবং শিল্পসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করিয়াছি। সে ছিল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্ম-বিকাশের যুগ, উত্থানের যুগ। তারপর আসিল সঙ্কোচনের যুগ, আত্মসুপ্তির যুগ, পতনের যুগ। আজকাল আবার জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব করিতেছি; পতনের পর আবার উত্থান আরম্ভ হইয়াছে,

তাই সুপ্তিভঙ্গের ও নবজাগরণের সমস্ত লক্ষণ চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, বাহির হইতে জ্ঞান ও সম্পদ আহরণের জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে সম্পদ যাহা কিছু আছে বিশ্বদরবারে নিবেদন করিবার জন্য আমরা পাগল হইয়াছি। তাই কবি গাহিয়াছিলেন :—

"আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
* * *
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান ॥"

ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট নহি ; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের পরাধীনতা ও বর্তমান দুর্দশা সত্ত্বেও আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কর্মী—আমাদের বণিক, আমাদের যোদ্ধা, আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের কুস্তিগীর পালোয়ান—পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা বার বার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

কিন্তু আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া পৃথিবীর সমক্ষে গৌরব ও সম্মান লাভ করিলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা জাতি হিসাবে এখনও অধঃপতিত। জনসাধারণকে আমরা যেদিন শিক্ষার দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব সেদিন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনও জাতি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। জনসাধারণকে জাগাইতে হইলে সে ভার শিক্ষিত তরুণ সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত দেশাত্মবোধ যেদিন আমাদের মধ্যে জাগিবে সেদিন আমরা জনসাধারণের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারিব। দেশাত্মবোধ লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের উদারতা চাই এবং চিন্তার সকল বন্ধন ও গণ্ডী অতিক্রম করা চাই। স্বাধীন চিন্তার শক্তি ও হৃদয়ের অপরিসীম উদারতা যাহাতে তরুণসমাজ লাভ করিতে পারে তার জন্য ছাত্রজীবন হইতেই সাধনা করা চাই।

মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ বিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দেখিবে সেইখানে নির্ভীক-হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণ জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। বর্তমান যুগে আত্মরক্ষার জন্য এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে শক্তি আমরা চাই তাহা বনে জঙ্গলে বা নিভৃত কন্দরে তপস্যা করিলে পাইব না—পাইব নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা—পাইব সংগ্রামের ভিতর দিয়া। অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না, সে নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির মনুষ্যত্বেরও অপমান করে। যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয়, অথবা লাঞ্ছিত হয়—সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌররময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আজি তোমাদের মতই একজন ছাত্র খড়্গ বাহাদুর সিংহ মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার পুরস্কারস্বরূপ বরেণ্য বীররূপে ভারতপূজ্য হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর যে সব Goldmedallist ছাত্র বাহির হইতেছে সেইরূপ এক হাজার ছাত্র একত্র করিলেও একজন খড়্গ বাহাদুর তৈয়ারী হইবে না।

স্কুলে, কলেজে, ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, মাঠে যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার

দেখিবে সেখানে বীরের মত অগ্রসর হইয়া বাধা দাও—মুহূর্তের মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে—চিরকালের জন্য জীবনের স্রোত সত্যের দিকে ফিরিয়া যাইবে—সমস্ত জীবনটাই রূপান্তরিত হইবে। আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি কিছু যদি সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।

আর একটি কথা বলিয়া আমার আজিকার বক্তব্য আমি শেষ করিব। ছাত্র সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। তাহারা যে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী, দেশের উদ্ধার যে তাহাদের করিতে হইবে এবং উদ্ধার করিবার শক্তি ও সামর্থ্য যে তাহাদের আছে—একথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। ছাত্রসমাজকে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে হইবে। নিজের উপর বিশ্বাস এবং জাতির উপর বিশ্বাস না পাইলে মানুষ কোনও বড় কাজ করিতে পারে না। বাঙ্গলার তরুণসমাজের উপর, ছাত্রসমাজের উপর আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অপরিসীম, আমি তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি—তাই তারাও আমাকে ভালবাসে। ছাত্রবন্ধুগণ! তোমাদের মধ্যে কি অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহার সংবাদ তোমরা না রাখিলেও আমি রাখি। তোমাদের আত্মবিস্মৃতি যেদিন ঘুচিবে, তোমরা আত্মবিশ্বাস যেদিন ফিরিয়া পাইবে, সাধনার দ্বারা তোমরা যেদিন মরণজয়ী হইবে, সেদিন তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে।

আমি ইচ্ছা করিয়াই এই অভিভাষণের মধ্যে বিদেশের ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। নানা পুস্তকে ও পত্রিকায় সে সব সংবাদ পাইবে। আমি এখানে শিক্ষকের কাজ করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি আমার হৃদয়ের অনুভূতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদের সম্মুখে নিবেদন করিতে। নিজেদের মধ্যে esprit d'corps বা সঙ্ঘবদ্ধতার অনুশীলন করিতে হইবে—ছাত্রগণের সময়োপযোগী গান বাঁধিতে হইবে। পত্রিকা প্রণয়ন করিতে হইবে, পতাকা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। ছাত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নব্য প্রণালীতে গঠন করিতে হইবে—যেমন কলিকাতা কংগ্রেসের সময় করা হইয়াছিল। Volunteer Organisation-এর সাহায্যে ছাত্রেরা নির্ভীক ও শ্রমসহিষ্ণু হইবে এবং শিক্ষা করিবে শৃঙ্খলা ও আজ্ঞানুবর্তিতা। এই সব উপায়ে ছাত্রসমাজে প্রীতি ও সহযোগিতার ভিতর দিয়া সংহতশক্তির উদ্ভব হইবে এবং class patriotism-এর সৃষ্টি হইবে। এখন আমাদের ছাত্রদলের মধ্যে এই class partiotism-এর আবশ্যকতা হইয়াছে। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছাত্রদের প্রাণ এক সুরে বাঁধিতে হইবে। এবং সংহত ছাত্রশক্তির সম্মুখে কোন বাধা বিঘ্ন দাঁড়াইতে পারিবে না। জাগ্রত ছাত্রশক্তি সকল বন্ধন হইতে স্বজাতিকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করিবে এবং বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীর জন্য গৌরবময় আসন লাভ করিবে।

ভ্রাতৃবৃন্দ, আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি ছাত্র ছিলাম, এখনও ছাত্র আছি। আমি তোমাদেরই একজন। আমার অন্তরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তোমরা গ্রহণ কর।

গত ১৩ই বৈশাখ শুক্রবার, ১৩৩৬ শ্রীহট্টে সুর্মা উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য কারণে তথায় গমন করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার লিখিত অভিভাষণ তথায় পাঠাইয়া দেন ; সম্মিলনের সভাপতি তাহা সম্মিলনে পাঠ করিয়াছিলেন। উপরে তাহা প্রকাশিত হইল।

॥ দুই ॥

"প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম বা আদর্শ আছে। সেই আদর্শকে অলবম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই আদর্শকে সার্থক করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই আদর্শকে বাদ দিলে তার জীবন অর্থহীন ও নিষ্প্রোয়জন হইয়া যায়।"

আপনারা আজ কিসের জন্য এই ছাত্রসভায় আমায় আহ্বান করিয়াছেন তাহা আপনারাই জানেন। তবে সভায় আসিবার প্রবৃত্তি বা সাহস যে আমার হইয়াছে তার একমাত্র কারণ এই যে, আমি মনে করি, আমি আপনাদের মতই ছাত্র ; "জীবন বেদ" আমি অধ্যয়ন করিয়া থাকি এবং বাস্তব জীবনের কঠিন আঘাতে যে জ্ঞানের উন্মেষ হয় সেই জ্ঞান আহরণে আমি এখন রত।

প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম বা আদর্শ (ideal) আছে। সে ideal বা আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই idealকে সার্থক করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই ideal বা আদর্শকে বাদ দিলে তার জীবন অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আদর্শের ক্রমবিকাশ ও অভিব্যক্তি একদিনে বা এক বৎসরে হয় না। ব্যক্তির জীবনে সাধনা যেরূপ বহু বৎসরব্যাপী হইয়া থাকে, জাতীয় জীবনেও সেইরূপ সাধনার ধারা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসে। তাই মনীষীরা বলিয়া থাকেন—আদর্শ একটা প্রাণহীন গতিহীন বস্তু নয়। তার বেগ আছে, গতি আছে, প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি আছে।

যে আদর্শ আমাদের সমাজে গত একশত বৎসর ধরিয়া আত্মবিকাশের চেষ্টা করিতেছে, আমরা তার পরিচয় সব সময়ে না পাইতে পারি। যে চিন্তাশীল, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে শুধু সে ব্যক্তি বাহ্য ঘটনা পরম্পরার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীরূপা এই আদর্শের ধারাকে ধরিতে পারে। এই আদর্শই আমাদের যুগধর্ম-the idea of age. ইহার উপলব্ধি হইলে মানুষ বুঝিতে পারে তার পথ কি, তার পথপ্রদর্শক কে ?

কিন্তু এই উপলব্ধি সব সময়ে হয় না বলিয়া আমরা প্রায়ই ভ্রান্ত পথের দিকে আকৃষ্ট হই এবং ভ্রান্ত গুরুর অনুবর্তী হইয়া থাকি। হে ছাত্রমণ্ডলী, যদি জীবন গঠন করিতে চাও—তবে ভ্রান্ত গুরু ও ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা কর এবং নিজে আত্মস্থ হইয়া জীবনের প্রকৃত আদর্শ চিনিয়া লও।

১৫ বৎসর পূর্বে যে আদর্শ বাঙ্গালার ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙ্গালী ষড়রিপু জয় করিবার, স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুদ্ধ বুদ্ধ জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইত। সমাজ ও জাতি গঠনের মূল—ব্যক্তিত্ব বিকাশ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন, "man-making is my mission"—খাঁটি মানুষ তৈয়ারী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। কর্মবিহীন সন্ন্যাসে অথবা পুরুষকারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্ব ধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সর্বধর্ম-সমন্বয় ও সকল-মত-সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তাসৌধ নির্মিত হইতে পারিত না।

বিবেকানন্দ-যুগের পূর্বে যখন আমাদের দেশের নবযুগ প্রথম আরম্ভ হয় তখন আমাদের

পথপ্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ধর্মের নামে যে সব অধর্ম চলিতেছিল এবং যে সব আবর্জনা ও কুসংস্কার ধর্মের নামে সমাজ-দেহকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং হিন্দু সমাজকে শতধা বিভক্ত করিয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য রাজা রামমোহন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বেদান্তের সত্য প্রচারিত হইলে হিন্দু সমাজধর্মের বহিরাবরণ বর্জন করিয়া সত্য ধর্ম আশ্রয় করিতে পারিবে এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া আবার একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। ধর্মজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে আগে চিন্তা-জগতে আলোড়ন উপস্থিত করা দরকার—তাই ভারতের চিন্তা-শক্তিকে জাগাইবার জন্য তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ভারতকে জাগাইবার জন্য মনোরাজ্যে যে বিপ্লব রামমোহন প্রবর্তিত করিলেন, পরবর্তী যুগে সে বিপ্লব সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের যুগে সমাজ সংস্কারের কাজ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের নূতন বাণীর ফলে সমগ্র দেশে নব জাগরণ আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে যখন ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িল এবং হিন্দুসমাজের মধ্যেও জাগরণের সূচনা হইল তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আকাঙ্ক্ষা চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে তখনও দেখা যায় নাই—কারণ তখনও ভারতবাসী পরাধীনতার মহানিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিতেছিল যে, ইংরাজের ভারত-বিজয় একটা দৈব ঘটনা বা **divine dispensation.** ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। **"Freedom, freedom is the song of the soul,"** এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয় তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁর সাধনার ভিতর দিয়া, আচরণের ভিতর দিয়া, কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া—এই সত্যই বাহির হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন এবং অপরদিকে সর্বধর্মসমন্বয় প্রচারে ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেন। রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন যে, সাকারবাদ খণ্ডন করিয়া এবং বেদান্তের নিরাকারবাদ প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি জাতিকে একটা সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে পারিবেন। ব্রাহ্মসমাজও সেই পথে চলিয়াছিল কিন্তু ফলে হিন্দুসমাজ যেন আরও দূরে সরিয়া গেল। তার পর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমূলক বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদমূলক সত্য প্রচারের দ্বারা এবং সকল-মত-সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়া রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জাতিকে একতাসূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা করিলেন।

যে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই তাহা বিবেকানন্দের যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। অরবিন্দের মুখে আমরা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী শুনিতে পাই। অরবিন্দ যখন "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় লিখিলেন—**"We want complete autonomy free from British control"**—তখন স্বাধীনতাকামী তরুণ বাঙ্গালী বুঝিল যে, এতদিন পরে সে মনের মত মানুষ পাইয়াছে। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়া বিভোর হইল। এখনও কানে বাজে সেই বাণী যাহা অরবিন্দ কলিকাতার মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একদিন বলিয়াছিলেন :—

"I should like to see some of you becoming great; great, not for your own sake, but to make India great—so that she may stand up with head erect among the free nations of the world."

পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়া বাঙালী জাতি ঝড় তুফান অগ্রাহ্য করিয়া, বিপ্লবের ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন অসহযোগের বাণীর সাথে সাথে আমরা আর একটা কথা শুনিলাম মহাত্মা গান্ধীর মুখে—"জনসাধারণকে বাদ দিলে এবং

তাহাদের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা না জাগাইতে পারিলে, স্বরাজ লাভ হইতে পারে না।" অসহযোগের পন্থা ভারতে বা বাঙ্গলা দেশে নূতন কিছু নয়। সেদিনও যশোহর জেলাবাসী এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নীলকরের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যে "গণবাণী" মহাত্মা গান্ধীর মুখে শোনা যায়, তাহা ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নূতন কথা।

এই বাণী আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে। তিনি তাঁহার লাহোরের বক্তৃতায় অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, স্বরাজ তিনি লাভ করিতে চান—তাহা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নহে—তাহা সকলের জন্য, জনসাধারণের জন্য। "Swaraj for the masses" এই আদর্শ তিনি নিখিল ভারতীয় শ্রমিক সভায় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেন।

আর একটা বাণী আমরা দেশবন্ধুর জীবনে পাই—সেটা এই যে, মানুষের জীবন—জাতির এবং ব্যক্তির জীবন—একটা অখণ্ড সত্য। এই জীবনকে দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত করা যায় না। মানুষের প্রাণ যখন জাগে তখন তাহা সব দিক দিয়া জাগরণের পরিচয় দেয় এবং সর্বক্ষেত্রে নবজীবনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বজগৎ—তথা মনুষ্যজীবন—বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্যের লোপ সাধন করিলে জীবনের বিকাশ হইবে না—বরং আমরা মরণের বা ধ্বংসের নিকটবর্তী হইব। তাই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, "বহুর" মধ্য দিয়া ব্যক্তির এবং জাতির বিকাশ সাধন করিতে হইবে।

বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক জগতে "এক" এবং "বহুর" মধ্যে যে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন—যে সমন্বয় দেশবন্ধু জাতির জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে করিয়াছিলেন বা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু "শিক্ষার মিলনে" যেরূপ বিশ্বাস করিতেন "শিক্ষার বিরোধে"ও তদ্রূপ বিশ্বাস করিতেন—এক কথায় তিনি Federation of Cultures-এ বিশ্বাস করিতেন এবং ভারতের মৌলিক একতার প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইলেও বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যেও বিশ্বাসবান্ ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে Centralised State অপেক্ষা Federal State বেশী পছন্দ করিতেন।

যে সর্বাঙ্গীণ বিকাশে দেশবন্ধু এত বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই এ যুগের সাধনা। এই সাধনা সার্থক করিতে হইলে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ আগে দর্শন করা চাই। আদর্শের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইলে মানুষ কর্মক্ষেত্রে কখনও জয়যুক্ত হইতে পারে না। তাই আজ সারা ভারতকে এবং বিশেষ করিয়া ভারতের তরুণ সমাজকে বলিয়া দিতে হইবে, যে-স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখি—সে রাজ্যে সকলে মুক্ত, ব্যক্তি মুক্ত, সমাজও মুক্ত, সেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুক্ত, সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত এবং অর্থের বন্ধন হইতে মুক্ত। রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি—এই ত্রিতাপ হইতে আমরা মানব জাতিকে—দেশবাসীকে, মুক্ত করিতে চাই।

যাহারা মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে কিন্তু সমাজের পূর্বাবস্থা বজায় রাখিবে—অথবা যাহারা মনে করে যে সামাজিক বন্ধন সব চূর্ণ করিবে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনও বিপ্লব আনিবে না—তাহারা সকলেই ভ্রান্ত। বস্তুত শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিলে প্রত্যেক অঙ্গে যেরূপ অপূর্বশ্রী ফিরিয়া আসে তেমনি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন জাতির অন্তরে জাগিয়া উঠে তখন তাহা সব দিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। জাতি যখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায় তখন কেহ বলিতে পারে না—Thus far and no further.

আমাদের এই শত ছিদ্র-যুক্ত, পূতিগন্ধময় সমাজের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতালাভ কোনও দিন হইবে না ; পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence) লাভ করিতে হইলে সমস্ত জাতিকে মুক্তিলাভের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট অথবা অর্থনীতিক বৈষম্যে ভারাক্রান্ত, সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে কেন ? যার কাছে সামাজিক ও অর্থনীতিক অত্যাচারই সব চেয়ে বড় সত্য—সে ব্যক্তি এই সব অত্যাচার হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে কেন ?

আজ এই কথাটি আমি খুব বড় করিয়া এখানকার ছাত্র সমাজের মধ্যে বলিতে আসিয়াছি—যে যুগে আপনারা জন্মিয়াছেন সে যুগের ধর্ম—পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তিলাভ। স্বাধীন দেশে, স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের জাতি জন্মিতে চায়— বর্ধিত হইতে চায় এবং মরিতে চায়। "পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে, নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে"—এ অবস্থায় আর কত

দিন চলিবে ? আর আমাদের নারী সমাজের বর্ণনা করিবার সময়ে আমরা কত দিন আর বলিব—

"সচল হয়েও অচল সে যে
বস্তার চেয়েও ভারী,
মানুষ হয়েও সং-এর পুতুল
বঙ্গদেশের নারী ।"

স্বাধীনতার নামে অনেকের আতঙ্ক উপস্থিত হয় । রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে স্বপ্ন দেখেন রক্ত-গঙ্গার এবং ফাঁসিকাষ্ঠের এবং সামাজিক স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে দর্শন করেন উচ্ছৃঙ্খলতার বিভীষিকা । কিন্তু আমি উচ্ছৃঙ্খলতার ভয়ে ভীত নহি, মানুষের মধ্যে যদি ভগবান বিরাজ করেন, অথবা মানুষের মধ্যে যদি মানবতা থাকে—যদি ভগবান সত্য হন—যদি মানুষ সত্য হয়—তবে মানুষ চিরকাল পথভ্রষ্ট বা ভ্রান্ত হইতে পারে না । স্বাধীনতার মদিরা পান করিয়া যদি আমরা কিছু সময়ের জন্য অপ্রকৃতিস্থ হই তাহা হইলেও অচিরে আমরা আত্মস্থ হইব । আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির যে দাবী—তাহা ভুলভ্রান্তি করিবার অধিকারের দাবী বই আর কিছু নয় (the right to make blunders), অতএব উচ্ছৃঙ্খলতার বিভীষিকা না দেখিয়া মুক্তপথে আগুয়ান হও ; নিজের মানবতায় বিশ্বাসী হইয়া মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টায় সর্বদা নিরত হও ।

আজ দেশের মধ্যে তিনটি বড় সম্প্রদায় একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে—নারী সমাজ, উপেক্ষিত তথা-কথিত অনুন্নত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রমিক সমাজ । ইহাদের নিকট গিয়া বল—তোমরাও মানুষ, মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমরাই পাইবে । অতএব ওঠো, জাগো. নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া নিজের অধিকার কাড়িয়া লও ।

হে বাঙ্গলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ ! তোমরা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও । তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী ; অতএব তোমরাই সমস্ত জাতিকে জাগাইবার ভার গ্রহণ কর । তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে—অনন্ত, অপরিসীম শক্তি । এই শক্তির উদ্বোধন কর এবং এই নবশক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত কর ; তোমাদের নিকট নূতন স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত জাতি আবার বাঁচিয়া উঠুক ।

যে দিন ভারত পরাধীন হইয়াছে—সেই দিন হইতে ভারত সমষ্টিগত সাধনা (Collective Sadhana) ভুলিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে । ফলে কত শত মহাপুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ! জাতিকে আবার বাঁচাইতে হইলে সাধনার ধারা আবার অন্য দিকে পরিচালিত করিতে হইবে । জাতিকে বাদ দিয়া ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নাই—একথা আজ সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ।

আমাদের জাতির বহুলোক—পুরুষানুক্রমে বহু জ্ঞান ও সম্পদ আহরণ করিয়া আসিতেছে ; এতদিন পর্যন্ত সমস্ত জাতি সে জ্ঞান ও সে সম্পদের অধিকারী হইতে পারে নাই । আজ হইতে তাহাকে উহার অধিকারী করিয়া দিতে হইবে । সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে-ভারতের প্রতিষ্ঠা আমরা করিতে চাই—সেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, সমান দাবী ও সমান সুযোগ থাকিবে । যে দিন সমস্ত দেশ এ কথা বুঝিবে সে দিন সমস্ত সমাজ মুক্ত হইবার জন্য অধীর ও উন্মত্ত হইবে ।

আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব । জাতির রক্তস্রোত যেন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—এখন চাই নূতন রক্ত । ভারতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—বহুবার রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে । এই রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে । যাঁহারা বর্ণসঙ্করের ভয় করেন তাঁহারা আমাদের জাতির ইতিহাস জানেন না এবং তাঁহারা মানববিজ্ঞান (anthropology) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । আজ অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করিয়া রক্ত-সংমিশ্রণের সহায়তা করিতে হইবে ; এখন এই রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটাইবার জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই । আমাদের দেশে অসবর্ণ বিবাহ বহুকাল নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া আমার মনে হয় যে, অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তনের দ্বারা

যথেষ্ট রক্তসংমিশ্রণ ঘটিবে এবং এই রক্তসংমিশ্রণের ফলে জীবনীশক্তি আমরা ফিরিয়া পাইব।

ভ্রাতৃমণ্ডলী ! আজ আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করিব। সাম্যবাদ ও স্বাধীনতামন্ত্র প্রচার করিবার জন্য তোমরা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়। স্বাধীন ভারতের যে দৃশ্য আজ তোমাদেব সম্মুখে ধরিলাম তাহা সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে ধর। স্বাধীনতার পূর্বাস্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে সকলেই পাগল হইয়া উঠিবে। এই আস্বাদ—এই অনুভূতি নিজের অন্তরে আগে অবশ্য পাওয়া চাই। নিজের অন্তরে এই আলোক জ্বালো—সেই দীপ হস্তে লইয়াই দেশবাসীর দ্বারস্থ হও। যাও চীনা ছাত্রদের মত—রুশ তরুণদের মত—চাষীর পর্ণকুটীরে ও মজুরদের আবর্জনাপূর্ণ ভগ্ন গৃহে। তাহাদের জাগাও। আর যাও—মাতৃজাতির সমীপে। যাঁরা শক্তিরূপিণী অথচ সমাজের চাপে আজ যাঁরা হইয়াছেন—"অবলা"—তাঁদেরও জাগাও—বল—

"আপনার মান রাখিতে জননী,
আপনি কৃপাণ ধর।"

সর্বোপরি যাও দলে দলে বাঙ্গলার উপেক্ষিত সমাজের কাছে। বল—"ভাই, এতদিন পরে এসেছি তোমাদের কাছে নূতন মন্ত্র নিয়ে তোমাদের মুক্ত করতে—মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমাদেরও প্রাপ্য এই কথা তোমাদের বলতে। তোমরা ওঠো, জাগো—এ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তোমাদেরও ভোগ্য।"

জিজ্ঞাসা করি—একাজ করতে পারবে ? হাঁ পারবে, অবশ্য পারবে। তোমরা পারবে এ কাজ করতে—এ কথা আমি আজ বলতে এসেছি। এগিয়ে চলো—জয়লাভ তোমাদের অবশ্যম্ভাবী। তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক—ভারত আবার মুক্ত হউক—তোমাদের জীবনও সার্থক হউক।

[হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলন—সভাপতির ভাষণ ; ২১শে জুলাই ১৯২৯]

॥ তিন ॥

"আজিকার ছাত্র-আন্দোলন দায়িত্বহীন যুবক-যুবতীর একটা লক্ষ্যহীন অভিযান নহে। দায়িত্বশীল, কর্মক্ষম যে সকল যুবক-যুবতী চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠিত করিয়া দেশের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে চান্, ইহা তাঁহাদের আন্দোলন।"

"স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা। ইহা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে—ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ, ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির বর্জনকেও সূচিত করে। এই আদর্শকে অবিবেচকরা হয়ত অসম্ভব বলিবে—কিন্তু প্রাণের ক্ষুধাকে একমাত্র ইহাই শান্ত করিতে পারে।...সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভারতবর্ষের ধ্যানমূর্তিই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।...জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে—তাহা হইতেছে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। স্বাধীনতার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই হইতেছে জীবনের সুর!...জগতের সভ্যতার প্রতি ভারতবর্ষের একটা নব অবদান আছে!...স্বাধীনতাই জীবন—স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে আছে অবিনশ্বর গৌরব।"

পঞ্জাব-নিবাসী ভাই-ভগিনীগণ,

পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে আমার এই প্রথম পদার্পণের দিনে আপনারা আমাকে যে সস্নেহ অভিনন্দন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি যে আপনাদের সম্মান ও অভ্যর্থনার যোগ্য নহি তাহা আমি জানি—তাই আজ আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, এখানে যে সৌজন্য ও আতিথেয়তা আমি পাইয়াছি, তাহার কিছু যোগ্যতা যেন অর্জন করিতে পারি।

আপনাদের কাছে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য আপনারা সুদূর কলিকাতা হইতে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। সেই আজ্ঞার বশবর্তী হইয়াই আজ আমি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু বিশেষ করিয়া আমাকেই আপনারা আহ্বান করিয়াছেন কেন? পূর্ব ও পশ্চিম একত্র হইয়া তাহাদের সাধারণ সমস্যার সমাধান করিবে বলিয়াই কি? না, ইংরাজ কর্তৃক সর্বপ্রথমে বিজিত বঙ্গদেশ এবং ইংরাজের সর্বশেষ অধিকার পঞ্চনদ—উভয়েই উভয়ের সাহায্য চায় বলিয়া? অথবা, আপনাদের ও আমার অন্তরের একই চিন্তা ও একই আশা জাগ্রত রহিয়াছে বলিয়া?

ভারতের এক বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত ছাত্র আমি, আজ লাহোরে ছাত্রদিগের মধ্যে বক্তৃতা করিতেছি, এ এক দৈবের কৌতুক! কোথা হইতে নূতন নূতন লোক এবং নব নব ভাব আজ জগতে আদর পাইতেছে বলিয়া প্রবীণেরা যে বর্তমান সময়কে দুঃসময় বলিয়া খেদ করিয়া থাকেন, তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে? আমার পূর্ব ইতিহাস জানিয়া যদি আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তবে আমি আজ কি বলিব, তাহা অনুমান করা আপনাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না।

বন্ধুগণ, পঞ্জাব ও বিশেষ ভাবে পঞ্জাবের যুবকগণের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ যদি আজ সর্বপ্রথমেই করি, আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। যতীন্দ্রনাথ দাস ও অন্যান্য কারারুদ্ধ বাঙ্গালী দেশসেবকের জন্য তাঁহারা যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন—বিচারে পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা, প্রায়োপবেশনে সহানুভূতি, জীবিত ও মৃতাবস্থায় তাঁহাদের প্রতি সুগভীর স্নেহ ও সম্মান—বাঙ্গালীর হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছে। শুধু তাই নয়, যতীন্দ্রের মৃতদেহ লইয়া বহু পাঞ্জাবী কলিকাতা পর্যন্তও গিয়াছেন। ভাবপ্রবণ জাতি আমরা—আপনাদের এই মহানুভবতা আমাদিগের ও আপনাদের মধ্যে এক অনির্বচনীয় সখ্যতা আনিয়া দিয়াছে। ঘোর দুর্দিনে একদিন পঞ্জাব বাঙ্গলার যে উপকার করিয়াছে. বাঙ্গালী তাহা বিস্মৃত হইবে না।

যতীন্দ্রের উল্লেখ করিয়া কলিকাতায় একদিন আপনাদের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ আলম

কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যতীন্দ্রের জীবন ও মৃত্যু যেন সূর্য ও চন্দ্রের বিপরীত গতির মত : জীবিতাবস্থায় কলিকাতা হইতে লাহোরে এবং মৃত্যুর পর লাহোর হইতে কলিকাতায়। মৃত্যুহত তাঁহার দেহ একটা নশ্বর মাংসপিণ্ডরূপে কলিকাতায় ফিরিয়া আসে নাই—আসিয়াছিল পবিত্র, মহৎ ও স্বর্গীয় একটা ভাবের প্রতীক হিসাবে। যতীন মরে নাই—ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের পথ নির্দেশ করিবার জন্য সে আকাশের তারকার মত উজ্জ্বল হইয়া জাতির জীবনে বাঁচিয়া আছে, তাহার আত্মত্যাগ ও দুঃখের মধ্য দিয়া সে অমর হইয়া আছে। ভাবমূর্তির মধ্যে, আদর্শের মধ্যে,—মানুষের ইতিহাসে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু পবিত্র,—তাহার মধ্যে সে দীপ্ত ভাস্বর হইয়া বিরাজ করিতেছে। আপনাকে বিসর্জন দিয়া সে যে শুধু ভারতবর্ষের আত্মাটিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাই নয়, দুইটি প্রদেশকে এক অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়াছে।

যতই আমরা ক্রমশঃ স্বাধীনতার নবপ্রভাতের দিকে অগ্রসর হইতেছি, ততই আমাদের দুঃখবেদনার পাত্র পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। নিজেদের হাত হইতে রাজশক্তি প্রতিদিন অপসারিত হইতেছে দেখিয়া নির্দয় হইয়া উঠা আমাদের শাসকদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আর, যদি ক্রমে ক্রমে সভ্যতার ভাণ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের ছদ্মবেশ ছাড়িয়া তাহারা অত্যাচারের ভীষণ স্বরূপ প্রকাশ করে, তাহাতেও আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। পঞ্জাব ও বাংলা দেশের উপরে আজকাল সকলের চেয়ে বেশী অত্যাচার করা হইতেছে। বস্তুতঃ, ইহা আনন্দের বিষয় ; কারণ, এই অত্যাচারের মধ্য দিয়া আমরা স্বরাজের উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছি। ভগৎ সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্তের মত বীরদের প্রাণশক্তিকে কখনও দমিত করিয়া রাখা যায় না ; বরং অত্যাচার ও দুঃখের মধ্য দিয়াই বীরের উদ্ভব হয়। তাই অত্যাচারকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে এবং তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ লইতে হইবে।

আপনারা হয়ত জানেন না, বাঙ্গলা সাহিত্য পঞ্জাবের প্রাচীন ইতিহাসের কত ঘটনার বর্ণনা করিয়া নিজেকে সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং পাঠকদের জ্ঞান বাড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু বিখ্যাত কবিই আপনাদের বীরগণের যশোগাথা গাহিয়াছেন। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাঁহারা সুপরিচিত। আপনাদের সাধুসন্তানগণের উপদেশাবলী আমাদের ভাষায় সুপ্রচলিত এবং বাঙ্গালীকেই সান্ত্বনা ও শান্তি দিয়া থাকে। শুধু মানসিক যোগ নয়—রাজনৈতিক দিক দিয়াও আমরা পরস্পর সংযুক্ত। শুধু ভারতবর্ষের নয়, দূর ব্রহ্মদেশের কারাগারে এবং আন্দামান দ্বীপেও বাঙ্গালার স্বাধীনতা-পথের যাত্রীদের সঙ্গে পঞ্জাবের যাত্রীদের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

বন্ধুগণ, যদি এই বক্তৃতায় আমি বহুলভাবে রাজনীতির আলোচনা করি, তাহার জন্য কোন কৈফিয়ৎ আমি দিতে চাহি না। এদেশের এক শ্রেণীর লোক—তাহার মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকও আছেন—মনে করেন যে, বিজিত জাতির পক্ষে রাজনীতি নিরর্থক এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত নহে। আমার নিজের দৃঢ় মত এই যে, বিজিত জাতির পক্ষে রাজনীতির অনুশীলন ছাড়া আর কোনও কর্তব্য নাই। পরাধীন দেশে যে কোন সমস্যার সমাধান করিতে গেলেই দেখা যাইবে তাহার মূলে রহিয়াছে রাজনীতি। দেশবন্ধু বলিতেন, জীবন একটা অখণ্ড সমগ্র সত্য—কাজেই রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে বা এই উভয়ের ও শিক্ষানীতির মধ্যে একটা ভেদরেখা টানা সম্ভব নহে। মানুষের জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা যায় না। জাতির জীবনের প্রত্যেকটি প্রকাশ পরস্পর-সম্বদ্ধ এবং প্রত্যেক সমস্যাই পরস্পর গ্রথিত। ইহা ছাড়া যদি সত্য হয়, তবে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, পরাধীন জাতির সকল অন্যায়, সকল ত্রুটিবিচ্যুতির কারণ একটি মাত্র—রাজনৈতিক দাসত্ব। সুতরাং যে সমস্যার প্রতি ছাত্রেরা কোনক্রমেই উদাসীন হইতে পারে না, তাহা হইতেছে এই—কেমন করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করা যাইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন।

সকল রকমের জাতীয় কর্মের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী না করিয়া বিশেষভাবে রাজনীতির অনুশীলনকে কেন নিষেধ করা হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। জাতীয় কর্মমাত্রের উপরেই নিষেধাজ্ঞার অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু কেবল রাজনীতির সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞার কোনও অর্থই হয় না। পরাধীন দেশের সকল সমস্যাই যদি মূলতঃ রাজনৈতিক হয়, তবে জাতীয় কাজমাত্রেই রাজনৈতিক কাজ। কোনও স্বাধীন দেশেই রাজনীতিতে যোগদান করা নিষিদ্ধ নয়—বরং সেখানে ছাত্রদিগকে এ কাজে উৎসাহই দেওয়া হইয়া থাকে, কারণ, ছাত্রদের মধ্য হইতেই ভবিষ্যতের মনীষী ও রাষ্ট্রবিদ্‌গণের উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষের ছাত্রেরা যদি রাষ্ট্রীয় কর্মে যোগদান না করে, তবে কর্মীই বা পাওয়া যাইবে কোথা হইতে এবং তাহাদের শিক্ষাই বা হইবে কোথায় ?

তারপর ইহা দ্বারা যে চরিত্র ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। "কর্মবিহীন বিজন সাধনা"-য় কখনও চরিত্রগঠন হয় না, তাই রাজনৈতিক, সামাজিক ও কলাবিষয়ক কাজে নিয়োজিত থাকা অতি আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবলমাত্র গ্রন্থকীট, ভালছেলে ও আপিসের কেরাণী গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিয়া চলা উচিত নহে—তাহাদের উচিত, এমন সব যুবক গড়িয়া তোলা, যাহারা জীবনের সকল দিকেই দেশের জন্য সম্মান অর্জন করিয়া যশস্বী হইবে।

বর্তমান কালের একটা সুলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি এই যে, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই একটা সত্যকার ছাত্র-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলনকে আমি ব্যাপকতর যৌবন-আন্দোলনের একটি অংশ বলিয়া মনে করি। কারণ আজকালকার ছাত্র-সম্মিলনী এবং দশ বৎসর পূর্বের ছাত্রসম্মিলনীর মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। সে সময়কার ছাত্র-সম্মিলনগুলি সাধারণতঃ সরকারের উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হইত এবং তাহার প্রবেশদ্বারেই লিখিত থাকিত—"রাজনীতি সম্বন্ধে কথা বলা নিষিদ্ধ।" একদিক দিয়া, সেই সকল সম্মিলনীর পূর্বকালের কংগ্রেসের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে—সেখানে প্রথম প্রস্তাবেই রাজার প্রতি আনুগত্য জানান হইত। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসে ও ছাত্র আন্দোলনে উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আজ আমাদের চিন্তা ও আলোচনার পথ অনেক বেশী মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

আজিকার ছাত্র আন্দোলন দায়িত্বহীন যুবক-যুবতীর একটি লক্ষ্যহীন অভিযান নহে। দায়িত্বশীল, কর্মক্ষম যে-সকল যুবক-যুবতী চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুগঠিত করিয়া দেশের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে চান, ইহা তাঁহাদের আন্দোলন। ইহার দুইটি কর্মধারা আছে অথবা থাকা উচিত। প্রথমতঃ যে-সব সমস্যা বিশেষভাবে ছাত্রদিগের নিজস্ব, তাহার সমাধানের চেষ্টা করা এবং শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক্ দিয়া একটি নবজীবন আনয়ন করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ছাত্রেরা ভবিষ্যতের দেশবাসী একথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা এবং সংসারে যে সকল সমস্যা ও বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহার পূর্বাভাস এখন হইতেই তাহাদিগকে দেওয়া প্রয়োজন।

আজকালকার যৌবন-আন্দোলনের বিশেষত্ব হইতেছে—একটা চঞ্চলতার ভাব, বর্তমান অবস্থার প্রতি একটা অসহিষ্ণুতা এবং নূতনতর ও উৎকৃষ্টতর মানবসমাজ স্থাপনা করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। দায়িত্বজ্ঞান ও আত্মনির্ভরের ভাব এই আন্দোলনের মূলে নিহিত। যৌবন আজ আর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের ঘাড়ে সকল ভার চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে চায় না। তাহারা মনে-প্রাণে অনুভব করে যে দেশ এবং দেশের ভবিষ্যৎ তাহাদের উপরেই নির্ভর করে, তাই সে দায়িত্বটিকে তাহারা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহা রক্ষা করিবার উপযোগী হইবার সাধনা করে। যৌবন-আন্দোলনের অংশীভূত এই ছাত্র-আন্দোলন এক ভাব ও আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

যে দুইটি কর্মধারার নির্দেশ আমি করিয়াছি, তাহার প্রথমটি হয়ত সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষের ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে পড়িতে না পারে, কিন্তু অপরটি নিষিদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা বেশী। প্রথমটির দিক দিয়া আপনারা কি করিবেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত বা বাঞ্ছনীয় হইবে না। আপনাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ও সে সকল পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষাকর্তারা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার উপর ইহা নির্ভর করে। প্রত্যেক ছাত্রেরই শক্তি ও স্বাস্থ্য, উন্নত চরিত্র, জ্ঞানবত্তা এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আদর্শ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি শিক্ষাকর্তাদের ব্যবস্থায় এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ না হয়, তবে আপনাদিগকেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে যদি তাঁহাদের ও গুরুজনদের উৎসাহ পান, তবে তো ভালই; যদি তাঁহারা প্রতিকূলাচরণ করেন—তবে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আপনার পথে অগ্রসর হউন। আপনাদের জীবন আপনাদেরই—এবং তাহার উৎকর্ষের দায়িত্বও শেষ পর্যন্ত আপনাদেরই।

এই সম্পর্কে একটি কথা আমি বলিতে চাই। আমার মনে হয়, ছাত্রসংঘগুলি এক একটি যৌথ স্বদেশী ভাণ্ডার (Co-operative Swadeshi Store) খুলিয়া ছাত্রদের বহু উপকার করিতে পারেন। ছাত্রেরা যদি সুচারুভাবে এই সকল ভাণ্ডার চালাইতে পারেন, তাহা হইলে দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। একদিকে ছাত্রেরা অল্প মূল্যে স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে পারিবে এবং বহু গৃহশিল্পের উৎসাহ বর্ধন করা হইবে। অপর দিকে, যৌথ কারবারের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া লভ্যাংশ ছাত্র-সমাজের কল্যাণে ব্যয় করা যাইবে।

ছাত্রদের কল্যাণের জন্য ব্যায়াম সমিতি,ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, আলোচনাসমিতি, মাসিক পত্র পরিচালনা, সঙ্গীত সমাজ, পাঠাগার, সমাজকল্যাণ-সংঘ ইত্যাদি স্থাপনা করিতে হইবে।

অপর দিকটি সম্ভবতঃ ইহার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। সে হইতেছে ভবিষ্যতের দেশবাসী হইবার শিক্ষা গ্রহণ। এই শিক্ষা চিন্তা ও কার্য উভয় দিক্ দিয়াই হইবে। ছাত্রদিগের চক্ষের সম্মুখে এমন একটি আদর্শ নরসমাজের চিত্র ধরিতে হইবে যাহাতে তাহারা ঐ আদর্শকে জীবনে বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করে এবং এই সঙ্গে এমন একটি কর্মতালিকা তাহাদিগকে দিতে হইবে, যাহাকে তাহারা যতদূর সম্ভব পালন করিবে। এই কর্মে তাহারা হয়ত কর্তাদের নিকটে অনেক বাধা পাইবে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিরোধ ঘটে, তবে ছাত্রদের পক্ষে নির্ভীক ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া চিন্তায় ও কর্মে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

যে আদর্শকে আমরা সযত্নে পোষণ করিব, তাহার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিবার পূর্বে আমি একটি কথা বলিতে চাই। ইউরোপের পদানত শৃঙ্খলিত এশিয়ার অবস্থা প্রত্যেক এশিয়াবাসীরই মনে দুঃখ ও অপমান বহিয়া আনে। কিন্তু একথা ভাবিলে ভুল করা হইবে যে, এশিয়ার অবস্থা চিরদিনই এরূপ ছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে প্রাচীনকালে এশিয়া ইউরোপের বহু অংশ জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। সে দিন ইউরোপ এশিয়ার নামে ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিত। সে অবস্থার আজ পরিবর্তন হয়ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নিরাশার কারণ কিছুই নাই। আজ এশিয়া তাহার দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের উদ্যোগ করিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে একদিন শক্তি ও গৌরবে ভাস্বর হইয়া স্বাধীন জাতি সমূহের মধ্যে তাহার নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিবে।

পাশ্চাত্ত্যের ব্যস্তবাগীশগণ কখনও কখনও এই প্রাচীন প্রাচ্যকে "অপরিবর্তনশীল" বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে—যেমন কিছুদিন পূর্বেও তাহারা তুরস্ককে "ইউরোপের অসুস্থ জাতি" বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্তু এই নিন্দা এশিয়া বা তুরস্ক কাহারও পক্ষে সত্য নয়। সমস্ত প্রাচ্যদেশ আজ নব জাগরণের বিপুল শক্তিতে টলমল। সর্বত্রই পরিবর্তন, উন্নতি এবং সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। যতদিন ইচ্ছা প্রাচ্য অবশ্য অপরিবর্তনশীল থাকিতে পারে, কিন্তু একবার পরিবর্তন আরম্ভ করিলে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের বহু সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে। আজ এশিয়ায় তাহাই ঘটিতেছে।

মাঝে মাঝে কেহ প্রশ্ন করেন—আজ এশিয়া, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে যে চাঞ্চল্য দেখিতেছি, তাহা কি সত্য সত্যই জীবনের চিহ্ন, না বাহিরের উত্তেজনার একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র ? আমি মনে করি, নব নব সৃষ্টিই জীবনের লক্ষণ। যখন দেখিতে পাই যে, বর্তমান আন্দোলন একটা নূতন পথ কাটিয়া নব নব সৃষ্টির উদ্যমপূর্ণ বেগে চলিতেছে, তখনই বুঝিতে পারি যে, সত্য সত্যই জাতির নবজাগরণ আসিয়াছে, এবং ইহা সত্য সত্যই অন্তরের মধ্য দিয়া পুনঃ চেতনার গভীর আলোড়ন।

ভারতবর্ষে আজ আমরা একটা ভাবধারার ঘূর্ণাবর্তের মাঝখানে রহিয়াছি। তাহার চারিদিক দিয়া বহু অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এই তুমুল মিশ্রণের অব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ লোক ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ ধরিতে পারে না। কিন্তু আজ যদি আমাদিগকে জাতির লুপ্ত শক্তিকে ফিরাইয়া আনিয়া লক্ষ্যপথে চালাইতে হয়, তবে আমাদের লক্ষ্য কি এবং কেমন করিয়া সে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়, তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইবে।

একটা তিমির-যুগ পার হইয়া ভারতবর্ষের সভ্যতা আজ নবজীবনের পথে চলিয়াছে। ফিনিসীয়া ও ব্যাবিলনের সভ্যতার মত এই সভ্যতা স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হইবে কি না, একদিন সেই ভাবনা ছিল, কিন্তু আবার তাহা কালের অত্যাচার কাটাইয়া উঠিয়াছে। আবার নূতন করিয়া বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে চিন্তাজগতে একটা ভাব-বিপ্লব আনিতে হইবে এবং জীবজগতে নব-রক্তের সংমিশ্রণ করিতে হইবে। ইতিহাসের এবং মনীষীগণের মত মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই এক উপায়েই প্রাচীন জীর্ণ সমাজকে শক্তিমান্ করিয়া তোলা সম্ভব। আমার কথায় বিশ্বাস না হইলে আপনারা সভ্যতার উত্থান-পতনের নিয়মটি নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করুন। এই নিয়মটি আবিষ্কার করিতে পারিলেই আমরা দেশবাসীকে পরামর্শ দিতে পারিব, উন্নতিশীল, শক্তিধর জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে কি পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

ভাবজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে আমাদিগকে এমন একটি আদর্শকে চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে হইবে, যাহা বিদ্যুতের মত আমাদের শক্তিকে উন্মুখ করিয়া তুলবে। সে আদর্শ হইতেছে স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ সকলে এক বুঝেন না ; আমাদের দেশেও স্বাধীনতার অর্থের একটা ক্রমপরিবর্তন হইতেছে। স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা, শুধু ইহা রাষ্ট্রীয় বন্ধন-মুক্তি নহে, ইহা অর্থের সমানবিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি বর্জনও সূচিত করে। এই আদর্শকে অবিবেচকরা হয়ত অসম্ভব বলিবে—কিন্তু প্রাণের ক্ষুধাকে একমাত্র ইহাই শান্ত করিতে পারিবে।

জাতীয় জীবনের যত দিক দিয়া প্রকাশ হইতে পারে স্বাধীনতার আংশিক রূপ ততগুলিই। কেহ কেহ স্বাধীনতা বলিতে স্বাধীনতার একটি বিশেষ দিকের কথাই বুঝেন। স্বাধীনতার এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞাটিকে কাটাইয়া উঠিয়া ব্যাপক অর্থটি গ্রহণ করিতে আমাদের বহু বৎসর লাগিয়াছে। যদি স্বার্থের মুখ না চাহিয়া স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকে আমরা ভালবাসিতে চাই, তাহা হইলে একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, সত্যকার স্বাধীনতার অর্থ কেবল মাত্র ব্যক্তির জন্য নয়, সমগ্র সমাজের জন্য ও সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। এযুগের আদর্শ তাহাই—সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত ভারতবর্ষের ধ্যানমূর্তিই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায় হইতেছে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা অনুভব করা। অন্তরে একটা পূর্ণ বিপ্লবের বন্যা বহিয়া যাউক এবং স্বাধীনতার মদিরপ্রবাহ আমাদের শিরায় শিরায় বহিয়া যাউক। স্বাধীন হইবার ইচ্ছা যখন আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে তখন কর্মের একটা অশ্রান্ত প্রবাহ আমাদের হৃদয়ে বহিয়া যাইবে। ভীরুর সাবধান বাণী তখন আমাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না—সত্য ও কর্মের আহ্বান আমাদিগকে তখন লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে।

বন্ধুগণ, জীবনের লক্ষ্য হিসাবে আমি যাহা চিন্তা ও অনুভব করি এবং যাহা আমার সকল কর্মের পশ্চাতে ইঙ্গিত স্বরূপ রহিয়াছে, সেই আদর্শের কথা আপনাদিগকে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনাদিগের মনে ইহা ভাল লাগিবে কি না তাহা আমি জানি না কিন্তু আমি জানি যে, জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য আছে, তাহা হইতেছে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। স্বাধীনতার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই হইতেছে জীবনের মূল সুর—সদ্যোজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দন ধ্বনিই তো বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা। আপনাদের নিজেদের প্রাণে এবং দেশবাসীর প্রাণে স্বাধীনতার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাটি জাগাইয়া তুলুন—তাহা হইলে ভারতবর্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। রাত্রির পর দিন যেমন আসিবেই, তেমনি ইহাও আসিবে। ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, এমন কোনও শক্তি এ পৃথিবীতে আজ নাই। কিন্তু আসুন, এমন মহীয়সী ভারতের ধ্যানচিত্র আজ আমরা গড়িয়া তুলি, যাহার জন্য জীবন-সর্বস্বধন বলি দিয়া আমরা ধন্য হইতে পারি। আমি ভারতবর্ষের যে মূর্তি কল্পনা করিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার মুক্তিবাণী জগতের কাছে দিকে দিকে ঘোষণা করুক।

আমি বলিতে চাই, ভারতবর্ষের একটা বিশেষ বাণী আছে এবং জগতকে তাহা শুনাইবার জন্যই ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। জগতের সাধনা ও সভ্যতার প্রায় প্রতি রূপেই ভারতবর্ষের একটা নব অবদান দিবার আছে। এই হীনতা ও পরাধীনতার মধ্যেও তাহার দান বড় নগণ্য নয়। আপনার প্রয়োজন মত আপনার পথে চলিবার স্বাধীনতা পাইলে সে-দান কত বৃহৎ ও মূল্যবান হইবে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও হয়ত স্বাধীনতার এই বিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করার অসামর্থ্য অবশ্যই দুঃখের বিষয় ; কিন্তু সত্য, ন্যায় ও সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শকে আমরা এখনই ত্যাগ করিতে পারি না। অপর কেহ আমাদিগের সঙ্গে যদি যোগ না দেয় তবে আমাদিগকে একাই চলিতে হইবে—কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, লক্ষ লক্ষ লোক এই স্বাধীনতার পথ-যাত্রায় যোগ দিবে। বন্ধন, অন্যায় ও অসাম্যের সঙ্গে যুদ্ধের বিরতি হইতেই পারে না।

দেশের সকল স্বাধীনতাকামীরই সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার সৈনিক শ্রেণী গঠন করিবার সময় আসিয়াছে।

ইহারা কেবলমাত্র স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিবে না—স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিবার জন্যও দিকে দিকে প্রচারক প্রেরণ করিবে। আপনাদের মধ্য হইতে এই প্রচারক ও সৈন্য দলের সৃষ্টি করিতে হইবে। বিস্তৃত ও অন্তর্ব্যাপী (intensive) প্রচার ও দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন আমাদের কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আমাদের প্রচারকগণ চাষী ও কারখানার মজুরদের মধ্যে গিয়া নব বাণীর প্রচার করিবে। তাহারা যুবকদের এবং তাহাদের সংঘগুলিকে অনুপ্রাণিত করিবে। পরিশেষে তাহারা দেশের সমগ্র নারীজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবে—কারণ, আজ নারীকে সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সমান অধিকার লইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

বন্ধুগণ, আপনাদের মধ্যে অনেকেই এখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দলভুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। জাতীয় কংগ্রেসই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। জাতির সকল আশা ভরসা ইহার উপর ন্যস্ত। কিন্তু শক্তি ও প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার শ্রমিক আন্দোলন, যৌবন আন্দোলন, চাষী আন্দোলন, নারী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনের উপরে নির্ভর করিতে হয় এবং আমার মতে, করা উচিত। যদি আমরা শ্রমিক, চাষী, তথা-কথিত নিম্নজাতি, যুবকবৃন্দ, ছাত্রগণ ও নারীদিগকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি, তবে কংগ্রেস অসীম শক্তিমান হইয়া দেশের মুক্তি আনয়ন করিতে পারিবে। সুতরাং, যদি আপনারা সার্থকভাবে কংগ্রেসের সেবা করিতে চাহেন, তাহা হইলে এই সকল আন্দোলনকেও আপনাদের জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের ঘরের পাশেই চীনদেশ—তাহার ইতিহাসের একটি যুগ পর্যবেক্ষণ করুন—দেখিতে পাইবেন মাতৃভূমির জন্য চীনের ছাত্রেরা কি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের জন্য আমরা কি সেটুকু করিতে পারি না ? আধুনিক চীনের নবজাগরণ তো ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। একদিকে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে কারখানায় গিয়া স্বাধীনতার নূতন বাণী প্রচার করিয়াছেন, অপর দিকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেশকে তাঁহারা সংঘবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে। স্বাধীনতার কোনও সহজ নির্বিঘ্ন পথ নাই। স্বাধীনতার পথে যেমন আঘাত-বিপদ আছে, তেমনি গৌরব ও অমরত্ব আছে। প্রাচীনের যাহা কিছু শৃঙ্খলের মত আমাদের চলাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিয়া আসিতেছে, আজ তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তীর্থযাত্রীর মত দলে দলে স্বাধীনতার লক্ষ্যপথে যাত্রা করিতে হইবে। স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে অবিনশ্বর গৌরব। আসুন আজ আমরা সম্মিলিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি—সেই উদ্যমে জীবনপাত করিয়া আমরা মৃত্যুজয়ী যতীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী হইবার উপযুক্ত হই। বন্দে মাতরম্।*

*বিগত ১৯শে অক্টোবর লাহোরে পাঞ্জাব ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ। ইংরেজী হইতে অনূদিত।

॥ চার ॥

"এই জরাজীর্ণ দেশের যৌবন ফিরাইয়া আনিতে হইলে—সমগ্র ভারতে একটি জাতি-গঠন করিতে হইবে। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা এতদিন বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে।"

মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারের ছাত্রগণের এই সম্মিলনে যোগদান করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া আজ আমি মনে মনে পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছি। ইহা কেবল আনন্দের বিষয় নহে, এরূপ ছাত্র সম্মিলনে যোগদান করিতে পারা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য—ইহাও বলিতে হইবে। আপনাদের মনস্তুষ্টির জন্যই আমি একথা বলিতেছি না—ইহা বাস্তবিকই আমার মনের কথা। ইহাতে একটুও অতিরঞ্জন নাই। কারণ, প্রকৃত পক্ষে ছাত্রদের সংস্পর্শে আসিলেই যেন আমার চিত্তবৃত্তির স্বতঃ বিকাশ হয়, সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়া যায় এবং আমি আমার প্রাণের কথা অকপটে ব্যক্ত করিতে পারি।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া বাহির হইবার পর প্রায় দশ বৎসর আমার কাটিয়া গিয়াছে। এখনও কিন্তু আমি নিজেকে ছাত্র ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারি না। তবে আমার এই বিশ্ব-বিদ্যালয় আপনাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে একটু বড় এবং ব্যাপক। ইহাকে "জীবনের বিশ্ব-বিদ্যালয়" বলিলেই ঠিক হয়। আমি এখন জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত, নিত্য নূতন উপদেশ এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করাই আমার বর্তমান কাজ। তথাপি আমার মনে হয়, ছাত্র-জীবনের আদর্শবাদ, কল্পনা ও ভাবুকতা একেবারে আমাকে ছাড়িয়া যায় নাই। সুতরাং আমার পক্ষে আপনাদের অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা উপলব্ধি করা বোধ হয় একান্ত অসম্ভব হইবে না।

তথাপি আমার একটা সন্দেহ আছে—তাহা এই যে, ছাত্র সম্মিলনের সভাপতি হইবার যোগ্যতা আদৌ আমার আছে কিনা ? কারণ, ছাত্র-জীবনের "সচ্চরিত্রতার" দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, আমার নিজের ছাত্রজীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল না। এখনও সেদিনের কথা আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে, যেদিন প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে ডাকাইয়া নিয়া আমার উপর দণ্ডাদেশ জারী করিয়াছিলেন, কলেজ হইতে আমাকে সাস্‌পেণ্ড করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "কলেজের মধ্যে তুমিই সর্বাপেক্ষা দুরন্ত ছেলে।"

আমার জীবনের সেইটি একটি স্মরণীয় দিন। বলিতে গেলে, নানা দিক দিয়াই সেদিন হইতে আমার জীবনের সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। সেদিন-ই আমি সর্বপ্রথম অনুভব করিলাম—কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে নির্যাতন সহ্য করার মধ্যে একটা বিমল আনন্দ আছে। এই আনন্দের সহিত জীবনের আর কোন আমোদ-প্রমোদেরই তুলনা হয় না। আর সমস্তই ইহার নিকট তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ। ইতিপূর্বেই আমি আদর্শের মধ্য দিয়া নীতিজ্ঞান ও স্বাদেশিকতার পরিচয় পাইয়াছিলাম ; কিন্তু সেইদিনই সর্বপ্রথম এই সমস্তের পরীক্ষা—শুধু পরীক্ষা নয়, অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল ! এই গুরুতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি দেখিলাম—আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি ও কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে।

বন্ধুগণ, আপনারা হয়ত মনে করিতেছেন যে, এই লোকটা বড়ই অদ্ভুত। কোথায় আমাদের কথা আলোচনা করিবে,—না তাহার পরিবর্তে সে নিজের কথাই আলোচনা করিতে লাগিল ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমি এখানে কেন আসিয়াছি ? আমার উদ্দেশ্য কি, তাহা আপনারা স্থির করিয়াছেন কি ? নীতিজ্ঞান ও স্বাদেশিকতা সম্পর্কে লম্বা বক্তৃতা করিতে আমি এখানে আসি

নাই ; আমি আসিয়াছি আমার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি জ্ঞানের কথা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে। একথা কি সত্য নহে যে, কেবল সেই উপদেশেরই মূল্য আছে, যে উপদেশ প্রকৃত পক্ষে নির্যাতন ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে ?

ভারতের সর্বত্র আজ তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন ভাব ও আদর্শের সংঘাত বাধিয়াছে। বহুসংখ্যক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কারমূলক—বর্তমান অবস্থায় সংস্কার সাধনই তাহাদের লক্ষ্য ! অপর কতকগুলি হইতেছে নির্মূলকারী—বর্তমান অবস্থার অবসান করিয়া নূতনের জন্মদান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। এই সমস্ত হট্টগোলের মধ্যেই আজ নূতন ভারতের জন্ম হইতেছে। এ সময়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিয়া ভাবী উন্নতি-অবনতির গতি নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যাহারা তরুণ, যাহাদের আদর্শ অতি মহান্ এবং অতিশয় উচ্চ, যাহাদের আত্মসংবিৎ অতি প্রখর, সমগ্র জাতির ভাবধারার সহিত যাহারা নিজের ভাবধারা মিলাইয়া দিতে সমর্থ, যাহাদের ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশ লাভ সম্পূর্ণ হইয়াছে—কেবল তাহারাই এ কাজের উপযুক্ত। কেবল তাহারাই এ সময়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নির্দেশ করিতে পারে।

ভারতে এখন যে সমস্ত আন্দোলন দেখা দিয়াছে তাহাদের কথা একে একে বিশ্লেষণ করিতে হইলে এবং প্রত্যেকটির বিষয়ে আমার নিজের মতামত প্রকাশ করিতে হইলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন,—এক দিনের বক্তৃতায় তাহা শেষ হইবে না। আমি তাই আজ সে চেষ্টা করিব না। তবে একটা কথা আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিতে চাই,—তাহা এই যে, এই জরাজীর্ণ দেশের যৌবন ফিরাইয়া আনিতে হইলে—সমগ্র ভারতে একটি জাতি গঠন করিতে হইলে, ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা এতদিনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে, সামাজিকতা ও নৈতিকতার মাপকাঠিতে যে জিনিষের যে মূল্য আমার এখন দিয়া থাকি, আবার নূতন করিয়া নূতনভাবে তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

বিশেষ অভিনিবেশের দরকার নাই—দূর হইতে সাধারণভাবে লক্ষ্য করিলেও একটা কথা ধরা পড়ে। তাহা এই যে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ আন্দোলনই তেমন দূরপ্রসারী নহে ; এগুলির প্রায় প্রত্যেকটি একান্ত অগভীর। ইহারা সমগ্র জাতির অন্তরে সাড়া জাগাইতে পারে নাই,—কেবল আমাদের সমাজ ও জাতির বাহ্যিক অভাব-অভিযোগের এক-আধটু স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে। এ সমস্ত আন্দোলন দ্বারা যে কোন কাজই হয় না বা হইতে পারে না—একথা বলিতেছি না। ইহার দ্বারা খুব সামান্য কাজই হইতে পারে। মোটের উপর সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করিতে হইলে এরূপ অগভীর আন্দোলন দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হইবে না, হইতে পারে না। আমরা চাই—জাতীয় জাগরণ, বাহ্যিক নহে—আন্তরিক জাগরণ। সমগ্র জাতির প্রাণে সাড়া জাগাইতে হইবে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাহা কিরূপে সম্ভবপর—ইহাই আমাদের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান চাই।

আমাদের এই দেশ বড়ই প্রাচীন। আমাদের এই সভ্যতাও খুবই পুরাতন ; ইহাতে অভিভূত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও আজ পর্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে বীরের মত অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছি। সময় সময় ইহাতে অভিভূত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও আজ পর্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে একেবারে নির্মূল হই নাই। কখনও যদি আমরা শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া থাকি তবে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। কারণ জীবন রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আজ আমরা অবসন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও জাতি হিসাবে আমাদের মৃত্যু হয় নাই। চিন্তায় ও কার্যে মৌলিকতা এবং সৃজনী শক্তিই জীবনের লক্ষণ। এই সমস্ত বিষয়ে জাতি হিসাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে গৌরব করিবার যথেষ্ট অধিকার আমাদের আছে। আমরা যদি বাঁচিয়া না থাকিতাম তাহা হইলে জাতীয় জাগরণের সমস্ত আশাই বিফল হইত। আমরা এখনও জীবিত আছি এবং জাতি গঠনের সমস্ত উপাদানই আমাদের রহিয়াছে। সেইজন্যই আজও আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছি।

অন্তরের দিক হইতে যে জাগরণ—সেই জাগরণই আমরা চাই। কেবল তাহাতেই আমাদের এই জীবনের আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে। এখানে সেখানে এক-আধটু সংস্কার দ্বারা কাজ হইবে না, বাহ্যিক প্রলেপ কার্যকরী হইবে না। সম্পূর্ণ পরিবর্তন, সম্পূর্ণ নূতন জীবন

পরিগ্রহণই আমাদের বর্তমানের প্রয়োজন। ইহাকে ইচ্ছা করিলে "সম্পূর্ণ বিপ্লব" আখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে।

"বিপ্লব" এই কথাটি শুনিয়া আপনারা চমকিত হইবেন না। বিপ্লবের ধারা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। তবে এ পর্যন্ত আমি এমন লোক একটিও দেখি নাই—যে কখনও বিপ্লবের কথায় বিশ্বাস করে না! মোটের উপর বিবর্তন (Evolution) এবং বিপ্লব (revolution) এই দুইয়ের মধ্যে কোন মজ্জাগত প্রভদ নাই। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে যে বিবর্তন (Evolution) সম্পন্ন হয় তাহাই বিপ্লব (Revolution); পক্ষান্তরে দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া যে বিপ্লব সম্পন্ন হয় তাহাই বিবর্তন। বিবর্তন ও বিপ্লব এই উভয়েরই গোড়ার কথা হইল পরিবর্তন। এই জগতে উভয়েরই স্থান আছে। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব ও বিবর্তনের মধ্যে কোনটিকেই একেবারে বাদ দিয়া চলা যায় না।

আমি বলিয়াছি যে, ভালমন্দ সম্পর্কে এখনও আমাদের যে সমস্ত ধারণা আছে তাহার অনেকগুলিরই পরিবর্তন করিতে হইবে। আমি ইহাও বলিয়াছি যে, আমাদের বর্তমান গতানুগতিক জীবনের একটা আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। জাতি হিসাবে বড় হইতে হইলে এবং জগতের সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে গৌরবের আসন অধিকার করিতে হইলে ইহাই আমাদের একমাত্র পথ। সেই জীবনেরই একমাত্র সার্থকতা আছে, মূল্য আছে এবং অর্থ আছে—যে জীবনের সম্মুখে একটা বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শ রহিয়াছে। যে জাতি উন্নতি করিতে চায় না, বিশ্বসভায় বিশেষত্ব লাভ করিতে চায় না, সে জাতির পক্ষে বাঁচিবার কোনই প্রয়োজন নাই—এমন কি বাঁচিবার কোন অধিকারই তাহার নাই। আমি এ কথা বলি না যে, কোনও স্বার্থগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এক একটা জাতির পক্ষে উন্নতির চেষ্টা করা দরকার। সমগ্র মানব সমাজকে উদার ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্যই প্রত্যেক জাতিকে উন্নত হইতে হইবে। যাহাতে পরিশেষে এই বিশ্বজগৎ মানব জাতির বসবাসের পক্ষে অধিকতর সুখকর কল্যাণকর হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

একটা জাতিকে উন্নতিশীল করিতে হইলে যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন হয় তৎসমস্ত উপাদানই ভারতের আছে। কি জাগতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক কোনও রূপ উপাদানেরই অভাব এখানে নাই। ভারতবর্ষ যে কত প্রাচীন তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই; তথাপি সে মরে নাই; এখনও ভারতবর্ষ জীবিত আছে। কেন সে বাঁচিয়া আছে? তাহাকে আবার মহান হইতে হইবে, আবার তাহাকে উন্নত হইতে হইবে। জগতকে মহত্তর ও বৃহত্তর কিছু দান করিবার জন্যই ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া আছে।

ভারতের লক্ষ্য কি? তাহার কর্তব্য কি? প্রথমতঃ নিজেকে বাঁচাইতে হইবে এবং তারপর জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু-না-কিছু দান করিতে হইবে। অর্ধশতাধিক অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও ভারতবর্ষ আজ যাহা দিয়াছে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নহে। এখন একবার কল্পনা করুন দেখি, ভারতবর্ষ যদি তাহার নিজ অভিপ্রায় অনুসারে, নির্বিবাদে ও স্বাধীনভাবে নিজেকে বিকশিত করিতে পারিত তাহা হইলে মানব জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার ভাণ্ডারে তাহার দান আরও কত বেশী হইত?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এ জাতির মধ্যে অক্লান্ত কর্মপ্রেরণা জাগাইতে পারিলে ভারতবর্ষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—দুনিয়ার সমস্ত জাতিকে চমৎকৃত করিতে পারে। আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, একবার এই ঘুমন্ত জাতির নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এ যুগের সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জাতি সমূহকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারে। আজ আমাদের এই যাদুকরের দণ্ডেরই প্রয়োজন—যে দণ্ড সঞ্চালনে আমাদের সমাজের সর্বত্র সাজ সাজ রব উঠিবে। ফরাসী দার্শনিক বার্গসন "elan vital" অর্থাৎ প্রেরণাদায়িনী শক্তির কথা বলিয়াছেন। এই শক্তিই সমগ্র জগতকে কর্মের পথে, উন্নতির পথে সঞ্চালিত করে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেরণাদায়িনী শক্তি কি? স্বাধীনতার জন্য, সম্প্রসারণের জন্য, আত্ম-বিকাশের জন্য যে ঐকান্তিক আগ্রহ—তাহাই এই প্রেরণাদায়িনী শক্তি। আত্ম-বিকাশের এই যে ঐকান্তিক ইচ্ছা তাহার অপর দিকই হইল বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আপনারা যদি স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনাদের চতুর্দিকে যে বন্ধন রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হইবে। এই বিদ্রোহ যদি সার্থক হয তাহা হইলে আপনাদের স্বাধীনতালাভ আবশ্যম্ভাবী।

আত্মসম্মান-জ্ঞান যাহাদের একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

ইহারা ছাড়া আর সকলেই দাসত্বের জ্বালা ও অপমান কিছু না কিছু অনুভব করেন। এই অনুভূতি যখন প্রখর হইয়া উঠে তখন দাসত্বের বন্ধন আর সহ্য হয় না ; মানুষ তখন এই বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি পায় তখনই যখন সে কোন-না-কোন উপায়ে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। স্বাধীন দেশের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা কিংবা স্বাধীন আবহাওয়া হইতে উৎপন্ন সুখকর অবস্থার কথা পাঠ ও কল্পনা দ্বারা সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া থাকে ! দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। এই তপস্যা কি ? জাতীয় অপমান এবং বর্ণগত বৈষম্য প্রভৃতির অনুভূতি প্রখর হইতে প্রখরতর করিতে হইবে, স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আগ্রহ তাহাকে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে দেশকে মুক্ত করিতে হইলে এই তপস্যারই প্রয়োজন। ইতিহাস পাঠ করিয়া, আমাদের বর্তমান অবনতি লক্ষ্য করিয়া, জীবনের আদর্শের কথা অনুধ্যান করিয়া এবং সর্বোপরি স্বাধীন দেশের অবস্থার সহিত পরাধীন দেশের অবস্থার তুলনা করিয়াই আমরা জাতীয় মুক্তির জন্য প্রেরণা লাভ করিতে পারি।

আমি মনে করি—Baptism, Initiation ও দীক্ষা প্রভৃতির একটি মাত্র মানে হয় ; তাহা এই যে, স্বাধীনতার বেদীতে জীবন উৎসর্গ করা। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ এক দিনে সম্ভবপর হইবে না। আমরা যতই স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইব ততই আমরা আনন্দের অনুভূতি পাইব। এই আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা ততই বুঝিতে পারিব যে জীবনের একটা মহান্ অর্থ ও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। তখনই বিপ্লব উপস্থিত হইবে—আমাদের চিন্তা, আমাদের অনুভূতি এবং আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই সমস্তই তখন পরিবর্তিত হইয়া নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। তখন আমাদের নিকট কেবল একটি জিনিসই মূল্যবান বলিয়া মনে হইবে ; আমরা কেবলই স্বাধীনতারই উপাসনা করিব। আমাদের মনোবৃত্তিও তখন পরিবর্তিত হইবে এবং সেই আদর্শেরই অনুগামী হইব। এই ক্রমিক পরিবর্তনের অনুভূতি যে কিরূপ তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই পরিবর্তন যখন সম্পূর্ণ হইবে তখন আমাদের পুনর্জন্ম হইবে ; আমরা তখন প্রকৃত "দ্বিজ" হইব। অতঃপর আমরা কেবল স্বাধীনতার কথাই চিন্তা করিব, স্বাধীনতার স্বাদ-ই উপলব্ধি করিব এবং স্বাধীনতার কাহিনী-ই স্বপ্নে দেখিব। আমাদের সমস্ত কাজকর্মের মধ্য দিয়া তখন একটি মাত্র অভিপ্রায় প্রকাশ পাইবে—সেইটি হইবে স্বাধীনতা লাভের ঐকান্তিক আগ্রহ। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা তখন স্বাধীনতার নেশায় মত্ত হইব—স্বাধীনতাই তখন আমাদের জীবনের সর্বস্ব বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রাণের মধ্যে একবার স্বাধীনতা লাভের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে ইহাকে চরিতার্থ করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত শক্তি—শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শক্তি সমূহ, নিয়োগ করিতে হইবে। আমরা যে সমস্ত বিষয় শিখিয়াছি তাহার অনেকটা ভুলিতে হইবে এবং যাহা কখনও আমাদিগকে শিখানো হয় নাই এমন অনেক বিষয় আমাদিগকে সর্ব-প্রথম শিক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের গুরু কর্তব্যভার বহণ করিবার জন্য শরীর ও মনকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে, নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে, আমাদের জীবনের বাহ্যিক আবরণ দূর করিতে হইবে, বিলাসিতা এবং আমোদ-প্রমোদ বর্জন করিতে হইবে। পুরাতন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং নূতন জীবনযাত্রা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এই ভাবেই আমাদের সমগ্র জীবন পরিপূর্ণ এবং পবিত্র হইয়া স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করিবে।

মোটের উপর মানুষ একটা সামাজিক জীব। সমাজের অবশিষ্ট অংশ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার আত্মবিকাশ হইতে পারে না। জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্য ব্যক্তিকে বহুল পরিমাণে সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। পক্ষান্তরে সমাজও ব্যক্তিকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। তারপর ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমগ্র সমাজের উন্নতি না হইলে একমাত্র ব্যক্তির উন্নতি দ্বারা বিশেষ ফল হয় না ; এরূপ ব্যক্তিগত উন্নতির খুব বেশী মূল্য থাকে না। যোগী সন্ন্যাসীর যে আদর্শ তাহা আমাদের সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। সামাজিক জীবনের মধ্যে যাহার স্থান নাই, সে আদর্শের খুব বেশী মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সুতরাং স্বাধীনতাকেই যদি আমাদের জীবনের মূল-নীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, ইহাকেই যদি আমাদের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টার প্রেরণাদায়িনী শক্তি বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সমাজ সংস্কারের ভিত্তিও এই স্বাধীনতার উপরই প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই স্বাধীনতার নীতি মোটের উপর সামাজিক বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই নহে।

সমগ্র সমাজের জন্য স্বাধীনতা বলিতে নারী ও পুরুষ—এই উভয়েরই স্বাধীনতা বুঝিতে হইবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে—কেবল উচ্চ শ্রেণী নয়, অনুন্নত শ্রেণীকেও স্বাধীনতা দিতে হইবে। ধনী-দরিদ্র, যুবা-বৃদ্ধ, সকল সম্প্রদায়, সংখ্যায় লঘিষ্ঠ এবং সংখ্যায় গরিষ্ঠ সমাজ এবং সকল শ্রেণী ও সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা দিতে হইবে। এই দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয়, স্বাধীনতা মানেই সাম্য এবং সাম্য মানেই ভ্রাতৃত্ব।

সমাজের বন্ধন মুক্ত করিতে হইলে সামাজিক ব্যাপার এবং আইনসঙ্গত বিষয়ে মহিলাদিগকে সমান অধিকার দিতে হইবে। যে সামাজিক বিধান দ্বারা, নিম্নবংশে জন্মগ্রহণের জন্য, কোন কোন ব্যক্তি ও শ্রেণীকে ছোট করিয়া রাখা হইয়াছে সেই বিধান নির্মমভাবে বিনষ্ট করিতে হইবে। ধনী ও দরিদ্রের পদমর্যাদার মধ্যে যে প্রভেদ তাহা দূর করিতে হইবে। যে সমস্ত প্রতিবন্ধক সামাজিক উন্নতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে তৎসমস্তই বর্জন করিতে হইবে। প্রত্যেককে শিক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য সমান সুযোগ দিতে হইবে। যুবককে যুবক বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সমাজ-সংস্কার এবং দেশ শাসনের ভার যুবক ও যুবতীদের উপরেই ন্যস্ত হইবে। সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যাপারে—সর্বত্র এবং সর্ব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান অধিকার দিতে হইবে—ইহাতে বৈষম্য রাখিলে চলিবে না। আমরা যে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাই, সেই সমাজের গোড়ার কথা হইবে—সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ, ঐশ্বর্যের উপর সকলের সমান অধিকার, বৈষম্যমূলক সামাজিক বিধান প্রত্যাহার, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি।

বন্ধুগণ, আপনারা হয়ত আমার এই কল্পনাকে আকাশ-কুসুম বলিয়া মনে করিতেছেন। কেহ কেহ হয়ত ভাবিতেছেন—আমি একজন স্বপ্ন-বিলাসী ; বাস্তব জগতের সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই। যদি ইহাই আপনাদের মনে হয়, তাহা হইলে আমি নাচার ; দোষ স্বীকার ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। আমি নিজেকে স্বপ্ন-বিলাসী বলিয়া স্বীকার করিতেছি। তবে আমি এই স্বপ্নই ভালবাসি। আমার নিকট কিন্তু এই সমস্ত স্বপ্নই কঠোর বাস্তব সত্য বলিয়া মনে হয়। এই স্বপ্ন হইতেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি, কাজ করিবার শক্তি আমার প্রাণে জাগে। এই সমস্ত স্বপ্ন না থাকিলে আমার পক্ষে জীবনধারণ করাই অসম্ভব ; কারণ তাহা হইলে জীবনের আর কোন মাধুর্যই থাকে না। এই সমস্ত স্বপ্ন ছাড়া সমগ্র জীবনটাই আমার নিকট ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়।

আমি যে স্বপ্ন ভালবাসি—সে হইতেছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন ; আপনার সভায় গৌরবান্বিত সমুজ্জ্বল ভারতের স্বপ্ন। আমি চাই—এই ভারত তাহার নিজ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হউক ; তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার তাহারই হস্তগত হউক। আমি চাই—এদেশে একটা স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহার সৈন্য, তাহার নৌবল, তাহার বিমানপোত, তাহার সমস্তই স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হউক ; আমি চাই—পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে স্বাধীন ভারতের দূত প্রেরণ করা হউক। আমি দেখতে চাই—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা কিছু মহত্তর তৎসমস্তেরই গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া এই ভারতমাতা, সমগ্র জগতের সমক্ষে ষড়ৈশ্বর্যশালিনীরূপে দণ্ডায়মান হউক। আমি চাই—এই ভারত দেশে দেশে পরিপূর্ণ সত্যের বাণী, সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার বাণী প্রেরণ করুক।

ছাত্র-বন্ধুগণ, আজ আপনারা ছাত্র হইলেও আপনারাই জাতির ভবিষ্যৎ আশা, ভারতের মঙ্গল। এদেশের ভবিষ্যৎ আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আপনারাই স্বাধীন ভারতের ভাবী বংশধর হইতে চলিয়াছেন। আমি তাই আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করি—আপনারা আমার আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নাবলীর কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করুন। ইহা ছাড়া আমার আর কিছু-ই নাই ; আর কিছুই আমি আপনাদিগকে দান করিতে পারি না। আমার এই দান আপনারা গ্রহণ করিবেন কি ? আপনারা বয়সে তরুণ, আপনাদের হৃদয় আশায় ভরপুর। আপনাদের সম্মুখেই বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শের স্থান হওয়া উচিত। এই আদর্শ যতই উচ্চতর হইবে ততই আপনাদের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইবে। অতএব হে ছাত্রগণ, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষানবিশী করাই কেবল ছাত্র-জীবনের কর্তব্য নহে ; তদপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হওয়াই ছাত্র-জীবনের কর্তব্য। কারণ, কেবল অন্নবস্ত্র পাইলেই মানুষ জীবন ধারণ

করিতে পারে না। আমি আপনাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের একটি চিত্র উপস্থিত করিয়াছি। এই অনাগত যুগের জন্য আপনাদিগকে কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হইবে, কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে এবং নির্যাতন ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করিয়া আপনাদের দেহ ও মনকে গঠন করিতে হইবে। আপনাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই এই লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

আমি যে জীবনের চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি তাহাতে দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতন আসিতে পারে—একথা অস্বীকার করি না। তবে এ কথায় বিশ্বাস করুন যে, ইহাতে আনন্দও কম পাইবেন না। আমি যে পথের কথা বলিলাম তাহা কণ্টকাকীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু এই পথই কি একমাত্র গৌরবের পথ নহে? আমি তাই আপনাদিগকে আহ্বান করি,—আসুন আপনারা, আমরা সকলে এক দলে মিলিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করি। তাহা হইলেই আমাদের মানবজীবন ধন্য হইবে। দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন ও নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে বটে ; তবে শেষ পর্যন্ত আমরা অবশ্যই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব, পরমানন্দ এবং অমরত্ব লাভ করিতে পারিব।—বন্দে মাতরম্।*

* ১৯২৯ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে অমরাবতীতে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ। ইংরাজী হইতে অনূদিত।

যুব-আন্দোলন

"যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন-চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই, সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের প্রতিষ্ঠান বা তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।"

পাবনা জেলার যুব-সম্মিলনীর সভাপতিপদ প্রদান করিয়া আমাকে যে সম্মান দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনাদের এই প্রসিদ্ধ নগরীতে আসিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার কখনও হয় নাই ; যদিও এখানে আসার বাসনা বহুদিন হইতে মনের মধ্যে ছিল। আজ এই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে জটিল সমস্যা যখনই উপস্থিত হইয়াছে এবং মতানৈক্য যখন মনোমালিন্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এইরূপ সময়ে একাধিকবার এই প্রসিদ্ধ নগরীতে মীমাংসা ঘটিয়াছে। আজ দেশের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমি আশা করি যে, জাতীয় সমস্যার সমাধানে প্রবীণ ও বিচক্ষণ পাবনা জিলাবাসী যাবতীয় দেশহিতকর কর্মপ্রচেষ্টায় অগ্রণী হইয়া পথপ্রদর্শকের কাজ করিবেন।

যখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেশ-বিদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন কি দেখিতে পাই ?—দেখিতে পাই চারিদিকে জীবনের স্পন্দন,—জাগরণের সমুদয় লক্ষণ ও নবসৃষ্টির উন্মেষ। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে। দুর্বলতা, অবিশ্বাস ও ক্লৈব্য পরিহার করিয়া সে আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যাহারা সেই তরুণ সম্প্রদায় আজি নিশ্চেষ্ট নয়। তাহারা আজ অধিকার লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতেছে। তরুণের এই নব জাগরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন ঘটনা নয় ; ইহাকে পাশ্চাত্য বস্তু জ্ঞান করিলে আমরা অন্যায় করিব। সকল দেশে ও সকল যুগে ধ্বংস ও সৃষ্টির আবশ্যকতা যখনই ঘটিয়াছে তখনই তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" তখন তাঁহার ভিতর দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ শক্তির বাণী প্রকট হইয়াছিল। তাই গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের সভায় আমি একদিন বলিয়াছিলাম—"The voice of Krishna was the voice of immortal Youth." ধ্বংসের করাল মূর্তি দেখিয়া অর্জুন ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন ; ক্ষণিকের জন্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, ধ্বংস বিনা সৃষ্টি হইতে পারে না ; তাই শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার সাহায্যে তাহাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে, কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের উপরেই ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে তরুণের আদর্শ কি ? তরুণের আদর্শ—বর্তমানের সকল প্রকার বন্ধন, অত্যাচার অবিচার ও অনাচার ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ ও নূতন জাতি সৃষ্টি করা। প্রাচীনের ও বর্তমানের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সুদূরের সন্ধান পাইবার জন্য মানবের দৃষ্টি অতি আদিম কাল হইতে উৎসুক আছে। শুধু তাই নয়, সুদূরের স্বপ্নকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিবার চেষ্টা মানবজাতি বরাবর করিয়াছে। এই প্রেরণার ফলে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় এবং প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটীস, প্লেটো প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের অভ্যুদয় হয়।

আমরা মনে করিতে পারি যে, তরুণদের রচিত যে কোন প্রতিষ্ঠান—যেমন সেবাসমিতি, যুবক সমিতি বা তরুণ সঙ্ঘ আখ্যা পাইবার যোগ্য, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের প্রতিষ্ঠান বা তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তরুণ প্রাণের লক্ষণ কি ?—লক্ষণ এই যে, সে বর্তমানকে বা বাস্তবকে অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না,

সে বন্ধনের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায় এবং সে চায় আনিতে ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে সৃষ্টির অবিরাম তাণ্ডব নৃত্য। ধ্বংস ও সৃষ্টি লীলার মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তিই তরুণ। তারুণ্য যার আছে সে ধ্বংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না অথবা নব-সৃষ্টিরূপ কার্যে অপারগ হয় না। বৃদ্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ হইতে পারে যদি তার প্রাণ সবুজ থাকে আর তরুণ হইয়াও মানুষ বৃদ্ধ হইতে পারে যদি তার অবস্থা হয় "বৃদ্ধত্বম্ জরসা বিনা।"

বহুদিন যাবৎ তরুণশক্তি আত্মবিস্মৃত ছিল, তাই কলুর বলদের মত সে পরের কশাঘাত খাইয়া পরের নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে—এবং দায়িত্বভার অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া অন্ধের মত কাজ করিয়া আসিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত এরূপ অবস্থায় সমাজের ও জাতীয় ক্রমিক উন্নতি ঘটিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত বিশেষ কোন গোলমাল সৃষ্টি হয় না ; কিন্তু যে দেশে বা যে যুগে নেতৃবর্গের অযোগ্যতার জন্য সমাজের ও জাতির দুর্গতি ঘটিয়াছে সেখানে তরুণসম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়াছে। সুলতানের হাতে সমস্ত শক্তি ও কর্তব্যভার অর্পণ করিয়া তুর্কি জাতি যখন ক্রমশঃ অধোগতির মুখে চলিতে লাগিল, তখন বিদ্রোহী তুর্কিতরুণেরা নব্য তুর্কিদলের প্রতিষ্ঠা করে। সম্রাট কাইজার ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ যখন সেনাপতিকূলের হস্তে সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া দিল, তরুণ জার্মানী তখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না—বিশেষ করিয়া যখন তরুণ জার্মানেরা দেখিল যে, তাহাদের নেতৃত্বের ফলে মহাযুদ্ধে সমগ্র জার্মান জাতিকে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও দৈন্য বরণ করিতে হইল ; তখন জার্মানীতে তরুণের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরাজ-বংশকে স্বীয় ভাগ্যনিয়ন্তা করিবার ফলে সমগ্র চীন জাতি যখন শৌর্য, বীর্য, স্বাধীনতা ও সম্পদ হারাইতে লাগিল, তখন চীন দেশে তরুণের জাগরণ আরম্ভ হইল। যে পরিমাণে তরুণ-সম্প্রদায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে এবং দায়িত্বজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া ও সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বীয় জাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে সেই পরিমাণে তরুণ আন্দোলনের প্রসার হইয়াছে। আজ যে আমরা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরুণের জাগরণ দেখিতেছি তাহার অর্থ এই—ভারতের তরুণশক্তি আত্মবিশ্বাসী হইয়াছে, স্বীয় জাতির উদ্ধার-সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিয়া থাকেন যে, যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের নামান্তর মাত্র—কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। ফুল যখন ফোটে তখন প্রত্যেক পাপড়ির মধ্যে তার সুষমা ও সৌরভ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। বহুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর মানুষ যখন পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় তখন শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের ভিতর দিয়া শক্তি, তেজ ও প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠে। শৈশব কৈশোর পার হইয়া আমরা যখন যৌবন-রাজ্যে অভিষিক্ত হই, তখন প্রকৃতিদেবী সকল সম্পদে আমাদিগকে ভূষিত করেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক তেজ, নৈতিক বল, শৌর্য, বীর্য—সব দিক দিয়া আমরা মানুষ হইয়া উঠি। ব্যক্তির জীবনে যতগুলি দিক আছে এবং জাতির জীবনে যতগুলি দিক আছে—ততগুলি দিক আছে যুব-আন্দোলনের। এই বিচিত্র আন্দোলনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোনও রূপটিও হেয় নয়। এই রূপের সমষ্টিতে যে অভিনব সৌন্দর্য-সৃষ্টি হয় তাহাই যুবক মাত্রেরই কাম্য ও সাধ্য।

যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন নয়, কিন্তু তা বলিয়া উহা **non-political** নয় ; রাজনীতি বর্জন করা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এই আন্দোলনে রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে, যেমন জাতীয় আন্দোলনেও রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে। কিন্তু তার জন্য আমরা বলিতে পারি না যে, জাতীয় আন্দোলন—রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন মাত্র।

কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন-বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যায়াম-ক্রীড়া, সমাজ ও রাষ্ট্র এই সবের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সবের ভিতর দিয়া তরুণের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। অন্তরের প্রাণ যখন জাগে তখন সুপ্তোত্থিত প্রাণধারা শতমুখী হইয়া নিজেকে প্রকট করে। কোন্ মন্ত্রবলে সুপ্তশক্তির বোধন হইত তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

অনেকের ধারণা যে, জনসাধারণকে বা তরুণসমাজকে জাগাইতে হইলে রাষ্ট্র বা সমাজ সম্পর্কীয় মতবাদ প্রচার করিতেই হইবে। সমাজ বা রাষ্ট্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ (বা "Ism") প্রচলিত আছে, যথা—**Anarchism, Socialism, Communism, Bolshevism, Syndicalism, Republicanism,**

Constitutional monarchy, Fascism ইত্যাদি। এক একটি "ism"-এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে, ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হইলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হইবে। আজকাল তাই কোনও কোনও দেশে "ism"-এর লড়াই খুব ঘনাইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে কোনও "ism"-এর মতবাদের দ্বারা মানব জাতির উদ্ধার হইতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মানুষোচিত চরিত্রবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন—man-making is my mission—মানুষ তৈরি করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য। জাতিগঠনের এবং "ism" প্রতিষ্ঠার ভিত্তি—খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে সবদিক দিয়া তাহার বিকাশ হওয়া চাই। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে যুব-আন্দোলনের সহিত Socialism বা সমাজতন্ত্রবাদের অভেদ প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। সব "ism"-এর মূলে যে সমস্যা—সেই সমস্যা সমাধান করা যুব-আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ।

তরুণ-আন্দোলনের দুইটি দিক আছে—আন্তর্জাতিকতার দিক ও জাতীয়তার দিক। আন্তর্জাতিকতার দিক হইতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য—বিশ্বমানবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। দেশ ও জাতি নির্বিশেষে মানুষে মানুষে যে ভাইয়ের সম্বন্ধ—এ ভাব তরুণ-আন্দোলনের দ্বারা স্পষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জাতিক যুব-সম্মেলনের অধিবেশন এই ভাব সঞ্চারের সহায়তা করিয়া থাকে। আজ আত্মস্থ তরুণ-জাতি অনুভব করিতেছে যে সব দেশ ও সব যুগে তরুণের আদর্শ, প্রেরণা, সাধনা ও অনুভূতি মূলতঃ একই। বিশ্বের তরুণসম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মীয়তা ও অভেদাত্মা-ভাব ঘনীভূত হইলে ইহার প্রভাব যে কতদূর পৌঁছিবে তাহা চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ-বহ্নি এখন প্রজ্জ্বলিত আছে তাহা যদি নির্বাপিত করিতে হয় তাহা হইলে দেশে দেশে যুব-আন্দোলনের খুব প্রসার হওয়া উচিত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ না হয় এবং পৃথিবীতে শান্তি যাহাতে স্থাপিত হয় এই উদ্দেশ্যে অনেক দেশের তরুণেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। তরুণেরা এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে যে কূট রাজনীতিবিদ্‌দের হাতে তাহারা ক্রীড়ার পুত্তলিকার মত। কামান বন্দুকের সম্মুখে তাহাদিগকেই বারে বারে অগ্রসর হইয়া আত্ম-বলিদান করিতে হইবে—অথচ এমন অনেক যুদ্ধ হয় যাহা শুধু কূট চক্রান্তের ফল এবং তাহার দ্বারা কোনও জাতির প্রকৃত কল্যাণ হয় না। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইবেই হইবে কারণ আজ অনেক জাতি শৃঙ্খলিত ও পরপদদলিত। যে পর্যন্ত তাহারা সকলে মুক্ত না হইতেছে সে পর্যন্ত শান্তির অর্থ দাসত্ব ও পরাধীনতা। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি কোনও দিন পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হয়—তবে বিশ্বের তরুণ সমাজই তাহা স্থাপন করিবে।

শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ে দেশ বিদেশের তরুণেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখিবে। মানুষের স্বভাব সব দেশেই মোটের উপর একই রকম এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলি সর্বদেশে ও সর্ব যুগে প্রায় একই প্রকার। এ অবস্থায় বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজ আন্তর্জাতিকতার সূত্রে আবদ্ধ হইলে যে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

জাতীয়তার দিক হইতে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য—নূতন আদর্শে নূতন জাতি গড়িয়া তোলা। নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতনের নিয়ম বা কারণ প্রথমে আবিষ্কার করিতে হইবে। আমরা মনে করিতে পারি যে, প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন জাতির যে অভ্যুত্থান ও পতন দেখা যাইতেছে ইহার পশ্চাতে বিধির কোন বিধান নাই। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বহু চিন্তা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের গবেষণার সারমর্ম এই যে, ব্যক্তির জীবনে যেরূপ জন্ম, মৃত্যু ও বিকাশ আছে, জাতির জীবনেও তদ্রূপ জন্ম, উন্নতি ও মৃত্যু আছে। জীবনী শক্তি হ্রাস পাইলে ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জাতিও তদ্রূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। কখনও জাতিবিশেষ ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কখনও বা জাতিবিশেষ একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া নররূপী পশুর মত কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে থাকে। যে জাতি নিতান্ত ভাগ্যবান্ সে জাতি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত হইয়াও আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। কিরূপ অবস্থায় জাতির পুনর্জন্ম

হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাও কোন কোন বৈজ্ঞানিক নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এবং বিভিন্ন culture সংস্পর্শের ফলে জাতির এবং জাতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম হইতে পারে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের বাণী আমরা গ্রহণ করি আর না করি, একথা বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে এই ভারতভূমি বিভিন্ন শিক্ষাধারার সঙ্গমস্থলে পরিণত হইয়াছে। হয়ত, এই সংমিশ্রণের দরুণই ভারতীয় জাতি ও ভারতীয় সভ্যতা বারবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই প্রাচীন জাতি অমর হইয়া পৃথিবীর বক্ষে বাস করিতেছে।

বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের মত যাহাই হউক না কেন, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে বিভিন্ন সভ্যতার ও শিক্ষার (culture)সংঘর্ষের দরুণ চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবই জাতির চৈতন্যের লক্ষণ। ইংরাজ এদেশে আসার পর আমাদের চিন্তা জগতে একটা বড় রকমের ওলট্-পালট্ হইয়াছিল। ইহা বর্তমান যুগের নব জাগরণের সূত্রপাত। তারপর হইতে আমরা অন্তর্দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছি, নিজেদের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি এবং আমাদের বর্তমান অবস্থার সহিত একদিকে আমাদের প্রাচীন অবস্থার তুলনা করিয়াছি এবং অপরদিকে স্বাধীন জাতির অবস্থা তুলনা করিয়াছি। নিজেদের বর্তমান অবস্থার হীনতা ও লাঞ্ছনার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি।

যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখিতে শিখিয়াছি তাহা আমাদের গৌরবময় অতীত হইতেও অধিক গরিমাময়। এই স্বপ্ন বা আদর্শবাদের মধ্যে সৃষ্টির বীজ লুক্কায়িত। জাতিকে যদি জাগাইতে হয় তাহা হইলে বর্তমানের প্রতি প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এক উচ্চ আদর্শের ধ্যান করিতে শিখাইতে হইবে। তাই আমাদের যুব-আন্দোলনের একদিকে আছে অসন্তোষ, আর একদিকে আছে আদর্শের আকর্ষণ।

কোন মতবাদকে ভিত্তি করিয়া নূতন সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিব এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। আমি এ ক্ষেত্রে এ আলোচনায় প্রবেশ করিব না ; আমি শুধু মূল আদর্শের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যে মতবাদ বা ism আপনি গ্রহণ করুন না কেন, তাহা যদি সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে অতীত ইতিহাসের ধারা, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চারিদিকের আবহাওয়া স্মরণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলিতে চাই যে, কার্ল মার্কসের নীতি কাজে পরিণত করিবার সময় বর্তমান রুশ জাতি বা বলশেভিকগণ এমন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন যাহা প্রকৃতপক্ষে কার্ল মাকর্সের মূল নীতির বিরোধী। অনেকের ধারণা আছে যে, Socialism অথবা Republicanism বুঝি বা পাশ্চাত্য সামগ্রী, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। Socialism ও Republicanism প্রাচীন ভারতের অবিদিত ছিল না, এমন কি বর্তমান যুগেও ভারতের কোন কোন নিভৃত প্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই সব মতবাদ বা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যও নয় অথবা পাশ্চাত্যও নয়—ইহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি। ভারত আজ যদি কায়মনোবাক্যে Socialism গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করে, তাহা হইলেই যে ভারত বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে সে আশা আমি করি না। কিন্তু যে ism বা মতবাদ আমরা গ্রহণ করি না কেন, ইতিহাসের ধারা ও বর্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষা করিলে আমাদের সৃষ্টিকার্য কখনও সার্থক বা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে না।

আজ ভারতের এই হীন অবস্থা কেন ? আছে তো সবই—প্রকৃতি, সৌন্দর্য, শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, বীর্য, বিদ্যা, বুদ্ধি—এর কোনটির তো অভাব নাই ; এ সব উপাদান লইয়া আমরা এক নিখুঁত মূর্তি রচনা করিতে পারি কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায় ? প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দিন—যেদিন সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে। কোথায় সে পুরোহিত যে মৃতসঞ্জীবনী সুধা আহরণ করিয়া মুমূর্ষু জাতির দেহপিঞ্জরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে ? যে ব্যক্তি মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, মুক্ত হইবার জন্য এবং জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হইয়াছে, সে ব্যক্তি অপরকে পাগল করিতে পারে

এবং সেই ব্যক্তি জাতীয় যজ্ঞের পুরোহিত হইবার যোগ্য। আমাদের এই যুব-আন্দোলন এইরূপ শতসহস্র পুরোহিত সৃষ্টি করুক !

আমাদের আছে সবই, নাই শুধু এক বস্তু—নিঃশেষে আত্মবলিদান—সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একটা আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা, এই **tenacity of purpose** আমাদের নাই, ইংরাজের আছে—তাই ইংরাজ এত বড় আর আমরা এত হীন ; আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবাসি না, স্বজাতিকে ভালবাসি না, তাই আমরা করি গৃহবিবাদ, তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মিরজাফর-উমিচাঁদ। মিরজাফর ও উমিচাঁদ আজও মরে নাই—এখনও তাদের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি দেশকে ভালবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্ম-বলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা, **tenacity of purpose** ফিরিয়া আসিবে। এই দুইটি বল—**tenacity of purpose** বা **moral stamina** কোথায় পাইব ? বনে জঙ্গলে যুগ যুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না। পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে—অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে। ঘরের কোণে বসিয়া উপাসনা করিলে বা সংসার ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে—সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না।

শক্তিপূজা কথার কথা না
যদি কথার কথা হ'ত তবে চিরদিন ভারত
শক্তিপূজে শক্তিহীন কভু হ'ত না ॥

সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এই ভাবে :

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

এই কর্ম-সংগ্রামে অবিরতভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিলে শক্তিলাভ হইবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিরা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক ; তাহা হইলে আমরা ফিরিয়া পাইব ভারতের লুপ্ত গৌরব, ফিরিয়া পাইব আমাদের প্রাচীন বিভব, ফিরিয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার ঐশ্বর্য আর বিশ্বের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে আবার শির উন্নত করিয়া মানুষের মত চলিতে শিখিব।

[শনিবার ২৭ শে মাঘ, ১৩৩৫ পাবনা যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ]

॥ দুই ॥

"সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে—একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর আর অপর দিকে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার শক্তির উপর। যদি নূতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গড়িতে হয় তবে একদিকে খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখি।"

আমি আজ আপনাদেরই একজন হইয়া এই সভায় আসিয়াছি। জ্ঞানের সম্ভার আমার নাই; বয়সের গুণে মানুষ যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও সাবধানতা লাভ করে—তাহাও বোধ হয় আমার নাই। সুতরাং উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা লইয়া আমি এখানে আসি নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে, পলিতকেশ না হইলে মানুষ দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। হইতে পারে, আজ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌জ ম্যাক্‌ডোনাল্ড বাছিয়া বাছিয়া এমন লোককে মন্ত্রী করিতেছেন যাঁহাদের বয়স পঞ্চাশের অধিক। কিন্তু এই ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একজন তরুণ-যুবক রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্তমান যুগে তুর্কী, ইটালী, চীন প্রভৃতি বহু নবজাগ্রত জাতির মধ্যে যুবকদের হস্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের কত গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে।

ধ্বংসের অথবা সৃষ্টির যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক যুবকদের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহাদের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলিয়া দিতে হইবে। যেখানে সংরক্ষণেরই বেশী প্রয়োজন—যেখানে নানা কৌশলপূর্ণ সংরক্ষণ-নীতির উদ্ভাবনই প্রধান কাজ—সে ক্ষেত্রে আপনি প্রৌঢ়াবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অথবা গলিত-দন্ত পলিত-কেশ বৃদ্ধকে সমাজের, রাষ্ট্রের পুরোভাগে বসাইতে পারেন। আমাদের দেশ, আমাদের জাতি—ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আজ তাই তাহাদের ডাক পড়িয়াছে, যাহারা সবুজ, যাহারা নবীন, যাহারা কাঁচা, যাহারা আপাত-দৃষ্টিতে লক্ষ্মীছাড়া।

আমি জানি আমাদের সমাজে এখনও অনেক লোক আছেন যাঁহাদের মতে **youth is a crime**, তাঁহাদের মতে বয়সে তরুণ হওয়ার মত ত্রুটি বা অপরাধ আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু সে মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া দরকার। তবে যৌবনের অর্থ যে অসংযম বা অকর্মণ্যতা বা অবিমৃষ্যকারিতা নয়—এ কথা প্রতিপন্ন করিতে হইলে শুধু নিজেদের সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, কর্মের দ্বারা ও যোগ্যতার দ্বারা তাহা করিতে হইবে।

আজ বয়োজ্যেষ্ঠগণ তরুণ সমাজকে অকর্মণ্য বা অপদার্থ জ্ঞান করিতে পারেন কিন্তু যুবকেরা যদি এই সঙ্কল্প করে যে তাহারা চরিত্রগুণে এবং সেবা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা বয়োজ্যেষ্ঠগণের হৃদয় অধিকার করিবে এবং তাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে তাহা হইলে কে বাধা প্রদান করিতে পারে?

পৃথিবীব্যাপী যে যুব-আন্দোলন বা **youth movement** এখন চলিতেছে—ইহার স্বরূপ কি, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি কি—সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সকলের নাই। যুবক ও যুবতীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে কোনও আন্দোলন শুরু করিলে সে আন্দোলন যে "যুব-আন্দোলন" আখ্যার যোগ্য হইবে এ কথা বলা যায় না। বর্তমান অবস্থা এবং বাস্তবের কঠিন বন্ধনের প্রতি প্রবল অসন্তোষ হইতেই যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি। তরুণ প্রাণ কখনও বর্তমানকে, বাস্তবকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না! বিশেষতঃ যেখানে সে বর্তমানের মধ্যে, বাস্তবের মধ্যে, অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিতে পায় সেখানে তাহার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে—সে ঐ অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন করিতে সাহসী হয়। যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি প্রবল অসন্তোষ হইতে—ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নূতন আদর্শে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলা। সুতরাং আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ।

যুবকদের বর্তমান যুগে কি করা উচিত সে বিষয়ে একটা বিস্তৃত তালিকা দিয়া আমি আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তির অবমাননা করিতে চাই না। আমি কয়েকটি মূল কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে—একদিকে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর এবং অপরদিকে, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার শক্তির উপর। যদি নূতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে একদিক দিয়া খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইলেই যে সামাজিক বৃত্তির (social qualities) বিকাশ হইবে—এ কথা মনে করা উচিত নয়। ব্যক্তিত্ব ফুটাইবার জন্য যেরূপ গভীর সাধনা আবশ্যক, সামাজিক বৃত্তির বিকাশের জন্যও সেরূপ সাধনা প্রয়োজন। ভারতবাসী যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক বৃত্তির অভাব। আমাদের সমাজে কতকগুলি anti-social (বা সমাজগঠন-বিরোধী) বৃত্তি প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার ফলে আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তি ও অভ্যাস হারাইয়াছিলাম। উদাহরণস্বরূপ আমি বলিতে পারি যে, সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ যে দিন আমাদের মধ্যে দেখা দিল, সে দিন সমাজের ও রাষ্ট্রের বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিল এবং সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নতি অপেক্ষা নিজের মোক্ষ লাভই মানুষের নিকট অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

আমার নিজের মনে হয় যে, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তির (anti-social quality) জন্যই আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারি না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ না করিতে পারার জন্য—কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে—আমরা কোনও দিকে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমি চাই না যে, আমাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে আপনারা আমার অভিমত বিনা আলোচনায় গ্রহণ করেন। আমি বরং চাই যে আপনারা যেন সমস্ত জাতির ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করেন এবং ঐ আলোচনা হইতে আমাদের অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন। আমাদের চরিত্রের দোষগুলি সর্বদা যদি চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত জাতি সে বিষয়ে সাবধান হইয়া উঠিবে।

বিশ্বজগতের এবং মনুষ্যজীবনের ঘটনা পরম্পরার অন্তরালে যে একটা অদৃশ্য নিয়ম নিহিত আছে—এ কথা আমরা অনেকে জানি না বা মনে রাখি না। পাশ্চাত্য মনীষীরা কিন্তু কোনও ঘটনাকে সহজে "আকস্মিক" বা "অদৃষ্টসম্ভূত" বা "দুর্দৈব সঙ্ঘটিত" বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। প্রত্যেক জাতির আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারিলে—মানুষের চিন্তা ও কথা ও কার্য—এক সুরে বাঁধা হইবে ; তাহার ভিতর-বাহির এক হইয়া যাইবে ; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শ সূত্রে গ্রথিত হইবে ; সে তখন তাহার জীবনে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

আমি আজিকার এই অভিভাষণে ব্যক্তিগত সাধনার উপর বেশী জোর দিতেছি না। তার কারণ এই যে, ভারতবাসী কোনও দিনই ব্যক্তিগত সাধনা ভুলিয়া যায় নাই। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের চেষ্টা আমরা কোনও দিনই ত্যাগ করি নাই। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের বা অন্যান্য দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এবং আমাদের দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এক নয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরাধীনতা ও সকল প্রকার দুর্দশার মধ্যে যে আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ জন্মাইয়াছেন এবং এখনও জন্মাইতেছেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে, খাঁটি মানুষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদের জাতি কোনও দিন ভুলে নাই। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম Collective Sadhana বা সমষ্টিগত সাধনা ; আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, জাতিকে বাদ দিয়া যে সাধনা—সে সাধনার কোন সার্থকতা নাই। তাই সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তি আমাদের মানসক্ষেত্রে জন্মিয়াছে এবং ঐরূপ প্রতিষ্ঠান পরগাছার মত আমাদের জাতীয় জীবনকে ভারগ্রস্ত ও শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। আজ বাঙ্গলার তরুণ সমাজকে রুদ্রের মত বলিতে হইবে—জাতি-সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তিনিচয় আমরা কুসংস্কার-জ্ঞানে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব

এবং জাতি-সমাজ-গঠনের প্রতিকূল সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমরা একেবারে নির্মূল করিব।

ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্বন্ধে আমি আজ মাত্র একটি কথা বলিব। "সাধনা" বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন এবং সাধনার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায়। আমার ধারণা এই যে, সাধনার উদ্দেশ্য মনুষ্যজীবনের রূপান্তর করা। রূপান্তর-সাধনা করিতে হইলে বাহির হইতে চেষ্টা করিলে চলিবে না—মানুষের জীবন নূতন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারিলে—মানুষের চিন্তা, কথা ও কার্য—এক সুরে বাঁধা হইবে ; তাহার ভিতর বাহির এক হইয়া যাইবে ; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শ-সূত্রে গ্রথিত হইবে ; সে তখন তাহার জীবনে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে। সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

বর্তমান যুগে যুগোপযোগী সাধনায় যদি প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা হইলে দেশাত্মবোধকেই জাতির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা এই আদর্শের অনুকূল তাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণীয় ; যাহা এই আদর্শের প্রতিকূল তাহা অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাজ্য।

নূতন আদর্শের উপর যদি জীবন গঠন করিতে হয় তাহা হইলে গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতি গতানুগতিক পন্থা বর্জন করিয়া সর্বদা নূতনের সন্ধানে ছুটিতে পারে বলিয়া তাহারা এ উন্নতি করিতে পারিয়াছে। কিন্তু আমরা যেন "অজানার" ভয়ে সর্বদা ভীত ; বাহির অপেক্ষা আমরা যেন ঘরকেই ভালবাসি ; তাই আমাদের **spirit of adventure** এত কম। কিন্তু এই **spirit of adventure**—যার এত অভাব আমাদের মধ্যে—সকল জাতির উন্নতির একটা প্রধান কারণ। আমি বাঙ্গলার তরুণ সমাজকে তাই বলিতে চাই—বাহিরের জন্য, "অজানার" জন্য পাগল হইতে শিখিতে হইবে। ঘরের কোণে অথবা দেশের কোণে লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া নিজের চোখে দেখিতে হইবে এবং দেশ দেশান্তর হইতে জ্ঞানাহরণ করিয়া আনিতে হইবে।

আমাদের অসীম শক্তি আছে—নাই আমাদের আত্ম-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। নিজের উপর, নিজের জাতির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। দেশবাসীকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতে হইবে। মানুষ অন্তরের সহিত যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা একদিন পাইবেই পাইবে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা যদি পাগল হইতে পারি তবেই আমাদের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তির স্ফুরণ হইবে ; আমরা নিজেরাই অবাক্ হইব এত শক্তি এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল ! এই নবজাগ্রত শক্তির বলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিব।

জাতিকে যদি মুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ নিজের অন্তরে পাইতে হইবে। "আমি মুক্ত, স্বাধীন মানুষ"—এই কথা ধ্যান করিতে করিতে মানুষ সত্য সত্যই নির্ভীক হইয়া উঠে। নির্ভীক হইতে পারিলে মানুষ কোনও বন্ধনে আবদ্ধ হয় না ; কোনও বাধাবিঘ্ন তাহার পথরোধ করিতে পারে না।

যশোহর-খুলনার ভ্রাতৃবৃন্দ—এস আমরা এক সঙ্গে বলি—"আমরা মানুষ হব ; নির্ভীক, মুক্ত, খাঁটি মানুষ হব। নূতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেষ্টার বলে গড়ে তুলব। আমাদের ভারতমাতা আবার রাজরাজেশ্বরী হবেন ; তাঁর গৌরবে আমরা আবার গৌরবান্বিত হব। কোনও বাধা আমরা মানব না ; কোনও ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমরা নূতনের সন্ধানে, অজানার পশ্চাতে চল্‌ব। জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করে আমরা আমাদের জীবন ধন্য করব ; ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসাব।" এসো ভাই ! আমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তকে গললগ্নীকৃতবাসে মাতৃচরণে সমবেত হইয়া করজোড়ে বলি—"পূজার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ ; অতএব জননী ! জাগৃহি।"

[গত ২২শে জুন ১৯২৯ যশোহর-খুলনা যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ]

॥ তিন ॥

"সর্বদেশে তরুণ সমাজ অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যাহা চায় তাহা পায় না ; যে আদর্শকে ভালবাসে সে আদর্শ বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারে না। তাই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং যে মানুষ বা যে ব্যবস্থা তাহাদের কর্মপথে অন্তরায় হইয়াছে তাহা অপসারিত করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে।"

আজ আপনারা মেদিনীপুর জেলায় যুব-সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছেন এবং আমাকে সভাপতি পদে বরণ করিয়াছেন। আমিও সানন্দে আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এই সম্মিলনীর আয়োজন যখন আপনারা করেন, তখন কি একবার ভাবিয়াছিলেন কেন আপনারা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের পরিবর্তে যুব-সম্মিলনী আহ্বান করিতেছেন ? আজকাল দেশ-বিদেশে এত প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন থাকিতে—যুব-আন্দোলন আবার আরম্ভ হইল কেন ? ইহার কারণ নির্দেশ করা খুবই সহজ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের উপর বীতশ্রদ্ধ ভাব এবং নূতন কর্মের ও নূতন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা—এই সব কারণের সংমিশ্রণের ফলে যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি।

যুব-সমিতি গঠনের কাজে আজকাল অনেকে নিরত। কিন্তু যুব-আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বোঝেন কয় জন ? যুব-সমিতিকে সেবা-সমিতির নামান্তর বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। কংগ্রেস কমিটির নাম ও label বদলাইয়া যুব-সমিতি গঠন করিলেও চলিবে না। প্রকৃত পক্ষে যুব-আন্দোলন একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন, ইহার বিশিষ্ট আদর্শ আছে—বিশিষ্ট কর্মপ্রণালী আছে ; সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব বা মোড়লী করিবার আশা না থাকার দরুণ যাহারা অনন্যোপায় হইয়া যুব-আন্দোলনের পাণ্ডা সাজেন তাঁহাদের দ্বারা যুব-আন্দোলনের কোনও সেবা বা উন্নতি হইবে না। এবং চোখের সম্মুখে নূতন একটা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া যাহারা স্থির থাকিতে না পারার দরুণ যুব-আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন তাঁহাদের দ্বারাও কোনও বড় কাজ হইবে না।

আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি—বাঙ্গলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলুন, এই আন্দোলনে কয়জন খাঁটি কর্মী আছেন—যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া নিষ্কাম ভাবে এই কর্মে যোগদান করিয়াছেন ? অবশ্য যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য, অর্থ ও কর্মপ্রণালী যতই প্রচারিত হইতেছে ততই আন্দোলন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। কিন্তু গোড়ায় একটি কথা বার বার বলা প্রয়োজন। সেটা এই যে, যুব-সমিতি কংগ্রেসের বা সেবা-সমিতির শাখা-বিশেষ নয়। যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য—নূতনের সন্ধান আনা ; নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতির প্রবর্তন করা ; মানুষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর আদর্শ উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে লইয়া যাওয়া। এই আকাঙ্ক্ষা যার মধ্যে জাগিয়াছে, যে ব্যক্তি নূতনের জন্য, মহত্তর জীবনের জন্য পাগল হইয়াছে—সে বর্তমান ও বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হইয়া পারে না। এই অশান্ত, অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী মন যার আছে—যে ব্যক্তি বর্তমান ও বাস্তবের অবগুণ্ঠন সরাইয়া মহত্তর জীবনের দৃষ্টি ও আস্বাদ পাইয়াছে—সেই ব্যক্তি যুব-আন্দোলনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং যুব-সমিতি গঠনের অধিকারী হইয়াছে।

পূর্বেকার সব আন্দোলনের দ্বারা যদি আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মিটিত এবং জাতীয় জীবনের সব প্রয়োজন সিদ্ধ হইত তাহা হইলে যুব-আন্দোলন কোনও দিন জন্মিত না। কিন্তু দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার দরুণই হউক অথবা প্রচেষ্টার অভাবের দরুণই হউক—তাহা হয় নাই। তরুণ প্রাণ বহুদিন যাবৎ অপরের স্কন্ধে আপনার ও আপনার জাতির সব দায়িত্ব চাপাইয়া যখন শেষে দেখিল যে, তাহার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল

না। সব ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া সে তখন স্থির করিল, একবার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে লইয়া দেখিব ফলাফল কি হয়। এ বিশ্বাস তাহার হইল যে কল্যাণকৃৎ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে না ("নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি") এবং সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাহার হইল যে, ভরসা করিয়া এই ভার গ্রহণ করিলে পরিণাম কখনও অশুভ হইবে না ; জয়লাভ করিলে, সে বসুন্ধরা ভোগ করিতে পারিবে এবং জয়ের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইবে—(হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং)।

যুব-আন্দোলন—যুবক-যুবতীদেরই আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষকে, মনুষ্য-সমাজকে, মনুষ্য-সভ্যতাকে জরা ও বার্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করিতে চায় এবং মানুষের তারুণ্যকে অমর করিয়া রাখিতে চায়। প্রকৃতির বুকে যেরূপ **evergreen** পাদপ পাওয়া যায়—মানুষের প্রাণকেও তদ্রূপ নিত্য সবুজ করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই যুগে যুগে তরুণের প্রাণ বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, অনুকরণেচ্ছার বিরুদ্ধে, ভীরুতার বিরুদ্ধে, ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। আমি গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের একটি সভায় বলিয়াছিলাম—**The voice of Krishna was the voice of immortal Youth**—গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে বাণীর ঝঙ্কার আমরা শুনিতে পাই, তাহা অমর তরুণাত্মারই বাণী।

যাঁহারা মনে করেন যে যুব-আন্দোলন সাগর পারের সামগ্রী—তার জন্ম ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে এবং তার জন্মদাতা জার্মানীর **Carl Fischer** (কার্ল ফিসার) তাহারা কিছুই জানেন না। এই পৃথিবীতে জরা বার্ধক্য যত দিন আছে—যুব-আন্দোলনও ততদিন আছে। তবে বর্তমান যুগে যুব-আন্দোলন বিরাট ও বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যুব-আন্দোলনের পশ্চাতে একটা মহান্ আদর্শবাদ আছে। এ আদর্শবাদ নূতন হইলেও বহু পুরাতন ; যুগে যুগে এই আদর্শবাদই মানুষের প্রাণকে সঞ্জীবনী সুধায় ভরপুর করিয়া নূতন জীবন ও নূতন শক্তি দান করিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে আমাদের এই দেশে মানুষ "ধর্ম-রাজ্যের" স্বপ্ন দেখিত। মানুষ তখন চাইত—তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া "ধর্ম-রাজ্য" স্থাপন করিতে। প্রাচীন কালে গ্রীস্‌দেশে সেখানকার ঋষিরা স্বপ্ন দেখিত—**Ideal Republic**-এর আদর্শ, প্রজাতন্ত্রমূলক সমাজের। তারপর যুগের পর যুগ কত দেশে কত মনীষী কত **Utopia**-র স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন। কেহ লিখিতেছেন **New Age**-এর (নূতন যুগের) কথা—কেহ লিখিতেছেন **Great Society** (বৃহত্তর সমাজের) কথা—কেহ লিখিতেছেন **Millenium**-এর কথা—কেহ লিখিতেছেন অনাগত সত্য যুগের কথা—কেহ লিখিতেছেন **Socialist State** (সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রের) কথা। নানা দিক দিয়া, নানা ভাবে, নানা রূপের মধ্যে তরুণের প্রাণ যুগের পর যুগ একটা আদর্শ-সমাজের এবং আদর্শ-মানুষের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে এবং সাধ্যমত তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বর্তমান যুগে, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে, আমরা **Superman** (অতিমানুষ)-এর কথা শুনিতে পাই। **Superman**-এর মতবাদ অনেকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উপহাস করিবার বিষয় নয়—কারণ ইহার মধ্যে একটা মহান্ সত্য নিহিত আছে। **Superman**-এর যে রূপ জার্মান দার্শনিক **Nietsche** (নীট্‌স) দিয়াছেন অথবা ভারতের কোনও মনীষী দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আপনারা অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারেন—কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যে সাধু ও মনুষ্যজাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ **Superman**-এর (অতিমানুষের) স্বপ্ন দেখেন না—সে জাতির কি **Idealism** বা আদর্শবাদ আছে ? এবং জাতির আদর্শবাদ নাই সে জাতি কি জীবন্ত—সে জাতি কি মহত্তর সৃষ্টির অধিকারী হইতে পারে ?

মানুষের সমস্ত প্রাণ যদি উদ্বুদ্ধ করিতে হয়—তাহার প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে যদি মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হয়—তাহার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির স্ফুরণ যদি ঘটাইতে হয়—তাহা হইলে একটা মহত্তর আদর্শের আস্বাদ তাহাকে দেওয়া চাই। খ্রীস্টীয়দের "বাইবেল"-এ (**Bible**) একটা কথা আছে—**men do not live by bread alone**—শুধু উদর পূরণের দ্বারা মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তার জীবনধারণের জন্য অন্যরকম খোরাকেরও প্রয়োজন আছে। মানুষ জানিতে চায় তার জীবনের উদ্দেশ্য—সে কেন বাঁচিয়া

আছে—তার জীবন ধারণের সার্থকতা কিসে। এ প্রশ্নের উত্তর সে যদি ঠিকমত না পায়—তাহা হইলে সে জীবনের শক্তি পায় না—নিজের জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে করে—এবং অন্তরের সব শক্তির উন্মেষ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু এ আদর্শের অনুভূতি ও আস্বাদ জোর করিয়া কেহ দিতে পারে না। অনুভূতি ও আস্বাদ নিজে যে পায় নাই—সে অপরকে তাহা কি করিয়া দিবে ?

স্বপ্ন অনেকের ছিল, অনেকের কাছে। আমাদের স্বর্গীয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়েরও একটা স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন ছিল তাঁর শক্তির উৎস ; তাঁর আনন্দের নির্ঝর। তাঁর স্বপ্নের উত্তরাধিকারী আজ আমরা হইয়াছি। আমাদেরও তাই একটা স্বপ্ন আছে ; এই স্বপ্নের প্রেরণায় আমরা উঠি, বসি, চলাফেরা করি, লিখি ও বলি এবং কাজকর্ম করি। সে স্বপ্ন বা আদর্শ কি ? আমি চাই একটা নূতন সর্বাঙ্গীণ-মুক্তিসম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র ; যে সমাজে ব্যক্তি সর্বভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হইবে না—যে সমাজে জাতিভেদের অচলায়তন আর থাকিবে না—যে সমাজে নারী মুক্ত হইয়া, সমাজে এবং রাষ্ট্রে, পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় সমান ভাবে আত্মনিয়োগ করিবে, যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকিবে না, যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুযোগ পাইবে, যে সমাজে শ্রমের এবং কর্মের পূর্ণ মর্যাদা থাকিবে এবং অলসের ও নিষ্কর্মার কোনও স্থান থাকিবে না ; যে রাষ্ট্র বিজাতীয় প্রভাব প্রতিপত্তির হস্ত হইতে সর্ব-বিষয়ে মুক্ত হইবে, যে রাষ্ট্র আমাদের স্বদেশী সমাজের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাজ করিবে, সর্বোপরি যে সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতবাসীর অভাব মোচন করিয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, পরন্তু বিশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে—আমি সেই সমাজ ও সেই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এই স্বপ্ন আমার নিকট নিত্য এবং অখণ্ড সত্য ; এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু করা যায় : সর্বপ্রকার ত্যাগ বরণ করা যায় ; সর্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করা যায় এবং এই স্বপ্ন সার্থক করিবার চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন করিলেও "সে মরণ স্বরগ-সমান।" হে তরুণ—ভ্রাতৃমণ্ডলী ! তোমাদের দিবার মত সম্পদ আমার কিছু নাই—আছে শুধু এই স্বপ্ন—যাহা আমাকে অসীম শক্তি ও অপার আনন্দ দিয়াছে, যাহা আমার ক্ষুদ্র জীবনকেও সার্থক করিয়াছে। এই স্বপ্ন আমি তোমাদের উপহারস্বরূপ দিতেছি—গ্রহণ কর।

আজকাল রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা অনেক প্রকার গালাগালি ও অনেক মজার সমালোচনা শুনিতে পাই—তার মধ্যে একটা অভিযোগ এই যে, আমরা নাকি "যুবসমিতি"গুলি Capture বা দখল করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ অভিযোগ শুনিয়া হাসি পায়। যাহারা কোনও প্রতিষ্ঠান বা অন্দোলনের সহায়তা করিয়া আসিতেছে—তাহাদের বিরুদ্ধে Capture অভিযোগ হাস্যাস্পদ বটে। আমি জিজ্ঞাসা করি, যুব-সমিতির ও ছাত্র আন্দোলনের এই নবাগত বন্ধুরা এতদিন কোথায় ছিলেন ? যাহারা গোড়া হইতে এই আন্দোলনের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়া আসিতেছে তাহারা আজ Capture অপরাধে অপরাধী এবং যাহারা প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত কিছুই করেন নাই এবং এখন Capture করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—তাঁহারা হইলেন নিঃস্বার্থ হিতৈষী। গত কলিকাতা কংগ্রেসের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির সাধারণ সভায় আমি এই বৎসরের জন্য আমাদের কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করি। সে বিস্তৃত কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল—"To assist students' movement, youth movement and physical culture movement"—অর্থাৎ "ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন ও ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে হইবে।" এই কর্মপদ্ধতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঠানো হইয়াছিল। তখন কোনও আপত্তি শোনা যায় নাই ; বরং সকলে অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসর শেষে যখন দলের স্বার্থপোষণের জন্য অপরকে গালাগাল দেওয়া দরকার হইল, তখন এই অভিযোগ আবিষ্কৃত হইল যে, আমরা নাকি যুব-সমিতিগুলি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের যদি কোনও অপরাধ হইয়া থাকে তাহা এই যে, আমরা যুব-আন্দোলনের যথেষ্ট সেবা ও সহায়তা করি নাই। ফলে নিখিল বঙ্গীয় যুব-সমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা দিন দিন নিষ্কর্মা হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গলার অনেক জেলায় স্থানীয় যুব-সমিতিগুলি যথেষ্ট কাজ করিতেছে কিন্তু যাঁহারা এই যুব-আন্দোলনের কর্ণধার বলিয়া পরিচয় দেন—সেই নিখিল

বঙ্গীয় যুব-সমিতির কর্তৃপক্ষরা—এ কয় বৎসর যাবৎ কি করিলেন ? বঙ্গীয় যুব-সমিতির মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য যুব-আন্দোলনের বিষয়ে অনেক প্রোপাগাণ্ডা (propaganda) করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যেরা কি করিয়াছেন ? কোনও কোনও প্রদেশে সেখানকার প্রাদেশিক যুব-সমিতি খুব কর্মঠ ও উৎসাহ-পর্য্যয়ণ, কিন্তু বাঙ্গলাদেশে যুব-আন্দোলনের উৎসের মুখে যেন বাধা পড়িয়াছে। এবং এই উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে যে বাণী নির্গত হয় তাহা অনেক সময়ে কংগ্রেসের অথবা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিরোধী।

আর একপ্রকার সমালোচনা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই—আমরা নাকি অপরকে কাজ করিবার সুযোগ দিই না। কাজ করিবার সুযোগ কে কাকে দেয় ? আমাদেরই বা কাজ করিবার সুযোগ্ কে দিয়াছে ? যার ভিতরে মনুষ্যত্ব আছে সে নিজ শক্তিবলে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লয় ; মাতা যেরূপ শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দেন, তার জন্য সেরূপ কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিতে হয় না। কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে রাজনৈতিক নাবালক সাজিয়া বলি যে, আমরা কাজ করিবার সুযোগ পাইতেছি না—আমাদের কর্মক্ষেত্র কেহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া দিতেছে না। যে ব্যক্তি ক্রমাগত অভিযোগ করে যে, সে কাজ করিবার সুযোগ অথবা কর্মক্ষেত্র পাইতেছে না—সে কস্মিন্ কালেও তাহা পাইবে না। এবং যে ব্যক্তি অভিযোগ না করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহার সুযোগ বা কর্মক্ষেত্রের অভাব কোনও দিন হয় না। বাঙ্গলার যুব-আন্দোলনের কর্ণধাররূপে যাঁহারা গত কয়েক বৎসর যাবৎ দায়িত্ব লইয়া বসিয়া আছেন তাঁহারাও কি কাজ করিবার সুযোগ, সুবিধা ও কর্মক্ষেত্র পান নাই ?

বাঙ্গলা দেশে আজকাল তুমুল বাদ-বিসম্বাদ, ভোটাভুটি ও ঝগড়া বিবাদ লাগিয়াছে। বর্তমান দলাদলি যে নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই দলাদলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ভুগিয়া থাকি আমরা, কারণ সহানুভূতির জন্য, অর্থ সাহায্যের জন্য, আমাদের বার বার জনসাধারণের দ্বারস্থ হইতে হয়। ঝগড়া বিবাদ্ থাকিলে আমরা সাধারণের নিকট সহানুভূতি পাই না—অর্থ তো পাই-ই না—পাই শুধু অনাবিল গালাগালি। বিবাদ কলহ যতদিন চলিবে ততদিন আমাদের কাজকর্ম একরকম বন্ধ থাকিবে—একথা অত্যুক্তি নয়। সুতরাং বিবাদ মিটাইবার আগ্রহ আমাদেরই সর্বাপেক্ষা অধিক। অথচ কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের পেশা বুঝি ঝগড়া করা এবং কাজকর্ম ফেলিয়া ইচ্ছা করিয়াই কোমর বাঁধিয়াছি ঝগড়া করিতে। কংগ্রেস এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস Social Service League-এর নামান্তর নহে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আদর্শ থাকা স্বাভাবিক এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাকা অনিবার্য। মত ভিন্ন হইলে অনেক সময়ে পথও ভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব ব্যক্তিগত ঝগড়া না থাকিলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মতানৈক্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। মতান্তর অনেক সময়ে মনান্তরে পরিণত হয় এবং তার উপর যখন ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে তখন দলাদলি আরও তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু দলাদলির জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী তাহা অনুসন্ধান না করিয়া কাহারও উপর দোষারোপ করা ঠিক নয়—ঝগড়া বিবাদের জন্য যাহারা দায়ী নয়—তাহাদের অনর্থক বদ্‌নামের ভাগী করা কাহারও উচিত নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে মতান্তর হওয়া অনিবার্য এবং মতান্তরের জন্য ঝগড়া বিবাদ হওয়াও বোধ হয় তদ্রূপ অনিবার্য। কিন্তু মতান্তর যেন মনান্তরে পরিণত না হয় এবং ব্যক্তিগত নিন্দা ও গালাগালি যেন আমাদের অস্ত্র না হইয়া দাঁড়ায়—এ বিষয়ে আমাদের সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত। তারপর গণ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমরা যদি এতটা অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি যে, ভোটের পরিবর্তে লাঠি ও ছোরা ব্যবহার করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করি না, তাহা হইলে দেশের দুর্দিন আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেদিন কলিকাতায় এক ছাত্র-সভার কাজ পণ্ড করিবার জন্য বাহিরের লোক ও কতিপয় ছাত্র যেরূপ ভাবে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল তাহা অতীব নিন্দনীয়। তার পূর্বে চট্টগ্রামে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, যার ফলে শ্রীমান্ সুখেন্দুবিকাশ দত্তের মত চতুর্দশ বৎসর বয়সের আদর্শ বালককে নিজের জীবন দিতে হইল—তাহা ভুলিবার নয়। এসব গুণ্ডামির জন্য দায়ী কে, তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত। এবং অনুসন্ধানের পর আমাদের কর্তব্য স্থির করা উচিত। যেখানে এরূপ পাশবিকতা দেখা দিয়েছে সেখানে একতার

নামে এ সব ব্যাপারে ধামাচাপা দিয়া কোনও লাভ নেই। সমাজের দেহে গলদ যাহা আছে, তাহা শোধন করিয়া ফেলা উচিত।

দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা গুণ্ডামির আশ্রয় লয়—তাহারা একবার ভাবিয়াও দেখে না যে, ইহার পরিণাম কি। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি অপরের উপর গুণ্ডামি করে তার জানা উচিত যে, একদিন তাহার উপরও গুণ্ডামি হইতে পারে, কারণ সব মানুষ সমানভাবে সহিষ্ণু ও অহিংস নয়। তার পর আর একটি কথা তার মনে রাখা উচিত যে, দেশের জনসাধারণ এ গুণ্ডামি অনুমোদন করে না—সুতরাং গুণ্ডামি যে করিবে সে যে সাধারণের সহানুভূতি ও ভালবাসা হারাইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং গুণ্ডামি আপনাকেই ব্যর্থ করিয়া থাকে।

আজকাল যুব-আন্দোলন সম্বন্ধে যত লেখা বাহির হয় তার মধ্যে কখনও কখনও কেবল সমালোচনাই পাওয়া যায়—পথ নির্দেশ পাওয়া যায় না। ফলে, তরুণ-সমাজের মধ্যে একটা অর্থহীন বিশৃঙ্খলার ভাব যেন আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ সবের মধ্যে কেবল দোষ এবং খুঁত দেখিতে শেখে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট কোনও নির্দেশ পায় না—কোন্ পথে চলা উচিত বা কাহাকে অনুসরণ করা উচিত। এ সম্পর্কে 'দাদা কোম্পানীর' খুব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি নিজে এই কোম্পানীর সভ্য কোনও দিন ছিলাম না—আশা করি কোনও দিন হইব না। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না যে, যাঁহারা একদিন এই কোম্পানীর সভ্য ছিলেন তাঁহারা কেন দাদা কোম্পানীর প্রতি এত বিরূপ হইয়াছেন? তাঁদের নিজেদের কোম্পানী এখন **Liquidation**-এ গেছে অথবা তাঁরা এখন **promotion** লাভ করিয়া ঠাকুরদাদার সোপানে উঠিয়াছেন ইহাই কি তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ? তাহা যদি হয় তবে তার জন্য দায়ী কে?

আজ বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে দলাদলি ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে—ইহাতে দুঃখিত ও ব্যথিত হয় নাই এমন মানুষ বাঙ্গলাদেশে নাই। যদি কেহ থাকেও তবে সে মনুষ্যপদবাচ্য নয়।

কিন্তু ইহাতে হতাশ হইবার কোনও কারণ আমি দেখি না। আমার গত ৮/৯ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিতরে তৃতীয়বার এই দলাদলি বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয়গগন কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছে; প্রথম ধাক্কা স্বয়ং দেশবন্ধুকে খাইতে হইয়াছিল; আমরা অবশ্য তাঁর পার্শ্বে ও পশ্চাতে ছিলুম, ধাক্কা খানিকটা আমাদের গায়েও লাগিয়াছিল। তখন শুনিতে হইয়াছিল দেশবন্ধুর শত্রুপক্ষের মুখে যে, মাসিক ৫০,০০০৲ টাকার আয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি পাঁচ হাজারি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন; এবং এ কথাও শুনিতে হইয়াছিল যে, চিত্তরঞ্জনকে তাঁহারা দেশছাড়া করিবেন। দেশছাড়া তাঁহারা চিত্তরঞ্জনকে করিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—কারণ দেশবাসীর সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে তাঁহাকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।

দ্বিতীয় ধাক্কা খাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবর্গ। তখন আমরা অনেকে কর্মক্ষেত্র হইতে বহুদূরে; কিন্তু প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া আমরা যে ফলাফলের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলাম এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ফলে কংগ্রেসের জয় হইল। এবার তৃতীয় ধাক্কা আমরা নিজেরা সামনাসামনি ভাবে খাইতেছি। ফল যে পূর্ববৎ হইবে এবং কংগ্রেসের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয় যে, বিরোধের মীমাংসা হইবার পূর্বে অনেক গালাগালি আমাদের খাইতেই হইবে এবং অনেক কষ্ট আমাদের সহিতে হইবে। এই বিরোধের মূলে যদি তৃতীয় পক্ষের কোনও হাত না থাকিত তাহা হইলে আমরা এত কষ্ট পাইতাম না।

আর একটা তীব্র সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আমাদের কানে আসে—সেটা এই যে কংগ্রেস এতদিন ঝগড়া বিবাদ ছাড়া আর কি করিল? আমাদের দেশে যাঁহারা **political minded**—যাঁহাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি আছে—তাঁহারা কিন্তু এ প্রশ্ন করেন না। এই প্রশ্ন করেন তাঁহারা, যাঁহারা মনে করেন যে, দেশসেবার একমাত্র উদ্দেশ্য—হাসপাতাল নির্মাণ করা, সেবা সমিতি গঠন করা এবং বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্তের সেবা করা। তাঁহারা হাসপাতালের জন্য ১ লক্ষ টাকা দিবেন কিন্তু স্বরাজ-লাভের জন্য ১৩০৲ টাকাও সানন্দে দিবেন না। তাঁহারা বলেন অমুক হাসপাতালের এতগুলি **bed** হইয়াছে, এতগুলি রোগীর চিকিৎসার আয়োজন হইয়াছে—কিন্তু তোমাদের কংগ্রেসে কি হইয়াছে? এরূপ প্রশ্ন শুনিলে কাহার ক্ষমতা আছে যে তাঁহাদের বুঝাইতে পারে যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সকল রোগের মূলে যে মহাব্যাধি (—যে মহাব্যাধির বিরাম না হইলে অন্য কোনও রোগ নির্মূল হইতে পারে না) সেই মহাব্যাধি নিরাকরণ করা? আমাদের যাবতীয় দুর্দশার মূল কারণ যদি আমাদের পরাধীনতা হয় তাহা হইলে যে

পর্যন্ত আমরা পরাধীনতা ঘুচাইতে না পারিব, সে পর্যন্ত আমরা সুস্থ, সবল ও কর্মঠ জাতি হইতে পারিব না। অতএব আমাদের সমস্ত শক্তি, উদ্যম, সম্পদ ও সময় স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যয় করা উচিত। কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমরা শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করিয়া স্বাধীনতার পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিলাম তাহা বাহিরের কোনও মাপকাঠির দ্বারা অপরকে বুঝান যায় না। হাসপাতালের বা বিদ্যালয়ের উন্নতি যত সহজে অপরকে বুঝান যায়, রাষ্ট্রীয় উন্নতির কথা সেভাবে বুঝানো যায় না—তাই বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি যাঁহাদের, তাঁহারা মনে করেন যে, আমরা, স্বরাজীরা, কেবল অর্থের অপব্যয় করি এবং বাজে কাজে সময় নষ্ট করিয়া থাকি। জাতির মধ্যে আদর্শবাদ আরও সঞ্চারিত না হইলে রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি জাগিবে না—রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি না জাগিলে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের অর্থ তাঁহারা বুঝিবেন না—রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সার্থকতা উপলব্ধি না করিলে তাঁহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য অকাতরে অর্থ ও সময় ব্যয় করিবেন না এবং সর্বস্ব পণ করিতে না পারিলে জাতি কোনও দিন স্বাধীন হইবে না।

তাই আমার অনেক সময় মনে হয় যে, আমাদের দেশবাসীর মধ্য **political mentality**-র বড়ই অভাব। এই রাষ্ট্রীয় মনোভাব বা রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি সৃষ্টি করাই কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি না আসিলে সে জাতি বহু বৎসর ধরিয়া সর্বস্ব বিলাইয়া আদর্শের পশ্চাতে ছুটিবার সামর্থ্য পাইবে না। এই বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আনিবার একমাত্র উপায়, সেই জাতির মধ্যে আদর্শবাদ সঞ্চার করা। এই আদর্শবাদ সঞ্চার করিতে হইলে জাতির প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিতে হইবে—তাহার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—আত্মবিকাশের স্পৃহা জাগাইতে হইবে। স্বাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষুধা জাগিলে সে জাতি তখন জীবনপণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। আপ্রাণ চেষ্টা ও ব্যাকুল সাধনা জাতি যেদিন করিতে পারিবে, জাতি সেদিন মুক্ত হইবে।

জনৈক বন্ধু আমাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—গত দুই বৎসর ধরিয়া আপনি কি করিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটু তুলনা করা দরকার গত দুই বৎসরের আগের দুই বৎসর কি হইয়াছিল এবং গত দুই বৎসর অন্য প্রদেশেই বা কি কাজ হইয়াছে। গত দুই বৎসর বেশী কাজ হউক আর না হউক—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা যদি ভারতবর্ষে কোথাও থাকে তবে বাঙ্গলায় ও পঞ্জাবে। এবং গত দুই বৎসর বাঙ্গলাদেশে জোরের সঙ্গে একটা আন্দোলন যদি না চলিয়া থাকিত তাহা হইলে আজ বাঙ্গালী সরকার বাহাদুরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

তথাপি এ কথা কৈফিয়ত স্বরূপ আমি বলতে চাই না যে, আমরা গত দুই বৎসর যাহা করিয়াছি তার জন্য আমরা খুব প্রশংসার্হ। আমি শুধু বলিতে চাই এই কথা যে, যে-অবস্থায় আমরা কংগ্রেস হাতে লইয়াছিলাম তাহা বিবেচনা করিলে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা সাধ্যমত কর্তব্য সম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ১৯২৭ সালে বাঙ্গলার কংগ্রেস কমিটির অবস্থা ছিল ভাঙ্গা-হাটের মত। একে সমগ্র ভারতবর্ষে তখন অসহযোগের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে—তার উপর আবার বাঙ্গলা দেশে ভীষণ দলাদলির ফলে তখন কংগ্রেস কমিটি নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। দেশের বহু কর্মী তখনও কারারুদ্ধ। এই দুর্যোগের মধ্যে আমরা অবতীর্ণ হই এবং ধীরে ধীরে আবার উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করিবার চেষ্টা করি।

আমরা আজ যে যুগসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছি সে অবস্থায় যদি কাহাকেও কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তবে একদিকে তাহাকে জোড়াতালি দিয়া পুরান প্রোগ্র্যাম অনুসারে কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য এবং ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে। যে প্রোগ্র্যাম লইয়া ১৯২১ সাল হইতে এতদিন আমরা চলিয়াছি, সে প্রাগ্র্যাম যথেষ্ট নয়। আমরা এ কয় বৎসরের চেষ্টার ফলে যত লোকের অন্তরে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছি তাহাও যথেষ্ট নয়। এখন আমরা নূতন প্রোগ্র্যাম চাই—কিন্তু নূতন প্রোগ্র্যাম চাইবার পূর্বে চাই নূতন মানুষ—যাহারা নূতন প্রোগ্র্যাম গ্রহণ করিতে পারিবে। এখনকার কংগ্রেসে যদি আপনি নূতন প্রোগ্র্যাম লইয়া যান—কেহ তাহা গ্রহণ করিবে না—গ্রহণ করিলেও তাহা কাজে লাগাইবে না—অর্থাৎ অন্তরের সহিত গ্রহণ করিবে না। আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁহারা "প্রোগ্র্যাম প্রোগ্র্যাম" বলিয়া কেবল চীৎকার

করেন কিন্তু তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না যে নূতন মানুষ তৈয়ার না করিলে সে প্রোগ্র্যামের মূল্য বুঝিবে কে ?

১৯২৭ সাল হইতে এই প্রশ্নই আমার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। নূতন প্রোগ্র্যাম আমারও একটা আছে—কিন্তু সে প্রোগ্র্যাম দিবার সময় এখনও আসে নাই—আসিবে সেইদিন, যেদিন নূতন মানুষ প্রস্তুত হইবে, যাহারা কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে পারিবে। নূতন মানুষ তৈয়ারী করিবার চেষ্টায় আমি এখন নিরত। তাই গত দুই বৎসর ধরিয়া আমি ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে এত জোর দিয়া বলিয়া আসিয়াছি। এই সব আন্দোলনের সাহায্যে যদি নূতন মানুষ—পুরুষ ও নারী—প্রস্তুত হয়, তখন নূতন প্রোগ্র্যাম দিলে তার সার্থকতা হইবে।

এই সব আন্দোলনের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে নূতন আদর্শ চাই। আমার আদর্শ—দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। সর্বাঙ্গীণ মুক্তির বাণী গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে প্রচার করিতে হইবে। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ আমরা অনেকেই আজও উপলব্ধি করি নাই। অখণ্ড রূপের উপলব্ধি জাতির মানসক্ষেত্রে এক দিনে আসে না। বহু দিনের সাধনার ফলে এবং বহু বৎসর খণ্ড খণ্ড রূপ দেখিবার পর আমরা আজ অখণ্ড-রূপের উপলব্ধি পাইতেছি। সমগ্র জাতিকে এখন বুঝাইয়া দিতে হইবে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ কি। যে দিন জাতি এই অখণ্ড রূপের উপলব্ধি লাভ করিবে সেই দিন জাতি পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে।

পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নূতন সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতিভেদের অচল আয়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে হইবে ; নারীকে সর্বভাবে মুক্ত করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে ; অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকে (কি পুরুষ কি নারী) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজতন্ত্রমূলক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র যাহাতে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

এক কথায় আমরা চাই ভারতের পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। এই নূতন স্বাধীন ভারতে যাহারা জন্মিবে তাহারা মানুষ বলিয়া জগৎ-সভায় পরিগণিত হইবে। ভারত আবার জ্ঞানে, বিজ্ঞানে—ধর্মে কর্মে—শিক্ষায় দীক্ষায়—শৌর্যে বীর্যে জগৎ-বরেণ্য হইবে।

আমাদের কর্তব্য কি তাহা আর খুলিয়া বলার প্রয়োজন নাই। আমরাই তো নূতন ভারতের স্রষ্টা। অতএব এসো আমরা সকলে মিলিয়া এই পবিত্র মাতৃযজ্ঞে যোগদান করি। মা আমাদের আবার রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন। এখনকার কাঙ্গালিনী মাকে ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্না দশভুজারূপী দেখিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে। অতএব এসো ভ্রাতৃবৃন্দ ! আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সর্বস্ব বলিদানের জন্য মাতৃচরণে সমবেত হই !

[বিগত ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯, মেদিনীপুর যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ]

॥ চার ॥

"মনে রাখিবেন আমাদের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে-প্রাণে মারিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম, শিল্পকলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এই সুধা কে আহরণ করিয়া আনিবে ?"

হে আমার তরুণ ভাই ও ভগিনী সকল ! আপনারা আমাকে এই তরুণ পরিষদের সভাপতি পদে বরণ করিয়া যে প্রীতির নিদর্শন দেখাইয়াছেন তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের প্রভাবে আমরাও আজ এখানে সমবেত হইয়া জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইয়াছি।

প্রায় আড়াই বৎসর পরে কারা-প্রাচীরের বাহিরে যখন পদার্পণ করি, তখন দেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সর্বপ্রথম এই কথাই মনে হইয়াছিল যে, কতকগুলি দুর্ঘটনা ও দুর্দৈববশতঃ আমরা যেন আপাততঃ বড় কথা ভাবিবার এবং দূরের বস্তু দেখিবার ক্ষমতা হারাইয়াছি। ইহার ফলে আমাদের সমাজে নীচ চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পরস্পরের মধ্যে দলাদলি দেখা দিয়াছে, আমরা অসত্যকে সত্য মনে করিয়া, আসলকে ছাড়িয়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছি। কিন্তু সুখের বিষয়, আমাদের এই সাময়িক মোহ ভাঙ্গিতেছে ; আমরা আমাদের সহজ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছি। তরুণের হৃদয়ে আবার আত্ম-প্রত্যয় জন্মিতেছে। সে বুঝিতেছে—জীবনে তাহার উপর কত বড় দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে ; সে উপলব্ধি করিতেছে যে, ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িয়া তোলার ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, আমাদের তরুণ-সমাজ আজ নিজের অন্তরে অনন্ত শক্তির সন্ধান পাইতেছে ! সর্বদেশে সর্বকালে যে মৃত্যুঞ্জয় তরুণ-শক্তি মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়াছে, আমাদের দেশে আজ সেই তরুণ-শক্তিই নিজের অস্থিদান করিয়া বজ্র নির্মাণের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে।

আমাদের জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার বক্তব্য অনেক আছে। একটি অভিভাষণে বা বক্তৃতায় তাহা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—তাই আমি সে চেষ্টাও করিব না। বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি মূল সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সভ্যতার অভ্যুত্থান, ক্রমোন্নতি ও পতন হইয়াছে। আমরাও একদিন স্বাধীন ছিলাম। ধর্মে, কর্মে, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, যুদ্ধ-বিগ্রহে—ভারতবাসীও একদিন পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিত। কালের চক্রবৎ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সে প্রাচীন গৌরব হারাইয়াছি। আজ আমরা শুধু পরাধীন তাহা নয়,—বিদেশী সভ্যতার সম্মোহন-বাণের আঘাতে আমরা আমাদের প্রাণধর্ম হারাইতে বসিয়াছি। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, অজ্ঞান-নিশা প্রায় কাটিয়া গিয়াছে ; আমরা জাতীয় চৈতন্য ফিরিয়া পাইতেছি।

সকল জাতি বা সকল সভ্যতার যে পতনের পর পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়া থাকে—এ কথা বলা যায় না। ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের দেশে কিন্তু পতনের পর পুনরুভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন বাহ্যিক চাঞ্চল্যমাত্র নয়,—ইহা জাতীয় আত্মার জাগরণেরও অভিব্যক্তি। আমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশে নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। সৃষ্টিই জীবনের

লক্ষণ, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধর্মে কর্মে, কলাবিজ্ঞানে—নূতন সৃষ্টির যে পরিচয় ভারতবাসী দিতেছে—তাহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে ভারতের আত্মা জাগিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতার নূতন অধ্যায় আমাদের চোখের সামনেই রচিত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, কোন সভ্যতার পতন হইলে সেই জাতির সৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, জাতির চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিতে থাকে, ব্যক্তি ও জাতির জীবনে **adventure** ও **enterprise**-এর স্পৃহা হ্রাস পায়, কতকগুলি বাঁধা বুলির রোমন্থনের দ্বারা জাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে চিন্তা-রাজ্যে বড় রকমের ওলট-পালটের প্রয়োজন এবং জীব-রাজ্যে (biological plane) রক্ত-সংমিশ্রণ আবশ্যক। আমি বৈজ্ঞানিক নহি, সুতরাং আমার পক্ষে জোর করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। তবুও আমার মনে হয় যে নূতন সভ্যতা সৃষ্টির মূলে খানিকটা রক্ত-সংমিশ্রণের আবশ্যকতা আছে। তবে ভারতের বাহিরের জাতির সহিত ভারতবাসীর রক্ত-সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা নাই। এরূপ সংমিশ্রণ যদি বেশী হয় তবে তার ফল অহিতকর হওয়ার আশঙ্কাই বেশী। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মদেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে—বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের মধ্যে—যে সব জাতি আছে—তাহাদের মধ্যে খানিকটা রক্ত-সংমিশ্রণ হইলে ফল যে ভাল হইতে পারে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের জাতীয় অধঃপতনের অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে একটা প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে ব্যক্তির ও জাতির জীবনে প্রেরণা বা **initiative** হ্রাস পাইয়াছে। আমরা বাধ্য না হইলে এবং কশাঘাত না খাইলে সহজে কিছু করিতে চাই না। বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া যে অনেক সময়ে অনেক কাজ করা দরকার এবং বাস্তবিক দৈন্যকে অগ্রাহ্য করিয়া আদর্শের প্রেরণায় জীবনটাকে অনেক সময়ে যে হাসিতে হাসিতে বিলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন—এ কথা আমরা কার্যতঃ স্বীকার করিতে চাই না। এইজন্য প্রেরণা বা **initiative**-এর অভাবের দরুণ, ব্যক্তি ও জাতির ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তির ও জাতির জীবনে ইচ্ছাশক্তি পুনরায় জাগাইতে না পারিলে মহৎ কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু আদর্শের প্রেরণায়ই ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয়। আমরা আদর্শ ভুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের ইচ্ছাশক্তি আজ এত ক্ষীণ। বর্তমানের ভাবদৈন্য বিদূরিত করিয়া নিজ নিজ জীবনের আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে আমাদের প্রেরণাশক্তি জাগিবে না—এবং প্রেরণাশক্তি না জাগিলে চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

সমাজের পুনর্গঠনের জন্য আজকাল পাশ্চাত্যদেশে নানা প্রকার মতের ও কর্ম-প্রণালীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—**Socialism, State Socialism, Guild Socialism, Syndicalism, Philosophical Anarchism, Bolshevism, Fascism, Parliamentary Democracy, Aristocracy, Absolute Monarchy, Limited Monarchy, Dictatorship** ইত্যাদি। এই সব মতবাদের বিষয়ে আমি সাধারণভাবে ২/১টি কথা বলিতে চাই। প্রথমতঃ সকল মতের ভিতর অল্পবিস্তর সত্য আছে, কিন্তু এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনও মতকে চরম সত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়। দ্বিতীয়তঃ এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কোনও দেশের কোনও প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া বলপূর্বক অন্য দেশে রোপণ করিলে সুফল না ফলিতেও পারে। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব ও আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে। সুতরাং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বর্তমানের আবহাওয়া অগ্রাহ্য করা সম্ভব বা সমীচীন নয়।

আপনারা জানেন যে **Marxism**-এর তরঙ্গ এ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; এই তরঙ্গের আঘাতে কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। **Karl Marx**-এর মতবাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশ যে সুখসমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিবে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা রুশিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন যে, রুশিয়াতে যে **Bolshevism** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তার সহিত **Marxian Socialism**-এর মিল যতটা আছে—পার্থক্য তদপেক্ষা কম নয়। রুশিয়া **Marxian** মতবাদ গ্রহণ করিবার সময়ে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ, বর্তমানের আবহাওয়া এবং নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের

প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া যায় নাই। আজ যদি Karl Marx জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি রুশিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া কতটা সুখী হইতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—কারণ আমার মনে হয় যে Karl Marx বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার সামাজিক আদর্শ একই ভাবে, রূপান্তরিত না হইয়া, সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ সব কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।

আর একটি কথার উল্লেখ না করিলে আসল কথাই বলা হইবে না। পরাধীন দেশে যদি কোনও "ism"—সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা nationalism। যতদিন আমরা স্বাধীন না হইতেছি ততদিন আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক (Social and Economic) পুনর্গঠনের অবসর ও সুযোগ পাইব না, এ কথা ধ্রুব সত্য। সুতরাং সর্বাগ্রে আমাদের সমবেত চেষ্টায় স্বাধীনতালাভ করিতে হইবে। দেশ, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নয়—এবং কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শ্রমিক, কি ধনিক—কোনও সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে, সকলের সহযোগ ব্যতীত, স্বরাজলাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহা হইলেও, সকল ব্যক্তির সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে ; কারণ সত্য ও ন্যায়ের উপর আমাদের জাতীয়তা যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সে জাতীয়তা একদিনও টিকিতে পারে না। এই জন্য আমি সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক বা কৃষক সম্প্রদায়কে স্বরাজ-আন্দোলনের পরিপন্থী তো মনে করিই না—বরং আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, তাহাদের সহযোগ ব্যতীত স্বরাজলাভের আশা দুরাশা মাত্র—এবং তাহারা যে পর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ না হইতেছে ততদিন তাহাদিগের পক্ষে স্বরাজ আন্দোলন অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যোগদান করা সম্ভবপর হইবে না।

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সকল দেশে, বিশেষতঃ আমাদের এই অভাগা দেশে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। তাহারা যে শুধু মুক্তিপথের অগ্রদূত তাহা নয়—গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত। যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত জাগরণ না আসিতেছে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় গঠনমূলক কাজে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই অগ্রণী হইয়া পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে হইবে। এই সকল কারণে আমি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগের বিষয়ে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ তাহাদের ভাবের অভাবের কথা। আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আদর্শপ্রেম ও আদর্শনিষ্ঠার অভাব আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই ভাবদৈন্যের কারণ কি ? কারণ এই যে, যাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বীজ আমাদের হৃদয়ে বপন করেন না। আমাদের ভাবদৈন্যের জন্য আমি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে প্রধানতঃ দায়ী করি। আমি জিজ্ঞেস করি—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় কি মুক্তির বায়ু খেলিতে পায় ? যাহারা ঐ আঙ্গিনায় জ্ঞানাহরণের জন্য বিচরণ করে তাহারা কি মুক্তির আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ? আপনারা সকলে জানেন যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে পূত আন্দোলন ফরাসী দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাগরণের বন্যা আনিয়াছিল সেই আন্দোলনের অধিনায়ক ছিলেন—ফরাসী দেশের অধ্যাপক সম্প্রদায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যায় আমাদের জাতীয় দুর্দশা কতদূর পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমাদের হতাশ হইলে চলিবে না। অধ্যাপক সম্প্রদায় যদি নিজেদের কর্তব্য না করেন—তাঁহারা যদি নিজ নিজ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম হন—তাহা হইলে ছাত্রদিগকে নিজের চেষ্টায় ও সাধনার দ্বারা মানুষ হইতে হইবে।

ভাবের দৈন্যের পরই অন্নাভাবের কথা মনে পড়ে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা যে কিরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নানা কারণে আমার জানিবার সুযোগ হইয়াছে। এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন না যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার চেয়েও অনেক বিষয়ে খারাপ। চাকুরীর দ্বারা যে তাহাদের অভাব মিটিতে পারে এ আশা নাই, কারণ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা অপেক্ষা চাকুরীর সংখ্যা অনেক কম। সুতরাং ইহা অনিবার্য যে আগামী ৩০/৪০ বৎসরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে

অনেককেই অনাহারে মরিতে হইবে। কিন্তু আজ হইতে আমরা যদি চাকুরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিই, তাহা হইলে আমরা মরিয়াও আমাদের সন্তান-সন্ততির বাঁচিবার উপায় করিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু এখনও যদি আমরা চাকুরীর আশায় ঘুরিতে থাকি তাহা হইলে আমরা তো মরিবই—সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মরণের আয়োজন করিয়া যাইব। আমাদের মাড়োয়ারী ভাইরা ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে যেরূপ নিঃসম্বল ও কর্পর্দকহীন অবস্থায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন আমাদিগকেও ঠিক সেইভাবে ও সেই অবস্থায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে এবং নিজেদের অধ্যাবসায়, চরিত্রবল ও কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা ব্যবসায়ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইবে। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

আমাদের বর্তমান কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া আমি মাত্র কয়েকটি কথা বলিব। আমাদের এখানেই দুই দিকে কাজ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ভাবের দৈন্য ঘুচাইবার জন্য নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেশের মধ্যে যতগুলি যুবক সমিতি ও যুবকদের আন্দোলন আছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে সে সকলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে।

যাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির কার্যে ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান যাহাতে হয় তার জন্য একটা League of Young Intellectuals গঠন করা আবশ্যক। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সকল ক্ষেত্রের কর্মী এই League-এর সভ্য হইবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, যাঁহারা "best brain of the entire nation" তাঁহাদের একত্র করিতে হইবে—তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং তাঁহারা সকলে যাহাতে একই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র জাতিকে সবল, সুস্থ ও কৃতী করিয়া তোলেন তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ যুবকদের কর্মপ্রচেষ্টা যাহাতে ভিন্নমুখী ও পরস্পরবিরোধী না হয় এবং যাহাতে সকল চেষ্টা সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একই আদর্শের দিকে পরিচালিত হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির আবশ্যকতা। এই উদ্দেশ্য লইয়া কয়েক বৎসর পূর্বে নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। নানা কারণে ঐ সমিতির কার্যকলাপ আশানুরূপ ফল প্রদান করে নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আজ ঐ নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার সময় আসিয়াছে। কোনও নূতন কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন না করিয়া আপনারা যদি ঐ পুরাতন নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তাহা হইলে শীঘ্রই সুফল ফলিবে, একথা আমি বিশ্বাস করি।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে বিস্তৃত কর্মতালিকা দিবার চেষ্টা আমি করিব না। কি আদর্শ লইয়া এবং কি প্রণালীতে কাজ করা আবশ্যক সে বিষয়ে কিছু বলিলেই আমার কর্তব্য সম্পাদিত হইবে। বাস্তবের দিক হইতে দেখিলে আমাদের অভাব প্রধানতঃ তিন প্রকার—(১) অন্নাদির অভাব, (২) বস্ত্রাদির অভাব ও (৩) শিক্ষাদির অভাব। আমরা অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই। কিন্তু মূল সমস্যার দিকে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে আমাদের জাতীয় দৈন্যের প্রধান কারণ—ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার অভাব। সুতরাং যদি আমাদের National will বা ইচ্ছাশক্তি জাগরিত না হয় তাহা হইলে শুধু অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। Benevolent Despot-এর মত সরকার বাহাদুর অথবা Local Body-রা যদি জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলেও আমরা মানুষ হইতে পারিব না। সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে দোষ নাই কিন্তু প্রধানতঃ নিজেদের সমবেত চেষ্টায় আমাদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি আমরা সমবায় প্রণালীতে এই কাজ করিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের জাতীয় ইচ্ছাশক্তি ফিরিয়া আসিবে এবং স্বরাজ-স্বাধীনতা অনায়াসে লভ্য হইয়া পড়িবে।

পল্লী সংস্কারের কথা চিন্তা করিলে এই কথাই মনে হয়। আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে গ্রামবাসীরা প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায় অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করেন। প্রথম অবস্থায় গ্রামের বাহির হইতে সাহায্য পাঠানো দরকার হইতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি পল্লীবাসীরা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে না পারেন তাহা হইলে সে পল্লীসংস্কারের কোনও সার্থকতা হইবে না! আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে

পরমুখাপেক্ষিতার ভাবই প্রবল সুতরাং স্বাবলম্বনের ভাব জাগাইতে হইলে বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে।

আজকাল বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক সমিতি সাধ্যমত এই সকল অভাব মোচনের চেষ্টা করেন এবং ধনিক সম্প্রদায়ও অনেক ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ সকল সৎপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা উচিত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ কি, সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করা প্রয়োজন। গবেষণা আরম্ভ করিলে একদিনেই যে আমরা একটা মীমাংসায় উপনীত হইব সে আশা আমি রাখি না। কিন্তু তথাপি অবিলম্বে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করা দরকার। আমি সকল চিন্তাশীল যুবককে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের সমাজের মধ্যে যে সব অত্যাচার ও অনাচার ধর্ম বা লোকাচারের নামে চলিতেছে সে বিষয়েও যুবকদের একটা কর্তব্য আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক সময় বলেন যে, আমাদের যুবকেরা বিবাহের সময়ে হঠাৎ বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ে। আমার নিজের মনে হয় শুধু বিবাহ কেন—আমরা অনেক সময়ে সুবিধামত বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ি। যুবকেরা যে বাপ-মা বা গুরুজনের নামে মধ্যে মধ্যে অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন—এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের যুবকেরা.যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক অত্যাচার ও দেশের অনাচার নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে আমাদের সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

আমার ভাই ও ভগিনী সকল, আজিকার মত আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। মনে রাখিবেন যে, আমাদিগকে সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতপ্রোত ভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে-প্রাণে মারিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম, শিল্প-কলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এ সুধা কে আহরণ করিয়া আনিবে ? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে বলিদান দিয়াছে—শুধু সেই ব্যক্তিই অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃত-সিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আসুন—আপনারা আসুন—মায়ের মন্দিরে গিয়া আমরা সকলে দীক্ষিত হই ! আসুন, আমরা সকলে এক বাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশসেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে—দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি আমরা করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—

"ভারত আবার জগৎ-সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে !"

[বিগত ১লা পৌষ ১৩৩৪, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল-গৃহে নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।]

॥ পাঁচ ॥

"চিন্তা ও কর্মের নবধারার প্রবর্তন করিতে গেলে যে বর্তমান ভাবধারা ও স্বার্থ এবং শক্তিশালী দলের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে ভীত হইলে আমাদের চলিবে না। বিরোধ ও বহু বাধার মধ্য দিয়াই যুব-আন্দোলনকে অগ্রসর হইতে হইবে। এমন অনেক সময় আসিবে, যখন আমরা চারিদিক হইতে বাধা পাইব এবং সমস্ত জগৎ হইতে যেন আমরা বিচ্ছিন্ন—এইরূপ মনে হইবে। সেই সঙ্কট সময়ে আমাদের সেই আইরিশ মহাপুরুষের বাণী মনে রাখিতে হইবে, যিনি আসন্ন বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—জগৎকে যেমন একজন (খৃষ্ট) উদ্ধার করিয়াছিলেন, আয়ার্লণ্ডকে তেমনি একজনই উদ্ধার করিতে পারেন।"

মধ্য প্রদেশের যুব-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমন্ত্রিত করিয়া আমাকে যে-সম্মান করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এখন সকল যুবকেরই কর্তব্য আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিবার জন্য মিলিতভাবে পরামর্শ করা। আমাদের জাতীয় জীবনের মূলগত সমস্যাগুলির সমাধান করিবার বা তজ্জন্য চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে মধ্য-প্রদেশের যুবকেরা যে বয়োবৃদ্ধগণের সাহায্যের মুখ না চাহিয়া নিজেরা উৎসাহী হইয়া চেষ্টা করিতেছেন, ইহাকে আমি বর্তমান সময়ের অত্যন্ত আশাপ্রদ লক্ষণ বলিয়া মনে করি। যদি আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্যে একটুও সাহায্য করিতে পারি, তবে আমি নিজেকে ধন্য এবং আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

যাঁহারা বর্তমানের এই যুব-আন্দোলনের প্রতি খানিকটা বিরূপ, অথবা ইহার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে অক্ষম বলিয়া স্বীকার করেন, এদেশে এরূপ কেহ কেহ আছেন—এবং সাধারণের চক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা প্রতিষ্ঠাবান্, যুব-আন্দোলনের গূঢ় মর্ম বুঝিতে পারেন না, অথচ তাঁহারা যোগদান করেন নাই বলিয়া এরূপ কোনও আন্দোলন গড়িয়া উঠা উচিত নয়—সম্ভবতঃ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যুব-আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন, এরূপ লোকের অভাব নাই!

ভারতবর্ষে আজিকার এই নবজাগরণের প্রথম উন্মেষের সময় হইতেই এক এক করিয়া অনেকগুলি আন্দোলন-প্রচেষ্টা ও ভাবধারার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যে যুব-আন্দোলনের রূপ লইয়া অপর একটি আন্দোলনের জন্ম হইবে, ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ইহার আবির্ভাবের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। ব্যক্তি ও জাতির প্রাণে নিশ্চয়ই এমন কোনও গভীর আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহার ফলে যুব-আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্তরের সেই মূলগত আকাঙ্ক্ষা হইতেছে স্বাধীনতা ও আপনাকে সার্থক করিবার আকাঙ্ক্ষা।

দেশ আজ এমন একটি আন্দোলন চায়, যাহা ব্যক্তি ও জাতিকে সর্বপ্রকারের বন্ধন হইতে মুক্তি দিবে—তাহার আত্মপ্রকাশ ও সার্থকতার সকল পথই খুলিয়া দিবে। কেহ কেহ হয়তো যুব-আন্দোলনকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত একটি শাখা-আন্দোলনে পরিণত করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহারা ইহার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

কংগ্রেস মূলতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; ইহার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কেও কংগ্রেস এখনও পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাই যে সকল তরুণ-তরুণী জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিতে চাহেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে চাহেন, তাঁহারা যে কংগ্রেসের মত শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন না এবং মানব-হৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের সকল কামনাকে পূর্ণ করিতে চাহে এমন একটি আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে চাহিবেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার

কিছুই নাই। তাই বুঝা যায়, যুব-আন্দোলন কেবল মাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন না হইলেও রাজনীতি ছাড়া নয়। ইহার উদ্দেশ্যের পরিধি জীবনের মতই ব্যাপক। ইহার সমগ্রতার মধ্যে জীবনের সকল ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলিই রহিয়াছে বলিয়া যুব-আন্দোলন আমাদের রাজনৈতিক উন্নতিতেও উৎসাহ দান করিবে।

যুব-আন্দোলন বর্তমানের প্রতি আমাদের অসন্তোষের প্রতীক। যুগসঞ্চিত বন্ধন, স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইহা একটি বিশিষ্ট রূপ। সকল শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানবের অফুরন্ত সৃজনীশক্তিপ্রকাশের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আমাদের ও মানবজাতির জন্য নূতনতর জগতের প্রতিষ্ঠাই ইহার লক্ষ্য। যুব-আন্দোলন তাই বর্তমান আন্দোলনসমূহের উপরে ন্যস্ত একটা অতিরিক্ত বা বিদেশ হইতে আমদানী করা কর্মধারা নয়—ইহা সত্যকার একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন এবং ইহার মূল উৎস মানব-স্বভাবের গভীরতম অন্তস্তল।

বর্তমান যুগের একটি বিশিষ্ট অভাব ও মানুষের প্রাণের উদগ্র বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। ইহার গূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলে কেবল মাত্র আন্দোলনে যোগদান করিলে বা যুবসংঘে প্রাধান্য স্থাপন করিলে কোন ফললাভ হইবে না। আমার মনে হয়, যুব-আন্দোলনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটি না থাকিলে কেবল মাত্র তরুণ-তরুণীর সংঘ হইলেও কোন প্রতিষ্ঠান যুব-সংঘ পদবাচ্য হইতে পারে না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, একটা চঞ্চলতা ও বর্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এবং নব-সমাজ স্থাপনার প্রচেষ্টা এই আন্দোলনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। সকল প্রকার বন্ধন-মুক্তি এবং যেখানে আচার ও অবস্থা মানুষের বিবেকের ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে যাইতে চাহে, সেখানে আচার ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—যুব-আন্দোলনের ইহাই লক্ষ্য। তাহাদের মন্ত্র হইতেছে আত্মনির্ভরতা—অন্ধ ভক্তি ও বয়োবৃদ্ধদের অবিচল অনুবর্তিতা হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহাতে যদি বয়োবৃদ্ধদের কেহ কেহ যুব-আন্দোলনকে সন্দেহ ও বিতৃষ্ণার চক্ষে দেখেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

আমাদের সমস্ত জীবনের ধারাকে নব নব পথে প্রবাহিত করা এবং নবীন আদর্শের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত করাই যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আমরা জীবনের যে পুনর্গঠন করিতে চাই, এই আদর্শই তাহাকে নব অর্থ ও নব প্রেরণা দিবে। এই আদর্শ হইতেছে পূর্ণ সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ও আপনাকে চারিদিক দিয়া সার্থক করিয়া তোলা। স্বাধীনতা ও জীবনের সার্থকতা নিবিড় ও অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর-সম্বদ্ধ। স্বাধীনতা না থাকিলে নিজেকে সার্থক করা সম্ভব না। এবং সার্থকতার দিকে জীবনকে লইয়া যায় বলিয়াই স্বাধীনতা এত মূল্যবান।

যুব-আন্দোলনের পরিধি জীবনের মতই ব্যাপক। তাই জীবনে যতগুলি দিক আছে, যুব-আন্দোলনেও ততগুলি দিক থাকিবে। শরীরকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে আমাদিগকে ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম করিতে হইবে ; হৃদয়কে মুক্ত ও নবশিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে নূতন সাহিত্য, উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর শিক্ষাপ্রণালী ও সুদৃঢ় নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমাজকে নবজীবন দান করিতে হইলে আমাদিগকে নির্দয়ভাবে বাঁধা আচারব্যবস্থা ও ভাবধারা দূর করিয়া নূতন ও বলীয়ান্ সমাজ-ব্যবস্থা ও ভাবসমূহের প্রবর্তন করিতে হইবে। আরও যুগোচিত আদর্শের আলোকে আমাদিগকে বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থাকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে—এবং সম্ভবতঃ, আমাদিগকে এরূপ নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের অবতারণা করিতে হইবে, যাহা ভবিষ্যতের পথও নিয়ন্ত্রিত করিবে।

চিন্তা ও কর্মের নবধারার প্রবর্তন করিতে গেলে যে বর্তমান ভাবধারা ও স্বার্থ এবং শক্তিশালী দলের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে ভীত হইলে আমাদের চলিবে না। বিরোধ ও বহু বাধার মধ্য দিয়াই যুব-আন্দালনকে অগ্রসর হইতে হইবে। এমন অনেক সময় আসিবে, যখন আমরা চারিদিক হইতে বাধা পাইব, এবং সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া আমাদিগকে মনে হইবে। সে সঙ্কট সময়ে আমাদের সেই আইরিশ মহাপুরুষের কথা মনে রাখিতে হইবে, যিনি আসন্ন বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"জগৎকে যেমন একজন (খৃস্ট) উদ্ধার করিয়াছিলেন, আয়ার্লণ্ডকে তেমনি একজনই উদ্ধার করিতে পারে।" যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্যানুযায়ী যে মুহূর্তেই আপনারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আদর্শকে প্রতিফলিত করিবেন, সেই মুহূর্তেই চারিদিকে শত্রুর আবির্ভাব হইবে এবং সকল স্বার্থবান্ ব্যক্তিই আপনাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে একত্রিত

হইবে। একদিক হইতে দুর্ধর্ষ শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা সহজ—কিন্তু একযোগে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। যুব-আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের তাই কঠিন শত্রুর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

আরও একটি বিষয় আমাদিগকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, সেজন্যে আমাদিগকে পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। রাজনৈতিক বা শ্রমিক আন্দোলনে জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাহাদের ভাব ও চিন্তার সহিত সহানুভূতি জানানো অনেক সময়ে প্রয়োজন, কিন্তু যুব-আন্দোলনে যোগ দিতে হইলে আপনাদিগকে জনপ্রিয় হইবার লোভ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। কখনও কখনও জনমত গঠন করার বা জনসাধারণের মনের উচ্ছ্বাস দমন করার দায়িত্বও আপনাদিগকে লইতে হইবে।

যদি আপনারা জাতীয় জীবনের মূলগত সমস্যাগুলির সমাধান করিতে চাহেন, তবে আপনাদের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের চেয়ে দৃষ্টিকে বহুদূর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিতে হইবে। জনসাধারণের চিন্তা বর্তমানের বন্ধন কাটিয়া ভবিষ্যতের রূপটিকে উপলব্ধি করিতে পারে না। দেশের ভবিষ্যতের অমঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া যদি তাহার প্রতিবিধান করিতে আপনারা চাহেন, তবে জনসাধারণ যে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে চাহিবে না, তাহা অসম্ভব নহে। তখন বন্ধুবিহীন অবস্থায় একাকী দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারার মত সাহস আপনাদের মনে জাগরূক হওয়া চাই। জনপ্রিয়তার স্রোতে যে চিরদিন ভাসিয়া থাকিতে চায়, সে হয়ত সাময়িক ভাবে সাধারণের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়—কিন্তু ইতিহাসে সে অমর হইতে পারে না, ভবিষ্যতের ইতিহাস সে সৃষ্টি করিতে পারে না। জাতির ইতিহাস গঠিত করিতে হইলে আমাদিগকে বহু বিরুদ্ধবাদ ও অত্যাচার সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। অত্যন্ত নিঃস্বার্থ কাজের জন্যও নিন্দা ও বিদ্রূপ, নিকটতম বন্ধুর নিকট হইতে ঈর্ষা ও শত্রুতা লাভ—ইহাতে আশ্চর্য হইলে চলিবে না।

কিন্তু মানব স্বভাবে একটা অন্তর্নিহিত দেবত্ব আছে, তাই ভুল উপলব্ধি, নিন্দা ও অত্যাচারের দীর্ঘ দিনও একদিন শেষ হয়। গভীরতম বিশ্বাসের জন্য মরিতে হইলেও সে মৃত্যু আমাদিগকে অমর করিয়া রাখিবে। তাই যে কোন অবস্থার জন্যই আমাদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। আঘাত বিপদ আছে বলিয়াই ত' জীবনের মূল্য আছে—ত্যাগ, শোক ও অত্যাচার না থাকিলে জীবনের কি কোন সৌন্দর্য, কোন বিচিত্রতা থাকিত?

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শরীরগত এবং শিক্ষা-দীক্ষাগত—যুব-আন্দোলনের এই পাঁচটি দিক্ আছে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য দ্বিধাবিভক্ত—উপরোক্ত পাঁচটি বিভাগের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা এবং এই মুক্তিলাভ করিয়া আপনাকে সার্থক করিবার ও প্রকাশ করিবার পথে নিজেকে উদ্দীপিত করা। সুতরাং ইহা একাধারে ধ্বংস ও গঠনমূলক। একদিক হইতে ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে আর একদিক হইতে গঠন করা যায় না। সেইজন্যই দেখিতে পাই, প্রকৃতির মধ্যে ভাঙ্গাগড়া পাশাপাশি চলিতেছে। ধ্বংস ভাল নয়, গঠনই ভালো এবং ধ্বংস না করিয়া গঠন করা সম্ভব—একথা মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। আবার, ধ্বংসেই ধ্বংসের লক্ষ্য, একথা মনে করাও ভুল হইবে। জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করিলেই অনেক জিনিস ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, অনেক সময়ে হয়ত নির্দয়ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। অসত্য, কপটতা, বন্ধন ও সাম্যের অভাবকে কোন মতেই মানিয়া চলা যায় না। এই সমস্ত বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইলে আমাদিগকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। যখন আমাদের কর্তব্য শুধু সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, তখন পশ্চাতের দিকে মুখ চাহিয়া পিছনে পড়িলে চলিবে না।

ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বহু আধুনিক আন্দোলনই সংস্কারমূলক। এই সকল আন্দোলন জীবনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া যায়—জীবনের রূপটিকে পরিবর্তিত করে না। আমরা সংস্কার চাই না—মূলগত রূপান্তরই চাই। ব্যক্তিগত ও সামাজিক—উভয় জীবনকেই পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই নবজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে উদ্দীপিত করিবার জন্য স্বাধীনতার একটা নূতনতর ধারণা জন্মানো প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে স্বাধীনতা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও স্বাধীনতার ধারণাটি ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আজ স্বাধীনতার অর্থই হইতেছে—সকল প্রকার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি। অন্ততঃ এই অর্থটিই যুবকদের মনে ভালো

লাগিয়াছে। অর্ধপথে গিয়া থামিয়া থাকা আর আমাদের ভালো লাগে না—আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। আমরা যদি স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকে ভালবাসি, তবে বন্ধন বা বৈষম্যকে আমরা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিব না। রাজনৈতিক হউক, অর্থনৈতিকই হউক বা সামাজিক হউক—সকলের উপরেই পূর্ণ স্বাধীনতার মূল নীতিটাকে প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই একটা জন্মগত সাম্য আছে এবং তাহাকে বিকশিত করিবার সকল সুযোগই আমাদের দিতে হইবে—ইহাই হইবে আমাদের কথা। এই নীতিটাকে মুখে বলা সহজ কিন্তু ইহাকে অনুসরণ করা দুরূহ।

বন্ধুগণ, যাঁহারা যুব-আন্দোলনের বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সাধন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কার্যপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়া আমি অকারণ আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। এই আন্দোলনের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোচনা করিলেই আমার কার্য শেষ হইল। আমাদের আদর্শ অত্যন্ত সুদূরস্পর্শী—হয়ত ইহার চেয়ে দুরূহ আদর্শ মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। আমরা আমাদের সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করিতে চাই—নিজেদের ও সমস্ত মানব জাতির জন্য নূতন উজ্জ্বলতর জগৎ সৃষ্টি করিতে চাই। একমাত্র স্বাধীনতার মোহন স্পর্শই আমাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া অবিরত কর্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে পারে। কেমন করিয়া আমাদের এবং দেশবাসীর মনে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে পারি, সেই হইতেছে আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সমস্যা। আমরা যদি হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল হইতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে দাসত্বের বেদনা ও বন্ধনের দুঃখটিকে মর্মে মর্মে অনুভব করিতে হইবে। এই অনুভূতি যখন তীব্র হইবে, তখন আমরা একথা উপলব্ধি করিতে পারিব যে, স্বাধীনতাহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকার কোন মূল্য নাই এবং এই অভিজ্ঞতা বাড়িয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে এমন দিন আসিবে, যেদিন আমাদের সকল প্রাণ স্বাধীনতা-তৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

মনের এই অবস্থায়ই আমরা স্বাধীনতার একনিষ্ঠ প্রচারক হইতে পারি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মত্ত নরনারী আমরা, তখন গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে গিয়া স্বাধীনতার এই নূতন বাণী প্রচার করিতে পারিব। এই প্রচারকার্যের ফলে তখন জীবনের সকল পথেই নবজীবনের স্পন্দন আসিবে। একদিক দিয়া ভাঙ্গা, অপর দিক দিয়া গঠন আরম্ভ হইবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সকলেরই ক্ষেত্র তখন এক নূতন প্রেরণায় উদ্বেল হইয়া উঠিবে—সে প্রেরণা স্বাধীনতার ও সাম্যের। পথনিরোধকারী আচার, যুগসঞ্চিত বাধা, জীবনের সকল মিথ্যা মাপকাঠি সেদিন চূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া নবসৃষ্টির পথ সুগম করিয়া দিবে। আমরা যদি মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নব-সমাজের সৃষ্টি করিতে পারি তবে শুধুমাত্র যে জাতীয় সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহা নয়—জগতের এক বিপুল সমস্যার সমাধানও করা হইবে।

ভারতবর্ষ একটি ছোটখাটো পৃথিবী—জগতের সকল সমস্যাই ভারতবর্ষে বর্তমান আছে। তাই ভারতের সমস্যা সমাধানের অর্থই জগতের সমস্যা নিরাকরণ। অবর্ণনীয় দুঃখ বেদনা ও অগণিত বিরোধ-সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ আজিও বাঁচিয়া আছে। তাহার কারণ, তাহার একটি বিশিষ্ট সাধনা আছে। জগৎকে রক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই ভারতবর্ষের আজ নিজেকে বাঁচাইতে হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ জগতের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আপন অতুলনীয় অবদানটি দিবে, তাই তাহার মুক্তিলাভের প্রয়োজন আছে। জগৎ আজ ভারতের দানের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া চাহিয়া আছে—তাহা না পাইলে জগৎ দীনতর থাকিবে।

বন্ধুগণ, আমাদের দায়িত্ব অতি কঠিন। প্রতি যুগে, প্রতি দেশে যৌবনই মুক্তির আলোক-বর্তিকাটিকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছে। বিদেশী যুবাদের দৃষ্টান্তে আজ আমাদেরও জীবন যাপন করিতে হইবে। আমরা যদি আজ উঠিয়া দাঁড়াই তবে তাহারা যে কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছে, আমরাও তাহা পারিব। আমরা এক পরিবর্তনসঙ্কুল যুগের মধ্যে বাঁচিয়া আছি—আজ ভারতবর্ষের ভাগ্যলিপি ভারতের যৌবনের হস্তে ন্যস্ত। আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা তাঁহাদের এই মহান্ দায়িত্ব-ভার উপলব্ধি করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি জানি, তাঁহাদের আত্মত্যাগ, তাঁহাদের দুঃখ স্বীকার এবং তাঁহাদের কর্মের মধ্য দিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম হইবে—যে ভারতে মুক্ত নরনারী জন্মগ্রহণ করিবে এবং শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুযোগ লাভ করিবে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। একমাত্র কথা

এই, কবে ভারত স্বাধীন হইবে ? আমরা পরাধীন হইয়া জন্মিয়াছি একথা সত্য, কিন্তু স্বাধীন দেশে মরিব, দেশকে মুক্ত করিয়া মরিব, আসুন আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি। আর যদি বা জীবনে মুক্ত ভারতবর্ষের রূপ দেখিতে না পারি, তবে যেন ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে জীবন বিসর্জন করিতে পারি।...স্বাধীনতার পথ কণ্টকময় পথ—কিন্তু ইহা অমরত্বের পথও বটে। মধ্যপ্রদেশের ভাই ভগিনীগণ, এই পথে আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। বন্দে মারতম্।

[গত ২৯শে নভেম্বর ১৯২৯ তারিখে মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ। ইংরাজী হইতে অনূদিত।]

নির্দেশিকা

অক্ষয়কুমার দে ২২
অক্ষয়কুমার সরকার ১৬২, ১৬৪
অখিলচন্দ্র দত্ত ১৬
অনিলচন্দ্র বিশ্বাস ৭২, ১২৭, ১৩০, ১৪৩-১৪৪
অপর্ণা দেবী ১৩৩
অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র ১২৩
অবিনাশ রায় ১৪৩-১৪৪
অমরনাথ দত্ত ৯৪
অমরাবতী ১৯৮
অমি ১০৮, ১৪৭, ১৬১
অমূল্যকুমার নন্দী ৬২
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২১, ১৪৮
অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ১৪৯-১৫০, ১৫৯-১৬০
অম্বালাল সারাভাই ১৪০
অরবিন্দ ৫৭-৫৮, ৭০, ১৮৩
অরুণা ৬০, ৮৫, ১০৩, ১০৮, ১১০, ১১২
অর্জুন ১৯৯, ২০৮
অশোক ১০৮, ১৩৫, ১৪০
অহল্যাবাঈ ১৭৬

আই বি দত্ত ১৭
'আইকেরাস অন দ্য ফিউচার অব সায়ান্স' ৩৫, ৩৮, ৫৮
আইন অমান্য আন্দোলন ১১-১২
'আইনস্টাইন দ্য সার্চার' ৩৫
আকালি আন্দোলন ৯১
আগ্রা ৫৯
'আত্মশক্তি' ১৩৮
আনসারি (ডঃ) ১২, ১৪৩
আনাতোল ফ্রাঁস ৩৫
আন্দামান ৯৮
'আপার বার্মা গেজেটিয়ার' ১২১
আবদুল মতিন চৌধুরী ১২-১৩
আবদুল রহিম ওসমান অ্যান্ড কোং ৩৪
আবদুল হামিদ সাহেব ১২
আয়ার্ল্যান্ড ৯০, ২১৯-২২০
আর নাইট অ্যান্ড সন্স ১১৬
আর্থার গ্রিফিথ ৫৩, ৫৫
আর্মস্ট্রং ২৩-২৪, ৩০, ৫০, ৬৬, ১০১
'আর্য' ৫৭
আর্ল উইনটারটন ৪৩
আলতাফ আলি ১৪৪
আলম (ডাঃ) ১৮৭
আলিপুর জেল ২৪, ২৬, ৩৫, ৪১, ৪৪, ৪৮-৪৯, ৫৪, ৭৯-৮০, ৮৩, ৮৭, ৯০, ১২৬-১২৭, ১৪০
আলেকজান্ডার মুড্ডিম্যান (স্যার) ১০২
আলেকজান্ডার হারজেন ১৫৬
'অ্যাটোনমেন্ট' ৪০

অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট ১৯
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ১০১-১০২, ১০৭, ১১১, ১৪৮

ইউনিয়ন পার্টি ১৪৪
ইউরোপ ৭০, ৯০-৯১, ১৯০
'ইংলিশম্যান' ২২-২৪, ২৭-২৮, ১০৫, ১০৮, ১১০, ১১৭, ১১৯, ১২৭
ইংল্যান্ড ৩৩, ৩৫, ৩৯, ৬৯, ৭৮, ৮২, ৯১, ১০৩, ১১৮, ১৪৩, ২০৪
ইটালী ২০৪
ইন্ডিয়া অফিস ১১৯
ইনসিন জেল ৭৮, ১২১, ১২৭, ১৬৮
ইন্দুবাবু ১৭-১৮
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস, বর্মা ৪৩, ৪৮, ৬৮, ৭৬, ৮৫
ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনাল ১৫৯-১৬০
ইয়াকুব ১৫৯
ইসমাইল আত্তাস ৩৪

উগরা সিং ২৭
উটকামন্ড ৬৬
উডরফ ১০৭, ১২২
উত্তরপ্রদেশ ১২০
'উত্তরা' ১৫৬
উ থা উই ৯৩, ৯৬
উপেনবাবু ১৩৮
উমাচরণ ঘোষ ৬২
উমিচাঁদ জাভেরি ৯৩, ৯৬, ২০৩
উমেশচন্দ্র জাভেরি ৫৬

ঊর্মিলা দেবী ১৪৩

এ এম ডান ১১৬-১১৯
এ পি আই সার্ভিস ১৪৮
এ সি দত্ত ১৭
এইচ কে সরকার ১৬
এইচ জি ওয়েলস ৩৫
এইচ সি সিনহা ৬২
এচ এন ডাট ২৬
এডওয়ার্ড চেমিয়ার (স্যার) ১২০
এন এন সরকার ২২-২৪, ১১০, ১১৭
এন সি কেলকার ৫৫, ৬৪
এন্তাজ আলি মিস্ত্রি ৩০
এম ঘোষ ২১
এমার্সন ১৫৮
এল কে মিটার ৯৯
এলাহাবাদ ১১, ২৮

এলিস ১৭৫
এশিয়া ৯১, ১৯০
এস এন হালদার ৭৮
এস এস আরোন্দা ২৯
এস শেপার্ড ৬৯
এস সি মিত্র ৩১, ৬৩
এস সি রয় ২৭

'ওপিনিয়নস অব জেরম কয়েগনার্ড' ৩৫
ওয়াটসন ১১৭
ওয়ালটেয়ার ৬৩, ৬৭
ওল্ড জাং বিশ্ববিদ্যালয় ২৯

কংগ্রেস ১৩, ১৫, ১১২, ১১৪, ১৪৩, ১৪৫-১৪৬, ১৮৯, ১৯২, ২০৭, ২০৯-২১২, ২১৯
কটক ২৫-২৭, ৩১, ৩৪, ৩৯-৪০, ৪২, ৫২, ৬০, ৬৩-৬৪, ৮৫, ১০৪, ১০৮-১০৯, ১৩৫, ১৬৪
কর্নেল কেলসাল ১৩১
তারাপোর ১২৭
মুলভ্যানি ১০১, ১০৩, ১১১
কলকাতা ১৩-১৪, ২৩-২৪, ৩২-৩৩, ৩৭, ৪০, ৪৬-৪৭, ৪৯, ৫২, ৫৫, ৫৮-৬০, ৬৩-৬৭, ৭১, ৭৪, ৮০, ৯২-৯৪, ৯৭-৯৯, ১০৬, ১০৮-১০৯, ১১১. ১১৪, ১১৬, ১২১-১২৩, ১২৫, ১২৮, ১৩১-১৩৬, ১৩৮-১৩৯, ১৪১-১৪৩, ১৪৫, ১৪৭-১৪৮, ১৫০-১৫৩, ১৫৯, ১৬২, ১৮৩, ১৮৭-১৮৮, ২১০
কলকাতা কর্পোরেশন ২১, ২৩, ২৬-২৭, ৩০, ৩৯, ৫২, ৫৪, ৫৮, ৬৫, ৭৩. ১১৮, ১২৩, ১২৫, ১৩১, ১৩৬, ১৫৯-১৬০
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৩, ১৮০
কলকাতার দাঙ্গা ১০৭
কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ২১৮
কলিকাতা কংগ্রেস ২০৯
কলিকাতা বিদ্যাপীঠ ১৬৩
কল্যাণী ৬৬
কল্যাণী দেবী ১৫১
কাইজার ২০০
কাঞ্চী ৬০
কানপুর ৭৮, ৮৭
কামিনী দাসী ৬২
কারমাইকেল কলেজ ১১২
কার্থেজ ৯১
কার্পেন্টার ৩৫
কার্ল ফিশার ২০৮
কার্ল মার্কস ২০২, ২১৫-২১৬
কালাইল ৮৩
কার্শিয়াং ৩৯-৪০, ৪৫-৪৬, ৫৩-৫৪, ৬০-৬১, ৬৩, ৬৫, ৮৮, ১৩১, ১৩৮, ১৪৭
কালীচরণ ঘোষ ৬১-৬২
কালু সিং ১৩৮
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (ডাঃ) ৬২
কাশীরাম দাস ১৪০
কাশ্মীর ১২৪
কিরণশঙ্কর রায় ১৩, ৬৫-৬৬, ১৪৫, ১৪৮
কুমিল্লা ১৬-১৭
কৃত্তিবাস ১৪০
কৃষ্ণ মিত্র ১১৪
কেম্‌ব্রিজ ২৮
কেলসাল (কর্নেল) ১৩১
কেশব পাই ১৬০
কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩
কে সি রায় ১১১-১১২
কোকনদ কংগ্রেস ১১৪
কোদালিয়া ৫৫, ৬০-৬৩, ৬৫
'ক্যাথলিক হেরাল্ড' ২২-২৪, ২৭, ৩১-৩২, ১১০, ১১৭-১১৮
ক্যাপ্টেন স্মিথ ৪১, ৮৩, ৮৬, ৮৯
'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট' ২৩-২৪, ২৬. ৩০, ৩৬
ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ ১১২
ক্ষিতীশ ৩৮, ৫৮, ১৩০

খগেন ঘোষ ১১৩
খড়্গবাহাদুর সিংহ ১৭৫, ১৭৭, ১৮০
খনা ১৭৬
খৃষ্ট ২১৯-২২০

গজনভি ১৪৪
গাই ১১২
গার্গী ১৭৬
'গার্ডেন অব এপিকিউরাস' ৩৫
গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী ১৪৯
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ৪৭. ৫৩
গিরিন মিত্র ৮৮
গীতা ১৬১, ১৬৫
গোপালি ৩৯, ৪২, ৪৬, ৬৬, ১৬৫
গোরক্ষপুর ৬৩, ১৬৪
গৌতম বুদ্ধ ১৯৯
গৌহাটি ১১৩, ১৪৩
গ্রীস ৯১, ১৯৯
গ্রেগরি ১১০
গ্লাডিং ৩৩-৩৬, ৩৯, ৬১

চট্টগ্রাম ২১০
চণ্ডীদাস ৪৭
চব্বিশ পরগনা ২০. ৬২
চিংড়িপোতা ৬২
চিত্তরঞ্জন দাশ ১৬-২০. ২৭, ৩৬, ৩৮-৩৯, ৪১, ৪৪, ৪৭, ৫৩, ৬১, ৬৫, ১১৪-১১৫, ১২৪. ১২৮, ১৩২, ১৪৫-১৪৭, ১৮৪, ২০৯, ২১১
মৃত্যু প্রসঙ্গে ৪৪-৪৫
চিন্‌দ্‌ওয়াড়া ১৫৫-১৫৬
চিফ জেলার, মান্দালয় জেল ৫৬, ৬৩, ৬৭
চিফ সেক্রেটারি, বর্মা সরকার ৫০, ৬৩, ৮৬, ৮৯, ১০০

চিফ সেক্রেটারি, বাংলা সরকার ৭৯, ৮৩
চিররঞ্জন দাশ, দেখুন ভোম্বল
চীন ১৯২, ২০০, ২০৪
চেরাপুঞ্জি ১৩১

ছায়া ১৩৪

জওহরলাল নেহরু ১৫২
জগলুল পাশা ১৪৭
জন স্টুয়ার্ট মিল ৯০
জনৈক বন্ধু ১৫৪-১৫৭
জব্বলপুর ১৫৯-১৬২, ১৬৫
জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেল ১৫৯
জলপাইগুড়ি ১২০
জাতীয় কংগ্রেস ১৮৯, ১৯২
জানকীনাথ বসু ৩২, ৪০, ৪২, ৫২, ৬২-৬৩, ৮৫
পত্রাবলী ৩২, ৪০, ৪২, ৫২, ৬৩, ৮৫
জামশেদপুর ৩৯-৪০, ১৫০, ১৬০
জার্মানী ২০০, ২০৮
জি ডব্লিউ কে ১১৮
জিতেন ব্যানার্জি ১৫৯
জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ৮৭, ৯২, ৯৫, ৯৯
জে এ জোন্স ১১৬, ১২২, ১২৪
জে এন ডাট ২৫
জেমস ল্যাংফোর্ড ১০৯-১১১, ১১৭
জে সি চ্যাটার্জি ৭৬-৭৭
জে সি মুখার্জি ২২, ২৪-২৫, ২৭, ৬৬, ১১১, ১৩৬
জ্ঞানবাবু ১১২
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ৬২

ঝানসির রানী ১৭৬

টমসন ৪০
টমাস লুইস (স্যার) ৩৯
টলস্টয় ৬৯, ১৫৬
টাউন হল ১৪
টাটা ১৬০
টিরেন্স ম্যাক্সউইনি ৯৪-৯৫
টুর্গেনিভ ৪০
টেনিসন ২৭
টেম্পল ১৬০
ট্রটস্কি ১৫৬

ডলি ৬০, ৬৩, ৮৫
ডস্টয়েভস্কি ৩৭, ৪০
ডাট অ্যান্ড সেন ২২-২৩, ১০৮
ডি আই জি, আই বি, সি আই ডি, বেঙ্গল ৫৩, ৫৫, ৭৫, ১২১
ডি এন রায় (ডাঃ) ৪৪
ডিক কার্টার ৩৭
'ডিসএনচ্যান্টমেন্ট' ৩৫
ডেপুটি কমিশনার, মান্দালয় ৬৭, ৮৮, ৯৪

ঢাকা ৫৫, ৬০, ১০৪
ঢাকার ওয়াকফ সম্পত্তি মামলা ৫৫

'তন্ত্রসার' ১০৬
'তরঙ্গিণী' ১০৬
তাম্মানি (স্যার) ৪৬
তারকেশ্বর আন্দোলন ৯১
তারানাথবাবু ১৩৮
তারাপোর ১২৭
তারাপ্রসন্ন বসু ৬২
'তারারহস্য' ১০৬
তুরস্ক ১৯০
তুর্কি শান্তি-উৎসব উদ্‌যাপন ১৪
তুলসীচন্দ্র গোস্বামী ২৫, ৫৮, ৯৮, ১০১, ১৪৫
পত্র ২৫
ত্রিপুরা ১৬, ১৮
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ৮৭, ৯২, ৯৯

দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি ১৩০
দার্জিলিং ৩৪, ৩৬, ৩৮-৩৯, ৪৪-৪৫, ৫৭, ১২৭, ১৩১
দি ইন্ডিয়া অফিস ১১৯
'দি কামিং রেস' ৪০
'দি ক্যাথলিক হেরাল্ড' ২২-২৪, ২৭, ৩১-৩২, ১১০, ১১৭-১১৮
'দি ম্যান ফ্রম ভলগা' ১৫৬
'দি রিসার্চ ম্যাগনিফিসেন্ট' ৩৫
'দি লাইফ ডিভাইন' ৭০
দিল্লি ১৬, ৪৯, ৯৪, ৯৮, ১১১, ১৪৮, ১৫০-১৫১
দিলীপকুমার রায় ২৯, ৩৪-৩৫, ৩৭-৪০, ৫৭-৫৯, ৬৯, ৭১-৭২, ১৬২
পত্র ৩৪-৩৫, ৩৭-৪০, ৫৭-৫৯, ৬৯-৭২
দিবাকর মুখার্জি ১৩০
দুর্গা খৈতান ২৩
দেবপ্রসাদ (স্যার) ৭৩
দেবী চৌধুরাণী ১৭৬
দেশবন্ধু, দেখুন চিত্তরঞ্জন দাশ
দেশবন্ধু: মৃত্যু-প্রসঙ্গে ৪৪-৪৫
দ্বারকানাথ মিটার (ডাঃ) ৭৩
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৬৯

ধানবাদ ২৪
ধীরেন মিটার (অ্যাটর্নি) ২৩, ২৬
ধূর্জটি ৩৮

নওগাঁও ১২২
নওরোজি ১৫৯
ননী ১৩৪
নরেন্দ্রনাথ ল (ডঃ) ১২২
নলিনী গুপ্ত ৪০
নলিনীনাথ শেঠ ৭২
নলিনীবাবু ৭৩, ১৩৯
নলিনীরঞ্জন সরকার ৫০, ৬৬

নাগপুর ১৫০, ১৯৯, ২০৮
নাটোর ১২২
নাটোরের মহারাজা ১৪৪
'নারায়ণ' ৪৭, ৫৩
নিউ বেঙ্গল অর্ডিনান্স ১১৭
নিউ মার্কেট ৪২
নিখিল বঙ্গীয় যুব সমিতি ২০৯-২১০, ২১৭
নিখিল বঙ্গীয় যুব সম্মেলন ২১৮
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৩, ১৫, ১১২, ১১৪
নিখিল ভারতীয় শ্রমিক সভা ১৮৪
নিনেভা ৯১
নির্মলবাবু ১৪৮, ১৫৩
নীৎসে ৮৮, ২০৮
নীরেন ৩৮
নীলরতনবাবু ১১৩, ১৬১
নেড়ু ১৪৭, ১৬১, ১৬৫
নেলু ২৬
'ন্যাশনাল হেরাল্ড' ১৪৮

পণ্ডিচেরি ৭০, ১২৭, ১৪৩-১৪৪, ১৬২-১৬৩
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ৫০, ৮৭, ১৪৩, ১৪৯, ১৫২
'পরিচয়' ১৫৬
পরেশ সোম ৮৫, ১০৮
পল দ্য লক ৭০
পলাশি ৯০
পালি ৪০, ৪২, ১৩৪, ১৩৮-১৪০
পাঁচকড়ি দে ৭০
পাঞ্জাব ১৫১, ১৮৭, ১৯২, ২১২
পাঞ্জাব ছাত্র সম্মিলনী ১৯২
পাটনা ৫৭, ১১০
পাবনা ৩৬, ১২২, ১৯৯, ২০৩
পাবনা যুব-সম্মিলনী ২০৩
পাবনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১২২
পি আর দাস ৫৭
পি কে চক্রবর্তী ৫০
পুটিয়া ১২২
পুনা ৫৫
পুরী ২৬, ২৮, ৩২-৩৩, ৪০, ৪২, ৬০, ৬৪, ১০৬, ১৩৫, ১৬১
পুরুলিয়া ১৪২, ১৫০-১৫১
পুরুষোত্তম রায় ১৯
'পুরোহিত দর্পণ' ১০৬
পৃথ্বীশচন্দ্র রায় ২৭, ৩০, ৫৩, ৬৫-৬৬, ৭৩, ১১৪, ১২২
পেজ ১১১
পেনফোল্ড ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৭৩, ৮১
পোস্টমাস্টার জেনারেল, বিহার ও উড়িষ্যা ৬৪
প্যালেস্টাইন ৯০
প্রতাপ গুহরায় ১৪৩
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৩, ২০, ২১৮
'প্রবলেম অব চায়না' ৩৫
প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা ২৬, ৫০
'প্রসপেক্টস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন' ৩৫, ৩৮, ৪০, ৫৮
'প্রাণতোষিণী' ১০৬
প্রিয়নাথ বসু ৬২
প্রেসিডেন্সি কলেজ ২১, ১২৩, ১২৫
প্লেটো ১৯৯

ফরিদপুর ১৯, ১২৫
'ফরোয়ার্ড' ৪৫, ৫০, ৬১-৬২, ৬৫-৬৬, ৭৪, ১০৭, ১১১, ১১৩, ১২২, ১৩২, ১৩৬, ১৩৯, ১৪১, ১৪৮
ফাদার গিল ২৭
ফাদার ব্যানার্জি ২৯
ফিন্ডলে (মেজর) ৮৬
ফ্রান্স ১৫৮
'ফ্রি থট অ্যান্ড অফিসিয়াল প্রপাগান্ডা' ৪০, ৫৮
ফ্রি প্রেস ১৪৮

বঙ্কিমচন্দ্র রায়চৌধুরী ৬২
বঙ্গদেশ সরকারের রাজনৈতিক দফতরের জনৈক সদস্য ৬৪, ৭৫
'বঙ্গবাসী' ৭১
বঙ্গবাসী কলেজ ৪৬
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ১১, ১৩-১৬, ১৮-২০, ১৫২
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতি ২০৯
বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বরাজ্য কমিটি ১২-১৩
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ ১৩
বটকৃষ্ণ পাল অ্যান্ড কোং ৬২
বটুকেশ্বর দত্ত ১৮৮
বড়মামাবাবু ৬০
'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা ১৮৩
বরদাকান্ত মজুমদার ১২২
বরস্টাল স্কুল বিল ১৪২
বর্ধমান ১১৪
বর্মা ৩৩, ৬৩, ৮৩
বর্মার রাজ্যপাল ৭৯
বলডুইন ১১৮
'বসুমতী' ৬৬
বহরমপুর জেল ২৪, ৩৫, ৪৮-৪৯, ৭৯
বাইবেল ২০৮
'বাংলার কথা' ১৪৮
'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' নীতি ১২
বাকল্যান্ড ১১১
বারাণসী ৫৭, ৫৯, ১২২
বার্ট্রান্ড রাসেল ৩৫, ৩৭, ৪০, ৫৮
বাসন্তী দেবী ৪৪-৪৬, ৬৬, ১১৬, ১২৪, ১২৭-১২৮, ১৩২, ১৪২, ১৪৫, ১৪৭, ১৫০-১৫৪
বি এন দত্ত ৬২
বি চক্রবর্তী ১৯-২০
'বিচিত্রা' ১৩২
বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ৫৯-৬০
বিজয়কৃষ্ণ বসু ২৭, ১৩৮

বিজয় মজুমদার ১২৪
বিড়লা ২৩, ২৬, ১১০
বিড়লা জুট মিলস কোং লিমিটেড ১১০
বিদ্যাধরী নদী ৩৪
বিদ্যাপতি ৪৭
বিধানচন্দ্র রায় (ডাঃ) ১১২-১১৩, ১৩১, ১৩৭, ১৩৯-১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭-১৪৮, ১৫৩, ১৬১, ১৬৪
বিনোদ মিটার ৫৪-৫৫, ৬০, ১০৯-১১০, ১১৭
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ৮৭, ৯২, ৯৯
বিপিন সেন (ডাঃ) ৪২, ১৪২-১৪৩
'বিবিধ প্রবন্ধ' ১৩২
বিবেকানন্দ ৫৬, ১৮২, ১৮৪, ২০৩
বিভাবতী বসু, দেখুন মেজবৌদিদি
বিশ্ব ১৩৮
বিশ্বভারতী ৭৮
বি সি পাল ১৯-২০
বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১২৩, ১২৫-১২৬
বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেখুন রাঙামামাবাবু
বুক কোম্পানি ২৭, ১০৬
'বৃহৎতন্ত্রসার' ১০৬
বেঙ্গল ক্রিমিনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ৩৬
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ৪৬
বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল ৭৪
'বেঙ্গলি' ৭৩, ১০২, ১০৭, ১৩৭
বেনারস ১৪৫
বেস্‌ম ৯০
বেরার ১৯৩, ১৯৮
বের্গসঁ ১৫৬, ১৯৫
বোম্বাই ১৩, ১৫, ৩৫
ব্যাবিলন ৯১
ব্যারাকপুর ১২৭
ব্যারিস্টার গাই ১১২
ব্রজেন্দ্র শীল ১২৪
ব্রহ্মদেশ ২১৫
'ব্রিটিশ বার্মা গেজেটিয়ার' ১২১
ব্রিটেন ৯০
'ব্রাদার্স কারামোজোভ' ৩৭, ৪০

ভগৎ সিংহ ১৮৮
ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়াম ১৬০, ১৬২, ১৬৪
ভাগলপুর ৫৭
ভারতবর্ষ ৫৮, ৯০-৯১, ৯৩, ৯৮, ১০৭, ১৫৮, ১৬১, ১৯০-১৯২, ১৯৪-১৯৫, ১৯৭, ১৯৯, ২০৩, ২০৫-২০৬, ২০৮, ২১২-২১৫, ২১৮-২১৯, ২২১-২২৩
ভাস্করবাবু ১২৭, ১৫১
ভুবনেশ্বর ৪৬, ৫২, ৬০, ৬৩
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৩২
'ভৃগুসংহিতা' ৫৯
ভোম্বল ৪৪, ৪৫, ৫০, ৬৬, ১১৫, ১২৩-১২৪

মঙ্গু টিন ১৩১
মজফ্‌ফরপুর ১২৩
মণিবাবু ১৬০
মণীন্দ্রনাথ ঘোষ ৬০, ৬২
মন্টেগু ৩৫
মতিলাল নেহরু ৫০, ৮৭, ১৪৩, ১৪৯, ১৫২
মথুর ৪১, ৪৫
মদনমোহন ভৌমিক ৮৭, ৯২, ৯৫, ৯৯
'মধুসূদন রচনাবলী' ১৩২
মধ্যপ্রদেশ ১৯৩, ১৯৮, ২১৯, ২২৩
মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলন ২১৯, ২২৩
মনু ১৭৬
মহম্মদ আবদুল্লা (মৌলভি) ১৪
মহম্মদ ইলিয়াস ১৩
মহাত্মা গান্ধী ১২, ৪১, ৪৫, ১৪৩. ১৫২-১৫৩, ১৮৩-১৮৪
'মহাভারত' ১৪০
মহীনগর ৬২
'মাই ডেজ অ্যান্ড ড্রিমস' ৩৫
মাদাম জগলুল ১৪৭
সান-ইয়াৎ সেন ১৪৭
'মাদার অব পার্ল' ৩৫
মাদারিপুর ১২৫
মাদ্রাজ ১০৬, ১৬০-১৬৪
মাদ্রাজ জেল ১০৬
মাদ্রাজ পেনিটেনশ্যারি ১৬০-১৬৪
মান্দালয় ২৯-৩১, ৩৩-৩৬, ৩৯, ৪৪, ৪৮, ৫৩-৫৫, ৬১, ৭৫-৭৬, ৭৯-৮১, ৮৩, ১৪৩
মান্দালয় জেল ৩০, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৪৯-৫৪, ৫৬, ৫৯, ৬৩-৬৪, ৬৭-৬৯, ৭২, ৭৪-৭৭, ৭৯-৮১, ৮৪-৮৬, ৮৮-৮৯, ৯১-৯৪, ৯৬-৯৯, ১০৬, ১১০-১১১
মান্দালয় জেলের বন্দীদের পত্র ৪৯-৫২
মালঞ্চ ৬২
'মাসিক বসুমতী' ৪৭, ৫৩
'মিউনিসিপাল গেজেট' ২৩-২৪, ২৬, ৩০, ৩৬
মিনু ১৩৩
মিরজাফর ২০৩
মির্জাপুর পার্ক ১৪
মিস্টার রহিম ৮০
পেনফোল্ড ৫৬, ৫৯, ৭৩
মীরা ১০৮, ১১৫-১১৬, ১৪৭, ১৬১, ১৬৫
মুজিবর রহমান (মৌলভি) ১৩
মুরি ১২০
মুলভ্যানি (কর্নেল) ১০১, ১০৩, ১১১
মুসৌরি ১২০
মেজবৌদিদি ৬০, ১৩৪, ১৩৯-১৪০, ১৬১, ১৬৪
মেজর ফিন্ডলে ৮৬
মেটারলিংক ৩৭
মেদিনীপুর ২০৭, ২১৩
মেদিনীপুর মামলা ১১৭
মেদিনীপুর যুব সম্মিলনী ২০৭, ২১৩
মেসার্স ভাট অ্যান্ড সেন ২২-২৩, ১০৮
মৈত্রেয়ী ১৭৬

মৈমনসিং ১৪২
মোয়াজ্জম আলি ১২
মোহিনীবাবু ৪৫
মৌলভি মহম্মদ আবদুল্লা ১৪
মুজিবর রহমান ১৩
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৩, ২০
শৌকত আলি ১০৪
ম্যাট গোল্ড ৭০
ম্যানেজার, বুক কোম্পানি ১০৬

যদুনাথ পাল ১৯
যশোহর ১৮৪
যশোহর-খুলনা যুব-সম্মিলনী ২০৬
যতীন্দ্রনাথ দাস ১৫১, ১৮৭-১৮৮
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯২
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ৪৫, ৯৮, ১১৩, ১৩০, ১৩৭, ১৪৫, ১৫২-১৫৩, ২১১
যামিনী কবিরাজ ৬০
যৌথ স্বদেশী ভাণ্ডার ১৮৯

রংপুর ১২৬
রংপুর কারমাইকেল কলেজ ১২৬
রদন ৫৮
রবার্ট ক্লাইভ ১৭৯
রবার্টস (ডাঃ) ১১৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৭, ৭২, ৭৮, ১৫৫, ১৮৮
রমাপতি ৮৫
রমেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ২২
রশিদ খান ২৫, ২৭
রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ১০৬
রহিম ৭৬, ৮০
রাইডার হ্যাগার্ড ৭০
রাখাল দাস ৫৩
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭, ১২২, ১২৪
রাঙামামাবাবু ৫০, ৭২, ৭৮, ১০৩-১০৫, ১২৫, ১৩৫, ১৩৮
রাজপুতানা ৫৮-৫৯, ৭১
'রাজযোগ' ৫৬
রাজশাহী ১২০, ১২২, ১২৪
রাজশাহী কলেজ ১২৩
রাজাগোপালাচারী ১২
রাজেন দেব ১৩৮
রাণী ভবানী ১৭৬
রাধাকৃষ্ণান ১৫৬
রাধু ১৩৪, ১৬০
রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৮২, ১৮৪
রামতারণবাবু ৩৯
রামতোষণ ভট্টাচার্য ১০৬
রামনাথবাবু ১৩৮
রামমোহন রায় ১৮৩
'রামায়ণ' ১৪০
রামিয়া ২৪, ২৬, ২৯-৩০, ৩৫, ৩৯, ৪৭, ৫৩, ৬৫-৬৬, ৭৩
রাশিয়া ১৫৮
রাসবিহারী ঘোষ ফেলোশিপ ৩৫
রাসেল ৫৭-৫৮
রিড্‌লে ৯০
রে নাইট ১১৬
রেঙ্গুন ৪৯, ৭৩, ৯২, ৯৮-১০০, ১০৩, ১১৫, ১৪০
'রেঙ্গুন ডেইলি নিউজ' ১০০, ১০৭
রোনাল্ড রিমন ৭০
রোনাল্ডস (লর্ড) ৪৬, ৫০, ৫৩, ৫৫, ১০২
রোমাঁ রোলাঁ ৪০, ৫৭-৫৮
র‍্যাটিংগান ১১৮-১২০
র‍্যামজ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ২০৪

লক্ষ্ণৌ ২৮-২৯, ৬৯
লন্ডন ৪০, ৬৫, ১১৬, ১৪৮
লর্ড অলিভার ১১৮
ইভান্স ১১৯
বার্কেনহেড ১১৯-১২০
রিডিং ১১৭-১১৯
রোনাল্ডস্ ৪৬, ৫০, ৫৩, ৫৫, ১০২
লিটন ১০৪, ১১১, ১১৭, ১১৯
সিনহা ১০২
ললিত ১৩৪
ললিতমোহন দাস ১৯
'লাইফ অ্যান্ড লেটার্স' ৩৫
লাজপত রায় ১১৯
লাটিমার ৯০
লালমোহনবাবু ১৪২
লাহোর ১৫৩, ১৮৪, ১৮৭-১৮৮, ১৯২
লীলাবতী ১৭৬
লেনিন ১৫৬
লোকনাথ মুখার্জি ৭২-৭৩
লোকমান্য তিলক ৯১
ল্যাঙ্কাশায়ার ৯০

'শক্তি অ্যান্ড শাক্ত' ১০৭
শচীনবাবু ২২
শচীন সান্যাল ১৪৪
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৭
শরৎচন্দ্র বসু ২১-৩৬, ৩৯, ৪১-৪২, ৪৪, ৪৬-৪৭, ৫০, ৫৩-৫৫, ৬০-৬২, ৬৫-৬৭, ৭১-৭৪, ৭৮, ৮৭-৮৮, ৯৭, ১০১-১০৫, ১০৭-১১৩, ১১৬, ১২০, ১২২, ১২৪, ১৩৭, ১৪১, ১৪৮, ১৫৪
পত্রাবলী ২২-৩৬, ৩৯, ৪১, ৪৪-৪৬, ৫০-৫৫, ৬০-৬২, ৬৫-৬৭, ৭২-৭৪, ৭৮, ৮৭-৮৮, ১০১-১১৩, ১১৬-১২০, ১২২-১২৩
শহিদ সুরাবর্দি ১১৪
শান্তাহার ১৩৫
শাসমল ১৪৩
শিকারপুর বাগান ২৯, ৩৩, ৪০
শিলং ১১৬, ১২৭-১২৮, ১৩০-১৩২, ১৩৪-১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৫১
শৈলেন বিশী ১৪৩

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল ১২১
শৌকত আলি (মৌলানা) ১০৪
শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ১১, ১৬, ২০
শ্যামাদাস ৬০
'শ্যামারহস্য' ১০৬
শ্রীঅরবিন্দ ৫৭-৫৮, ৭০, ১৬২-১৬৩, ১৮৩
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ১৬৩
শ্রীকৃষ্ণ ২০৮
শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ১৪৮
শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ১০৬
পূর্ণানন্দ পরমহংস ১০৬
ব্রহ্মানন্দগিরি ১০৬
'শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতা' ১৯৯, ২০৮
শ্রীশ নন্দী ১৪৪
শ্রীহট্ট ১৮১

সক্রেটিস ৩৭, ১৯৯
'সঞ্জীবনী' ১১৪, ১২৯
সতী ৩৯-৪০, ৪৬
সতীশ ৬৩
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ৮৭, ৯২, ৯৫, ৯৯
সতীশচন্দ্র বসু ৬২
সতীশচন্দ্র রায় ২৫
সত্যবাবু ৫০, ১৪১, ১৫৮
সত্যেন ঘোষ মৌলিক ১৪৪, ১৪৮
সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ৮৭, ৯২, ৯৯, ১২৭, ১৩১-১৩২, ১৩৬-১৩৭, ১৪২-১৪৩
সন্তোষকুমার বসু ২৬, ৩১, ৩৯, ৪২, ৫৪, ১১৩, ১২২, ১৩০, ১৩৬, ১৫৯-১৬০, ১৬৩
সভাপতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ২২
সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা ১৩-১৪, ১৬, ১৮, ২১
সম্বলপুর ১২৪
সরলা ৪০, ৬৩
সরোজিনী নাইডু ১২, ৮৭, ১২০
সাউথ ক্যালকাটা ন্যাশনাল স্কুল ১২২, ১২৪
সাতকড়িপতি রায় ১৪৩
সাবজেক্টস কমিটি ১২
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৬৩
'সার্ভেন্ট' ১৪, ১৮-১৯
সিওনি সাব-জেল ১৫৪-১৫৭
সি হাওয়ার্ড অস্টিন ১১৯
সিংহল ১২৩
সিজুয়া ১৪২
সিমলা ১২০, ১৩১, ১৪২
সিরাজগঞ্জ ১১৪-১১৫
সিলেট ১৪
সুইজারল্যাণ্ড ১৬১
সুকুমার সেন ১২৩, ১২৫
সুখেন্দুবিকাশ দত্ত ২১০
সুধীরকুমার রুদ্র ২৮-২৯
পত্র ২৮-২৯
সুধীর রায় ৩৯-৪১, ৫৪, ৬০, ৬৬, ১৪২
সুনীল ২৯, ৩৩, ৩৫, ৩৯-৪০, ৬৫, ১০৪, ১২৩
সুপারিনটেনডেণ্ট, ইনসাইন জেল ১২৬
সুপারিনটেনডেণ্ট, মান্দালয় জেল ৪৮-৪৯, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৬৩, ৬৮, ৭২, ৭৪, ৭৭-৭৮, ৮০-৮১, ৮৪-৮৫, ৮৮, ৯২-৯৪, ৯৬-৯৯, ১২১
সুভাষচন্দ্র : নানা প্রসঙ্গে
অখিলচন্দ্র দত্তের অপপ্রচার প্রসঙ্গে ১৬-১৮
অধ্যাপক এম ঘোষের স্মৃতিরক্ষা ২১
অনশন ধর্মঘট প্রসঙ্গে তারবার্তা ৯২, ৯৪, ৯৭-৯৯
অসুস্থতা প্রসঙ্গে ১৬১-১৬২, ১৬৪
আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ২০৯
আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম সম্পর্কে ১৫৮
আর্ল উইনটারটনের বিবৃতি প্রসঙ্গে ৪৩-৪৪
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সার্ভিস গ্রহণ না-করা সম্পর্কে ১৪৮
ইউনিয়ন পার্টি প্রসঙ্গে ১৪৪
ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনালের প্রার্থীপদ সম্পর্কে ১৫৯
কংগ্রেসের দুরবস্থা সম্পর্কে ১৪৬
কলকাতা কর্পোরেশনে নিয়োগ প্রসঙ্গে ১৩৬
কলকাতা কর্পোরেশনে প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার পদপ্রার্থী ২১
ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে ১৮৯
ছাত্রসমাজের অসীম শক্তি সম্পর্কে ১৮১
ছাত্রসমাজের কর্তব্য সম্পর্কে ১৯৭-১৯৮
জাতীয় অধঃপতনের কারণ সম্পর্কে ২০৫, ২১৫
জাতীয় জীবন সম্পর্কে ১৬৭
জাতীয় দুর্দশা ও বিশ্ববিদ্যালয় ২১৬
জীবন ও সত্য সম্পর্কে ১৫৭-১৫৮
জেলে খাদ্যসংক্রান্ত বরাদ্দ ভাতা প্রসঙ্গে ৮১
জেলে শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কে ১৫৪-১৫৮
তরুণের আদর্শ সম্পর্কে ১৯৯-২০০
তরুণদের জাগরণ সম্পর্কে ১৭০-১৭১
দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত ভৃত্য মথুর প্রসঙ্গে ৪১
দেশবন্ধুর মৃত্যু প্রসঙ্গে ৪৪-৪৫
দেশবন্ধু-মৃত্যুসংবাদের তারবার্তা প্রসঙ্গে ৮০-৮১
ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য মান্দালয় জেলে বরাদ্দ ভাতা প্রসঙ্গে ৮৬-৮৭
নূতন সমাজ গঠন সম্পর্কে ১৯৭
পল্লী-সংস্কার সম্পর্কে ২১৭-২১৮
ফ্রি প্রেসের সার্ভিস গ্রহণ সম্পর্কে ১৪৮
বক্তৃতার ত্রুটিপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ প্রসঙ্গে ১৩
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভা প্রসঙ্গে ১১-১৬, ১৮-২০
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব ত্যাগ সম্পর্কে ২২
বাংলাদেশ সম্পর্কে আশা ১৬৯
বাঙালীর ভূপর্যটনের স্পৃহা সম্পর্কে ১৬৯-১৭০
বাজেয়াপ্ত পত্র প্রসঙ্গে ৬৪-৬৫, ৭৫
বাসন্তী দেবী প্রসঙ্গে ১২৮-১৩০, ১৩২-১৩৩, ১৪৫-১৪৭, ১৫১
বিবর্তন ও বিপ্লব সম্পর্কে ১৯৫
ব্যাঙ্কের ঋণশোধ প্রসঙ্গে ১০৬
ভ্রান্ত আদর্শ সম্পর্কে ১৭৮

সুভাষচন্দ্র : নানা প্রসঙ্গে
মতামত গঠন সম্পর্কে ১১-১২
মতিলাল নেহরুকে কংগ্রেস সভাপতির পদগ্রহণের অনুরোধ ১৪৯
মনুষ্যত্বলাভের উপায় সম্পর্কে ১৮০-১৮১
মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো সম্পর্কে ১৪৪
মাতৃজাতির সম্মানরক্ষা সম্পর্কে ১৭৫-১৭৬
মানহানির মামলা ২২-২৪, ২৭, ৩১-৩২, ১০৮, ১১০-১১১, ১১৩, ১১৬-১২০, ১২৪
মান্দালয় জেলের চিফ জেলারের শঠতা সম্পর্কে ৮২-৮৩
মান্দালয় জেলের জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে ৪৩-৪৪, ৪৮-৫২, ৬৩-৬৪, ৬৮-৬৯, ৭২, ৭৪-৭৬, ৮৫-৮৬
মান্দালয় জেলে ধর্মীয় অধিকারে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে ৮৯-৯২
মান্দালয় জেলে প্রতিমা-পূজা প্রসঙ্গে ৭৯, ৮৪-৮৭
মান্দালয় জেলে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট প্রসঙ্গে ৯২-১০০
মান্দালয় জেলে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে ৭৯-৮০, ৮৩, ৮৪
যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ২০১, ২০৪, ২১৯-২২১
রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ১৮৫
সংবাদপত্রে বক্তৃতার ত্রুটিপূর্ণ বিবরণ সম্পর্কে ১৩
সত্যের উপলব্ধি সম্পর্কে ১৫৭
সভা-সমিতি আহ্বানের পদ্ধতি সম্পর্কে ১৪-১৬
সমবায় প্রণালীতে কাজ করা সম্পর্কে ২১৭
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে ১৬৩-১৬৪
সেনসর করা চিঠি সম্পর্কে ৭৫
স্বর্গত দেশবন্ধু প্রসঙ্গে ৪১
স্বরাজ্য পার্টি প্রসঙ্গে ১৬-১৮
স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ সম্পর্কে ২১৩
স্বাধীনতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ১৯১
স্বাধীনতালাভের ঐকান্তিক আগ্রহ সম্পর্কে ১৯৬
স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অভিযোগ ৮৫-৮৬
হামিদসাহেবের খবরাখবর সম্পর্কে ১২
সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী (যাঁদের উদ্দেশে লেখা) :
অক্ষয়কুমার দে ২২
অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ১৩, ১৪-২১
অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ১৪৯-১৫০
আবদুল মতিন চৌধুরী ১২-১৪
ইনসাইন জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ১২৬
ইন্সপেকটর জেনারেল অব প্রিজনস, বর্মা ৪৩-৪৪
এস শেপার্ড ৬৯
কলকাতার বুক কোম্পানির ম্যানেজার ১০৬-১০৭
কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারি ২১
কল্যাণী দেবী ১৫১-১৫২
ক্যাপ্টেন স্মিথ ৮৯
জনৈক বন্ধুকে সিওনি সাব জেল থেকে লিখিত ১৫৪-১৫৮
ডি আই জি, সি আই ডি, বেঙ্গল ৫৩, ৭৫
দিলীপকুমার রায় ১৬২-১৬৩
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ২২
সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী (যাদের উদ্দেশে লেখা) :
বর্মার ইন্সপেকটর জেনারেল অব প্রিজনস ৪৩-৪৪, ৪৮, ৬৮-৬৯, ৭৬-৭৭, ৮৫-৮৬
বর্মার রাজ্যপাল ৭৯-৮০
বর্মা সরকারের চিফ সেক্রেটারি ৬৩, ৮৬-৮৭, ৮৯-৯২, ১০০
বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি ৭৯, ৮৩-৮৪
বাংলা সরকারের জনৈক সদস্য ৬৪-৬৫, ৭৫-৭৬
বাসন্তী দেবী ১২৭-১৩০, ১৩২-১৩৩, ১৪২, ১৪৫-১৪৮, ১৫০-১৫৪
বিভাবতী বসু ১৩৪-১৩৫, ১৩৯-১৪১, ১৬১-১৬২, ১৬৪-১৬৫
বিহার ও উড়িষ্যার পোস্টমাস্টার জেনারেল ৬৪
বেঙ্গল বিভাগের ডি আই জি, আই বি, সি আই ডি ৫৫, ১২১
মতিলাল নেহরু ১৪৯
মান্দালয় জেলের চিফ জেলার ৫৬, ৬০, ৬৭
মান্দালয় জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ৪৮, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৬৩-৬৪, ৬৮-৬৯, ৭২-৭৫, ৭৭-৭৮, ৮০-৮৫, ৮৮-৮৯, ৯২-৯৯, ১২১
মান্দালয়ের ডেপুটি কমিশনার ৬৭, ৮৮, ৯৪
মিঃ পেনফোল্ড ৫৬, ৫৯-৬০, ৭৩
মিঃ রহিম ৭৬
ম্যানেজার, বুক কোম্পানি ১০৬-১০৭
লক্ষ্মী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সেক্রেটারি ১০৬
শরৎচন্দ্র বসু ৪১-৪২, ৪৭, ৯৭, ১১৩-১১৫, ১২৪-১২৬, ১৩৭-১৩৯, ১৪১-১৪২, ১৪৮
শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ১১-১২
সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ১২৭-১২৮, ১৩১-১৩২, ১৩৬-১৩৭, ১৪২-১৪৪
সন্তোষকুমার বসু ১৩০-১৩১, ১৩৬, ১৫৯-১৬০, ১৬৩-১৬৪
সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ১২৫-২৬
সুরেন্দ্রনাথ শীল ৬২
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ৮৭, ৯২, ৯৫, ৯৯
সুরেশ ২৭, ২৯, ৩৩, ৩৯, ৪২, ৫২
সুর্মা উপত্যকা ছাত্র সম্মিলন ১৮১
সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৩, ১৫০
সুস্থিরবাবু ১৫৯-১৬০, ১৬৪
সেক্রেটারি, কলকাতা কর্পোরেশন ২১
সেক্রেটারি, লক্ষ্মী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড ১০৬
সৈয়দ মাহমুদ ১২
স্কিনার (ডাঃ) ১৬০
স্টিফেন জাইগ ৪০
স্টুয়ার্ট স্মিথ ২৬
'স্টেটসম্যান' ২৩-২৪, ২৬-২৮, ৩১, ৭৩, ১০১, ১০৩-১০৪, ১০৮-১১১, ১১৩, ১১৬, ১২২, ১২৪
স্মিথ (ক্যাপ্টেন) ৪১, ৮৩, ৮৬, ৮৯
'স্মোক' ৪০, ৫৮
স্বরাজ-আন্দোলন ২১৬
স্বরাজ্য পার্টি ১৩, ১৬-১৮, ১১৮, ১৪৯

স্বামী বিবেকানন্দ ৫৬, ১৮২, ১৮৪, ২০৩
স্যার আলেকজান্ডার মুড্ডিম্যান ১০২
এডওয়ার্ড চেমিয়ার ১২০
টমাস লুইস ৩৯
তাম্মানি ৪৬
দেবপ্রসাদ ৭৩
নীলরতন ১১৩
পি সি রায় ২০
প্রভাস ১৪৪
বিনোদ মিটার ৫৪-৫৫, ৬০, ১০৯, ১১০, ১১৭
হিউগ স্টিফেনসন ৭৩, ৮৯, ১০০

হং কং বিশ্ববিদ্যালয় ১১২
হরদয়াল নাগ ১৯
হরিচরণ ৪৫
হরিণাভি ৬২
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ৫৮
হরিশ ১৪২
হাউস অব কমনস ৪৩
'হাঙ্গারির পুনরভ্যুত্থান' ৫৫
হাজী আত্তাস ৩৪
'হার্ট অব আর্যাবর্ত' ১০২
হার্মেন ১৩৪
হিউগ স্টিফেনসন (স্যার) ৭৩, ৮৯, ১০০
হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলন ১৮৬
হেমন্ত ১৬, ১৩৮
হেমন্তকুমার সরকার ৫৩
হেমেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯, ২০, ৯৭
হেমেন্দ্রবাবু ৬৫
'হোয়াট আই বিলিভ' ৩৮
হোস ১১৯